

সঙ্গীত-কোষ।

প্রধান প্রধান কবি ও স্মৃতিরচয়িতৃগণ-বিরচিত
চারি সহস্রাধিক সঙ্গীত।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত।

২০ খ্রঃ কর্ণওয়ালিস ট্রাট হইতে

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত।

(পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্তিত দ্বিতীয় সংস্করণ)

কলিকাতা।

১১৫১২নং গ্রে ট্রাট, নূতন কলিকাতা-ঘাটে।

ঐপূর্বতম মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৬ সাল।

মূল্য ৫ টাকা।

N.A.S.

Acc. No. 5748

Date 23.2.92

Item No. 12/13 3469

Donor [unclear]

1st part

1306 [unclear]



“न विद्या सम्प्रितां परा ।”

তিনি বীর-রসের গান ধরিতেন, তখন আলেকজেন্ডর বী
 গর্ষে নৃত্য আরম্ভ করিতেন, আবার যখন তিনি কল্প-র
 গান ধরিতেন, তখন বীরবর অধোমুখে অশ্রুবর্ষণ করিতেন
 সুপ্রসিদ্ধ ইংলণ্ডের “অলকেড্” একজন উৎকৃষ্ট বী
 বাদক ছিলেন। তিনি তাঁহার সঙ্গীত মাগায়াবলে প্রচ
 বেশে শত্রু-নিবিরে গমন-পূর্বক শত্রুগণকে বীণার সঙ্গ
 বিমোহিত করিয়া, অকোশলে শত্রুকুলের সমস্ত গুপ্ত ব
 পরিচ্ছাদিত হন এবং তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়া পুন
 স্বকীয় রাজ্য লাভ করেন। সঙ্গীতের মহিমাশক্তি
 মাতঙ্গ, কুরঙ্গ, ভূঙ্গ প্রভৃতিগণও বিমোহিত হইয়া ব
 স্বীকার করে। সুতরাং বাহার সঙ্গীতে উপেক্ষা কা
 তাঁহারা পশুপক্ষী অপেক্ষাও অধিক বলিয়া প্রমাণিত। অ
 মণ্ডলে আরও অনেক পশু-পক্ষী আছে, বাহার সঙ্গ
 শ্রবণমাত্র আনন্দিত ও বিমোহিত হইয়া থাকে। ক
 আছে, ভাগীরথী-বক্ষে বিহারকালে রামপ্রসাদের
 শ্রবণ করিয়া নবাব সিরাজউদ্দৌলার লোহ-কঠিন হৃ
 কুম্ভম কোমল হইয়াছিল। সঙ্গীতের মোহিনী শক্তি
 অকৃষ্ট হইয়া কানুনের কুরঙ্গকুল নির্দয় নিবাদ-হস্তে
 প্রাণবিনর্জন করে—ভীষণ ভূঙ্গ-নিকর বিবর পশু
 পূর্বক ভূগর্ভ হইতে ভূতলে আগমন করে—গভীর
 সঞ্চারী মৌনগণ আনন্দে সনিলোপরি সম্ভরণ করিতে থা
 এক কথায়, সঙ্গীতের মোহিনী শক্তিতে পশুপক্ষী
 সমস্ত ভগবান্ পর্য্যন্ত বিমোহিত হইয়া থাকেন।

বীণাপানি যে জাতির গৃহ দেবতা, দেবর্ষি নারদ বাহ
 শিফাণ্ড, বাহার বীণা অবিরাম হরিগুন গান ক
 ভুবনভাবন ভবানীপতি উষ্মক্শনি করিয়া তাওব
 করেন, যে জাতির চতুর্বেদ উচ্চ সঙ্গীতের উচ্চাসে পরি

চতুরের মধুর সঙ্গীতে যে দেশ প্রতিধ্বনিত, হায় রে, সেই
 দেশের ও সেই জাতির নিকট সঙ্গীত আজ এত অপকৃষ্ট !
 গায় বক্ষিমচন্দ্র, বাবুদের একটি লক্ষণ লিখিয়া গিয়াছেন;—
 “তিনি বারবিগানিনির চীৎকারমাত্রকেই সঙ্গীত মনে
 করেন, তিনিই বাবু !” হায় রে ! সঙ্গীত-বিচার অধঃপতন
 হইতে আর কি হইতে পারে ? পুত্র, পিতার সম্মুখে
 সঙ্গীত করিবে—ছাত্র, শিক্ষকের নিকট গান গাহিবে, এ
 কথা ইহা বড়ই লজ্জার কথা ! যে কুলাসঙ্গীত গীত গাহিতে
 করেন, তাঁহাকে দিবারাত্র গলা চাপিয়া থাকিতে হয় ।
 কুলাসঙ্গীত যদি কখনও সঙ্গীতমানে আপন প্রিয়সখীর নিকটেও
 নহুক সঙ্গীত করেন এবং তাঁহার দুরদৃষ্টক্রমে দৈবাৎ তাহা
 শ্রীমন্তের কর্ণে প্রবেশ করে, অবশ্য, শাস্ত্রদ্বী-ননদী শুনিতে
 ত্যজ, তখনই তাঁহার উপর সম্রাজ্ঞীর ব্যবস্থা হইবে !
 দেশের অভিভাবকেরা মনে করেন, যে ছেলে গান গাহিতে
 গিয়াছে, সেতো বংশের কুলাসঙ্গীত, তাহার আবার লেখা-
 পড়া শিখিবার আশা কি ? যে আর্ধ্যভূমি একদিন সঙ্গীত-
 বিদ্যার জগৎ বিখ্যাত ছিল, হায় রে, সেই আর্ধ্যভূমে আজ
 ইচ্ছা-বিদ্যার এমন হুর্গতি ও হুন্দশা ! কোকিলের পঞ্চমস্বর,
 গায়ের সপ্তমতান, ষড়্জপংবাদিনী মধুরীর কেকা,
 ত্যজই শুনিয়া থাকেন । তাই বলি, বনবিহারী বিহঙ্গম-
 করও যে স্বাধীনতা আছে, আকাশের পাদীরও যে অধি-
 পতি আছে, তাহাও আমাদের নাই ! প্লুটাক (Plutarch)
 গিয়াছেন যে, “সঙ্গীতের প্রণালীতে এই জগৎ
 দীপ্ত করিয়াছেন !”—লুথার (Luther) বলেন, “যে শিক্ষক
 ওম ছাত্রকে সঙ্গীত-বিদ্যা শিক্ষা দিতে না জানেন,
 ত্যজ তাঁহাকে শিক্ষক বলিয়া শ্রদ্ধা করি না !”—প্লেটো
 (Plato) বলিয়াছেন, “সঙ্গীত-বিদ্যা না শিখিলে, মনুষ্যের

সম্পূর্ণ শিক্ষা হয় না !” জগতের ইতিহাস অনুসন্ধান
দেখিতে পাওয়া যায়, ঈশ্বরোপাসনার প্রথম সাধন
সহায় সঙ্গীত !

গভীর অধ্যয়ন-জনিত মানসিক পরিশ্রমে
অথবা, সাংসারিক ও শারীরিক পরিশ্রমে পরিশ্রান্ত
অনেকে ইতিহাস ও জীবন-চরিত, অনেকে নাটক
পাঠ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। আমরা বলি,
বিশ্রাম, আমোদ ও আনন্দ লাভ করিতে হইলে,
সর্সাপেক্ষা অধিক ফলদায়ক। কি আনন্দ-বর্ধ
শোক-সন্তাপ-নিবারণে, সঙ্গীতই আমাদের প্রধান
ভাই বলি, সঙ্গীত কেবল অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের ও
সঙ্গীত বেশাগ্রহের জন্ত নহে ; সঙ্গীত অপার্থিব বৎ
দেবাবাধ্য ধন !—সঙ্গীত আমাদের পরমারাধ্য দে-
বতীর পরম-আরাধিত বিদ্যা।

(গুণসাগর

N.B.B.

Acc. No. 5748

Date 23. 2. 92

Item No. B/33469

Don. by



রাগ-রাগিনীর কাল নির্ণয় ।

কান্ কোন্ সময়ে কোন্ কোন্ রাগ-রাগিনী
জন করিতে হয়, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল :—

(প্রাতঃকাল)

৪ টা হইতে ৫ টা পর্য্যন্ত	সোহিনী ও মালকোষ ।
৫ টা " ৬ টা "	ললিত ও ভৈরব ।
৬ টা " ৮ টা "	ভৈরবী ও রামকেলি ।
৮ টা " ১০ টা "	কুকুভ, বিভাস, আলাহিয়া ও দেবগিরি ।
১০ টা " ১২ টা "	টৌড়ী, সিদ্ধ, কাফী, আসো য়ারী ও সিদ্ধুড়া ।

মধ্যাহ্নকাল ।

১২ টা " ২ টা পর্য্যন্ত	সারঙ্গ, গৌর-সারঙ্গ মুলতান ও সামন্ত ।
২ টা অপরাহ্ন ৪ টা "	পিলু ও বারোয়া ।

(সাংকাল)

৩ টা " ৬ টা "	গৌরী ও পূর্ববী ।
৬ টা রাত্রি ১০ টা "	ইমন-কল্যাণ, কল্যাণ, অহং, ভূপালী, ইমন, ভূপালী, জয়- জয়ন্তী, কেদারা ও হাশির ।

(রাত্রিকাল)

০ টা " ১১ টা "	বাগেশ্রী, খাম্বাজ, সাহানা, কানেড়া, পাহাড়ী, ঝিঁঝিট, বাহার ও পরজ ।
----------------	--

নিশীথ (অন্ধরাত্রি)

১২ টা হইতে ৪ টা পর্য্যন্ত মেঘ, বসন্ত, শঙ্করা,
মেঘ মল্লার, দেশ
সুরট-মল্লার ।

সকল সময়ে গেয় ... গৌর-মল্লার ও বাউণ্ডে

ছয় কতুতে ছয় রাগ ।

গীত	...	ভৈরব
বর্ষা	...	মেঘ
শরৎ	...	মালকোষ
হেমন্ত	...	দীপক
শীত	...	শ্রী
বসন্ত	...	হিঙোল ।

রাগ ও রাগিনী ।

ছয় রাগ—ছত্রিশ রাগিনী :

১ ভৈরব ।

বাজালী, ২ ভৈরবী, ৩ মধ্যম, ৪ সিকরী, ৫ মধুমাধবী,
৬ রী ।

২ মালকোশ ।

টোরী, ৮ মাঝ, ৯ থস্তাবতী, ১০ গোরী ১১ গুণকরী,
১২ কুভা ।

৩ হিঙোল ।

৩ রামকরী, ১৪ পাঠমঞ্জরী, ১৫ ললিত, ১৬ বেহাগড়া,
১৭ শাক, ১৮ বেলাবলী ।

৪ দীপক ।

১৯ দেশা, ২০ কাফী, ২১ কেদারা, ২২ কানাড়া,
২৩ মৌদী, ২৪ নট ।

৫ শ্রী ।

২৫ বসন্ত, ২৬ দেবগাঙ্কার, ২৭ মলবী, ২৮ মালতী,
২৯ শিবরী, ৩০ ধনাত্রী ।

৬ মেঘ ।

৩১ মল্লারী, ৩২ গুজরী, ৩৩ দেশকার, ৩৪ ভূপালী
৩৫ রী, ৩৬ টকী ।

সময় নিরূপণ ।



দিবাভাগের রাগ রাগিনী ।

বেলা একদণ্ড হইতে পাঁচদণ্ড পর্য্যন্ত--ভৈরব, ভৈরবী বাঙ্গালী, রামাকেলী, দেশকার, ঘোগিয়া, খট, আশাবরী, গাক্কার দেবগাক্কার, ভটিয়ারি, আনন্দ ভৈরবী ও কালাংড়া ।

বেলা ছয়দণ্ড হইতে দশদণ্ড পর্য্যন্ত—বিভাষ, দেবগিরি কুকুভা, আলাহিয়া, বেলাবলী, পটমঞ্জরী, সরফরদ ও সূহা ।

বেলা দশদণ্ড হইতে ষোল দণ্ড পর্য্যন্ত—সিকুরা, কাফী, সিকু টোড়ী, গুজরী, সুবরাই ।

বেলা সতরদণ্ড হইতে বিশদণ্ড পর্য্যন্ত—বুন্দাবনী সারঙ্গ মধুমাতসারঙ্গ, গৌরসারঙ্গ, গুরু সারঙ্গ, পটহংসিকা দেওসাক, বসন্ত, মাঝ ।

একুশদণ্ড হইতে চব্বিশদণ্ড পর্য্যন্ত—ভীমপলাশী, রাজ বিজয়, ধানী, ধবশী, মুলতান, পিলু ও মালীগৌরা ।

পঁচিশদণ্ড হইতে আটাদশদণ্ড পর্য্যন্ত—পুরবী, বরাট, আহিরী ধনাশী, মালশী, দিনপ্রিয়া, ধামশী, ঢোল ।

রাত্রিকালের রাগরাগিনী ।

মক্কা একদণ্ড হইতে পাঁচদণ্ড পর্য্যন্ত—কামোদ, ছায়ানট কেদার, শ্রাম, হাধির ।

ছয়দণ্ড হইতে দশদণ্ড পর্য্যন্ত—ইমনকল্যাণ, ভূপালী জয়জয়ন্তী, রাতপুরিয়া ।

এগারদণ্ড হইতে পোনেরদণ্ড পর্য্যন্ত—গুরুকানাড়া, খাঙ্গাল পরজ, সাহানা, বাগেশী, সিকুড়া, লুম, মালকোষ ।

ইতে বিশদও পর্য্যন্ত—বেহাগ, বেহাগড়া, সম্পূর্ণ,
শঙ্করা, রতিবাহি, সুরট, ঝিঝিট, বারোঁয়া,
য়া, মেঘ।

হইতে ণ্চিশদও পর্য্যন্ত—নটুনারায়ণ, কেদারা,
টা।

হইতে ঊনত্রিশদও পর্য্যন্ত—হিঙোল, সোহিনী,
মাদ।

বিগের সময় ললিত ব্যবহার হয়। বসন্ত,
হিঙোল প্রভৃতি রাগ বসন্তকালে ব্যব-
বসন্তকালের ব্যবহার্য্য বাহার সোহিনী বর্ষাকালে,
মেঘ, জয়জয়ন্তী, মল্লার।



সংগীত-কোষের সাধারণ সূচি ।

অধ্যায়	পৃষ্ঠা হইতে	পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত
১। শ্যামাসঙ্গীত	১	৩৫৩
২। শিবসঙ্গীত	৩৫৪	৩৬২
৩। গঙ্গাসঙ্গীত	৩৬৩	৩৬৮
৪। সরস্বতীসঙ্গীত	৩৬৯	৩৭৩
৫। গণেশসঙ্গীত	৩৭৩	৩৭৫
৬। উমার বাল্যলীলা	৩৭৬	৩৭৯
৭। আগমনী	৩৭৯	৩৯৯
৮। বিজয়া	৪০০	৪০৬
৯। শ্রামসঙ্গীত	৪০৭	৬১২
১০। হরিনামসঙ্গীত	৬১৩	৭০০
১১। কর্তৃত্বজ্ঞানসঙ্গীত	৭০৪	৭৫০
১২। নগরসংকীৰ্ত্তন	৭৫১	৮০০
১৩। ব্রহ্মসঙ্গীত	৮০১	৯৪০
১৪। খ্যাতিসঙ্গীত	৯৪০	৯৭০
১৫। ভারতসঙ্গীত	৯৭৪	১০০১
১৬। সামাজিকসঙ্গীত	১০০২	১০১২
১৭। রহস্যসঙ্গীত	১০২০	১০৬০
১৮। কবির গান	১০৬৭	১০৮০
১৯। বিবিধসঙ্গীত	১০৮৭	১২৭০

সূচীপত্র ।



অ

নই দেখ রেলরোডের	অজ্ঞাত	৬৫৭
অকারণে কেন হায়	রামচন্দ্র	১৫২
অখিল ব্রহ্মা ওপতি	দ্বিজেন্দ্র নাথ	৮৭৮
অখিলতারণ	বিজয়কৃষ্ণ	৯১১
অঙ্গ করনা দাহন	মধুকান	৪৭৩
অঙ্গে অঙ্গ মনি মনি	বলরাম	৫৭২
অচল ঘন গহন গুণ	সত্যেন্দ্র নাথ	৮০৫
অচল বিরাজিত	তানসেন	১১৬৪
অচল সচল হও	দাশরথী	৩৮৩
অচিন্ত রচন বিশ্ব	কালীনাথ	৮৪২
অজ্ঞান ভাবেতে দিন	অজ্ঞাত	২৭১
অজ্ঞানে আশ্রয় দানে	অজ্ঞাত	১১৮৭
অতিঘোরতর মেঘে ঢাকিল	অজ্ঞাত	৭৮
অতি দুরারাম্য তারা	রাজা কৃষ্ণচন্দ্র	২৫১
অভিশয় কর্ম ভাল নয়	অজ্ঞাত	৪৯৫
অকুল জ্যোতির জ্যোতি	সত্যেন্দ্র নাথ	৮০০
অধমে পদান্তে অন্তে	গোসাই দাস	৩৬৩
অধরে অমৃত ধর বা	অজ্ঞাত	৬২
অধরে ফুটেছে হাঁসি	দারকানাথ গাঙ্গুলী	৮৭১
অধর্য্য হইলে প্রিয়ে	গোবিন্দ অধিকারী	৫০১
অনন্ত সুনীলাঅকাশে	কামিনী সেন	৫০
অনন্ত শয়নে হের	রাজকৃষ্ণ	৬২০
অনন্ত কাল সাগরে	ঐলোক্য সান্যাল	৮৯০

অনন্ত যাতনা ভুগিতে	৮ রাজকৃষ্ণ	১২২
অনিত্য বিষয়ে কর	রামমোহন রায়	৯১
অনিবার দহে মন	নিধুবাবু	১১
অনুগত জনেরে প্রিয়ে	নিধুবাবু	
অনুগত দোষী হলে	নিধুবাবু	
অনেক দিনের পরে	অজ্ঞাত	
অন্ত না পাওবত	রামদাস	১১১
অন্তরের ধন তুমি কেমনে	অজ্ঞাত	
অন্তরের অন্তর তুমি	অজ্ঞাত	
অস্তিমের সে দিনের	অমৃত বসু	
অন্তে যেন ও চরণ পাই	অজ্ঞাত	
অন্তে পদ প্রান্তে ঘোরে	দাশরথা	
অন্ধজনে দেহ আলো	রবীন্দ্রনাথ	
অন্নদার দ্বারে আজি পাতকী	আশুতোষ	
অন্নপূর্ণা ধন্ত কাশী	রামপ্রসাদ	
অন্বেষণে তারি হব	অজ্ঞাত	
অপরূপ ও গৌররূপ ধরেছ	আশুতোষ	
অপরূপ কাল রূপ কেশবে	কৈলাস মুখো	
অপরূপ শোভা মুনি	উমেশভট্ট	
অপার সংসার নাহি পারাপার	রামপ্রসাদ	
অপার হরি নামের মহিমা	গিরিশ	
অবক্যায়সে নিকাশ	অজ্ঞাত	
অবতুম কোনরূপ দেখা	অজ্ঞাত	
অবলা মজায় ঐ ছলল	দীন মিত্র	
অবলায় মজিয়ে পিরীতে প্রাণ	অজ্ঞাত	
অবলা সরলা সুধী কুল	কামিনীকুমার সেন	
অবাক কল্ল জুয়াচোরে	অজ্ঞাত	

অবিরাম গৌর নাম	অজ্ঞাত	৭৮৩
অবিশ্রান্ত ডাক তাঁরে	অজ্ঞাত	৮২৪
অভয় নামেতে ভয় হবে	কালীনাথ মজুমদার	৭৮২
অভয় পদ সব লুটালে	রামপ্রসাদ	১২০
অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি	রামপ্রসাদ	২৫৫
অভয়ার অভয় পদ যার	রঘুনাথ	২৮৪
অভাগিনী জেলেথা না	অতুলমিত্র	১৮১
অমর করেছ আগে প্রেম	নিধুবাবু	৩৩
অমৃত আকার হয় প্রাণ	নিধুবাবু	১৮৩
অমৃত ধনে কে আনিবে	সত্যেন্দ্রনাথ	৮৪৩
অমৃত নাম হরি গাও	অজ্ঞাত	৮৯৩
অযোধ্যা নগরে আজু	মনোমোহন বসু	১২৭০
অগ্নি অগ্নি প্রাণ প্রিয়ে	রাজকৃষ্ণ	১৩
অগ্নি বিষাদিনী বোণা	রবীন্দ্রনাথ	১০০০
অগ্নি সুখময়ী উষে	কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার	৮০৪
অরুণ সহিত শশী	নিধুবাবু	১১১৫
অনুসং থেকে না তায়	শিবনাথ	৮৭৭
অলিকর ফিরে যায়	রবীন্দ্রনাথ	৭
অলিবা কুল কাঁদিছে	গিরিশচন্দ্র	৪৪
অশক অস্পর্শ অরূপ	চিরঞ্জীব	৮২৭
অশেষ যাতনা সয়ে বিশেষ	অজ্ঞাত	১০৩
অসম্ভব কি সাজালে	দাশরথী	১০৩১
অসুখী ভ্রমর দলে	অজ্ঞাত	১৫০
অহঙ্কার কার উপর	নিধুবাবু	৪৮
অহঙ্কারে মত্ত সদা	ভৈরব দত্ত	৮৪৪
অক্ষয় অক্ষয় কীর্তি	চন্দ্রনাথ	২৫৪
অক্ষয় আনন্দধামে	অজ্ঞাত	৯০৩

আ

আও আও অলি	কুঞ্জবাবু	
আওরি আওরি বাদর সন্নাসী	অজ্ঞাত	১১
আইল বসন্ত সকলে	নিধু	১১
আঁখিতে কি ফল বল	নিধু	
আঁখি ভরি দেখ	অজ্ঞাত	৪
আঁখিতে মানে না সই	নিধু	১
আগুন আছে ছেয়ের	অজ্ঞাত	৭
আগে করিয়ে ঘটন কেন	যতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১
আগে কি জানি বল	গিরিশ	১
আগে চল আগে চল ভাই	রবীন্দ্রনাথ	২
আগে তোমায় দেখলে	রামবন্ধু	
আগে জান্তাম-যদি নিরবদি	নিধু	
আগে ভালবাসা জান	নিধু	
আগে যদি জান্তাম	সঞ্জীবচন্দ্র	
আগো সই কে জানে	চণ্ডীদাস	
আঘন মাস রাসরসসায়ের	গোবিন্দ দাস	৭
আছি আশাপথ চেয়ে	অজ্ঞাত	
আছিন্ চুপ করে তুই	শিবপুর বাঃসঃ	
আচ্ছা আচ্ছা চিজ	দীপেন্দ্র নাথ	১
আচ্ছা এক রঙ্গভূমি	আনন্দ মিত্র	
আজ্ঞ আনন্দ বদন ভরে	অজ্ঞাত	
আজ্ঞ আমার প্রেমসাগরে	অজ্ঞাত	
আজ্ঞ আমাদের প্রেমদাতা	অজ্ঞাত	
আজ আসবে শ্রাম	রবীন্দ্র	
আজ উমাকে যেতে	অজ্ঞাত	

আজ কি করলে	কুঞ্জলাল	২৫৩
আজ কি প্রথম এল	অজ্ঞাত	৬
আজ কেন পারী বিপরীত	পীতাম্বর	৪১৪
আজ কেন যমুনায়	অজ্ঞাত	৪১৯
আজকের মতন	রমাপতি	৪৩২
আজকের মতন রেখে যা	রমাপতি	৪৫২
আজ কে বাজাল বাঁশী	অজ্ঞাত	৪৯৯
আজ কে পূর্ণশশী উদয়	অজ্ঞাত	৮৫২
আজকে চারিদিকে হেরি	অন্নবী প্রসাদ	৮৬৯
আজ গোষ্ঠে যেওনা	অজ্ঞাত	৪৬৪
আজ গোলকনাথ গোলক	অজ্ঞাত	৫১২
আজ তোমারে দেখতে	নিধু	৮৩
আজ তোমারে পরবো টাঁদ	রবীন্দ্রনাথ	১১০১
আজ তোদের হরিনাম	অজ্ঞাত	৭১৫
আজ পরবো লো সই	গিরিশ	৪৪৪
আজ প্রাণে তপ্ত সুধা তেলে	মদনমোহন	৬৪৭
আজ ফিরে যাও	গোবিন্দ অধিকারী	৪৯৯
আজব ইংরেজের মলুক	অজ্ঞাত	১০২৮
আজব ছুরির একি দেখি	হরিনাথ মুখো	৬৭৬
আজ ভোট দিয়ে কাল	গিরিশ	১০২২
আজ মনে আনন্দ অপার	শিবনাথ	৮৮৩
আজ মনের সাধে প্রাণ ভোরে	কালীচরণ	৮৬৭
আজ মিলা জবরদস্তী দাল	ধীরেন্দ্রনাথ	১১০৮
আজ মোরা জল ভরিতে	আশানন্দ বাউল	৬৫৫
আজ যাবেনা	দুর্গদাস	১০৬২
আজ বাধাই চেটাবর	গোমুকেন্দ	১১৩৪
আজ ব্রজে ধূমে মাচাই	অজ্ঞাত	১১৪৬

আ

আও আও অলি	কুঞ্জবাবু	
আওরি আওরি বাদর সন্নাসী	অজ্ঞাত	১১২
আইল বদন্ত সকলে	নিধু	১১১
আঁখিতে কি ফল বল	নিধু	
আঁখি ওরি দেখ	অজ্ঞাত	৪
আঁখিতে মানে না সই	নিধু	১১
আগুন আছে ছেয়ের	অজ্ঞাত	৬
আগে করিয়ে যতন কেন	যতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১
আগে কি জানি বল	গিরিশ	১
আগে চল আগে চল ভাই	রবীন্দ্রনাথ	৯
আগে তোমায় দেখলে	রামবন্ধু	
আগে জান্তাম যদি নিরবধি	নিধু	১
আগে ভালবাসা জান	নিধু	
আগে যদি জান্তাম	সঞ্জীবচন্দ্র	
আগো সই কে জানে	চণ্ডীদাস	
আঘন মাস রাসরসসায়ের	গোবিন্দ দাস	
আছি আশাপথ চেয়ে	অজ্ঞাত	
আছি স্ চুপ করে তুই	শিবপুর বাঃসঃ	
আচ্ছা আচ্ছা চিজ	বীরেন্দ্র নাথ	
আচ্ছা এক রঙ্গভূমি	অনন্দ মিত্র	
আজ্ঞা অনন্দ বদন ভরে	অজ্ঞাত	
আজ্ঞা আমার প্রেমসাগরে	অজ্ঞাত	
আজ্ঞা আমাদের প্রেমদাতা	অজ্ঞাত	
আজ্ঞা আস্বে শ্রাম	রবীন্দ্র	
আজ্ঞা উনাকে যেতে	অজ্ঞাত	

জ কি করলে	কুঞ্জলাল	২৫৩
জ কি প্রথম এল	অজ্ঞাত	৬
জ কেন পারী বিপরীত	পীতাম্বর	৪১৪
জ কেন যমুনায়	অজ্ঞাত	৪১৩
জকের মতন	রমাপতি	৪৩২
জকের মতন রেখে যা	রমাপতি	৪৫২
জ কে বাজাল বাঁশী	অজ্ঞাত	৪৯৩
জ কে পূর্ণশশী উদয়	অজ্ঞাত	৮৫২
জকে চারিদিকে হেরি	অন্নদা প্রসাদ	৮৬৩
জ গোষ্ঠে যেওনা	অজ্ঞাত	৪৬৪
জ গোলকনাথ গোলক	অজ্ঞাত	৫১২
জ তোমারে দেখতে	নিধু	৮৩
জ তোমারে পরবো চাঁদ	রবীন্দ্রনাথ	১১০১
জ তোদের হরিনাম	অজ্ঞাত	৭১৫
জ পরবো লো সই	গিরিশ	৪৪৪
জ প্রাণে তপ্ত সুধা তেলে	মদনমোহন	৬৪৭
জ ফিরে যাও	গোবিন্দ অধিকারী	৪৯২
জব ইংরেজের মলুক	অজ্ঞাত	১০২৮
জব হুনিয়ার একি দেখি	হরিনাথ মুখো	৬৭৬
জ ভোট দিয়ে কাল	গিরিশ	১০২২
জ মনে আনন্দ অপার	শিবনাথ	৮৮৩
জ মনের সাধে প্রাণ ভোরে	কালীচরণ	৮৬৭
জ মিলা জবরদস্তী দাল	ধীরেন্দ্রনাথ	১১০৮
জ মোরা জল ভরিতে	আশানন্দ বাউল	৬৫৫
জ যাবেনা	হুর্গদাস	১০৬২
জ বাধাই চেটাবর	গৌরুচন্দ	১১৩৪
জ ব্রজে ধূমে মাটাই	অজ্ঞাত	১১৪৬

আজ ব্রজধূমে ধূমে যাগি	অজ্ঞাত	১১৬৫
অজ্ঞারে ধরেরে চরণ	অজ্ঞাত	১১৮৯
আজ সবাই মিলি	অজ্ঞাত	১১৮৫
আজ হোতে তোমার হাত	কালীপ্রসন্ন	৮৭৪
আজ হোরি থেলবো	অজ্ঞাত	৫১৪
আজি আঁখি জুড়াল হেরিয়ে	বীরেন্দ্রনাথ	১১০২
আজি এ বিপিনে	অজ্ঞাত	৫০০
আজি এ শুভদিনে সব	শিবনাথ	৮৮৩
আজি এ সন্তান ছুটি মিলেছে	অজ্ঞাত	৮৮৫
আজি এ আনন্দ দিনে	আনন্দমিত্র	১০১০
আজি কি আনন্দনয়	রাখাল দাস	১১০৬
আজি কিসের এদিন	দীননাথ ধর	৯৮৮
আজি কেন লোল	কমলাকান্ত	৩৩৫
আজি গো সজনী	অজ্ঞাত	১৯
আজিরে বৃন্থ পাখী	রাজকুমার	৫৮
আজি ধনি কেন কেন অপো	নিধু	১১৫
আঁড় নয়নে খোঁচ মারে	কালীপদ	১২৩২
আজি প্রেম অভিযুগো	অজ্ঞাত	১৫৭
আজু বিগিনে বাও	গোবিন্দ দাস	৫০৫
আজু মজু হরনারক	রঙ্গনাথ	১১২২
অদরে অদরে ভাল ত	অজ্ঞাত	৬৯
অদর করে হৃদে রাখ	কমলাকান্ত	২৬৬
অদরে না জ্যোত কেন	অজ্ঞাত	১১৩৭
আদি নাথ প্রণবরূপ	অজ্ঞাত	৯৩৭
আঁধার করিয়ে হৃদি চলে	কুঞ্জবন	১৪৯
আঁধার ভারতে আলো	অবিনাশ মিত্র	৯৯৯
আঁধারেতে মেলাই ডানা	কালীপদ	১২০০

নন্দ ওয়োরি প্রাণ	অজ্ঞাত	১১৬৩
নন্দ ওয়ারেন মোরি	অজ্ঞাত	১১৬৪
নন্দ বদনে বল মধুর	পুণ্ডরীকাক্ষ	৯৫৩
নন্দ মনে বিমল হৃদয়ে	দ্বিজেন্দ্র ও সত্যেন্দ্র	৮৪০
নন্দময় এস আজি সন্তান	আনন্দমঠ	৭৯৩
নন্দময়ী হয়ে মাগো আমার	গৌরমোহন	২৩৩
নন্দি জগবন্দি ত্রিপুরা	অজ্ঞাত	১১৪৭
নন্দে সুন্দর বোলন	রমাপতি	৪৯৮
পন প্রাণে তুলি মধুর	কালীপদ	১২০০
পন বসন বুচায়ে	চণ্ডীদাস	৫৭১
পদে আপদ	দাশরথী	৩০২
পিনারে আপনি দেখ	কমলাকান্ত	৩১৪
পিনা থাইলু কেণে	চণ্ডীদাস	৫৬৪
প্রথম ধুম্পতি মিল	অজ্ঞাত	১১২৫
পাবে মে কায়সে	অজ্ঞাত	১১২৪
পাবে মোরে নাগর	অজ্ঞাত	১১৫৯
পাষার নিয়থিয়ে	সৌরিন্দ্রমোহন	৯৫৫
পরিণা কি ডরি অরি	অমৃতবসু	১০২৪
পরিণা চার রকমের	গিরিশ	৭৬
পরিণা দুটা রব ফুটা	রবীন্দ্র	১০০
পরিণা দুলাল কাঙ্গালিনী	গো দীনমিত্র	৭৪৩
পরিণা যে শিশু অতি	অজ্ঞাত	৯৩৫
পরিণা বাব গো করিতে	অজ্ঞাত	৫১৩
পরিণা রাখাল বালক	গিরিশ	৫১৪
পরিণা বরকণে তিন জোড়া	গিরিশ	১০১৭
পরিণি আমরি তুগি	অজ্ঞাত	১৩১
পরিণি কলি কি তোরে	গিরিশ	৩৬

আমরি কি লাজের কথা	অজ্ঞাত	৩৩
আমরি কি যুগল মাধুরী	গিরিশ	৪৪১
আমরি কি শোভা	অজ্ঞাত	
আমরি সুন্দরী ভুবন	ব্রজমোহন রায়	৩৭২
আনাতে কি আমি আছি	অজ্ঞাত	৬০২
আমাদের জ্বাল আমরা	দীনমিত্র	৭৩২
আমাদের সথিরে কে নিয়ে	রবীন্দ্র নাথ	১১০১
আমাদের সব বিলাতী ঢং	জুর্গাদাস	১২১৬
আমায় আর মেরনারে	হরিনাথ মুখো	১২৫০
আমায় ছজনায় মিলে	রবীন্দ্রনাথ	৭২৫
আমায় ছুয়োনারে শমন	রাম প্রসাদ	১৮২
আমায় ছেড়ে দেও ছেড়ে	অজ্ঞাত	৭০৭৫
আমায় দাও মা তবিল	রামপ্রসাদ	১৮৮
আমায় দেমা পাখল	অজ্ঞাত	৮৪০
আমায় থিক্ আমায়	দীনমিত্র	৭৩৫
আমায় বাবিস নে মা	অজ্ঞাত	৪৩৬
আমায় বিপদ কালৈ	কালীবন্দ্যো	১০৮০
আমায় ভালবাস না	অজ্ঞাত	৭৫
আমায় ভালবাস না বাস	অজ্ঞাত	৭৪
আমায় মধুর কৃষ্ণ	অজ্ঞাত	৪৫৬
আমার অপর খবর	লালনসাই	৬৬৮
আমার আর কেহ	অজ্ঞাত	৮২০
আমার উমা সামান্ত	রামপ্রসাদ	৩৮০
আমার এ সাধের গিরিশ		৩৭
আমার এমন	কালীদাস ভট্ট	৩৩৫
আমার এই বাসনা	বিজয়কৃষ্ণ	৮১৪
আমার এই ছাতির	কীরোদ	১১০৬

তার এগ্নি কপাল পোড়া	অজ্ঞাত	১২১৬
তার এ রসের	দুর্গাদাস	১২১৭
তার ঐ নিতাই	শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামী	৭২৫
তার কথা কস্মে	নিধু বাবু	১২৬
তার কপাল	রামপ্রসাদ	১৯৫
তার কি ধন	রামপ্রসাদ	২৩৫
তার কি ফলের	দাশরথী	১২৫৫
তার কেমন কেমন	ক্ষীরোদ	১০৯৭
তার কেতা চিন্লে	অজ্ঞাত	৮০৮
তার গতি কি	অজ্ঞাত	৮৩৩
তার গৌর নাচে	অজ্ঞাত	৬২৩
তার গৌর মেন সব	অজ্ঞাত	৬৪৬
তার গৌরীরে	কমলাকান্ত	৪০৪
তার গৌর নিতাই	অজ্ঞাত	৬৪৪
তার দুখের হাসি	অজ্ঞাত	১৭০
তার নয়ন লয়ে	অজ্ঞাত	২৫
তার নিতাই বড় দরাময়	অজ্ঞাত	৮০০
তার নিমাই কেন	অজ্ঞাত	৬৪৩
তার পরাণ	অজ্ঞাত	১৩৭
তার পাগল বাবা	গিরিশ	২৩৩
তার পিপাসা	অক্ষয়কুমার	২০
তার প্রাণ যে ধৈর্য	কৈলাস মুখো	৫৪৮
তার প্রাণ বঁধু সই	মনোমোহন বসু	১০৭৪
তার প্রাণ কান্দে	অজ্ঞাত	৬৫৬
তার প্রাণের	মহিমারঞ্জন	১২৫৫
তার মটনকারী	গিরিশ	১২১১
তার মন চাহে	নিত্যানন্দ	১৫

আমার মন মজিল	নবীন চক্রবর্তী	২৬৫
আমার মন মজিল	অজ্ঞাত	৪৯
আমার মন মানে	অজ্ঞাত	৮৪
আমার মন ভুলালে	বিষ্ণুরাম	৮৩
আমার মন যদি পার	অজ্ঞাত	৬২৫
আমার মন যেন	অজ্ঞাত	৭০১
আমার মনের দুখ	রামপ্রসাদ	২১
আমার মোহন বসন	গিরিশ	১২৩
আমার যাতনা	নিধুবাবু	১১১
আমার যাবার সময়	রবীন্দ্রনাথ	৯
আমার ঘোবনে তুলো	কালীপদ	১২০
আমার রসনার	অজ্ঞাত	২২
আমার রসেভরা রসের	গিরিশ	১২১
আমার বংশীবদন	অজ্ঞাত	৪৬
আমার সনদ দেখে	রামপ্রসাদ	২৩
আমার সাধ হয় গো	গিরিশ	৪৪
আমার সাধের পূর্ণিবার	অজ্ঞাত	
আমার হৃদকমলে	মানিকতলা হরিসভা	৭৫
আমার হৃদয়কমল	কালীসরকার	১৮
আমারি মনের দুখ চির	নিধু	১৫
আমারে কি নিবি ভাই	রবীন্দ্র	৭
আমারে আস্তে বলে	অজ্ঞাত	৭
আমারে পাগল করে যে	অজ্ঞাত	৯১
আমি অপরূপ রূপমাগরে	অজ্ঞাত	৬২
আমি আছিগো তারিণী	দাশরথী	১১
আমি আছি হরবোলা	কালীপদ	১২
আমি আর মেলবো	ভানুচন্দ্র	৬

একদিন সে	লালনসাই	৬৬৭
একলা কবি	ভূর্গাদাস	১০৬১
এত দোষী কিসে	রামপ্রসাদ	১৯৬
এবার মলে	বিশ্বনাথ	১৮৭
ঐ খেদে	রামপ্রসাদ	২০৩
কি আটাশে	রমিক রায়	১৯২
কি এগ্নি রব	রামপ্রসাদ	১৯৮
কি কাঙ্গালিনী	মধুকান	৪৬৭
কি কখন	জগন্নাথ	২৫
কি করিব	নবীন চক্রবর্তী	২৫৯
কি কিশোরী	অজ্ঞাত	৫৩৮
কি জানি	নিধুবাবু	১৯
কি তেমনি	অজ্ঞাত	১০২৪
কি তোমার	অজ্ঞাত	৪৪
কি ছগেরে	রামপ্রসাদ	২৩২
কি প্রিয়ে	অজ্ঞাত	৩৯
কি পাগল	অজ্ঞাত	৬৬
কি মদনের	কালীপদ	১২০৭
কি সহই শ্যাম	অজ্ঞাত	৫৪৪
কি হেরিলাম	কমলাকান্ত	৩৮৭
গাঁজায় দম লাগাই	গিরিশ	১০৫২
ছুচোরি গোলাম	কালীপদ	১২৩৩
জানুতেম যদি	নিধুবাবু	৭৮
চের সয়েছি	অজ্ঞাত	১০৯৯
তাই অভিমান	রামপ্রসাদ	১৯৯
তারে চোখের	রবীন্দ্রনাথ	১৭
তো জননী জানি	নিত্যানন্দ	২৯

অমিতো তাহারি	নিধুবাৰু	
অমি তোমার মন বুঝিতে	নিত্যানন্দ	১
অমি তোমারি কাছে	অজ্ঞাত	৮
অমি নাই তোমার	অজ্ঞাত	৮
অমি পতিত পতিতপাবনী	দাশরথী	২০
অমি প্রাণের অধিক	অজ্ঞাত	
অমি প্রেমের ভিখারী	গিরিশ	৬
অমি বল কি করি	অজ্ঞাত	৫
অমি ব্রজে যাব কোন	অজ্ঞাত	৬
অমি ভুলিতে চাই	অজ্ঞাত	৩
অমি মত্ত থাকি	গিরিশ	৬
অমি মুক্তি চাইনে হরি	অজ্ঞাত	৪
অমি যাব না সজনী ঘরে	অজ্ঞাত	৬
আমি যে তব রূপা	সত্যেন্দ্রনাথ	৮
অমি যে শ্যামেরি	অজ্ঞাত	৬
অমি যে হারায়ে	কৈলাস মুখো	৩
অমি সাড়ে কি কাঁদি	(অতুল কৃষ্ণ)	১০
অমি সাধে কাঁদি	গিরিশ	৮
অমি হই আমি করি	রামমোহন রায়	৩
আয় আয় আয় গুটী গুটী	গিরিশ	৪
আয় আয় ভাই আয়রে	অজ্ঞাত	৮
আয় করিম আয় রহিম	অজ্ঞাত	৮
আয়গো নবীন বিদেশিনী	অজ্ঞাত	৪
আয় তবে সহচরি	অজ্ঞাত	৫
আয় দেখি মন	রামপ্রসাদ	২
আয় দেখিবে শমন	ঈশ্বর দাস	২
আয় নাগরী দেখে	গোসাই চাঁদ	৫

বানীতুই বেগম হবি	ক্ষীরোদ	১০৯৩
মন বেড়াতে	রামপ্রসাদ	২৪৬
মা আয় উমা	অজ্ঞাত	৩৯৬
মা আয় মা উমা	অজ্ঞাত	৩৯৬
মা সাধন সমরে	রসিকচন্দ্র	১৯১
র আমার কোলে	কৈলাস	৩৯৮
র আয় শ্রীদাম	অজ্ঞাত	৪০৮
র আয় কানাই	অতুলকৃষ্ণ	৪০৯
র আয় হরি	গিরিশ	৩৮১
র একবার দেখে	নবকান্ত	৯০২
র কানু আয়	গিরিশ	৪৬৪
র গোপাল	মধুকান	৪৭৭
র টাদের	৩ বক্ষিমচন্দ্র	৫৪
র শিশু আয়রে	দ্বারকানাথ	৮৬৮
র ভাই সবাই	চুনাগলি সঃ	১০৯১
র ভাই সবাই	রবীন্দ্রনাথ	৮৬৮
র যাই সবে	নীলমণি	৯২৪
র ভাই কাঠ কাটিগে	ক্ষীরোদ	১০৯৩
র বেতাল সাজ	দাশরথী	১২৪২
র বদন্ত আয়রে ভাই	অজ্ঞাত	১২৬৩
র কুমার নাগর	অজ্ঞাত	৭২৮
র বিচ্ছেদ	নিধু	১২৯
না আমরা কুলীনবাড়ীর রাসবিহারী মুখো		১০০৫
না সব নবীন	অজ্ঞাত	১০
না সজনী তোরা	হরিশ	৫২
না অলি	নগেন্দ্র	৪৩
না স্মৃতি আয়	দীনেশচন্দ্র	২৮৩

আয় সারি সারি গোকুলের	রাজকুমার	১
আয়া হকুম বড়দার	ক্ষীরোদ	১০
আর আমার কাজ কি	রাসবিহারী মুখো	১০
আর আমি যাব না	অজ্ঞাত	১
আর আমি প্রাণ দিবনা	অজ্ঞাত	১
আর আমি সহিতে নারি	অজ্ঞাত	১
আর একদিন সখি শুনিয়া	চণ্ডীদাস	১
আরি এ পট হে দেশে	অজ্ঞাত	১০
আর কতকাল ভুগবো	পারীমোহন কবিরত্ন	২
আর কত ঘুমাবি ফুল	মাদব চন্দ্র	৩
আর কত দিন গিরি হে,	ঐ	৩
আর কত দুখ মোরে	অজ্ঞাত	৩
আর কত যন্ত্রণা শ্যামা	রঘুনাথ	২
আর কত রব	দীনবাবু	৩
আর কাজ কি আমার	রামপ্রসাদ	১
আর কারে ডাকিব গো মা	মহা তাপ চাঁদ	৩
আর কি আমাদের রাধে	রামচাঁদ মুখো	১
আর কি কব তোমারে	মাইকেল	১
আর কি গোকুলে আছিগো	ধীরাজ	১
আর কিছু চাই	কমলাকান্ত	১
আর কি তারা ভয়	ঈশ্বর দাস	১
আর কি তেমন করে	কুঞ্জবিহারী	১
আর কি এবার ভাবনারে	দীনবাউল	১
আর কি থাকে কুল	দাশরথী	১
আর কি সময় নাহি রসময়	দাশরথী	১
আর কেন ব্যাকুল	হরলাল	১
আর গুরু কি ভয় আছে	মধুকান	১

ঘুমাওনা মন	গিরিশ	৫৭০
বল্ব কি যেমন তোমার	অজ্ঞাত	৯০৬
নাই মোচন পিতা	দাশরথী	১২৬৭
ভুলালে ভুলবো	রামপ্রসাদ	২১০
না আর না সখি	অজ্ঞাত	১০৮
না খেলিব আমি	অজ্ঞাত	১১১
তোমার আলাপে	অজ্ঞাত	১২০
১ পরবশ মন পরে	মাইকেল	১২৪
বাজায়োনা বাঁশী	অক্ষয়কুমার	১ ৪
তো রয়ে না নই	অজ্ঞাত	১৬৬
তোরে ডাকবো	রামপ্রসাদ	২০৮
না রাখিব গিরি	কৈলাসমুখো	৩৮২
ত ব্রজে যায না ভাই	অতুল মিত্র	৪০৮
ত যাব না লো	কুঞ্জবিহারি	৪১৮
যেন শামের বাঁশী	ক্ষীরোদ চন্দ্র	৪২৯
বুঝতে বাকী নাইক	রবীন্দ্রঠাকুর	৪৪৯
বাঁশী বাজাও না	অজ্ঞাত	৪৫১
যদি কেউ থাকত আমার	দীনমিত্র	৭৪৪
রইও বাঁকা মদনমোহন	গোবিন্দ অধিকারী	৫০০
জালা দিওনা বায়ে২	হরিশ্চন্দ্র	৫১৮
সুধাও কি হে সমাচার	অজ্ঞাত	৫৪০
যাওয়া হল না	ঐ	৫০৪
মালা গাঁথি কি কারণ	গোবিন্দ অধিকারী	৫৪৪
গুণে মূঢ় মন	অজ্ঞাত	৩৭৪
১ এ কদম্ব তরুতলে	গোবিন্দ অধিকারী	৪৫৪
১ কি বাণ মারিলি	অজ্ঞাত	১০৫৯
১ লয়লা হামারি	রাজকৃষ্ণ	৩০

আরে মেরা ভেইয়া	(ধীরেন)	১০
আরে ময়না কি নয়না	কালীপদ	১২
আরে ও বজ্রের বালক	অজ্ঞাত	৬
আলত সুখ পালত সুখ	সুরদাস	১১
আল বেলি চাল চলত নয়ন	হায়দর	১১
আল বেলা চাল চলত	সুরদাস	১১
আলুর সমান জ্বিনিষ	প্যারী কবিরত্ন	১০
আলো সই কি হইল	জ্ঞানদাস	৬
আলো সই করিব কি	জ্ঞানদাস	৬
আশা পূর্ণ কররে প্রাণ	রমানাথ	১
আশীর্বাদ কর বিভূ	অজ্ঞাত	৮
আখিন চাহিতে কার্তিক	অজ্ঞাত	১০
আশে রেখেছি প্রাণ সে দিবে	অজ্ঞাত	১০
আশা না পূরিতে কেন	নিধু	১১
আস্বে বলে চলে গেছে	অক্ষয়কুমার	১
আস্বে না শ্যাম ছিল	অজ্ঞাত	১
আসিবে হরি এই মনে	অজ্ঞাত	৬
আহা সে যে বেসেছে	অতুলমিত্র	
আহা মরি বেসতো	অতুলমিত্র	
আহা মরি মরি কিবা	অজ্ঞাত	
আহা আনার ঘে	অনুকূলমিত্র	
আহা আয়রে বাছা	রাজকৃষ্ণ	
আহত এসেছি মোরা	মধুকান	
আহামরি রসরাজ	অজ্ঞাত	
আহা কি তোর মহিমা	দীনমিত্র	
আহা কি সুন্দর শোভা	হারকানাথ	
আহা কি অপরূপ হেরি	ত্রৈলোক্যনাথ	

গুণময় সে যে রসময়	অমৃতবন	১২২৭
গেলরে ভারত	রাসবিহারী মুখো	১২৮
রে বাঙ্গালী বাবু	অজ্ঞাত	১০২১
মরি একি হেরি মধুর	কুঞ্জবিহারী	১১০৪

ই

অপকূপ বেন গগনের	গোবিন্দ অধিকারী	৪৭৬
আছে মা মনে	নবীন চক্রবর্তী	২৫৬
নয়ের ইচ্ছা অনুসারে	প্যারী কবিরত্ন	৮০৩
মানদও নিজ	গোবিন্দ অধিকারী	৪৭৮
বন বিলাসিনী	অজ্ঞাত	১০৫৬
গবুট জানে	অজ্ঞাত	১১৬৭
যো নাদ দরিয়া	তানসেম	১১৩৩

ঈ

ন কোণে মাষ	গিরিশ	১০০
ই ন্যম জপরে অমর	আনন্দকিশোর	১১২৫

উ

নজর আগার মত কার	কালীপদ	১২০৭
চিৎবন সেই নারী	অজ্ঞাত	১১৩৪
ওহে গিরি কতই	অজ্ঞাত	৩৮৩
ধরাধর ধর ধর ধর	আনন্দ চট্টো	৩৮৮
র প্রাণাধিক ভাই	অজ্ঞাত	১২৬৩
প্যারী ভোর ভেরি	গিরিধারণ লাল	১১৩৪
উঠ সবে ভারত সন্তানগণ	আনন্দমিত্র	১৭৯
তে কিশোরী বসিতে কিশোরী	চতীদাস	৫৮৫

উড়তে নারি কৰ্ত্তেছি	কানীপদ	১২
উতলা হয়োনা ব্যাকুলা ললনা	অজ্ঞাত	১
উত্তম গাওরে ষোঁগাওরে	অজ্ঞাত	১১
উত্তম মধ্যম নিকৃষ্টম	অজ্ঞাত	১১
উদয় হইল আসি	নিধুবাবু	১১
উপায় কি করি মরি হার	অজ্ঞাত	১
উমা আমার কেমন ছিল	অধিকা চরণ গুপ্ত	৩
উমা মনে কবে আনিবে	মহেশচন্দ্র রায়	৩
উরলো বাণি বীণাপাণি	অজ্ঞাত	১
উহ মরি মরি কি করি	অজ্ঞাত	১

উ

উষা হাসিল ফুল কলি	অজ্ঞাত	
উড়ত কুসুম নব আবীর	অজ্ঞাত	১১

এ

এই আমি কি সেই আমি	মধুকান	১
এই কর হে নিদানকালে	অজ্ঞাত	১
এই কি করিতে উচিত	নিধু	১১
এই কি তোমার বধু ছিল হে	অজ্ঞাত	১
এই কি সেই আৰ্য্যদান	হরিনাথ মজুমদার	১
এই কি সে স্থানে	হরিনাথ মজুমদার	১
এই এখন হইতেছিল তারা	অজ্ঞাত	১
এই খেদ তারে দেখে মরতে	রাম বসু	১
এই তো মধুর প্রণয়	দ্বারকানাথ	১
এই তো সে কুসুমকানন লো	মাইকেল	১
এই তো চিহ্ন	বলিলাম	অজ্ঞাত

দশা হোল ভাই	মদন মাঠার	১১৪৫
দেখ সব মাগীর খেলা	রাম প্রসাদ	২০১
দেহের এত অহঙ্কার	বিজয়কৃষ্ণ	৮৫৫
ধরা তলে ধতু ধতু	হিন্দু মেলা	২৭২
নাও তোমার উমারে	কমলা কান্ত	৩২০
নিবেদন করি	হাটখোলো হঃ সঃ	৭৬৯
নিবেদন করি শ্রীহরি	হাটখোলা	৭৬৯
বলি চরণে তোমার	আশুতোষ দেব	২২৩
বিশ্বমাঝে যেখানে	অজ্ঞাত	৮৩০
বেলা তারিণী তার ভবরাণী	রসিক রায়	১৭৮
বেলা নন নেরে	প্যারী কবিরত্ন	২৭০
ভয় সদা মনেতে	কৃষ্ণকমল	১৯৯
ভয় মনে উঠে এই	চণ্ডীদাস	৫৮২
খলিকাটী পরাইব	স্বর্ণকুমারী দেবী	১৪
যালা যে গলে পরে	অজ্ঞাত	৭২
যে বিশ্ব হতেছে দৃশ্য	অজ্ঞাত	৮০৭
যে মাতুষ রতন	দীন মিত্র	৭৪০
য মনে বাছা	কৃষ্ণকমল	১২৪৮
য নেমক হারামা	গুয়াজিদ আলি	২৪৭
য তারিণী তোমার	অজ্ঞাত	২৮০
যািল এই হবে এই	রাজা রামমোহন	১১৮
যািল মনে হরি	অজ্ঞাত	৬০৯
যিনাম থাস অশুরি	অক্ষয়কুমার বড়াল	৬৮৩
যন্তান পিতা জীবন মন	গগনচন্দ্র	৮৯১
যনে সন্নীরণ সনে	গিরিশ	৬
যমি হে ভবভয়হরৌ	অজ্ঞাত	১১৮০
য এসে নদেপুরে	অজ্ঞাত	৮৫৩

একদিন রাবণ বধোছিল	অজ্ঞাত
একদিন হায় এমন হবে	নিধুব'বু
একদিন হবে যদি অবশ্য	রামমোহন
একবার উঠ মাগো তরি	হরিমোহন ছট্টো
একবার এসহে একবার	চিরঞ্জীব
একবার এসহে গোর হরি	অজ্ঞাত
একবার এসহে কুপা	চিরঞ্জীব
একবার ডাক রে কালীতারা	রামপ্রসাদ
একবার ডাক দেখি মন দরামর	অজ্ঞাত
একবার তোরা মা বলিয়ে	রবীন্দ্রনাথ
একবার নাচ গো শ্রামা	রামপ্রসাদ
একবার বিনোদ-বেশে দাঁড়াও	শ্যামবাজার হঃ
একবার যারে ভালবেসেছি	মহাতাপটাদ
একবার হরি হরি বলরে মন	অজ্ঞাত
একবার হরি বল হরি বল হরি	সুরেন্দ্র হালদা
এক বাধনে বাঁধা আছি	রাজকৃষ্ণ
একলা ঘরে রইতে নারি	ঘোড়াসাঁকো
একলা ফেলিয়ে মোরে নাথ	অজ্ঞাত
একলি বাইতে যমুনার	গোবিন্দ দাস
একলি মন্দিরে গুতলি	জ্ঞানাদাস
এক সূত্রে বাঁদিয়াছি সহস্রটী	জ্যোতিন্দ্রনাথ ঠাকুর
একা একা এত দিন কেটে	রবীন্দ্র ঠাকুর
একান্ত যাবে যদি হৃদয়	গোপাল উড়ে
একান্ত শঙ্কর যদি শঙ্করী	অজ্ঞাত
একাকিনী কাঁদি কুণ্ড	প্রমথনাথ
একাকী কাননে বসি কে	আনন্দচন্দ্র মিত্র
একা কে কাকের প্রজ	শিবচন্দ্র সরকার

লিকে কাল ভয়	অজ্ঞাত	৩০৩
নরূপ হেরি	প্রাণবল্লভ গোস্বামী	৮৫৪
চার শঙ্করী কুপা	দাশরথী	২৭৩
লে রয়েছ রে মন	নিমাইচরণ মিত্র	৯১৩
ল মন	রাজা রামমোহন রায়	৯১৭
বিষম বাণ পড়িল	হরিশ্চন্দ্র	১০৭
ল দায় সে তো	হরিশ্চন্দ্র	১২
ল রে আমার	অজ্ঞাত	১২৭০
ল হোল মোর	চণ্ডীদাস	৫৮৪
ল পড়ে বামা	গিরীশ	১০৯৮
বনশ্বেহিনী বিদেশিনী	মধুকান	৪৬৮
ল লেখা শিখেছে	গোবিন্দ অধিকারী	৪৭০
ন হইল আমার মন	মহাতাপট্টাদ	১৫৩
ল তোর এই ভরা	গিরীশ	১০৯২
ই ছোট্টে মলয়	গিরীশ	৭
লিঙ্গ যোগী সাজার	কৃষ্ণকমল গোস্বামী	১২৪৮
এ প্রাণ আছে	অজ্ঞাত	৪২৯
এখনও প্রাণ সে নামে	জ্যোতির্জনাথ	১২৫
হে নাগর তোমার	অজ্ঞাত	৭৯
তার আসিবার সময় হয়	অজ্ঞাত	১৪৩
ব্রহ্মময়ী	গৌরমোহন রায়	২৪৫
ন পারবে চিন্তে	মধুকান	৪৭১
মর ঘোরে রইলি মন	দীন মিত্র	৭৫০
ন পীরিতে যতন	দাশরথি	৫০৭
না কালা কোথায়	অজ্ঞাত	৫০৯
নী ভাল বাসিনে	অজ্ঞাত	৪৭৪
এ আছে	অজ্ঞাত	১১৮২

এখনি আসিবে গো গিরিরাত্র কমলাকান্ত
 এখনো রজনী আছে বল কোথায় অজ্ঞাত
 এ গৃহ উদ্যান নাথ ঘরকানাথ রায়
 এ ঘোর ভব সাগরের জল কাদাল বাড়িল
 এ চাঁদের মুখের হাসি নিয়ে রাজকৃষ্ণ
 এ জনমের তরে সুখ অজ্ঞাত
 এ জনমের সঙ্গে কি সহি বন্ধিমচন্দ্র
 এ জীবনের নাই রে আশা গোবিন্দ গৌসাই
 এত আশা ভালবাসা ভুলিনি নবীনচন্দ্র সেন
 এত কি করেছি অপরাধ অজ্ঞাত
 এত কি কপালে আছে গো নরোত্তম
 এত খেলা নয় খেলা নয় এষে হৃদয় রবীন্দ্র
 এত দয়া পিতা তোমার ত্রৈলোক্য নাথ
 এত দিন কার বেগারে ছিলে গো অজ্ঞাত
 এত দিনে প্রাণসখা বীরেন্দ্রনাথ
 এত দিনের পর কৃষ্ণরে ঐ
 এত দিনে পোহাল ভারত অজ্ঞাত
 এত দিনে বুঝি প্রেম অজ্ঞাত
 এত দিব পরে সত্য সে কি রবীন্দ্র
 এ দুর্গতি গতাগতি নিবৃত্তি না হবে কালীনাথ
 এত ভালবাসা রে প্রাণ অজ্ঞাত
 এত ভৃঙ্গ নয় ত্রিভঙ্গ রাম বহু
 এত বে যন্ত্রণারে প্রাণ তবু জগন্নাথ বহু
 এত হবে তাত জানিবা নিধু বাবু
 এত হাসি কেন আত্র রবীন্দ্র
 এ দেশের দুখে কয় হিন্দু মেলা
 এ ধনি এ ধনি বচন শুন চণ্ডিদাস

ব বরসে এলোকেশে এলোকেশী	প্রিয় দাস	২০৬
তারীকে নারি চিনিতে	রাজা শিবচন্দ্র	২৫৯
হি ভাতার ধরা ফাঁদ	গিরিশ ঘোষ	১৪৫
হি মহলি তাজা	ঐ	১৫৩
চতুর চোর গোকুলে	শ্রীভারতচন্দ্র	৫৩৬
র মিলন হলে তারি	নিধুবাবু	২৮
শে বসিয়া কেন চিন্তা	অজ্ঞাত	৬১
র জ্ঞানব তারা কেমন তুমি	নবীনচন্দ্র	১৮৩
র কালী কুলাইব শেষে	রামপ্রসাদ	২০১
র আমি ভাল ভেবেছি	ঐ	২৩৪
র আমি করব কৃষি, ওগো	ঐ	২৩৮
র কালী তোমার খাবো	ঐ	২৩৯
র বাজী তোর হ'ল	ঐ	২৪২
র আমার উমা	ঐ	৩৮৩
র মান ভিক্ষা চাই রাই	মহুলাল মিত্র	৫১৩
র হরি প্রেমানলে জলে	ঐ	৬২৫
র তাজল ভবের বাসা	শিবপুর বাঃ সাঃ	৭২৪
র রাবণ রাজা খেলছে	কালীকৃষ্ণ চক্র	১২৭৫
রে বছরকার দিন	ঈশ্বর গুপ্ত	১০৬৬
বাহ হাম ভাবি তুয়ে	অজ্ঞাত	৫০১
বিপদে কোথা বিশ্ব	শ্রীপতি	১২৬৩
বিরহে যার যদি প্রাণ	অজ্ঞাত	১৪২
ব যোগিনীর বেশ কেন গো	অজ্ঞাত	৫৩৫
ভাবিনী ভব রাণী শিবানী	হরচন্দ্র	২৫১
ভাবে কত দিন	অজ্ঞাত	১৪৭
মধু যামিনী এ মধু চাঁদনী	ঐ	৪৫৭
মনে আজব বিষয় ভারতে	অজ্ঞাত	৬৬২

এমন করিয়ে হতানরে	অজ্ঞাত	১০৯
এমন কিহে দিন যাবে	সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৮৭
এমন দিন কি হবে তারা	রামপ্রসাদ	২৩
এমন দিন মোর হবে হবে	অজ্ঞাত	২৭
এমন দিন না হবে	অজ্ঞাত	৮৫
এমন নয়নবাণ	নিধুবাবু	৪
এমন প্রাণস্বহসে	ত্রৈলোক্যনাথ	৪
এমন পিরীত কভু	চণ্ডীদাস	৫৮
এমন পিরীতি প্রাণ	নিধুবাবু	১১১
এমনি মহামায়ায় মায়া	নবচন্দ্র রায়	৩২
এমন যে হবে প্রেম যাবে	অজ্ঞাত	১০
এমন যামিনী মধুর	অজ্ঞাত	১০
এমন সাধের রতন	অজ্ঞাত	১১২
এমন সুধার হরি নাম	গিরিশ	৪৪
এমন সুন্দর হরিনাম	অজ্ঞাত	৭১
এমন সুন্দর করে কেন	অবিনাশ মিত্র	৮২
এ মেয়ে সমরে এল কে	রামকুমার	২৮
এ সাতনা জ্বালাও না তায়	নিধু বাবু	১০
এ যে বিষম নদী দেখে করে	ফিকির চাঁদ	৭০
এ যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে	বঙ্কিম	
এ যৌবন জুয়ারে কার	অজ্ঞাত	
এয়সে বর্ষ ধতু	অজ্ঞাত	১১০
এয়সে মুখে কিনি আজ মৈ	অজ্ঞাত	১১০
এল কৃষ্ণ এল ঐ বাজিল	গিরিশ	৪১
এল তোর প্রাণবধু	গিরিশ ঘোষ	
এল প্রেমরসের কঁশারী	অজ্ঞাত	
এলায়ে কবরী ধীরী ধীরি	কুঞ্জবিহারী	

ম সখি জোড়ের পাড়াতে	অজ্ঞাত	৬৮
কত দিনে ডানে	মনোমোহন বসু	১০৭৭
হেসে কাছে বসে	অজ্ঞাত	১১০৫
কি কেশে কে রণে এলোরে	অজ্ঞাত	২৯৭
কি কেশে এমন বেশে	ঐ	৩২৮
কি কেশী দিগ্‌সনা	রামপ্রসাদ	৩৭৪৩
কী কে মসীবর্ণা মুক্তকেশী	মহিমানাথ	২৯০
এস সবে মিলি	অজ্ঞাত	৯
এস প্রাণধন করিব	অজ্ঞাত	২৮
এস চিরবন্ধু	দ্বিজেন্দ্রলাল	১৩২
এস চিরবন্ধু	অজ্ঞাত	২৪৮
এস এস আজি শুভ দিনে	আনন্দ মিত্র	৮৮৩
দয়াল দিনবন্ধু	অজ্ঞাত	৮২৫
হুলাল মহাশয়	দিনবন্ধু মিত্র	৭৩৯
ভাই রাখাল সবাই	অজ্ঞাত	৫৪৬
রাজমহিষী শুন	মধুকান	৪৮৮
র কানাই কোথায়	কুঞ্জবিহারী	৪০৯
শান্তিময়ী দেবী	দ্বিজেন্দ্র রায়	২৪৮
সুরি বল ভাই	সুরেন্দ্র ঘোষ	৭৯০
স ব্রহ্মনামের তরণী	মনরঞ্জন গুহ	৯১৫
সালে করি উমা	অজ্ঞাত	৪০৬
সী বঁসো গো সীতে	অজ্ঞাত	১২৬৫
সী কে যাবে	মহাতাপর্চাদ	৪৩৭
সী কি দেখছু অপরূপ	বিদ্যাপতি	৫৫৮
সী হামারি ছুথে নাহি	বিদ্যাপতি	৫৮৭
সী হামসে কুলবতী	জ্ঞান দাস	৫৯৪
সী নন্দকুমার বাল	শিবদাস	১১২৮

এ সুখ বসন্তে সই কেন লো এমন নিধু
 এ সুখ বসন্তে সখি শান্ত বতীন্দ্রনাথ ঠাকুর
 এ সুখ সন্ধ্যা আছি অজ্ঞাত
 এ সময় রসময় দেখা দাও ঐ
 এ সময়ে কে শুনাগি বীণে মধুকান
 এসে এ ভূ নিত্য ধাম ঐ
 এসে এক রসিক পাগল গোবিন্দ গৌসাই
 এসে ঘোষপাড়ার ঐ
 এসে দারিকায় যে লজ্জা ঐ
 এসে বিপিনে সইলো অজ্ঞাত
 এসেছে এসেছে কানাই অজ্ঞাত
 এসেছে কালালের ঠাকুর অজ্ঞাত
 এসেছে এক নূতন মাতাল প্যারীমোহন
 এসেছে নামের তরী তরা করি অজ্ঞাত
 এসেছে তারতবাসী গোবিন্দচন্দ্র দাস
 এসেছে নবীন সন্ন্যাসী ঐ
 এ সংসার সূত্রে গুটী অচ্যুতানন্দ
 এ সংসারে তরিবাবে রামপ্রসাদ চক্রবর্তী
 এ সংসারে ধোঁকার টাটী রামপ্রসাদ সেন
 এহি মনরথ মেরা মেরা শুকনাথ কর
 এ হৃদয় ফুল সখি শুধারে কামিনী সেন
 একণে বুঝি এলিরে বতীন্দ্রনাথ

ঐ

ঐ বুঝি বাণী বাজে রবীন্দ্র ঠাকুর
 ঐ বার বার ফিরে চায় অজ্ঞাত

যে ফুটিল ফুল কুসুম কাননে	অজ্ঞাত	১০১২
ডাক্চে আমার শুক আসি	ঐ	১১৫
ভয়ে মুদিনে আঁখি	ঐ	২২২
মা এলো তোমার	দাশরথি	৩২২
গো দেখ রানী	ঐ	৩২৪
দেখরে ছুঞ্চে আমার	কুদীরাম	৪০৩
যায় বাঁশরী বাজায়ে	অজ্ঞাত	৪৩৮
রূপে দেখা দেখা দেও হরি	ঐ	৪৫৩
গো ঐ বাজায় বাঁশী	মহানাপটাক	৪৫৫
দেখ গো কে দাঁড়ায়ে	বিহারী	৩৪৪২
যে বাজিল বাঁশী যমুনার	অজ্ঞাত	৪২৬
দেখরে প্রেম ধরবারে	চিরঞ্জীব	৬২৭

ও

ই মধুর মুখ জাগে মনে	অজ্ঞাত	৯৫
ই রে অরুণ এল কাশিনী	নিধুবাবু	১০১৬
কথা বলোনা বাঁচিবে না আর	অজ্ঞাত	৪৩৫
কার রমণী সমরে নাচিছে	রামপ্রসাদ	২২১
কি হেরিলে, জলদবরণ	রঘুনাথ রায়	৪৪৫
কি মুহু আঁখি আমার তরে	রবীন্দ্রনাথ	১১৪
কি মজা বেঁধেছে	অজ্ঞাত	১০৩৫
কে ডাঙ্গায় তরী যায় বেয়ে	অজ্ঞাত	৭১৬
কে কেন চুরি করে চায় লুকাতে	রবীন্দ্র ঠাকুর	১৪১
কে ইন্দীবরনিন্দী কান্তি বিগলিত	রামপ্রসাদ	২২১
গান গাস্নে গাস্নে	রবীন্দ্রনাথ	২৮২
গো চলগো সজ্জনি সব	অজ্ঞাত	৫১৩
ওগো ত্রিনয়না মা তোমার কি মহিমা	কমলাকান্ত	২১৭

ওগো মুক্তিপ্রাপ্ত মুক্তকেশী	অজ্ঞাত	৩৩৮
ওগো তোরা কেমন গো	ঐ	৩১২
ওগো রাণী নগরে কোলাহল	দাশরথি	৩২৪
ওগো উমা আয় গো মা	রাজা মহেন্দ্রলাল	৩২৫
ওগো ললিতে তোরা দেখে যা	অজ্ঞাত	৪১৬
ওগো আশ্রয় এই এখন	নারায়ণ ঠাকুর	৪৫৪
ওগো রাজকন্যা একাকী	গোবিন্দ অধিকারী	৪৬৬
ওগো সূচিতে বল সূচিতে	ঐ	৪৬৭
ওগো বিশাখা রাধার	ঐ	৪৬৯
ওগো ও সখি দেখ জলে	অজ্ঞাত	৪৭১
ওগো সজনি উপায় কি করি	গোবিন্দ অধিকারী	৪৭৭
ওগো সজনি রজনী প্রভাত	গোবিন্দ অধিকারী	৬০৭
ওগো সখি তোরা কি ভাই	কেশব সাঁই	৬৮৪
ওগো মা সতী করি মিনতি	দীন মিত্র	৭৪১
ওগো আমার অকলঙ্ক ছালা	দীন মিত্র	৭৪৪
ও চরণ কি আর আমি পাব	দীন মিত্র	৭৮০
ও চাঁদ গোর হতে বাকী আছে	অজ্ঞাত	৭২২
ও চাঁদ ফাঁকি দিয়ে ভোট নেবে	অজ্ঞাত	১০৩০
ও তুই ঘরে দেখ মে	অজ্ঞাত	৬২৬
ও তোরা দেখ বি যদি আয়	অজ্ঞাত	৬৪৬
ও দেখাব রে ভাই আয় রে	অজ্ঞাত	৪৬
ও দুদিন গেল দীনদয়াল বলনা	চিরঞ্জীব	৮২৯
ওদের তানা তানানা	অজ্ঞাত	১১৩৮
ও প্রাণসখি কিরূপ দেখে	অজ্ঞাত	৬৫৫
ও পালা পালা রে শমন	অজ্ঞাত	৬৫৬
ও বিনোদিনী নয় ব্রজের ধ্বনি	গোবিন্দ অধিকারী	৪৮৬
ও বরা দাগাবাজ ও বড়া	গিরিশ	১০২০

৩ ভাই এস প্রেমের গাঁজা	অজ্ঞাত	৭১২
৩ ভাই দেখে যা কত	রবীন্দ্রনাথ	৪৬
৩ ভাই মজ না সুরাপানে	ত্রৈলোক্যনাথ	১০১৫
৩ মন ময়রা তুই বলনা	অজ্ঞাত	৭০০
৩ মন ভাঙ্গলো রে তোর	অজ্ঞাত	৭২৬
৩ মন কেরণী উচিত উপদেশ	নরোত্তম	৭৩৩
ওমা হরগো তারা মনের দুঃখ	রামপ্রসাদ	২০০
ওমা তোর মাঝে কে বুঝতে পারে	ঐ	২০৫
ওমা কেমন মা কে জানে	গিরীশ	২২৩
ওমা বর্ণে বর্ণে তব নাম	অজ্ঞাত	২৬১
ওমা পরমেশ্বর কখন পুরুষ	কমলাকান্ত	২৭৪
ওমা কৃপণতা কর না মা	যতুনাথ শর্মা	২৭২
ওমা উমে সুরবর্ণপ্রতিমে	রসিকচন্দ্র রায়	৪০৫
ওমা হরি হরি বল না	সন্তোষরাম রায়	৬৬১
ওমা সাক্ষাৎ ঈশ্বরী	রাজা মহিমারঞ্জন	৮৮৬
ওমা মেহ হেরি আদার	অনাদিনাথ দাস	৮৮৬
ওমা ভিক্টোরিয়া বলব	অজ্ঞাত	৯৬৫
ওমা চালচিতির তুমি বেটা	গিরিশ	১০৬৩
ওমা দিন চলে না ঘুরি ফিরি	ক্ষীরোদপ্রসাদ	১০৯৭
ওরূপ সাগর মাঝে	অজ্ঞাত	৮৬
ওরে তারে যে বড়	অজ্ঞাত	৩০
ওরে তোরে দেখিতে নয়ন	পাগল	১২৭
ওরে সুরা পান করি না আমি	রামপ্রসাদ	২৪৮
ওরে মন কি ব্যাপারে এলি	ঐ	২৫৭
ওরে মন নীলবরণ চরণ	অজ্ঞাত	২৬৭
ওরে রসনা রসনা বুকে	দাশরথী	২৯৮
ওরে নবমী নিশি হৈও	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য	৪০০

ওরে বৃন্দাবনের লোক	প্যারীচাঁদ মিত্র	৪৫১
ওরে বাণী বাজ ধীরে ধীরে	অজ্ঞাত	৪৬০
ওরে নীলমণি বল বলরে	অজ্ঞাত	৪২১
ওরে ভাই কানাই গুনলাম	ঐ	৫২৮
ওরে যার হবার হয়	ঐ	৬৩১
ওরে মন তোর কোম্পানি	ঐ	৬৮০
ওরে ভাই সকল ফাঁকি	কাদ্দাল বাউল	৬৮২
ওরে মন পাখী চাতুরি করবে	ত্রৈলোক্যনাথ	৬৯৫
ওরে বলরে আমার মন	অজ্ঞাত	৭০০
ওরে হায় রে কি আজব	অজ্ঞাত	৭৪১
ওরে ধরা ভেসে যায়রে	দীন মিত্র	৭৫০
ওরে আমার প্রাণপিঞ্জরের	অজ্ঞাত	৯০১
ওরে দয়াল নামে ভাসে সুখে	অজ্ঞাত	৮২১
ওরে যাহুমণি কোন প্রাণে	অজ্ঞাত	৯৬
ওরে শোভায় অভুল	অজ্ঞাত	৯৬
ওরে ময়ুর বলরে মোরে	অজ্ঞাত	৯৬
ওরে ভাই হিমগিরি বিনয়	অজ্ঞাত	৯৬
ওরে ভাই কিসের লেগে	অশ্বিনীকুমার	৯৯
ওরে শুভ সেনাপতি রণে	দাশরথী	১২২
ওরে জীবন ধন কেন	অজ্ঞাত	১২৫
ওরে যোগী চোর	মহিমারঞ্জনরায়	১২৫
ওরে লক্ষ্মণ একি হেরি	অজ্ঞাত	১২৫
ওরে অবিলম্বে কর তোরা	অজ্ঞাত	১২৫
ওরে কুসন্তান কি কথা	অজ্ঞাত	১২৫
ও ললিতে কে কৈ গো	অজ্ঞাত	১
ওলো কুহকিনী আশা	হৃদয়নাথ মজুমদার	
ওলো ফুলে ফুলে আঁচল ধরে	অজ্ঞাত	

। ও সখি বায় বুঝি	ঐ	৬৮
। সই দেখ্‌লো কত কান	গিরিশ	৭৫
। রেখেছে সখি রেখেছে	রবীন্দ্র রায়	১৩৬
। ব্যাকুলিত মন অগোচরে ধীরে	অজ্ঞাত	১৬০
। মন তোমারে আজ	প্যারীমোহন	১০২৬
। সজনে কুল	হুর্গাদাস	১০৬১
। খেঁদী খোঁপা যদি	হুর্গাদাস	১০৬২
। সই যমুনার	গিরিশ	১২০৮
। থ হের হের কত সুরসিক	চন্দ্রকিশোর	৫৯
। থি চল চল কুসুম	অজ্ঞাত	৪৪২
। থি কই বিপিন	অজ্ঞাত	৪৪২
। ভালবাসে যদি তবে অতুলকুমার		১৪০
। আমায় কেন কাঁদায়	অজ্ঞাত	১৬১
। নী এই হোল	বিপিনবিহারী	৪৫৪
। আর না বলিহ	চণ্ডীদাস	৫৭৬
। দয়াময় হুংহি বিশ্বময়	হরিনাথ সেন	১২৬৭
। রমাপতে এই বনপথ	হরিনাম	১২৬৯
। প্রাণপতি করি	অজ্ঞাত	১২৬৩
। প্রাণেশ্বর লঙ্কার	হরিনাথ সেন	১২৭৫
। স্বরাজ বিচারপতি	ত্রৈলোক্যনাথ	৮৯৭
। ন তু গেল সন্ধ্যা	প্রফুল্ল গাঙ্গুলী	৯২৫
। ন দয়াময়	হরিশ্চন্দ্র মিত্র	১০১৭
। প্রভু দয়াময় তোমার	অজ্ঞাত	৮৬৮
। রামশশী হবি কাননবাসী	বউ মাষ্টার	১২৪৭
। হারাজ আর	মহিমারঞ্জন রায়	১২৫৩
। গীরাজ রাখ বাক্য	অজ্ঞাত	১২৬০
। হারাজ আজ কি হেরি	বেনোয়ারীলাল	২৫৩

ওহে হর বাধাধর রূপা কর গিরিশ
 ওহে প্রাণনাথ গিরিবর রামপ্রসাদ
 ওহে রসরাজ ছি ছি হেন অজ্ঞাত
 ওহে শ্রীহরি হে আজকার শ্রীহরি হরিনাথ সেন
 ওহে মাধব শ্রীচরণে তব অজ্ঞাত
 ওহে সংসার বাসনা আমার ঐ
 ওহে তোমায় নাম জোন দীন মিত্র
 ওহে মানুষ তোমার কি আমি দীন মিত্র
 ওহে দীননাথ কর আশীর্বাদ ত্রৈলোক্যনাথ
 ওহে ঐব তারা মম হৃদে অজ্ঞাত
 ওহে পথিক মন নীলতরন হালদার
 ওহে শিকু তুমি হয়ে বেচারাম চট্টো

ক

কই কেউ বলে না আমায় অতুলকৃষ্ণ
 কই কৃষ্ণ এল কুঞ্জে গিরিশ
 কও মা ছিলে কেমন রমাপতি
 কও হে কি কাজ করেছ অজ্ঞাত
 কও রণ গায়ের করতু অজ্ঞাত
 কও বিবরণ কেন হে নীলবরণ অজ্ঞাত
 কখন কি রঙ্গে থাক রামপ্রসাদ
 কঠিন হইয়ে তোমারে ব্রজরায়
 কঠিন পাও ও মোহন সদারক
 কত আর নিদ্রা যাও ভারত প্রতাপ মজুমদার
 কত আর সুখে মুখ দেখিবে রামমোহন রায়
 কতই করুণা হতেছে সত্যেন্দ্রনাথ
 কতক অফিসার পামর প্যারীমোহন

কব কিরে কহিতে	অজ্ঞাত	১১৭
কাল পরে বল ভারতরে	গোবিন্দ রায়	১১৭
কাল আর জ্বালাবে	অজ্ঞাত	১৫৬
কেঁদেছে সে কাঁদায়ে	অজ্ঞাত	৪৩৯
তেকে তেকে জাগাইছ	অজ্ঞাত	৮৩৯
দিন দহিবে এ তুষানলে	কেদারনাথ	১৭৮
দিন আর ঘুমাইবে	অজ্ঞাত	১০১৬
দিনে মাথব রহর মথুরায়	চণ্ডীদাস	৫৭৯
দয়া তব মানবে	আদিনাথ ঘোষ	৮৪৯
নেচিছিলে ময়ূরী সনে	গিরিশ	১২৯
পাতকী তরে তারি তরে	দাশরথী	৩৪০
প্রিয়তম বুকিতে	আনন্দচন্দ্র মিত্র	১৮৫
এর ভেবেছিছু আশা	রবীন্দ্র	১২
ভাল বাসি সেই	অজ্ঞাত	৮৩৪
ভাল বাস গো মানব	ত্রৈলোক্য নাথ	৮৩৪
ভালবাসি তারে সেই	নিধু	১১১২
ভায়া মহামায়া কে	অজ্ঞাত	১৮৪
ধ কর তরুণা	পুণ্ডরীকাক্ষ	৮৮৪
হুহ প্রাণনাথি	অজ্ঞাত	৪২৫
দুনেলো রাই	রবীন্দ্র নাথ	৪৪৬
নে সরমে মরে	অজ্ঞাত	৬৫
কথায় করে অভিমান	অজ্ঞাত	৮১
রণ করিয়া মনে	চণ্ডী দাস	৫৮১
কুমুদ দেহের মাধুরী	নরহরি	৬৪৪
কন্তরে এত দুখ	গিশির	৬৯
চন্দন চান্দ নাগরী	বলরাম	৫৬৮
যা আছে কালী	নরচন্দ্র রায়	২৬৭
গ		

কব কি গিরিবর	গিরিশ	৩৮
কব কিতার রূপের	অজ্ঞাত	১
কব কি তোমাগ	অজ্ঞাত	৩৯
কব যে বেগুণে গুণ কত	প্যারিচাঁদ	১০৮
কবে উমারে লইয়ে	অজ্ঞাত	৩৮
কবে বাবে গিরিরাজ	কমলাকান্ত	৩৮
কবে সে দিন হবে তারিণী	রঘুনাথ	২৬
কবে সমাধি হবে শ্যামা	নন্দকুমার রায়	২৬
কবে সহজে না বলে তুড়াব	ত্রৈলোক্যনাথ	৮১
কবে আমার আমি বাবে	অজ্ঞাত	১২১
কমলদল বাসিনী	ব্রজনাথ গোস্বামী	৩৯
কমল নরনে কমল বদনে	অজ্ঞাত	৮
কমলিনী গো রাই	গোবিন্দ অধিকারী	৮
কমলিনী গো সদত কি অলি	গোবিন্দ অধিকারী	৮
কমলে যত্ন করো না	গিরিশ	১২
কর গো দক্ষিণে কালী	নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী	৮
কর তার নাম গুন যতদিন	দ্বিজেন্দ্রনাথ	৮
করমন নিত্যাধান	অজ্ঞাত	১০
কর মন যতন প্রাণপণে	দীন মিত্র	৮
কর হিম গিরিবর	অজ্ঞাত	৯
কর শাস্ত হে শ্রীকান্ত	অজ্ঞাত	২৬
কর না কর না তার অপমান	দ্বিজেন্দ্রনাথ রায়	৮
কর কদর অতি ধুর কর	অজ্ঞাত	১
করাল বদসী কালী	রামশঙ্কর	৮
করি কি গো সখি উপায়	অজ্ঞাত	৮
করি ধীরে পদ সঙ্কলন	কালীপদ	১
কাঁদেবে জননী যদি কাঁদেবে	অজ্ঞাত	১

রি নতি উতুপতি	মহেন্দ্রলাল	৪০১
কনা অপাঙ্গে দীনে	অজ্ঞাত	৩৭২
কনা কর মা গতিহীনে	কৈলাস মুখো	৩৩৪
কনা ময়ী কে বলে	রামপ্রসাদ	২১১
কনা কুরু কিঞ্চিৎ প্রভু অজ্ঞাত		৮২৩
কনা নিদান তুমি শ্যাম হে	মনোমোহন	১০৮১
রছি প্রণয় বিনয়ন যাবত	শ্রীধর	১৪৫
কর ধরি কে কিছু	বিদ্যাপতি	৫৫৭
কান্ত নয়ী গঙ্গে রাজকর	রায়	৯৮৫
কাঁপলো বুঝি	গিরিশ	৬৭
কান্তার বেশ্যাদের লীলা	অজ্ঞাত	১০৩৬
ধ বিনাশিনী কালী	নবীনচন্দ্র বন্দ্য	৩০২
সই জীবিত কি	বিদ্যাপতি	৫৪২
লিনী করে মোরে	রাধানাথ মিত্র	১২৪৫
লৈর ধন কোথা তুমি	দীন মিত্র	৮১৯
লোণার বর্ণ গৌরহরি	অজ্ঞাত	৬৪৫
কি রে মন যেয়ে কাশী	রামপ্রসাদ	২৩৭
ল নয়নে আর	নিধু	১১১৮
বনে তুলতে গেলান	বঙ্কিমচন্দ্র	৫৫
র হয়েছে সমপুর	মহিমারঞ্জন	১২৬১
প্রাণে ডাকি তোমায়	অজ্ঞাত	১১৮১
র উদ্ধার হে কাল	দাশরথা	৩৫৮
র এত তোরে ডেকে	বলাইচাঁদ	৫৪৬
র তোমায় ডাকি দয়াময়	অজ্ঞাত	৮১৭
র মা বলে মা যে	দীনমিত্র	৭৪২
কাঁদি বুক বাঁধি কেন	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১১০
র প্রাণ আমার সখি	অজ্ঞাত	১৪২

কাঁদে গো পরাণ আজি	রাজকৃষ্ণ	৪০
কাঁদে কঁদে আঁখি	দ্বিজেন্দ্রনাথ	৯৯
কানড় কুসুম জিনি	চণ্ডীদাস	৫৭
কানন ভরিয়া মরি	হরিশ্চন্দ্র হালদার	
কানহাইয়া রে হানসে ছল	অজ্ঞাত	১১৭
কানু সে জীবন ধন মোর	জ্ঞানদাস	৫৮
কানু সে জীবন জাতি প্রাণধন	চণ্ডীদাস	৫৮
কানু হেরিব সখি ছিল বড়	বিদ্যাপতি	৫৫
কানুর পিরীতি চন্দনের রাতি	চণ্ডীদাস	৫৫
কানুর পিরীতি কুহকের রাতি	চণ্ডীদাস	৫৭
কানু পরশ মণি আমার	চৈতন্য	৬২
কামনা বিহীন হয়ে ভেবে	কৈলাস মুখো	৩৪
কামিনী কুসুম শোভা	হরিশ্চন্দ্র	
কামিনী বামিনী বরলী	রামপ্রসাদ	৩৩
ক্যা শোচ হো হো করলে	অজ্ঞাত	৯০
কায় কব দুঃখের কথা	অজ্ঞাত	১১
কার কাছে নে রেখে	অজ্ঞাত	১২
কার চক্ষে দিচ্ছ ধূলী	দীনবন্ধু	৬
কার তরে নিশি জাগ আর	অজ্ঞাত	১২
কার প্রাণ নাশন করিব	দাঁশরথী :	১২
কার ভাবে নদে এসে	কাস্তাল অটল	৬
কার ভাবে গৌরবেশ হরি	গিরিশ	২
কার বণিতে ভাসিছে শোণিতে	অজ্ঞাত	২
কার বা চাকরী কর	রামপ্রসাদ	৩
কার বামা রণে নাচিছে	অজ্ঞাত	৬
কার বাঁশী বাজিল বিপিনে	অজ্ঞাত	৫
কার পানে বা চাবে পিতঃ	রাসবিহারী	১০

রমণী নাচে সমরে	দাশরথী	২৯৬
হিসাব লিখ্‌ ছিস্‌ বসে মনরে	ককির চাঁদ	৬৭৪
হয়েছে অর্য্যে ব্রজপুরে	অজ্ঞাত	৫০৩
গির হতে আবার	দাশরথী	৫২৭
নিদ্রা কেন অঙ্গে এলি	রামচাঁদ	৪৯৫
নাথী দেখতে কি	কালীপদ	১২০২
রংয়ে হয় না কি	কালীপদ	১২৩১
কেন তাজিবি ধনী	অজ্ঞাত	৫০৯
কোকিল হে তুমি	অজ্ঞাত	৪৫৮
বলে কাল গেছে নাথ	অজ্ঞাত	৮৮৬
ভয়বারিণী কপালিণী	আশুতোষ	২২৯
রূপ দেখিলে নয়ন	মদনমোহন	৫০৩
রূপে রণভূমি আলো	কমলাকান্ত	৩১০
রূপে এত আলো	কৈলাস মুখো	৩৪৬
স্বপ্নে শঙ্করী মুখ	কমলাকান্ত	৩৭৯
হরোলাম কালের	রাম প্রসাদ	২৭৮
যামিনী গুণমণি	অজ্ঞাত	৪৮৭
রাত্রি পোহাইল	শিবনাথ শাস্ত্রী	৯৮০
কাণা বোবা মেয়ে	কৈলাস মুখো	৩৩১
তুমি ছল করে অবলায়	অজ্ঞাত	৪২১
তোমা বিনা আর	অজ্ঞাত	৪৫৬
পীরিতি গরল	চণ্ডীদাস	৫৮৩
অকুল সাগরে কুল	দাশরথী	২৫৭
আমারে কি কালের	দাশরথী	৩১২
এরূপে গত হবে কত	দাশরথী	২৬১
এইবার কাল	তারকনাথ দাস	২১৯
কালী বল রসনা	রাম প্রসাদ	১৯৭

কালী গো কেন নেংটা ফের	রামপ্রসাদ	২০
কালী নাম অগ্নি লাগিল মম	আশুতোষ	২২
কালী যে কেমন ধন কে জানে	প্যারিমোহন	২২
কালী মুক্ত কর মা	প্যারীমোহন	২০
কালী হলি মা রাসবিহারী	রামপ্রসাদ	২০
কালী সব ঘূচালি লেঠা	রামপ্রসাদ	২৫
কালীপদ পঙ্কজে মতি	প্যারীমোহন	২৬
কালী বল মন আমার	প্যারীমোহন	২২
কালী মেঘ উদয় হল অন্তর	রামপ্রসাদ	২৬
কালী নামের গাও দিয়ে	রামপ্রসাদ	২৭
কালী গুণ গেয়ে বগল বাজারে	রামপ্রসাদ	২৭
কালী কল্লতরুমূলে মন	কালিদাস	২৮
কালী বল না দিন রবে না আমার	অজ্ঞাত	২৯
কালীকে কাল কামিনী	অজ্ঞাত	৩৪
কাঁহা মেরা রোশেনা জান	গিরিশ	১০৯
কাঁহা মেরি বৃন্দাবন কাঁহা	গিরিশ	৮০
কাহার কাছে মিছে জানাব	কামিনীকুমার	৮
কাহে কবলো যে ঙ্গথ	অজ্ঞাত	৪১
কাহারে ক'হিব মনের সরম	চণ্ডীদাস	৫১
কাহে ব্রজ ছোড় চলি আয়ে	সুরদাস	১১৫
কি অপরূপ হেরিলাম	আশুতোষ দেব	৩৭
কি অমিয়ে আমার	হরিশচন্দ্র	১২৯
কি আছে কপালে মোর	গিরিশ	১
কি আছে কি দিব গুরো	অজ্ঞাত	৮৮
কি আছে তোমারি মনে	নিধু	৮
কি আমোদে	কালীপদ	১২
কি আর গাহিব কারে	অজ্ঞাত	৮

তার জানাব নাথ যাতনা	ক্ষেত্রমোহন শেঠ	৮৭৪
তার তোমার কাছে	আদিনাথ সেন	৮৭৫
এ চারুবদনে	গোপাল উড়ে	১৬৭
এ কথা	অজ্ঞাত	১১০২
এর কি কর শ্রাম	দয়ালমিত্র	৪৮৫
এর কি কর ধর ধর	গিরিশ	১০৯৫
এর রে বিজয় চন্দ্র	মতিরার	১২৭৫
এর দরশন	শিবচন্দ্র সরকার	২৭৫
এরে লোকেরি কথায়	নিধু	২৫
এল হইল কাল	অজ্ঞাত	১
এজ-ভুষণে	ঐ	৪৯০
এক্ষেণে তারি সনে হোল	নিধুবাবু	৮০
এক তারা তোমার	রামচন্দ্র নন্দী	৩০৭
এর কর দয়া দয়াময়ী	নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী	২৪৮
এর করুণাময়ী ধন দিবি	অজ্ঞাত	৩২৫
এত্রে ভব রোগে ভ্রান্ত	দাশরথী	২৮২
এনি কি ছলে ছিল	মধুকান	১০৩
এনি কি হোল প্রাণ	নিধু	১০৯৭
এই ভাবসি রহসি	রাধামোহন	৫৬১
এব কেশব পরিচর	রাধানাথ মিত্র	৯৪৪
এখি এলাম সই যমুনার	গোবিন্দ অধিকারী	৪৮১
এখি কি দেখি	অপরূপ অজ্ঞাত	৪২০
এখিনু যমুনার তীরে	বিদ্যাপতি	৫৬১
এখিলাম কেশব ব্রজপুরে	দাশরথী	৪০৭
এখিলাম রে কেশব ভারতী	ত্রৈলোক্যনাথ	৬২৫
এখি করেছি তোমার রবীন্দ্র নাথ		১২৫৪
এখি ত্যজিলে প্রিয়ে	যোগেন্দ্র নাথ	১৭২

কি ধন আছে দিবি গো	অজ্ঞাত	২১
কি ধন তোমারে দিতে	অজ্ঞাত	৩০
কিনতে এসেছি ভবে কলঙ্ক	কৈলাসমুখো	৫৪
কি পাপে পাঠাল বিধি	দ্বারিকা নাথ গাঙ্গুলী	১০১
কি পেখলু বরজ রাজকুল	অনন্ত দাস	৫৬
কি প্রেম ধন গৌর এনেছ	অজ্ঞাত	৬৩
কি বলিয়ে ডাকিব তোমায়	অজ্ঞাত	৮১
কি বলে প্রার্থনা বল করি	নগেন্দ্র চট্টো	৮৭
কিবা লহরী আমরি	কৈলাস মুখো	৩৬
কিবা নাচিছে সিংহাস্নরে	আশুতোষ দেব	২২
কিবা অপক্লপ মরি হায়	রূপচাঁদ পক্ষী	১৭
কিবা মনোহর করি সাজায়েছ	অমরচন্দ্র দত্ত	২৪
কি বাহার গ্যাসের আলো	রাধানাথ মিত্র	২৪
কিবা রাতি কিবা দিন	বলরাম	৫৭
কিবা শোভা মনোলোভা	অমর চন্দ্র দত্ত	৯
কিবে চন্দ্রমহিবীগনে	দাশরথী	১২২
কিবে রূপ জগৎ মোহিনী	রামপ্রসাদ সেন	২৮
কিভাবে কিসের অভাব কৃষ্ণকমল গোস্বামী		৬৬
কি ভিক্ষা আজি দিব হে	অজ্ঞাত	১২৫
কি ভাবিলাম হায় কি হোল	মতিরায়	১২
কি মধুর বেণুরব জাগিছে	সন্তোষরাম রায়	৮৫
কি মজার ফুলফুটেছে ও রঙ্গের	অজ্ঞাত	৬৫
কি মোহন নন্দকিপোর	জ্ঞানদাস	৫৫
কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী	চণ্ডীদাস	৫৮
করূপ অরূপমা মা মহেশ	বেচুনাথ চট্টোপাধ্যায়	২৮
কিরূপ উথলে শতী মায়ের	নারায়ণচন্দ্র	৭৮
কিরূপ দেখিহু কলধের	জ্ঞানদাস	৫১

রূপ করিব চিন্তা	প্যারীমোহন	৮০৫
নাম এমন উচিত	কালীমিঞা	৫২১
নলো প্রাণসখি	কমলাকান্ত	৪১০
ভা মহিষমর্দিনী	দেওয়ান রঘুনাথ	২৩৭
কিশোরী খেলেন	মহতাপট্টাদ	৪৫৫
ভা শ্রামের বামে	রামট্টাদ মুখো	৪৯২
রীর প্রেম নিবি আয়	গিরিশ	৫২৩
বয়সে কত বৈদগধি	বলরাম দাস	৫৭৩
চ বিচারমে	শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী	৯০১
শে কি বিদেশে	চিরঞ্জীব	৮২৬
জীবনে আর হে	চিরঞ্জীব	১০৫
জীবনে মম ওহে	অজ্ঞাত	৭৩৯
বিহঙ্গবর ঢাল	দ্বিজেন্দ্র রায়	৯৪৯
রূপ আজি	অজ্ঞাত	৮৫
এবারি নিবারি	রামট্টাদ মুখোপাধ্যায়	৪৮৩
উপায়	দীনমিত্র	৭৩৭
কি হবে ভবরানী	রসিক রায়	১৮৫
কি হবে হোল	রসিক লাল রায়	৪৩২
গো তারা	আশুতোষ দেব	৩৩২
জাগালে দুখ	অজ্ঞাত	১৩৬
পায় বল মা	ঐ	২২৫
হাকালবিধু	ঐ	৪৫৪
কি হয়েছে কি	ক্ষীরোদ	১১০৬
কাহাকে জিজ্ঞাসিব	দীনবন্ধু	৪৪৩
আমার বুঝিবা	রবীন্দ্রনাথ	৬৪
কি হোল আজ	মনোমোহন	১৭৩
প্রাণসই	রামচন্দ্র চক্রবর্তী	১৫২

কি হেরিমু কদম্বতলাতে অনন্ত দাস
 কি হেরিলাম আহা মরি কিবা দীনবন্ধু
 কি হেরিলাম কামিনী অজ্ঞাত
 কি হেরিলাম রূপ যমুনার ঐ
 কি ক্ষণে শ্রামচাঁদের মুখ ঐ
 কিক্ষণে নয়নে আমি দীনমিত্র
 কুচকমল কলিকে অজ্ঞাত
 কুটীলা মজালে সহী মদনমোহন
 কুঞ্জ কাননে কালী দাশরথী
 কুঞ্জনমে রজোরালে সুরদাস
 কুঞ্জে কুঞ্জে বাজিছে অজ্ঞাত
 কুঞ্জে বসি সারাটি রজনী অজ্ঞাত
 কুঞ্জ বনে আজু কি শোভা রে অজ্ঞাত
 বের ভূষণে কি কাজ আমার হরিনাথ মজুমদার
 কুমারী উমার তর কেন গণেশচন্দ্র রায়
 কুরুমে করুণা ত্রিলোচন মহেন্দ্রলাল খাঁন
 কুলবালা উলঙ্গ ব্রিভঙ্গ কি রঙ্গ রামপ্রসাদ
 কুলমেয়ে কেন কান্দ রাসবিহারী মুখো
 কুলীন তনয়া হয়ে অকূলে কালীকৃষ্ণ চক্রবর্তী
 কুলেতে দাঁড়ায়ে রইলেম অজ্ঞাত
 কুলের গৌরব কল্পেপরে অজ্ঞাত
 কুসুম নিযুক্ত কেন তরুর অজ্ঞাত
 কুহ করে কাল পাখী কেন কালীপদ
 কুহতানে আকুল করে গিরিশ
 কুঞ্জে কোকিল কুহরি অজ্ঞাত
 কৃষ্ণ কান্দালিনী আমি অজ্ঞাত
 কৃষ্ণগেছে আছে কৃষ্ণ নাম অজ্ঞাত

কেউ ঘেন	অজ্ঞাত	৪৪২
সমবয়সে	অজ্ঞাত	১১৮৭
সাগরে ভাসি	মদনমোহন	৪৩২
খাসাচেলে	অজ্ঞাত	৬৭১
মর মসারি	অজ্ঞাত	৬৮৩
তেমন করে আমারে	অজ্ঞাত	১০৫
সু দেখে এসে	সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু	৯৯০
এনন মায়ের মতন	ত্রৈলোক্যনাথসান্ন্যাল	৮৮৯
গোকুলে	মদনমাষ্টার	৪১৮
য ডাকে বিদেশী	প্রতাপচন্দ্র মজুমদার	৬৩৮
অমার রতনমণি	মধুকান	৪৭২
মিনী শ্মশানবাসিনী	কালিদাস গাঙ্গুলী	২৫৩
দ্রুগামিনী বামা	আশুতোষ দেব	২৭৮
থছ কি গোরাঙ্কে	অজ্ঞাত	৬৫২
রে হর হৃদিপরে	কালী মির্জা	২১৩
দ্রুশিনী অবয়বে	অজ্ঞাত	৫৩৮
নিরদবরণী	রাজা শিবচন্দ্র	২৪৫
না নলিনী বদনা	অমৃত ভাহুরী	৩৬৫
কিনে কাঁদবি যদি	অতুল মিত্র	১৪১
সই প্রেম পরিচ্ছদ	অজ্ঞাত	৫৩৩
ারে কার	অজ্ঞাত	৩১৯
একাকিনী বসি	অজ্ঞাত	১০০৩
গী বুঝি রাজরাণী	রসিক লাল রায়	৫০৪
ব তরী নাবিক বিনে	অজ্ঞাত	৫৬
রে প্রেমধনে	দ্বারকানাথ রায়	২৪
তারা তুমি ধর	কৈলাস মুখো	৩৫২
তামায় তারা তুমি	নীলমণি ঘোষ	১৯৩

কে জানে তোমার মায়া অজ্ঞাত
 কে জানে মন কালী কেমন রামপ্রসাদ
 কে জানে মা মহিমা তোমার নবীনচন্দ্র
 কেতকী এত কি প্রিয়তম নিধু
 কেত দিন বীত শ্রাম অজ্ঞাত
 কেঁওগো কেঁওগো রিঝাউ তানসেন
 কে তুমি কাছে বসে অজ্ঞাত
 কে তুমি নবীন যোগী অজ্ঞাত
 কে তুমি লো কুলবালা উষায় হরিশ্চন্দ্র হালদার
 কে তুমি হে কাননে মনোমোহন বসু
 কে তুমি দাঁড়িয়ে হৃদয় কাননে অজ্ঞাত
 কে তুমি বিজনে বসে রাধানাথ মিত্র
 কে তুমি শিয়রে বসে জাগিতেছ অজ্ঞাত
 কে তোরে শিখালে বল শ্রীধরকথক
 কেঁদ না কেঁদ না আর রসিক রায়
 কেঁদনারে অনাথিনী দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
 কে দিল এমন জ্যোতি বেচারাম চট্টো
 কেঁদেছি পরের প্রাণে আপন গিরিশ
 কে দেখে শনী উথলে অজ্ঞাত
 কেঁদে কহে নন্দী কি ঐ
 কে ধনী তুই ভ্রমিস্ গোকুলে রসিকরায়
 কেন অকারণ রাজীব লোচন অজ্ঞাত
 কেন আঁখিজলে ভাসিলো সই রাজকৃষ্ণ রায়
 কেন আর কাঁদিব অক্ষয়কুমার বড়াল
 কেন আজি কাঁদে প্রাণ অজ্ঞাত
 কেন আর বাঁধিব গিরিশ
 কেন আর হাহাকার রাজকৃষ্ণ চক্রবর্তী

ভুলিব তোমারে	যতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৬
রে ভালবাসিলি	অজ্ঞাত	১২৩
নিদয় হলে অধিনী রঞ্জন	নিধু	১১১২
মফেন বল অকারণ	মহিমারঞ্জন রায়	৯৬৬
কেন আজ তুমি	দামোদর মুখোপাধ্যায়	৯২২
প্রাণনাথ	অজ্ঞাত	১২৪৮
ভাবে এভাবে	গোপাল উড়ে	২৭
দু হবি সারা	অজ্ঞাত	১৬৮
রামঅঙ্গ	মতিরায়	১২৭৪
বাসী হব ঘরে	রামপ্রসাদ	২৫৩
ধরেছ নাম দয়াময়ী	সৈয়দ জাফর	২৪০
অনন্দে আজি	কালীপদ	৯৮৫
গনা জাগেনা অবশ পরাণ	রবীন্দ্র নাথ	৯২১
গিতে এলে রতিপতি	অজ্ঞাত	১০৭০
গিত কর সখী	ঐ	৭২
রসপিলাম মন	অজ্ঞাত	১০২
রায় ভুলি দয়াময়	আদিনাথ সেন	৮৮২
র থেকে প্রাণ আকুল	কামিনী সেন	১৬৪
খেলতে এলি বল	দীনবন্ধু	৬৬০
ছিলে দেখা	অজ্ঞাত	১২০০
দীনজনে হইলে	অজ্ঞাত	৬৭১
গিতে বিধি	নবীনচন্দ্র সেন	২০
র প্রভু	ভবানন্দ	৫২৪
করিলাম	নিধু	৪৮
কী করিলাম মজিলাম	নিধু	১১১
হারাবি ভেবে	নিধু	১০৭
র শ্রামের বাঁশরী	অজ্ঞাত	৬১১

কেন বাঁধা মায়াপাশে অবোধ অজ্ঞাত
 কেন বিধি নিরমিল কমল নিধু
 কেন বিষাদ সলিলে ভাসে নয়ন অজ্ঞাত
 কেন বুখা ভাব রাজা বীরসিংহ মহিমারঞ্জন র
 কেন ভাগিরথী হাসিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল বার
 কেন ভালবেসেছিলাম তাঁরে অজ্ঞাত
 কেন ভাবিলেনে ভাই দাশরথী
 কেন ভোল ভোল চিরসুদে মতোজ
 কেন ভোল মন তারে নিমাইচরণ মিত্র
 কেন মন বেড়াতে বাবি অত্যাশানন্দ গোস্বামী
 কেন মন সঁপেছিলাম নিদয় নিধু
 কেন মা তোর পাগলিনী বেশ অজ্ঞাত
 কেন মিছে মা মা কর নবীন চন্দ্র রায়
 কেন যোগীবেশে ভ্রম গিরিশ
 কেনরে চাস্ কিরে কিরে রবীন্দ্রনাথ
 কেন রে বারে নেত্র হরিনাথ মজুমদার
 কেন রে মন ভাবিস এত দীন চিরঞ্জীব
 কেনরে শ্রামা মাকে বল কালো কমলাকান্ত
 কেন লো প্রিয়ে কি লাগি নিধু
 কেন লো প্রাণ নিধু
 কেন লো শৃণু বাগান হেরি গিরিশ
 কেন সদয়ে নিদয় হলে মনমোহন
 কেন সেই এলাম বনে মদনমোহন
 কেন সৃজন লয় কারণে ভজ মা কৃষ্ণমোহন
 কেন হে এমন করে চেয়ে আছি চিরঞ্জীব
 কেন হে কান্ত হয়েছ অজ্ঞাত
 কেন হেরে ছিলাম তারে অজ্ঞাত

বিলম্ব আর আজ	ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল	৮৯৭
না আছে পীরিতে	গোবিন্দ অধিকারী	৫১৪
দিলে ত্রিগুণধারিণী	দাশরথী	৩৯৭
ধনী নাই ধ্বনি	অজ্ঞাত	৪৯২
ক' দিছি' মোকে	ক্ষীরোদ	১০৯১
আমার আশা তবে	রামপ্রসাদ	২৩৭
মাণায় আছে	নিধু	১১২০
থায় নাকি যায় কভু	অজ্ঞাত	৯৩
হরিবল হরিবল হরি	কীর্তিচন্দ্র	৭৫৪
কালিয়া ভাল রাই	কালী মির্জা	৫১৬
পায় না চরণ	অজ্ঞাত	১১৭৬
ভালবাসা ভাল	অজ্ঞাত	৩২
নিতে পারে তুমি ত্রিগুণ	অজ্ঞাত	১৯৪
আছ বলরে প্রাণ	অজ্ঞাত	৯৭
করে বল যাই সজনী	অজ্ঞাত	১৫৭
স্বামী আমার সাথে	স্বর্ণকুমারী দেবী	৫৮
দিব বিদায় তোরে	অজ্ঞাত	১২৫৯
না জানি গিরি তব	কমলাকান্ত	৩৮৯
নিশ্চিত মনে আছ	বিপ্রদাস তর্কবাগীশ	৩৯১
ক্লাব মনে এমনে	অজ্ঞাত	১৬৮
বা সরি বলনা	দয়ালচাঁদ মিত্র	৪৮৪
ভারতে পাপ	গোবিন্দচন্দ্র দাস	১০১৫
ভুলি তারে কিবল	অজ্ঞাত	১৩০
হাতনা প্রাণে নহিব	হরিশ্চন্দ্র	৪২
রহিব প্রাণ	নিধু	১১১১
সে জনে এ জীবনে	অজ্ঞাত	১৫৭
হব পার গো এ ভব জলধি	দেওয়ান রঘুনাথ	২২৯

কেমনে হব পার সংসার কৃষ্ণমোহন
 কে মোহিনী ভালে কালশশী রামপ্রসাদ
 কে যাবি সহি তোরা তারকমোহন ভট্টা
 কেয়া বড়িয়া এলেম তেরা ক্ষীরোদ
 কেয়াবাং কেয়াবাং মরদ মাদা ধীরেন
 কে রচে এমন সুন্দর বিশ্বছবি সত্যেন্দ্র নাথ
 কে রচিবে মধুচক্র মধুকর গিরীশ
 কে রণ তরঙ্গে উলঙ্গী রঘুনাথ রায়
 কে রমণী মহাকালের দাশরথী
 কে রণ রঙ্গিনী যোগিনী সঙ্গিনী দেওয়ান রঘুনাথ
 কেরে অঙ্গন গঙ্গনবরনী আশুতোষ দেব
 কেরে ও কামিনী ধূলা ধূসরিণী অজ্ঞাত
 কেরে নিরুপমা রূপ অশ্লুপ কমলাকান্ত
 কেরে বনবাসিনী বালা অজ্ঞাত
 কেরে বনমাঝে একা কমলাকান্ত
 কেরে বামা বারিদবরণা তরুণী ঈশ্বর গুপ্ত
 কেরে বামা নিবিড় নীরদবরণী নবীন চক্রবর্তী
 কেরে বামা হরহৃদি পরে মগনা কমলাকান্ত
 কেরে হর উরসী আশুতোষ দেব
 কেরে বাম করে অসিধরা কেদার চক্রবর্তী
 কেরে রমণী ভুবনমোহিনী বরদাচরণ গুপ্ত
 কেরে হরিবোল বলে যায় অজ্ঞাত
 কেলি বিপিনং প্রবিশতি রাধা রামানন্দ রায়
 কেলুয়া তোর পারিতে অজ্ঞাত
 কেশব কুরু করুণাদীনে কুঞ্জ গিরীশ
 কেশব তোমার কালঃঅঙ্গে অজ্ঞাত
 কেশব নাশয় মে মম বিষয়াভিলাষঃ অজ্ঞাত

বাপরে রূপসী বিহরে	দেওয়ান রঘুনাথ	৩০৮
পৃষ্ঠোপরি বিহরে	কৈলাসনাথ	৩৪৬
থালে বীণাযন্ত্রে	হরিমোহন রায়	১২৪২
রে শবোপরে	দাশরথী	৩০০
জালে হেন যোগীর	অজ্ঞাত	১০৭২
ক আপনার আছেরে	অজ্ঞাত	২৬৭
হৃদি বিহরে	রামপ্রসাদ	২৯৫
নিল মম হৃদে দারুণ	অজ্ঞাত	১৫৩
রে জিনে দুজনে সমান	গিরিশ	১০৯৬
আজি বিরাজে হৃদয়	অজ্ঞাত	২৮১
ল উমা এলি আর	অজ্ঞাত	৩৯৮
বৃন্দে সই বৃন্দাবন	অজ্ঞাত	৪৮৩
পূরে কেন রে আজি	অজ্ঞাত	১০০০
গিরি কৈ সে	অজ্ঞাত	৪৮৫
আছ হে প্রভু এসেছি	রবীন্দ্রনাথ	৮৯৪
আছ হরি দয়ানয়	সিমুলিয়া হরিসভা	৭৭৪
আছ হে কৃষ্ণ এত	অজ্ঞাত	৬৬১
আছ হে কৃষ্ণ	সিমুলিয়া হরিসভা	৭৮৪
ঈশ্বর হাসি কোথা	প্রাণবল্লভ মুখো	৪৩
গেলি ওরে	অজ্ঞাত	৯৭১
গলে প্রাণনাথ	অতুলকৃষ্ণ	১৪৫
গো দক্ষিণে কালী	অজ্ঞাত	২৭০
গোপাল ওরে গোপাল	অজ্ঞাত	৫১৩
গো ভারতী	অজ্ঞাত	৯৪৯
গো মা ভিক্টোরিয়া	অজ্ঞাত	৯৯০
তিন হৃদীতোরা	দীনেশ	৬২৬
তলে সুহাসী	অজ্ঞাত	৬৫৪

কোথা মা ধরিত্রী দেবী	অজ্ঞাত	১
কোথা যাও শ্রোতস্বতী	বেচারার চট্টো	
কোথা সে অযোধ্যাপুর	অজ্ঞাত	
কোথা হে কাঙ্গালের নিধি	ঐ	
কোথা হে অনাথের জীবন	ঐ	১
কোথায় আছে যদি সে	গিরিশ	
কোথায় আছে হে পরপলাশ	রামসঙ্কর রায়	
কোথায় আছে দীনবন্ধু দেখা	ত্রৈলোক্য নাথ	
কোথায় ওরে দ্রাস্তমন	কেদারনাথ চক্রবর্তী	
কোথায় আছে হে সীতার	অজ্ঞাত	১
কোথায় আছে হর ভূপাল	ঐ	১
কোথায় গো মা বঙ্গী	নন্দলাল রায়	
কোথায় গো মা ভবদারা	তিনকড়ি বিশ্বাস	
কোথায় রহিলে প্রিয় জননী	অজ্ঞাত	
কোথায় রহিলে সম ভারত	আনন্দচন্দ্র মিত্র	
কোথায় সে জন জানে কোন্ জন	পারামোহন	১
কোথায় হে এ শৈশব রহিলে	অজ্ঞাত	১
কোথায় হে মাছধরা নাগর	অজ্ঞাত	১
কোনকালে থাকে না প্রাণ	মনোমোহন বসু	১
কোনটী তোমার আসল নাম	অজ্ঞাত	১
কোন্ পগনে ছিল রে ছুটী	গিরিশ	
কোন্ গুণে আর করিব	রসিকরায়	
কোন্ প্রাণে উমা তোমার বিদায়	অজ্ঞাত	
কোন্ প্রাণে মা তোমায় পাঠাব	অজ্ঞাত	
কোন্ প্রাণে জানকী রতনে	অজ্ঞাত	১
কোন্ স্নেহের সোঁত এনে	গোরাচাঁদ	
কোন্ বিধি সিংহিল কুলবতী	চণ্ডীদাস	

করাতে গড়েছে তোমার	অজ্ঞাত	১০৭৪
হাহা করছুটে	সদারঙ্গ	১২২৪

থ

বাঁঝা পেলো	অজ্ঞাত	১০৬৮
তরনী খুলেদে	রবীন্দ্রনাথ	৪৫
খেওনা ছুয়োনা ছুয়োনা	প্যারীমোহন	১০১৩
কি এসেছি ভবে	অজ্ঞাত	১১৮৮

গ

থালে রবি	রবীন্দ্রনাথ	৮২৯
মাটি কাটি	অজ্ঞাত	১০৩৩
কি পার বলিতে	মধুকান	৪৮৯
অঙ্গ গজানন	অজ্ঞাত	৩৭৫
অঙ্গনা	রূপচাঁদ পক্ষী	৩৬৪
তুদায়িনী পতিত	কৈলাসমুখো	৩৬৩
দন একরদন	ধনকৃষ্ণরায়	৩৭৪
বিলহরণ গজানন	অজ্ঞাত	১১৬৮
ঘেদল গরজে	গিরিশ	১২৩৯
তল স্পর্শ তোমার	বৈষ্ণাৱী নাথ সান্যাল	৯০৪
য়ে উমা আয়	আনন্দ চট্টো	৪০৪
নে বরষত মেঘা.	অজ্ঞাত	১০৭৬
হোল আমার	কালীপদ	১২০৭
মে কুঞ্জমাঝে	রবীন্দ্রনাথ	৫৪২
র গাও সদয় তরুণ	সত্যেন্দ্র নাথ	৮৫৩
কিল বিহঙ্গ কুল	হেমচন্দ্র মিত্র	৪৫৫
গানন্দে আজ ভব	আনন্দ চন্দ্র মিত্র	৮৪৫
গত পতি জগবন্দন	সত্যেন্দ্র নাথ	৮৩৬

গাওরে আনন্দে সবে জয় কালীপ্রসাদ ঘোষ
 গাওরে ভারত সঙ্গীত অজ্ঞাত
 গাওরে মানস বীণে কৈলাস মুখো
 গাও হে তাঁহার নাম রচিত গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর
 গা ঢালো গো প্রিয়ে যতীন্দ্রনাথ ঠাকুর
 গাছে ফুল শোভা যেমন বেহারীচক্রবর্তী
 গাটকাটা ছয় বেটা বড় বমবেটে অজ্ঞাত
 গা তোল গা তোল বাঁধ মা দাশরথী
 গাতোল হে প্রাণেশ অজ্ঞাত
 গা তোল ভগিনী ভারত অজ্ঞাত
 গালবাদ্য ঘন সজল অজ্ঞাত
 গালপ গালপ গালপ গিরিশ
 গ্রাস করে কাল পরমায়ু অজ্ঞাত
 গা সখি গাঠিলি যদি রবীন্দ্রনাথ
 গাতিতেছে কার যশ সুমধুর বেচারাম চট্টো
 গিয়ে সখি বমুনার কূলে হরিমোহন রায়
 গিরি কি সুধাও হে সমাচার হরিশচন্দ্র মিত্র
 গিরি গণেশ আমার শুভকারী অজ্ঞাত
 গিরি গৌরী আমার এল দাশরথী
 গিরি গৌরী ধনে আন ভোলানাথ মুখো
 গিরিবর কার লাগি আছ বেচারাম চট্টো
 গিরিবর আর আমি রামপ্রসাদ
 গিরিশ গৃহিণী গৌরী গিরিনন্দিনী রঘুনাত রায়
 গিয়ে কুণ্ডলবনে শিবের কালীপ্রসন্ন বন্দ্যো
 গিয়াছে কি সুখবর অজ্ঞাত
 গিয়া ডায়মণ্ড হারবার গিরিশ
 গিরিশ রাণী পরমেশাণি দাশরথী

গিরিশপুরে	দাশরথী	৩৮২
জানো তব পার	গিরিশ	১০৯১
সব মন ভুলিল	কৈলাস মুখো	৩৩৮
লি হইলে হবে কি	অজ্ঞাত	৬৩৯
সোনিদ গাওরে	অজ্ঞাত	১১২৭
শিখালে আজি	পরচ্ছদ রাই	৬৬৩
ধের স্বপন	শ্রীমতী সরকার	৬৬১
ডকলো মা	অজ্ঞাত	১০৪৬
নিতা ধর্ম	অজ্ঞাত	৮৩৫
দীনবন্ধু বলে	শ্রীমতী সরকার	৭২৭
মা আছে রঙ্গরসে	শ্রীমতী সরকার	২৩৯
গেল না ছেঁতর	শ্রীমতী সরকার	৩৪২
ভাবরী আটল গুল	শ্রীমতী সরকার	৮৬৪
মিনী আশাপথ	গিরিশ	৪৪৯
দন কুদিন তোনার	শ্রীমতী সরকার	৩৭
ভাবরী ভুবনমোহিনী	শ্রীমতী সরকার	৯১৬
চাঁদের উদয় আজ	অজ্ঞাত	৫৪৫
ফেলে অকূলে হরি	অজ্ঞাত	৫৫১
সে দাপ কোন দাপ	ঐ	৪৭৫
র পদারবিন্দ	শ্রীমতী	৪১৭
রীয়ে ঘূমিয়েছিল	শ্রীমতী	১০৫০
রাসী নবীন অবনীতে	কালী মিজা	৬১৬
রীরে একি গোভা	শ্রীমতী সরকার	৮৬১
হুলমান লক্ষ্যভঙ্গ	শ্রীমতী সরকার	১০৭৬
বসে নিকিয়ে	অনুভবান বসু	১২২৬
নিয় কর তবে পার	অজ্ঞাত	৬৫২
র বলে ঝরে ছটী	শ্রীমতী সরকার	৬৪৩

গৌর গণেশ সরস্বতী সদারঙ্গ
 গৌর চল্লো ব্রজনগরে অজ্ঞাত
 গৌর নাম বিলাতে আমার অজ্ঞাত
 গৌর নিতাই এসহে হরিনাম অজ্ঞাত
 গৌর পাব কি সাধনে অজ্ঞাত
 গৌর প্রেম উথলিয়া যায় রে দৈশানচন্দ্র চৌধুরী
 গৌর প্রেম সিদ্ধনারে গুরুপ্রপাদ সেন
 গৌর প্রেম সিদ্ধ নীরে ডুবলে অজ্ঞাত
 গৌর প্রেমের ভরে মাতিল রামহরি ভড়
 গৌর হে কি হোল আজ অজ্ঞাত
 গৌরাঙ্গরূপে প্রাণ নিলে রামশঙ্কর রায়

ঘ

ঘটিল কি দায় প্রেম তারি নবীনচন্দ্র দত্ত
 ঘনকুচি এলাকেশী নাচিছে রঘুনাথ
 ঘর ঘর ঘনকে বেচতা অজ্ঞাত
 ঘরে আর মন দ্বারে না ঐ
 ঘরে কি নাইকো নবনী গিরিশ
 ঘরের বাগিরে দণ্ডে শতবার অজ্ঞাত
 ঘরের মধ্যে ঘর বেঁধেছে কেশবগোসাঁই
 ঘরের মাঝে অনেক আছে অজ্ঞাত
 ঘাট বাট তট মাঠ বঙ্কিমচন্দ্র
 ঘোমটা খোল বদন তোল অজ্ঞাত
 ঘোর যুবতী খোপ্ সুরতী গিরিশ

চ

চঞ্চল অতি ধাওল মতি কিশোরলাল রায়
 চন্দ্র বিরগ অঙ্গে নম বানন গিরিশ

মৃগনয়নী	তানসেন	১১২৯
বাধিকে	অজ্ঞাত	৭৬৩
তার শূন্য	স্বর্ণকুমারী দেবী	৭
কি শোভা	অজ্ঞাত	১১১৪
রণী বঁয়সে তরুণী	চণ্ডীদাস	৫৬২
লি কেতন	তানসেন	১১৫৭
ল দিল্ল হে শ্যাম	রসিকরায়	৫৩৫
ও শ্রীহরি বঙ্কবিহারী	অজ্ঞাত	৭২৯
রণ চাহি	ঐ	১১৯৩
বনে কুন্তন যতনে তুপিরে	রাজরুপ রায়	৯৯
বিয়োগ বিধুরা	অজ্ঞাত	১৪৬
ন্দাকিনী জল	অজ্ঞাত	৩৭১
চল সখি হেরিগে	ঐ	৬৮৮
প্রাণেশ্বর সমরে	ঐ	১২৫১
প্রাণেশ্বর	ঐ	৯৭৩
যাইহে সে দেশে	অজ্ঞাত	৮১৩
সবে মোরা ভরায়	ঐ	৪১৩
আজব ঘড়ি	ফিকিরচাঁদ	৬৭৮
মন ভুজনে মন	অজ্ঞাত	৭২৩
সে	ঐ	৪৬৯
র স্তম্ভগণ	মহিমারঞ্জন	১২৬১
আর দেবী নাই	অজ্ঞাত	৬৫৮
হাটে	ঐ	২৫৫
দরবার যথা	রামহলাল মুন্সী	১৮৬
চল যাই চল	অজ্ঞাত	১০৪৬
কাজ নাই তারার তালুকে	নরচন্দ্র রায়	২১৬
গলো সখি	অজ্ঞাত	৫৮

চললো বেলা গেল লো	গিরিশ
চললো সজনি সবে	যোগেন্দ্রনাথ বন্দো
চল সেই অনূত ধামে	চিরঞ্জীব
চল সখি দেখে আসি বাজে	কৃষ্ণকান্ত পাঠক
চল সখি ব্রজমে	অজ্ঞাত
চল সখি রূপ দেখি ঐ কদম্ব	ঐ
চল সবে দুন্দাবনে যাই	মহাতাপটাদ
চল সবে বিভূপদে লুটাই	অজ্ঞাত
চল সবে যাই মোরা	ঐ
চল সবে ভার লগ্নে যাই	দাশরথী
চলিতে না পারে রসের	অজ্ঞাত
চলিল বীৰভদ্র বীর	হরিনাথ নকুমদার
চলে গেল বল কি করি	গিরিশ
চাঁও চাঁও বদন তোল	গিরিশ
চাঁদবদনী তুঁহুরামা	গোবিন্দ দাস
চাঁদের আঁট মিলেছে লো	অজ্ঞাত
চাঁদে চাঁদে আঁজ মিলিল	বিহারী চট্টো
চাঁপদাড়া রাখা দেখে	প্যারীমোহন
চাবনা চাবনা আর শ্রী	গিরিশ
চান দিতে মুড়ী থাওয়া নয়	জগৎচন্দ্র
চাহ মুখ তুলি তামি	জ্ঞানদাস
চাহি চরণে তোমার	অজ্ঞাত
চাহি মুখখান তুমিত	কালীপদ
চিকণদারূপ সুলক্ষী	রামপ্রসাদমেন
চিত্তাকরে যেনে চিত্তা	অজ্ঞাত
চিত্তামণি চরণাসুজ চিত্ত	গিরিশ
চিত্তাচি চরণাসুজ চিত্ত	অজ্ঞাত

দি চিন্তামণি	মধুকান	৪২৪
য়ে অহঙ্কার	কালীকৃষ্ণ চক্রবর্তী	৭৩২
নাতনী	রঘুনাথ রায়	২৪৪
খিলেন নয়ন কজ্জলে	গোবিন্দ অধিকারী	১৮৮
শ হোল পূর্ণ প্রেম	চিরঞ্জীব	৮২৭
প্রেমসারে হারানাম	যজ্ঞেশ্বরচন্দ্র	১৫৫
চুপ্ আন্তে কাম	ক্ষরোদ	১১০১
ল তোর	অজ্ঞাত	৭১৪
রে বিক্রে	গোবিন্দ অধিকারী	৪৮৫
কারে অধরে অধরে	অজ্ঞাত	১১০৭
রম পদ পাইবে	ভুবনরায়	২৬২
পনা ওলো সেই চাঁদ	অজ্ঞাত	৭৪২
কথ ভাই	ঐ	১০০৮
কথ দানবদ্র	সুন্দরামোহন দাস	১০০২
দেখা একবার	অজ্ঞাত	১৬
দেখা দেখে	অজ্ঞাত	১৮
বিচার রাজা করে	রাসচাঁদ মুখো	৪১২
হাঁকিয়ে যাব	অজ্ঞাত	১২১২

ছ

হিরণে ভাসে দশদিশি	গিরিশ	৪৬১
জল আন্তে গিয়ে	অজ্ঞাত	৫৩২
রিতে মাগো	কৈলাস মুখো	৩৩০
রিলে তোমায়	অজ্ঞাত	১০৮৩
গাগতে শ্রাম	অজ্ঞাত	১০৮২
ব প্রাণ করেছি	কালীপদ	১২২২
ল চঞ্চল শ্রাম	মহেশচন্দ্র মুখো	৫৪৪

ছাড়বোনা তোর চরণ অজ্ঞাত
 ছাড় মান ধর না পার গিরিশ
 ছাড় তে চাতুরী ও নাগরী গোবিন্দ অধিকারী
 ছাপা গরি বরনা অজ্ঞাত
 ছি ছি ভালবেসে আপন বশে গিরিশ
 ছি ছি এত জঞ্জাল গিরিশ
 ছি ছি কি পোড়াকপাল সৌরান্দ্রমোহন ঠাকুর
 ছি ছি কি লাঞ্ছনা গুরিল অজ্ঞাত
 ছি ছি ছাড়িলে হে তরি ত্রৈ
 ছি ছি ছি ছাড় বাঁকা মদন ত্রৈ
 ছি ছি ছি ছি ছেড়ে অমৃতলাল বসু
 ছি ছি ছি ছি ছি অমৃতলাল বসু
 ছি ছি ছি নরের জন্ম নরের অতুলকর্ম
 ছি ছি ছি বলিস তখন শ্রামকে গিরিশ
 ছি ছি ধন্যরাজ একি কাজ হরিনাথ মজুমদার
 ছি ছি রাধে কেমনে অজ্ঞাত
 ছিল না মনেতে নিশি নিধু
 ছিল গো ভারতে তব শতলাকান্ত চট্টো
 ছিলাম প্রাণ পাপী আগে কালীপদ
 ছিল ভ্রান্ত ধর্ম্যে ভোলানাথ চক্রবর্তী
 ছিলে ব্রহ্মার কুমুণ্ডলে কৈলাস মুখো
 উয়োনা কাল হবে অঙ্গ অজ্ঞাত
 ছেড়ে গেল মেঘনাদ রামমোহনবন্দো
 ছেড়ে দে ছেড়ে দে আনার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর
 ছোড় দাগাবাজী ছোড় গিরিশ

জ

জগদজন তোমারি	অজ্ঞাত	১১৮৭
জগদনে ভজ	ক্রোরীসন্তোষ রায়	২৩৮
জগদ ককণানরী	অজ্ঞাত	১১৫৫
জগদমাতে তোমারি	মায়াতে অজ্ঞাত	৩০৫
জগদমোচন বড় ঘোর	রামপ্রসাদ	২৫০
জগদমুখ পুরে বেণু	অজ্ঞাত	৩৭২
জগদমূল বিয়োগ শোকে	অজ্ঞাত	৮৯২
জগদমি আর	ঐ	১২৪৪
জগদমুখী স্বর্ণ	কালী প্রসন্ন ঘোষ	২৮৫
জগদমুখী হও	হরিশোহন রায়	১২৪৯
জগদমুখী করে দরে	অজ্ঞাত	২৯৯
জগদমুখী পীড়িত বেয়াড়ি	চণ্ডীদাস	৫৮৩
জগদমুখী শুধু সন্তিতে যাতনা	অজ্ঞাত	১০৪
জগদমুখী সখা বিদায় দেহ	অজ্ঞাত	১১০
জগদমুখী তবে আমি	অজ্ঞাত	২৭৬
জগদমুখী তুলসীতলা	অজ্ঞাত	১১৭৩
জগদমুখী মালা বাবাজা	গিরিশ	১০৪৮
জগদমুখী শেষকালে	অজ্ঞাত	৬৯৯
জগদমুখী কলাণী স্বর্ণ	বগজুনাওরা	১১৪৬
জগদমুখী কালী বল লোকে	রামপ্রসাদ	১৯২
জগদমুখী কালী বলে	রামপ্রসাদ	৩০৩
জগদমুখী জয়	মহানমোহন তর্কালঙ্কার	৩৬৬
জগদমুখী দেবপরাংপর	নিত্যানাথ মিত্র	৭৭৪
জগদমুখী যুগলঠাম	গিরিশ	৬১৫
জগদমুখী রবন্ধ অপার তুমি	অজ্ঞাত	৮০৬

জয় জানকীরঞ্জন জয় রবুন্দন গিরিশ
 জয় জ্যোতির্শয় জগদাশ্রয় অজ্ঞাত
 জয় দীন দয়াময় নিখিল অজ্ঞাত
 জয় দেগো মা কালী অজ্ঞাত
 জয় দেব জয় দেব জয় মঙ্গলদাতা সত্যেন্দ্রনাথ
 জয় দে মাতা জগদম্বে জননা দাশরথী
 জয় নন্দহলাল ব্রজ গোপাল রাজকৃষ্ণ রায়
 জয় নারায়ণ বিদ্যাবিনাশন উপেন্দ্রনাথ সন্ন্যাস
 জয় নারায়ণ ব্রহ্ম পরায়ণ স্বরূপ
 জয় নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র গিরিশ
 জয় জয় পরম শুভ মদন অজ্ঞাত
 জয় বিরূপাক্ষ ত্রিপুরারী অজ্ঞাত
 জয় ভয়বারিণী নিবৃত্তিকারিণী নিত্যানাথ
 জয় যোগ্য গুণনিধি অজ্ঞাত
 জয় রাধে শ্রীরাধ রামক রায়
 জয় শঙ্কর শিবশূল গিরিশ
 জয় শিব শঙ্কর হর অজ্ঞাত
 জয় সচ্চিদানন্দ হরে অজ্ঞাত
 জয়া বলে আমি সাজাইলাম অজ্ঞাত
 জরায়ু নিবাসী কুমার রমানাথ শর্ম্ম
 জল চিন্তা দিগুণ জ্যোতির্জনাথ ঠাকুর
 জলদ ঘন বটা দিবসে অজ্ঞাত
 জলদবরণ কানু দলিত অজ্ঞাত
 জলদবরণী হেরে বরিবে কৈলাস মুখো
 জলে ঢেউ দিও না গো মধি অজ্ঞাত
 জাগি দেখরে কে তোরে বেচারাম চট্টো
 জাগো জাগো কুলকুণ্ডলিনা আশুতোষ দেব

কলে এবে	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৮৫৮
নি কি তুমি	কেদারনাথ	১২৭৪
জান কিরে দশানন	হরিনাথ সেন	১২৬৪
র সুরকে	অজ্ঞাত	১১৪৪
পতঙ্গ এত রঙ্গ	দাশরথী	১০৮৫
মন ফুলশর	গিরিশ	১২২০
মি কেন গেল	অজ্ঞাত	৯৭৮
র রূপ সাগরে	কৃষ্ণকান্ত পাঠক	৬৩১
জানি গো তারা তোমার	রামপ্রসাদ	১৮২
মি মঙ্গলময়	অজ্ঞাত	৯১৯
স জন চাহ যদি	চন্দ্রকান্ত ত্রায়রত্ন	৮৩২
হৃদয় বাসনা	অজ্ঞাত	৮৭৫
কি বলে ডাকি	অজ্ঞাত	৩০৭
তোর জেতের	হরিনাথ সেন	২১৫
বত ভালবাস কেন	অজ্ঞাত	৩৭
বিষম বড় শাসা	রামপ্রসাদ	৩১৪
নিতে হরি	তিনকড়ি বিশ্বাস	৬২৯
আর নাই না তোর	অজ্ঞাত	৩২৩
ল জেলে রয়েছে বসে	রামপ্রসাদ	৩৪১
র অচৈতন্য	দাশরথী	৬৩৩
র জীবন গেল	দাশরথী	২৪৬
র এই ত	দুর্গনাথ রায়	৮৮০
যায় রে যায়	নবীনচন্দ্র সেন	১৭২
দীপ জ্বলছে রে ঘরে	অক্ষয়কুমার গুপ্ত	৬৮৪
বন জলের প্রায়	অজ্ঞাত	৭২৩
প্রয়োজন	অজ্ঞাত	১২৫৬
সমরে রণ বেশে	দাশরথী	২৮৫

জীবের জীবন ভুবনে অজ্ঞাত
 জীবের তরে বারে বারে শরার অজ্ঞাত
 জাবের থাকতে চेतন অজ্ঞাত
 জুড়াইব বলে যারে হেরিতে নিম্ন
 জেগেছ রজনী সজনী কারো অজ্ঞাত
 জেনে আয় ধ্বনি ওকি হয় গোবিন্দ অধিকার
 জেনে আয় নাধাই রে অজ্ঞাত
 জেনেছি জেনেছি তারা তুমি জান রামদলানন্দ
 জেনেছি যে পূর্ণব্রহ্ম রামরূপে কালীকৃষ্ণ চক্রবর্তী
 জ্ঞানময় জ্যোতিকে যে জানে অজ্ঞাত
 জ্ঞানের জোরে পেতে অজ্ঞাত
 জ্ঞানে ব্রহ্ম না পাই বুঝি অজ্ঞাত

বা

ঝাঁ গুড় ঝাঁ গুড় ঝাঁ গুড় ঝাঁ ক্ষীরোদ
 বুমে বুমে অজ্ঞাত
 বুমে বুমে আত্মবত অজ্ঞাত
 কুরিতে তব নয়ন কি লাগিয়া মহাতাপ চাঁদ
 কোপ বুঝে কোপ মহাতাপ চাঁদ
 করে সদা আঁখিনীরে কৈলাসনাথ মুখো
 কোলে ব্রহ্মরাজ নিরে মহেশচন্দ্র দত্ত

ট

টলে লাল রবি টলে গিরিশ
 ট্যাক টেকে বুলিতে বুড়ি কালীপদ
 টান পড়েছে আর কি থাকে গিরিশ

ঠ

ই শরণই আয়া	গুরুনানক	৮৮৮
মের মতন জ্ঞানের	গিরিশ	৪৪৭

তারে দয়াল ঠাকুর	অজ্ঞাত	১১৮১
পরে মন	অজ্ঞাত	১১৮৩
হ তোহায়ে আশ	অজ্ঞাত	১১৫৩
তন ডাক দেখি মন	অজ্ঞাত	৭২৪
পতিত তোমায়	গিরিশ	৬১৭
গড়ন আমার	কালাপদ	১২১০
কালী বলে	রামপ্রসাদ	১৭৮
নার দেশ	নিশিকান্ত চট্টো	১০১০
মন ঘড়ি ঘড়ি	অচ্যুতানন্দ গোস্বামী	৩২৬
ন মন গৌর প্রেমে	অজ্ঞাত	৬৪১

চ অক্ষর	অজ্ঞাত	৫৫২
গোরা হরি	শব্দী ভূষণ বসু	৬৪৮
গটা বাজে	ভূপীদাস দে	১২১৩
কে কে আসে	রামপ্রসাদ	১৮৯
গোরা হরি গুণ	অজ্ঞাত	৭৮৭
চন্দ্রিকা	রবীন্দ্রনাথ	৯৮৩

ড

ধর মেট	মৌলাদাদ	১১২৯
পদ প্রণামি	অজ্ঞাত	৯৩৪

তবচরণ দুখানি অতি অজ্ঞাত
 তব জাবনে জীবন যেন অজ্ঞাত
 তবদরশনে নাথ অজ্ঞাত
 তব পদে মনসাধে অজ্ঞাত
 তব শুভ সন্নিপানে তোমারি দ্বারকানাথ গাঙ্গুদ
 তব স্মৃতির অবসান হোল দাশরথী
 তবু হেরিতে তোমায় রমাপতি
 তবে তায় কে করে যতন অজ্ঞাত
 তবে প্রেমে কিস্থখ হোত নিধু
 তাজে মনি মন্দির দাশরথী
 তব তব তব তব গিরিশ
 তবল তবঙ্গে গঙ্গে অজ্ঞাত
 তরি লেগেছে মাটে অজ্ঞাত
 তাই কালরূপ ভালবাসি রামপ্রসাদ
 তাই কালরূপ ভালবাসি কমলাকান্ত
 তাই কি মনে করে নিধুরাম
 তাই ডাকি হরি অজ্ঞাত
 তাই ডাকিহে তোমায় চিরজীব
 তাই ডাকি হে তোমায় অজ্ঞাত
 তাই তারা তোমায় ডাকি অজ্ঞাত
 তাইতে আমার মন কালবরণ অজ্ঞাত
 তাইতো কালার লাগি প্রাণ অজ্ঞাত
 তাই তোমায় ডাকি ডাকল অজ্ঞাত
 তাই বলি মন জেগে রামপ্রসাদ
 তাই বলিরে তাই শুবল অজ্ঞাত
 তাকি হবেনা মাজ্জনা অজ্ঞাত
 তা হুম্ দেরে না অজ্ঞাত

মনে ভয় মা	হরেন্দ্র নারায়ণ	২২৮
মা শিব	কৈলাস মুখো	৩৬৭
তারিনী এ মা	রঘুনাথ রায়	২৩৪
নিজ গুণ	গিরিন্দ্র মুখো	৬৭০
তার নাথ আপনা	অজ্ঞাত	৮৮৭
র নয়ন ভুলেছে	কমলাকান্ত	২৬৮
নিবন্ধ দয়াল পাতকী	কালী প্রসন্ন ঘোষ	৮৪২
নি জোরে লব শ্রীচরণ	রামপ্রসাদ	২২১
কি ক্ষতি হবে	ঐ	২০২
বাসনা করি	অজ্ঞাত	৩৩৬
র আমারে কর পার	কালীদাসভট্ট	৩৩৬
গো মা পার	শিবচন্দ্র রায়	৩৩৫
ভবে পার	কৈলাস মুখো	৩৩৪
পারে তোমায়	রসিকরায়	৩১৪
নু অপরাধে	নীলাধর মুখো	২৫২
লেগেছে ঘাটে	রামপ্রসাদ	১৯৬
কত রূপ জান	দেওয়ান রঘুনাথ	২১৫
তার আর কি মনে	রামপ্রসাদ	২০৯
সম্মুখে শিব	কৈলাস মুখো	৩৫২
রা দীনহু	দাশরথী	৩৩৯
পেলে ত ছাড় না	কৈলাস মুখো	৩৩১
র সার	কৈলাস মুখো	৩৪১
এ মা তারা	অজ্ঞাত	৩৩২
ওরে	নিধু	১৩৫
সই	অজ্ঞাত	৪৪১
কেমনে	নিধু	৩২
কেমনে সে	নিধু	১৪৩

তারে মালি কেন ওরে মাধাই	অজ্ঞাত
তাল ভৈরব বেতাল রে	ঐ
তামসী রজনী পথ নাহি চিনি	ঐ
তাহারে রাখিব কেমনে	রাধামোহন সেন
তার গুণে পূর্ণ জগত	অজ্ঞাত
তারে দূর জানিলাম	ঐ
তারে ভজরে মন	ঐ
তার আরতি করে চন্দ্র	ঐ
ত্রাণ কর তারা ব্রিনয়নী	দাশরথী
ত্রাণ করাহে শঙ্কর	দাশরথী
তিনি পরমাত্মা পরম	বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী
তিমিরে দীপে দীপে	রাজকৃষ্ণ
তিলেক দাড়াও ঘাতুক গণ	হরিশন্দ্র মিত্র
তিলেক দাড়াও রে শমন	রামপ্রসাদ
ত্রিপুরা ত্রিলোক তার	রঘুনাথ রায়
ত্রিপোচন দুখ বিমোচন	রঘুনাথ রায়
তীর্থ বাসী হওরা মিছে	শম্ভুচন্দ্র রায়
তীর্থে কি হইবে কল	ঈশ্বরচন্দ্র দাস
তীর্থ ক্ষেত্র মিথ্যা জ্ঞান করি	মধুকান
তুই কি এলি মা গোরী	কৈলাস মুখো
তুই কি আলিরে রামধন	দাশরথী
তুই যারে কি করবি শরণ	শ্যামা
তু জপ জপ রে মন রাজ	রামপ্রসাদ
তু ডার দে হেরি	অজ্ঞাত
তুম্ নরন মে মানো	ঐ
তুমি আত্মীয় হতে পরমাত্মীয়	দদারঙ্গ
তুমি আমার প্রাণাধার	অজ্ঞাত
	রামশঙ্কর রায়

ল করেছ মা আমার	রামপ্রসাদ	২০২
গৌর পতিত পাবন	অজ্ঞাত	৬৫৫
: কথায় ভুলেছ মন	রামপ্রসাদ	৩৫০
: কে তোমার	কৃষ্ণমোহন	৮০৮
দয়ার	অজ্ঞাত	৩৬৫
শ্রীবে সখা	রবীন্দ্র নাথ	১১০৩
বট উপড় হয়ে	রসিক ভাটুরী	৭০৭
ছিলে ভুলেছিলে বলে	অজ্ঞাত	৮১৫
জ্ঞান প্রাণ তুমি সত্য	ঐ	৮৩২
জ্যোতির জ্যোতি দেখা	সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৮৫৭
হাস্মে দেল্‌কো	করুনানক	
নীরবে ভালবেসে	অজ্ঞাত	২৬
তার কোথায় লাগ	ঐ	১০৪৪
লীন হে	ঐ	৮২০
হু হু তাই হু	ঐ	৫০২
সুহি দিলে দেখা	বেচারাম চট্টো	২৩৬
বিনা কে প্রভু সঙ্কট	অজ্ঞাত	৮২০
ন্দাবনে বাঁকা শ্রাম	ঐ	১০৭
গাল বাস না বাস রে	ঐ	৭২
প্রমের মদে মাতাল	ঐ	৭২
মরা প্রভু পূরণ	ঐ	২০৭
রে করছে সুখী	রমাকান্ত কর্মকার	৮২৬
রি তারি থাক আমার	অতুলকৃষ্ণ মিত্র	৩১
হি ভালবাস প্রাণ	নিধু	২৪
কর করুণাময়ী	দাশরথী	৩৬৫
ও হে যেখানে মন	অজ্ঞাত	১১৬
বেহু কত ছলনা	গিরিশ	১০৮৮

তুমি হে জটাধারী বল অজ্ঞাত
 তুমি হে দীনের সখা ঐ
 তুমি হে ভরসা মম অকূল ঐ
 তুমারে প্রাণ আধার গুরু নানক
 তুমি অনুরাগে হাস নিমগন অজ্ঞাত
 তুলি বাণী বৃথী মালা গিরিশ
 তুনে কোন সরবর বয়জু বাণেরা
 তুহি আদ অন্ত তুহি জল অজ্ঞাত
 তুহি ব্রহ্ম তুহি বিষ্ণু তানসেন
 তুহি ভজ ভজরে মন কৃষ্ণ তানসেন
 তুহি ভজ ভজরে মন অজ্ঞাত
 তুহি জ্ঞান ধ্যান বিষ্ণু ঐ
 তেরোহি ধ্যান ধরত গোলাব
 তেরো পরতাপ বড়ো তানসেন
 তোদের কাজ কি সে শ্যামের অজ্ঞাত
 তোদের যিনি রাজা দ্বারী বিহারী চক্রবর্তী
 তোদের সে কানাই মধুকান
 তোমরা কেহে খঞ্জননয়নী অজ্ঞাত
 তোমরা ছুভাই পরম দয়াল ঐ
 তোমাতে যখন মজে আমার বিষ্ণুরাম চট্টো
 তোমাদেরি ভালবাসি অজ্ঞাত
 তোমা বিনা কে প্রভু ঐ
 তোমা বিনা প্রাণ আমার মহারাজ প্রতাপ
 তোমায় ছেড়ে ওহে মানুষ দীনমিত্র
 তোমায় দীন হীন সম্মানে ডাকে চিরজীব
 তোমায় বলে কেন্দার কেন্দার কৈলাস মুণ্ডে
 তোমার অনন্ত মায়া কে জানে শিবচন্দ্র

শায়র রয়েছে	হরিনাথ রায়	১৬৬
কুনানাথ	ত্রৈলোক্যনাথ	৮৬৪
ক এই ছিল কপালে	দাশরথী	৪১৯
কবা বুঝবে লীলে	রামপ্রসাদ	৪২৪
সতি নিগূঢ় প্রেম	বিষ্ণুরাম চট্টো	৮২৮
সলবাসা ভাল আমার	অজ্ঞাত	১২১১
বরহে সয়ে বাঁচি	নিধু	১৬০
ত কে আছে আর	অজ্ঞাত	৯২৭
গল পদ দিবানিশি	রাজকৃষ্ণ রায়	৯৭
করিয়াছি জীবনের	অজ্ঞাত	৩৩৮
আরতি করে	নগেন্দ্রনাথ চট্টো	৮৬১
হুজা হটক পূর্ণ	অজ্ঞাত	৯১৪
কারণে হরি	পুণ্ডরীকাক্ষ	৬২০
করুণা ভাবি হে	অজ্ঞাত	৬২১
তরে মা	অজ্ঞাত	৯৭৯
সয় তোমারি জয়	ক্রৌরী সন্তোষ রায়	৯২৬
তুলনা তুমি প্রাণ	নিধু	৯৩
নাথ তোমারি	নগেন্দ্র চট্টো	৮৭৩
রাম গাহিয়া কি	অজ্ঞাত	৭৮৭
দল ছবি দেখেছে	অজ্ঞাত	৮১৭
ধুর রূপে	অজ্ঞাত	৯৩৪
তন আনি কি জানি হে	দীনমিত্র	৭৩৪
য জন করেন গ্রহণ	অজ্ঞাত	১০০৩
প্রাণের আশা	অজ্ঞাত	৯৩৭
র কদম	ক্ষীরোদ	১০০৪
রেখেছি হরি	রাজকৃষ্ণ	৬২১
তে সব পোয়ানুম	অজ্ঞাত	১০৫৮

নাসী বলে অভাগীরে নিধুবাবু
 নাসীর মিনতি শুনহে শ্রীপতি গোবিন্দচন্দ্র রায়
 দিন ছকুরে চাঁদ উঠেছে রাত ঈশ্বর গুপ্ত
 দিন যায় দিন তার ভাবনা রাজমোহন
 দিন যায় মন তাই কালী প্রসন্ন ঘোষ
 দিব না প্রাণ থাকিতে অজ্ঞাত
 দিব না গোষ্ঠে আমার নীলমণি মনুলাল মিশ্র
 দিবা অবসান হোল অজ্ঞাত
 দিবা অবসান হোল কি বহুনাথ
 দিবানিশি করিয়ে বতন রবীন্দ্রনাথ
 দিবানিশি জানেরে অজ্ঞাত
 দিবানিশি মন বিভোরা গিরিশ
 দিয়ে করতালি এস হরি গিরিশ
 দিয়ে কিছু সেলামী দেহ জমীর অজ্ঞাত
 দীনতারা ভবতারা ভবদারা দাশরথী
 দীনতারিনী ছরিতহারিনী মহারাজ শিবচন্দ্র
 দীনদয়াল ও করুণাসাগর অজ্ঞাত
 দীননাথ আমরা দীনের বেশে ঐ
 দীনবন্ধু ছুপিণা বন্ধের ভাগ্যে ঐ
 দীনবন্ধু হে আমি সেই গোবিন্দ অধিকারী
 দীন ছখীজনের অজ্ঞাত
 দীনশরণ চাহে চরণে ঐ
 দীনহীন জনে পাপী পরাধীনে ঐ
 দীন হীন জনে দয়াকর দীন ঐ
 দীন সমাগম ধীরে ঐ
 দীন হীন তারণ ঐ
 দীনে রূপাকর ঐ

কর ভগবান	আনন্দ চন্দ্র মিত্র	৬৯৪
সবে দীন	মনোমোহন	২০৬
এ এই মনে	দীনমিত্র	৭৮১
তি নব	গোবিন্দ দাস	৫৯০
নিদি একত্র	রবীন্দ্রনাথ	২০১
আর কম দিলি না	রাজমোহন অশ্বরী	২০৪
নরন তারা	রাজমোহন মোদক	৬১০
বলে কি প্রেম	নিধু	৪১
রয়ে বিধি সৃজিল	অজ্ঞাত	৪২৬
এন ধন তাজিয়ে সুখ	ঐ	১৬৪
শোন মা তারা	ঐ	২০৩
আছে কি	নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী	২১৯
নী ছর্গে	ভুবনচন্দ্র রায়	২৭২
লে মা যদি	বলরাম রায়	২১৯
হারিনী	দেওয়ান রঘুনাথ	২৮০
তনাশিনী নিস্তার	রূপচাঁদ পক্ষী	২৮৩
কর এ ভবে	দাশরথী	৩৩০
ফুটে বেল্লিক	গিরিশ	১০৪৭
ত ছিলাম	গিরিশ	১০২১
তন যতন করে	অজ্ঞাত	১০৩৮
নভর মন অভয় সৃজনে	গিরিশ	১০৮৭
জব গাছে	হরিনাথ মজুমদার	৬৮৩
তথের কথা কই	রবীন্দ্রনাথ	১৮৫
হতলে	সুরতির বাগান হঃ সঃ	
বোঝা হোল মধু	রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর	৪৪৭
এমন তব	উপেন্দ্র নাথ দাস	২৯
যৌরন কালে	অজ্ঞাত	৮৪

ছলল ঐ বেভেরী দীনমিত্র
 ছলে আশ্র ছত্রপতি তানসেন
 ছষ্ট দুর্জন দূর তানসেন
 ছষ্ট রাগি ছুঁ কক জ্ঞানদাস
 ছতী একবার যাও দেখি গোবিন্দ অধিকারী
 দূর সমীরে ডরি কালীপদ
 দূর হয়ে যা বমের ভটা রামপ্রসাদ
 দূরে যা দূরে তোরা কিছু অক্ষয়কুমার বড়াল
 দেখ আসিয়া চন্দাবলী অজ্ঞাত
 দেখে এলাম তব রাবারে মধুকান
 দেখ ঐ দেখ দেখ দাঁড়ায় গিরিশ
 দেখগো কালিন্দীর কিনারে অজ্ঞাত
 দেখগো ভারত মাতা তোমারি নগেন্দ্র
 দেখ জহরানয়ন খুলে কালীসাদন ০ পু
 দেখ বুলিছে কিশোর অজ্ঞাত
 দেখতে যেন কাঙ্গালিনীর মত মধুকান
 দেখ দেখ কানাইরা আঁপি অজ্ঞাত
 দেখ দেখ দেখ দয়া আনন্দচন্দ্র মিত্র
 দেখ দেখ তোরা জগতের অজ্ঞাত
 দেখ দেখ ভারত বীরশূন্য ঐ
 দেখ ছলল দরাতে কেমন আনিল দীনমিত্র
 দেখনা ওকে নারী ঐ যে অজ্ঞাত
 দেখনা গো জলে কি ঐ
 দেখনা চেয়ে প্রাণে গোবিন্দ অধিকারী
 দেখনা মন ঝকমারী এ ছুনিয়া লালন সাঁ
 দেখনা মন নেহার করে কিকির চাঁদ
 দেখনা সহই প্রভাতে অরুণ নিধু

১৪। তের সহ ছুই	নিধু	৪৬
১৫। সুধাংশুর কি	আশুতোষ দেব	৯১
১৬। উঠব কমল কোথা	গিরিশ	১২২০
১৭। দি রাখতে	গিরীশ	২৩
১৮। জলের বদ্বদ	হরিনাথ মজুমদার	৬২১
১৯। ই রথ গড়েছে	পাগলা কানাই	৬৬৭
২০। জানারে এ দাসীরে	অজ্ঞাত	২৩
২১। বিভীষণ	অজ্ঞাত	১২৫৯
২২। নানী নয়ন ভরে	অজ্ঞাত	৩৯১
২৩। এক যোদ্ধা	তানসেন	১১৩৫
২৪। খত এনেছি দাসখত	গোবিন্দ অধিকারী	৪৫৮
২৫। ময়নে মন তারা	কৈলাস মুখো	৩৫০
২৬। ময়ন মিলি	অজ্ঞাত	১২৮০
২৭। চেয়ে বাচ্ছি বেয়ে	অজ্ঞাত	১২৭৭
২৮। বাহরে গোরা	অজ্ঞাত	৭২০
২৯। কত নারী বসে	মধুকান	৪৭২
৩০। কুব্জার কুব্জায়	মধুকান	৫৯৫
৩১। আমার কতবাজী	কালচাঁদ	১৯০
৩২। তারে আপন হারা	অজ্ঞাত	৭৭
৩৩। সজনী ধনী রমণীর	রাজকৃষ্ণ রায়	৬০
৩৪। চাঁদিনীরজনী	রাজকৃষ্ণ	৪৩০
৩৫। তারিসান	অজ্ঞাত	১১৬
৩৬। মংসার মাঝে	আদিত্যকুমার চট্টো	৯২৫
৩৭। ক্ষী মম লক্ষণে	অজ্ঞাত	১২৪৮
৩৮। দেবকী চিতে	দাশরথী	৫২৪
৩৯। তোর রূপের	অজ্ঞাত	১১৯২
৪০। কেমন বলব	রাঘবপসাদ	১০৭

দেখিলে আপন মত আপন	নিধু
দেখিলাম অপকৃপ কনস্বের	অজ্ঞাত
দেখিলে তোমার সেই অতুল	গণেন্দ্র নাথ
দেখে এলাম বৃন্দাবনে	মধুকান
দেখে এলাম রাজকুমারী	গোবিন্দ অধিকারী
দেখে এলাম শ্যাম অপকৃপ	অজ্ঞাত
দেখেছি রূপ সাগরে মনের	অনন্দ চন্দ্র নিম্ব
দেখেছি মেয়ে হয়ে অষ্টগুণ	মানোমোহন
দেখে বাও ভানুমতীর খেল	গিরিশ
দেখে শুনে গোষ্ঠিত মানো না	অজ্ঞাত
দেখো ভাই মান্লেও ধরম	ক্ষীরোদ
দেখো দেখো তুলাল রেখো	অজ্ঞাত
দেগো বৃন্দে আমারে যোগী	গোবিন্দ অধিকা
দেগো ম মা আমার	অজ্ঞাত
দে দে মাধব দে	দাশরথী
দেবী ভূর্গে সদা	অজ্ঞাত
দেরে দরে কৃষ্ণ প্রেমছবি	অক্ষয়কুমার গুপ্ত
দেল দরিয়া খবর কররে	অজ্ঞাত
দেলো সখি দে পরায়ে	আশুতোষ দেব
দেলো সখি দে	অজ্ঞাত
দেশ মজালে ছেলে	জগদীশ
দেশ হিতৈষী কালীসিংহ	পারীমোহন কবি
দেশের সর্বনাশ এবারে	অজ্ঞাত
দেহগতি পশুপতি অগতি	কৈলাস মুখো
দেহ গোপীন্দ্র বাজাও	অক্ষয়কুমার গুপ্ত
দেহমন কলের গাড়ীর ব্যাপার	অজ্ঞাত
দেহজ্ঞান দিবাজ্ঞান	দীননাথ ঠাকুর

তে জীবন	অজ্ঞাত	১২৭৬
রণ মুখে	তুলসী দাস	১১২৩
যদি প্রাণনাথ	রামবল্ল	১০৯
তেছ ভারী ও নাগরী	গোবিন্দ চন্দ্র	৬৬৪
গই*দোকান সার না	পূর্ণচন্দ্র গাঙ্গুলী	৬৭৩
নয় গো না	দাশরথী	২২০

ব

ধন্য গণেশ	অজ্ঞাত	১১৬০
আজি দীন	বতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৮১৮
হ গোঁর তোমারে	কালী নীর্জা	৭০৪
জীবন আশা	রামচন্দ্র মুন্সী	২৭৭
সকলি গেল লো	গিরিশ	৪৮৯
মবহার রাখলে ধর্ম	মধুকান	৪৬৫
হ রাজবালা এনেছি	নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যো	৭৩
হু নাথ ধর তোমার	চন্দ্রমোহন পাল	১২৫০
র বর কর হর	কমলাকান্ত ভট্ট	৩৮৪
হুটী পায় বলিগো	চিরঞ্জীব	১০১৫
কুরের বেশ তোমার	রসিকরায়	৬০৩
ধিক মধুকরে	হরিশচন্দ্র মিত্র	৬২
কৃষ্ণ তিনি তা	গিরিশ	১০৫২
দীর্ঘি বয় মূঢ়ল বাহ	রাজকৃষ্ণ	৪৬১
দীর্ঘি রে গরুড়	অজ্ঞাত	১১২৩
বয় মলয় বায়	গিরিশ	১২৫১
মরণ জানে তানে কি	অজ্ঞাত	১১৪১
মাসি কান্দিষে আকুল	দাশরথী	১২২২
গদ চিহ্ন রয়েছে	অজ্ঞাত	৬৫৪

ধেনুসঙ্গে আওত নন্দহুলাল জ্ঞান দাস
 ধৈর্য্য ধর সরমা কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ
 ধোবানীকে একলা রেখে অজ্ঞাত

ন

নও তুমি কেবল কাশী পিয়ারীচরণ মিত্র
 নওরঙ্গী আকবর সাহে তানসেন
 নওরঙ্গী আরে হো তানসেন
 নগর চেয়ে কানন ভাল রাজকৃষ্ণ
 নগরবাসীগণ এস সর্বজন অজ্ঞাত
 নদী বলরে বল অশ্রমায় হরিনাথ মজুমদার
 নদীয়া মাঝ গৌররাজ জ্ঞানদান
 ননদিনী বলো নগরে দীনবন্ধু মিত্র
 ননুঙা বদনী ধনী বিদ্যাপতি
 নন্দ হুলাল ব্রজ গোপাল অজ্ঞাত
 নন্দী কি শুনালি রে মদন মাষ্টার
 নব অনুরাগিণী নব অনুরাগী গোবিন্দ দাস
 নবজলধর রাম মনোমোহন বসু
 নবদ্বীপ যেতে হোল অজ্ঞাত
 নবদ্বীপে এসেছে কে নিতাই জেরী নন্তোষ রা
 নবনলিনী নব নীরে নিবার অজ্ঞাত
 নবঘোবন জালায় মলেম অজ্ঞাত
 নবমীর নিশি আজি কি কৈলাস মুখো
 নবমীর নিশি বুঝি নগেন্দ্রনাথ সরকার
 নব সজল জলদ কায় কমলাকান্ত
 নবানুবরনী কার কামিনী রঘুনাথ রায়
 নবীন নাগর নবীনা নাগরী মরি রাজকৃষ্ণ

নি	কায় মরি	রাজারাম রা	৪৩৭
নী	বেশে সেজেছে	কৃষ্ণকুমার বন্দ্যো	৩১৮
স্বা	নী আসি	কালীমির্জা	৬৯৭
নো	শঙ্কর	অজ্ঞাত	৩৪৯
নমা	দরোজবাসিনী	অজ্ঞাত	৩৭২
শব্দ	ায় গণেশ	তানসেন	১১৫০
অমৃ	রাশি প্রেমসী	বিহার চক্রবর্তী	১১
কাতর	কেন	নিধু	১১১৭
নাহি	থাকলে প্রেম	অজ্ঞাত	৫৫
কিরায়ে	দেখি নয়ন রঞ্জন	উপেন্দ্রনাথ দাস	৬০
রঞ্জন	তুমি	অজ্ঞাত	৮২৫
রাপেতে	ভুল মন	নধু	৪৭
হেররে	অজ্ঞাত		৭৯৫
নাহি	নিদ	অজ্ঞাত	১১৩১
র নীরে	কি নিভে মনের আশা	নিধু	১৫১
লগ্নিগল	যারে	নিধু	১২৭
নমা	টাদের	গিরিশ	১০৫৯
পাখী	নরম সুরে	কালীপদ	১২৩২
দী	দলগত জলমতি	অজ্ঞাত	৭২২
নী	বীনা মনোমোহিনী	রামপ্রসাদ	২৯০
বী	কা প্রাণ আমার	কালীপদ	১২০৪
হ	আর কমলকলি	গিরিশ	৬৮
ন	বিদেশ তোমার	কৈলাস মুখো	২৬৯
	বল্লভ আমার	হরিনাথ মজুমদার	৪৩৬
র	মত	অজ্ঞাত	৬৭
র	সচিত হির	তানসেন	১১৪৯
গির	ধরা	অতুলকৃষ্ণ মিত্র	১৭

নাচ বনমালী দিব কর গিরিশ
 মা চলে চরণ কেন চলিতে অজ্ঞাত
 নাচিয়ে গাহিয়ে বংশী বাজায়ে লক্ষ্মী নারায়ণ চক্রবর্তী
 নাচে কার রমনী রণে তারক ব্রহ্ম ভট্টাচার্য্য
 নাচেরে আর হরিবলে অজ্ঞাত
 নাচেরে গৌরাদি আমার ক্রৌরীসন্তোষ রায়
 নাচে শ্রাম রঙ্গে কৈলাস মুখো
 নাচে শ্রীবাসের অঙ্গিনায় অজ্ঞাত
 না চাহিতে দিরেছ সকল সত্যেন্দ্র নাথ
 না জানি কি গুণ ধরে বতীন্দ্রমোহন ঠাকুর
 না জানি সাধের প্রাণে গিরিশ
 না জাগি হরি কেমন নামটি অজ্ঞাত
 নাভনী তুই যেমন গোপাল উড়ে
 নাথ আমায় করনা করিবে অজ্ঞাত
 নাথ কি দিব তোমারে সত্যেন্দ্রনাথ
 নাথ তুঘি সর্বস্ব আমার অজ্ঞাত
 নাথ তোমারি ভালবাসা অজ্ঞাত
 নাথ রাম কি বস্তু দাসরথী
 নাদ অগাধ সম্পূরণ অজ্ঞাত
 নাদ দরিয়া তান তানসেন
 নাদ নগর বসায়ের সুরপট তানসেন
 নাদ বিদ্যা অপার নওল কিশোর
 নাদ সমুদ্র অপরাম্পর নওল কিশোর
 না দিলে আপন মন গোপালউড়ে
 না দেখিলে বলনা সহি অজ্ঞাত
 নানান্ দেশের নানান্ ভাষা নিধু
 নাম জপ সাবধানে রামশঙ্কর রায়

। গৌরবরণ	অজ্ঞাত	৬৪২
স্নেহ গোয়ারা	কবীর	৯০৭
ন ঠিকানা	অজ্ঞাত	৮৮৮
নাম সীমার এই	গুরুনানক	৯০৭
না কেবল	রামপ্রসাদ	২২১
তামায়	কমলাকান্ত	৫৫
বিশ্বাসঘাতক	দাশরথী	৮০
মাগো বিহরিছ	ত্রৈলোক্যনাথ সাম্রাণ	৯১৭
ন তনু দাহন	নিধু	১০৮
লিচ্ছেদহুখ	অজ্ঞাত	৪২
ল রসিকে	নিধু	১৫৫
দি আসি	নিধু	১১৩
জানি শিশুমতি	অজ্ঞাত	১১৮৪
চাহি অনিত্য রক্তন	কালীপদ	১২০৯
মধুর বুলী প্রাণ খুলি	কালীপদ	১২৩০
রে তোমারে প্রিয়ে	অজ্ঞাত	৯৯
ডর পে ওয়ারে হি	সুরসেন	১১৬৭
মে পরগৃহে চোর	কালীনাথ রায়	৯২৫
নিরুজ্জম নিখিল	অজ্ঞাত	৮০৩
য়া অধরে যেমন	অজ্ঞাত	১১৬৯
গৌরের মত পাঠাবে	অজ্ঞাত	৭০৬
চেতনা ছুটি ভাই	অজ্ঞাত	৬৫৬
চেতন নামে এই	অজ্ঞাত	৬৯১
না রইতে পেরে দেখতে	অজ্ঞাত	৯৮
যাখে দিন এ দিন	রামপ্রসাদ	২২১
তারে বুঝাবে কেটা	রামপ্রসাদ	২৪১
যথাতা কেনরে	অজ্ঞাত	১০০৭

নিলিঘোর ঘন ঘন ঘটা অজ্ঞাত
 নিপট কঠিন সঙ্কট ঐ
 নিপট নিকট বাস দে গঙ্গে ঐ
 নিবারি নয়ন বারি ঐ
 নির্দাশ আশার দীপ সব দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী
 নির্দাশ গেরাবু খেলায় পেয়ারী মোহন
 নির্দাশ মন আগুন আজ কেন অজ্ঞাত
 নিবিড় নিতম্বিনী কে রমনী রঘুনাথ রায়
 নিবিড় নীরদসহ উদয় নিধু
 নিম্বল হইবে যদি অনন্য প্রসাদ চট্টো
 নিমাই কোন্‌ প্রাণে আমার বৈলোক্য নাথ সাজ
 নিরখি তোমার প্রাণে তোমার নগেন্দ্র চট্টো
 নিরখি মধুর হাসি সহিলো দুর্গাহরি ভড়
 নিরত রহ বিরত অজ্ঞাত
 নিলাজ বঁধু হে অতুলকৃষ্ণ মিত্র
 নিলে যদি বঙ্গবাসী গোবিন্দচন্দ্র দাস
 নিশিগেল পোহাইয়ে অজ্ঞাত
 নিশিগো কোথা যাও মদনমোহন মিত্র
 নিশি শেষে কালশশী অজ্ঞাত
 নিশি হোল ভোর রূপচাঁদপক্ষী
 নিনাড়তে বাঁধি মনোমত কালীপদ
 নিস্তারতারিণী তারা ভবেরি বিপ্রদাস তর্ক
 নীরদ পাশে দামিনী ছটা অজ্ঞাত
 নীরব ভারতে কে ভারতীয় কালীপ্রসন্ন
 নীরবে আসিছে সন্ধ্যা অক্ষয় কুমার বড়া
 নীল আকাশে ফুটলো হেসে অজ্ঞাত
 নীল গগনে তুলি তান কালীপদ

সাহেব	দীনবন্ধু মিত্র	৯৫৯
কামিনী কন্দর্প	শ্রীমাচরণ ব্রহ্মচারী	২৭৬
বীণা রমনী নাগিনী	রাজা শিবচন্দ্ররায়	২৭৫
নাগার	দীনবন্ধু মিত্র	৯৫২
দিবু না আর	অজ্ঞাত	৪০৭
সহরী লীলা	ঐ	৪৩১
নে মদে তনু	গোবিন্দ দাস	৫৯২
মরে এত আদর	নরচন্দ্র রায়	২৭২
ত চু চুলু করে	রাজকৃষ্ণ	১০৫৭
লো হাচরা	হরিনাথ নজুমদার	৩
কে পাত ধর্তে	অজ্ঞাত	৪১৩

প

পাড়ে কোপে	গিরিশ	১০৫০
ভব সাগরে ডোবে	নীলকমল হালদার	২২২
বিষম টানে	অজ্ঞাত	১১৮৬
বিষম পাকে	ঐ	৫১৯
পাবন চরণ	দীনমিত্র	৭৬৮
পাবন তুমি	অজ্ঞাত	৭৯৬
পাবন	সিকদার পাড়া হরিসভা	৭৮৯
পাবনী তার	কৈলাস মুখো	৩৬৮
পাবনী তারা কেবল	রাজকৃষ্ণ রায়	১৮৮
আরিতে এত কি	অজ্ঞাত	৩০১
নে অবলার	রাজকৃষ্ণ রায়	১৭১
স সখী কি সাপিতে	অতুলকৃষ্ণ মিত্র	৩৬
বি আজ্ঞা দিলে	দাশরথী	৬১৬
রা তুমি পথিক যেমন	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩৬

পবন পরশে হাসিছে অজ্ঞাত
 পবিত্র প্রেম বন্ধনে ত্রৈলোক্যনাথ সান্নাথ
 পরভুঃখ হেরি যার গঙ্গাধর চট্টো
 পরনিন্দা পরপীড়া নিমাইচরণ মিত্র
 পরমেশ্বর দয়ার লেশ চন্দ্রকান্ত ত্রায়রত্ন
 পরমেশ্বর বুলি ভজ গুরুনানক
 পরব্রহ্ম গোবিন্দ নারায়ন অজ্ঞাত
 পরমরতন যে চায় শরণ ঐ
 পরাণ বঁধুকে স্বপনে চণ্ডীদাস
 পরি পূর্ণমানন্দ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
 পরি মনের মতন বদন গিরিশ
 পরের তরে আপন ভুলে রামপ্রসাদ
 প্রথর রবিয় কর ব্যাপিল গিরিশ
 প্রণতি মিনতি চরণে অজ্ঞাত
 প্রণয় গেরাবু খেলায় কৃষ্ণধন
 প্রণয়ামি গণরাজ কৈলাস মুখো
 প্রণয় পরমধন সৃজন অজ্ঞাত
 প্রণয় পিঞ্জর কাটি রামচন্দ্র চক্রবর্তী
 প্রণয় বারিধি মাঝে অজ্ঞাত
 প্রণয় মোর সাগর তুল সঞ্জীবচন্দ্র চট্টো
 প্রণয় যে জানে সে কেন অজ্ঞাত
 প্রণয় রতনে যে জন না প্রাণবল্লভ মু
 প্রণয় শৃঙ্খলে প্রভু বাঁধিয়ে শিবনাথ শ
 প্রথন উঠে ভোর আয়ি অজ্ঞাত
 প্রথম গুণমাগরে অপরাম্পর ঐ
 প্রথম তাল সুরসাধে ঐ
 প্রভাকর সমরে জানি ঐ

বুঝি	অজ্ঞাত	৪০১
ভুবন	রাজকৃষ্ণ রায়	১২৭৩
পদে	কালীচরণ চট্টো	৯৯০
তোমার	কৃষ্ণচন্দ্র রায়	৮০
কা নাম	পুণ্ডরীকাক্ষ মুখো	৮৮৭
জীবন আধার	পুণ্ডরীকাক্ষ মুখো	৮৯৪
ধুমুখে	বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী	৯০৪
সংশয়ে	শিবনাথ শাস্ত্রী	৯০৯
পাইব	কালীপ্রসন্ন ঘোষ	৮৫৪
কি করি	অজ্ঞাত	১১৪
দি জলে	জয়দেব	৬১৩
গুরুর গুরু	রাজকৃষ্ণ	৬৬৪
অপরাম্পর	অজ্ঞাত	১১৩৯
আনন্দকিশোর		১১৫৫
ধবোনা	অজ্ঞাত	৬৬
ই কথাটি মানা	প্রফুল্ল গাঙ্গুলী	৬৭৬
করিলান	কালীপদ	১২৩৫
সভ্য মহাজন	কালীপদ	১২৩৬
চাতুর্কী ওরে মন	কৈলাস মুখো	৩৪৯
গাও	অজ্ঞাত	১১৬৭
শে জরে আজ	অজ্ঞাত	৮১৬
তনু আর	বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী	৮৫০
বরা	বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী	৮৯৬
মলি তোমায়	অজ্ঞাত	৭১৩
মা আমায় শ্রামা	নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী	২৫৪
পারি না চিন্তে	ভুবনচন্দ্র রায়	৩১৯
কয়না	অজ্ঞাত	৬০৪

পালা অভিমন্যু রণে হরিনাথ মজুমদার
 পালা কানাই বলে হরিনাথ মজুমদার
 পাব সে দিন কবে মহারাজ মহাতাপটাদ
 পাশকরা নয় বাঙ্গালীদের কৃষ্ণধন
 পাষণ চাপা মায়ের মধুকান
 পাষানী নহ মা উমা কৈলাস মুখো
 পাষণ প্রাণে পাষণ হ'য় অজ্ঞাত
 পাসরিতে নারি কালা কানুর জ্ঞানদাস
 পাহাড় বলরে বল অজ্ঞাত
 প্রাত সময়ে জাগরে দ্বন্দ্ব কালীপ্রসন্ন ঘো
 প্রাণ কি চায়রে গিরিশ
 প্রাণখুলে রামকৃষ্ণ অজ্ঞাত
 প্রাণখুলে তোরে সদাই কালীপদ
 প্রাণ গৌরাঙ্গ হে একবার অজ্ঞাত
 প্রাণ চাহেলো প্রেমসী নিধু
 প্রাণ চিনিতে শিখেছি অতুলকৃষ্ণ মিত্র
 প্রাণ তুমি কার হবে অজ্ঞাত
 প্রাণ তুমি প্রেমসিকু অজ্ঞাত
 প্রাণ তো আর বাচেনা, মতিলাল রায়
 প্রাণ তোমাতে মুন্সী বেলায়েৎ হোসেন
 প্রাণ থাকিতে তোরে অজ্ঞাত
 প্রাণ দিওনা মধুকান
 প্রাণধনে প্রেমবশে অজ্ঞাত
 প্রাণ নন্দিনী বাধা বিনোদিনী জ্ঞানদাস
 প্রাণনাথ এমন কথা আমার অজ্ঞাত
 প্রাণনাথ কব কত মুন্সী বেলায়েৎ হোসেন

হে কোথায়	অজ্ঞাত	১৪৭
প্রাণ সাঁপিলাম	বতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০৯
লা গোলা নাম	কালীপদ	১২০৫
বিনে সতী	অজ্ঞাত	১৫৩
বনীদায়ে	অজ্ঞাত	১৬২
উমা যায় নিরুখি	রসিক রায়	৪০৩
প্রাণ যায় প্রাণ	অজ্ঞাত	৪২৫
নন্দরায়	দাশরথী	৫৪০
মা আমার	রাজা মহিমারঞ্জন	৯৬৬
রে চায় পিপাসায়	অজ্ঞাত	৫১
রে চায় প্রাণ	অজ্ঞাত	৬৩
রয়ে কখন জানি	রাজকমল আশ্বলী	২৪৯
সইলো	অজ্ঞাত	১২০
পে যে এমন হবে	অজ্ঞাত	১২১
থাহে এস হে এস	গিরিশ	৮১৮
নার সইনা	অজ্ঞাত	১০৭৩
নাশা সে পিয়াসা	অজ্ঞাত	১১৯৩
হোল আজি	অজ্ঞাত	১২৫৮
গানে পড়লো	গিরিশ	৫২
গানে ভালবাসি	গিরিশ	৩০
প্রেমের তুফান	গিরিশ	৪২২
আয়	গিরিশ	৬৩০
লবাসা বাসনা	অজ্ঞাত	৬১
র সয়না বাথা	গিরিশ	৯০
মতন পেলে	গিরিশ	২০
লুকান ব্যথা	অজ্ঞাত	১৫০
বলে মঞ্জু	গিরিশ	১

পিতঃ কর এই ভিক্ষা আনন্দচন্দ্র মিত্র
 পিতঃ ক্ষম অপরাধ কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার
 পিতা একবার হরি হরি বল রাজকৃষ্ণ
 পিতা গো একবার হের গো বসন্ত কুমার ঘোষ
 পিয়সী পরাণ পার অজ্ঞাত
 পিলেরে অবধু হো অজ্ঞাত
 পিস্তি হাম লোক চাকিয়া দারেন
 প্রিয়জন সমাগমে আজি অজ্ঞাত
 প্রিয়বলে প্রিয়তনে আনন্দমিত্র
 প্রিয় সখা প্রিয় সখী এ চাক রাজকৃষ্ণ
 প্রিয় সখি প্রাণ পতি কর অজ্ঞাত
 প্রিয়সখিরে সেই তরী মধুকান
 প্রিয়ে কমলিনী মনমোহিনী অজ্ঞাত
 পীতবসন কুসুমভূষণ অজ্ঞাত
 পীত বসন বনচারী রাজকৃষ্ণ
 পীতাঘর পায় দোরো না প্রসন্নকুমার সরকার
 পীরিত করে আমার গিরিশ
 পীরিত না জানে সখি অজ্ঞাত
 পীরিতি কলকরে প্রাণ জগন্নাথ বসু
 পীরিতি কলঙ্ক জানি জগন্নাথ প্রসাদ বসু
 পীরিতি কাননে সহরে অজ্ঞাত
 পীরিতি নাহি গোপনে থাকে হরুঠাকুর
 পীরিতি না জানে কালা কমলাকান্ত
 পীরিতি পরম রতন মাঠিকেল
 পীরিতি পরম সুখ সেই নিধু
 পীরিতি পীরিতি কি চণ্ডীদাস
 পীরিতি বলিয়া একটী কমল চণ্ডীদাস

রা এ তিন	চণ্ডীদাস	৫৬৬
রা আমার	ঐ	৫৫৮
রা এ তিন	চণ্ডীদাস	৫৬৯
চ্ছেদ দুখ কিসে	শ্রীধর কথক	১২৪
সয়া-দিহু	চণ্ডীদাস	৫৮৪
জানে সে কেন	অজ্ঞাত	১৩৯
ই করে	অজ্ঞাত	১০২৩
ধর সাগর	চণ্ডীদাস	৫৭২
এমন বিবাগী	নিত্যানন্দ বৈরাগী	১৩২
পা গুণ	নিধু	১১১১
লতা কেন	গিরিশ	১০৪৩
যদি	অজ্ঞাত	৯১৯
লে দেহ	হরিনাথ সেন	১২৬৬
তোরা যাবি	অন্নদাপ্রসাদ চট্টো	৮৪৭
মতে	রাধানাথ মিত্র	৯৪১
আমি হের	কালীপদ	১২৩০
জাতি	অজ্ঞাত	৬৭
র্গী দিতে	দুর্গাদাস	১২১৪
র চমৎকার	অজ্ঞাত	১২১৬
ল পেয়েছ	অজ্ঞাত	৫০০
সাদি	অজ্ঞাত	১১৮
প্রঘট	অজ্ঞাত	১১২
ব	অজ্ঞাত	১১৫৪
ট তারে	কমলাকান্ত	৮১৩
তিদত্ত	অজ্ঞাত	০১৭৪
ধ	দানমিত্র	৭৩৪
ল্য ধন	অজ্ঞাত	১৯

প্রেম কি গোপনে থাকে অজ্ঞাত
 প্রেম কি পায় সকলে অজ্ঞাত
 প্রেমধন বিলায় বলরাম রায়
 প্রেম নগরে রাই মহাজন অজ্ঞাত
 প্রেম নিকেতন অগ মানস অজ্ঞাত
 প্রেম নিবিত আয় অজ্ঞাত
 প্রেম পাব বলে লোকে অজ্ঞাত
 প্রেম পিঞ্জরে রাখ হে অজ্ঞাত
 প্রেম কুটেছে নয় তো কি গিরিশ
 প্রেম বিচ্ছেদে কি কালীদাস গাঙ্গুলী
 প্রেম ভিখারিনী তব উপেন্দ্রনাথদাস
 প্রেম মগনা রমণীমণি কমলাকান্ত
 প্রেমময় আশ্রি তুমি নগেন্দ্র চট্টো
 প্রেমময় হরি জীবের রূপা অজ্ঞাত
 প্রেম যদি মই শিপতে রাজকিশোর রায়
 প্রেম যদি হবেছে ভুলে অক্ষয়কুমার বড়ান
 প্রেম রতনে ধতনে অজ্ঞাত
 প্রেম রূপ দেখরে তাঁহার অজ্ঞাত
 প্রেম সিঙ্গুরীয়ে বহে নিধু
 প্রেমানেলে বল হরি অজ্ঞাত
 প্রেমিক যে দেখে না নয়নে হরলাল রায়
 প্রেমিক লোকের স্বভাব অজ্ঞাত
 প্রেমে এমন চিহ্ন অজ্ঞাত
 প্রেমে কি গুণ আছে মহাতাপটাদ
 প্রেমে কি সুখ হোত অজ্ঞাত
 প্রেমের এই মানা গিরিশ

প্রমের দাগমাথা রাগ	কৃষ্ণকান্ত পাঠক	৬৪৮
প্রমের নাম মানুষ ধুরা ফাঁদ	দীন মিত্র	৭৩৪
প্রমের প্রতিমা তুমি	অজ্ঞাত	১০৮১
প্রমের ভিখারিণী ভিক্ষা	অজ্ঞাত	১১৮
প্রমের আগনে আগিয়ে	অজ্ঞাত	১১৪
প্রমের শরীর লয়ে	অজ্ঞাত	৯০
পাড়া প্রেম করে কি	গিরিশ	৮১
পাড়া প্রেম করে এত	অজ্ঞাত	১৭৫
পাড়ার মুখে নাড়ার আশ্রণ	অজ্ঞাত	১০৪২
পাহাণ সূখ যামিনী	নিধু	৯০

ফ

ফরবি পারবিরে মন	অজ্ঞাত	৬৫৮
ফটিক রব না	অমৃত বসু	১০৩২
ফটাই কণ	গিরিশ	১০৪৯
ফরজো	বয়জু বাওরা	১১৬২
ফাসে উলাসে	অজ্ঞাত	১১৫৬
ফতে হৃদয় কমলে	কৈলাস মুখো	৩৪১
ফুয়ারা ফিরি মাতুরারা	গিরিশ	১১২
ফু প্রেমিক সন্ন্যাসী	গিরিশ	১৮
ফু দিনমণি আঁধারি	হরিশচন্দ্র হালদার	১০৬
ফলি জুটলো অলি	রাজকৃষ্ণ	২
ফলি নয়ন জল	গিরিশ	১১৪
ফাশার ফুল মেহের	কালী প্রসন্ন	৮৭০
ফলটি সাধের	অজ্ঞাত	৩৪
ফের লীলা	হেমচন্দ্র	৯৫৮
ফু স্বপ্নের স্বপন	অজ্ঞাত	১১৮৮

ফুর ফুর ফুর দিচ্ছে হাওয়া কামিনী কুমার দত্ত
 ফুলপ্রাণে ফুলমনে গিরিশ
 ফুলসজ্জিনী সনে বসি গিরিশ
 ফুলিরি সাজ মধুবনমে সদারঙ্গ
 ফুলীবন রাই সুখদাই মিয়া বক্সু
 ফুল ফুটেছে গোলাপ অজ্ঞাত
 ফুলে ঢলে রবীন্দ্রনাথ
 ফুলে নাই বাহার অজ্ঞাত
 ফুলের বাসর সখি অজ্ঞাত
 ফেলে একেবারে চলে গেছে অজ্ঞাত
 ফেলেদে ছার বিষয় অজ্ঞাত
 ফোটে ফুল শুকনো অজ্ঞাত

ব

বঙ্গে একি অত্যাচার কৃষ্ণধন বিদ্যাপতি
 বঞ্চিত করোণা কুরু দাশরথী
 বচন অতীত যাহা নীলমণি ঘোষ
 বড় অসময় তাই প্রেমময় ঠারথিয়েটার
 বড় আশা করে এসেছি রবীন্দ্রনাথ
 বড় আশা করে তোমার রবীন্দ্র
 বড় আশার কথা শুনেছি অজ্ঞাত
 বড় বেজায় দর বাড়ালে অজ্ঞাত
 বড়াই কর কিসে গো মা রামপ্রসাদ
 বড়া মজাদার মিঠা পিয়ার ধীরেন
 বড়া মজাদার ঘরিয়ামে অজ্ঞাত
 বড় রসিক সৃজন প্রেম দীনমিত্র

ভাল বিকিকিনি	জ্ঞানদাস	৬০০
শে দেশে	রাজা মহিমারজন রায়	১২৬০
কোন কুন্দারে	শ্রীনিবাস	৫৬৬
রয়ে বল	আহিরীটোলা হরিসভা	৭৬৬
এদ শশী পাষণ	নিধু	১১১২
রাজ কে ঢাকয়ে	নিধু	৮০
এ কালী	দাশরথী	২৪৮
দি কিঞ্চিদপি	জয়দেব	৫৩৯
আর বলিব আমি	চণ্ডীদাস	৫৮৫
নায় পেয়েছি	দীনমিত্র	৭৪১
সময়ে কেন হে	রবীন্দ্রনাথ	৪২১
গিয়া সব	জ্ঞানদাস	৫৯৫
নায় কি বলিব	রাজকৃষ্ণ	৫২০
তুই যারে	রাসবিহারী মুখো	১০০৫
যাবেরে রামধন	রাজা মহিমারজন	১২৪৭
বনমালী আসিছেন	অজ্ঞাত	৫০১
কখন ফুল ফুটেছে	অজ্ঞাত	৪২৬
কখন ফিরি বনে বনে	রবীন্দ্রনাথ	১৬৭
মে বা ভবনে ডাকে যে	অজ্ঞাত	১১৮৫
মাই আমি মন দুখে	মদনমাষ্টার	১২২২
কহু কোনসী	গুরুনানক	৮৯৫
কিশোরীকান্ত	অজ্ঞাত	৪৫৭
দেশ রাজনী চলি	জ্ঞানদাস	৫৯৯
আনন্দে বদনে	কৃষ্ণচন্দ্র রায়	৮৯৯
গুহে গিরি আমার	রসিক রায়	৪০২
কার অনুরোধে ছিলে	অজ্ঞাত	১০৭১

ফুল তুলি আয়লো গিরিশ
 ফুর ফুর ফুর দিচ্ছে হাওয়া কামিনী কুমার দত্ত
 ফুলপ্রাণে ফুলমনে গিরিশ
 ফুলসজ্জিনী সনে বসি গিরিশ
 ফুলিরি সাজ মধুবনমে সদারঙ্গ
 ফুলীবন রাই সুখদাই মিয়া বক্সু
 ফুল ফুটেছে গোলাপ অজ্ঞাত
 ফুলে ঢলে রবীন্দ্রনাথ
 ফুলে নাই বাহার অজ্ঞাত
 ফুলের বাসর সখি অজ্ঞাত
 ফেলে একেবারে চলে গেছে অজ্ঞাত
 ফেলেদে ছার বিষয় অজ্ঞাত
 ফোটে ফুল শুকনো অজ্ঞাত

ব

বজ্র একি অত্যাচার কৃষ্ণধন বিদ্যাপতি
 বন্ধিত করোণা কুরু দাশরথী
 বচন অতীত যাহা নীলমণি ঘোষ
 বড় অসময় তাই প্রেমময় ষ্টারথিয়েটার
 বড় আশা করে এসেছি রবীন্দ্রনাথ
 বড় আশা করে তোমার রবীন্দ্র
 বড় আশার কথা শুনেছি অজ্ঞাত
 বড় বেজায় দর বাড়ালে অজ্ঞাত
 বড়াই কর কিসে গো মা রামপ্রসাদ
 বড়া মজাদার মিঠা পিয়ার ধীরেন
 বড়া মজাদার হরিয়ামে অজ্ঞাত
 বড় রসিক সৃজন প্রেম দীনমিত্র

কি মাই কান্থরে	বংশীবান	৫৫৯
কি ভাল বিকিকিনি	জ্ঞানদাস	৬০০
কি দেশে দেশে	রাজা মহিমারঞ্জন রায়	১২৬০
কি কোন কুন্দারে	শ্রীনিবাস	৫৬৬
কি এয়ে বল	আহিরীটোলা হরিসভা	৭৬৬
কি আরদ শশী পাষণ	নিধু	১১১১
কি আরোজ কে ঢাকয়ে	নিধু	৮০
কি বনে বন কালী	দাশরথী	২৪৮
কি যদি কিঞ্চিদপি	জয়দেব	৫৩৯
কি আর বলিব আমি	চণ্ডীদাস	৫৮৫
কি তোমায় পেয়েছি	দীনমিত্র	৭৪১
কি যার সময়ে কেন হে	রবীন্দ্রনাথ	৪২১
কি লাগিয়া সব	জ্ঞানদাস	৫৯৫
কি তোমায় কি বলিব	রাজকৃষ্ণ	৫২০
কি নমালী তুই যারে	রাসবিহারী মুখো	১০০৫
কি বাসে যাবেরে রামধন	রাজা মহিমারঞ্জন	১২৪৭
কি বনমালী আসিছেন	অজ্ঞাত	৫০১
কি এখন ফুল ফুটেছে	অজ্ঞাত	৪২৬
কি বনে ফিরি বনে বনে	রবীন্দ্রনাথ	১৬৭
কি বা ভবনে ডাকে যে	অজ্ঞাত	১১৮৫
কি হাঠি আমি মন ছুখে	মদনমাষ্টার	১২২২
কি হু কোনসী	গুরুনানক	৮৯৫
কি কিশোরীকান্ত	অজ্ঞাত	৪৫৭
কি দশ রাজনী চলি	জ্ঞানদাস	৫৯৯
কি আনন্দ বদনে	কৃষ্ণচন্দ্র রায়	৮৯৯
কি গিরি আমায়	রসিক রায়	৪০২
কি অনুরোধে ছিলে	অজ্ঞাত	১০৭১

বল কি উপায় যাইরে অজ্ঞাত
 বল কি কোরে শোক অজ্ঞাত
 বল কি বলছিলে সে সব অজ্ঞাত
 বল কি সন্ধান যাই অজ্ঞাত
 বল তুই কেমন করে যাধিরে পাগলা ফকীর
 বল দেখি ভাই কি হয় রামপ্রসাদ সেন
 বল দেখিরে শুক-সারী অজ্ঞাত
 বল বল নারদ মুনি মথুরায় আনন্দচন্দ্র মিত্র
 বল কি ওরে ভাই অজ্ঞাত
 বল কি তোরে ওরে দীনমিত্র
 বল মা আমি দাঁড়াই রামপ্রসাদ
 বল মিত্রবর কি করি অজ্ঞাত
 বল যাছুখন কেন হেরি কেশবনাথ গঙ্গো
 বল রাধাকৃষ্ণ রাধিকা ভুবনমোহন গঙ্গো
 বলরে মন হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ নাগ
 বলরে বলরে বলরে ব্রহ্মা অজ্ঞাত
 বললে সখি জলধর গোবিন্দ অধিকারী
 বল সেই কত আর সেই অজ্ঞাত
 বল যাই কি কারণ দিবস রাজকৃষ্ণ
 বলাই ডাকিস্নেহে অজ্ঞাত
 বলটি ডেকোনা মা বিদায় অজ্ঞাত
 বল হোল নাত সব অজ্ঞাত
 বলিলে স্বজনী যেও না রবীন্দ্রনাথ
 বলিব কি সখি আর তোমারে অজ্ঞাত
 বলিলে ভাল সুধামুখী অজ্ঞাত
 বলিহারী কি আশ্চর্য্য মানবের রাধানাথ
 বলিহারী তোমার চরিত সত্যেন্দ্রনাথ

ন ছলে	গিরিশ	৩৮
আমায়	ঈশান বন্দ্যো	১০৭২
গো রাজমহিষী	কৃষ্ণকমল গোস্বামী	৪৭১
টাক ধর গঙ্গাধর	ভানসেন	১১৪৩
৭ মাঝারে	কুঞ্জবিহারী	১২২১
বা সদা রটে	অজ্ঞাত	৬১১
২ চিকণ কালা	অজ্ঞাত	৫৪১
ন মুহু	অজ্ঞাত	৫
প্ত সখি	নিধু	৮
য় এল সব	অজ্ঞাত	৩
শীতা	অজ্ঞাত	৪
ছে কাছে	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৭৪
ধাও সখি	রামচন্দ্র বসু	১০৬৭
ই সিংহাসনে	মধুকান	৪২৫
হালেতে হরি	রসিক রায়	৫২৮
হেনবরণী	দাশরথী	৩৯৯
পবন তোমার	অজ্ঞাত	৮০৬
বন প্রবর পবন	অজ্ঞাত	৮৪৬
জীবন শ্রোতে	ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল	৮৮১
হুত্বর ভরা	দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী	৮৮১
ন পড়ে এসেছি	রাসবিহারী মুখো	১০২৯
ন হস্তেরে ভাই	গোবিন্দচন্দ্র দাস	৯৮৬
এসছে শ্রীহরি	কালীপ্রসন্ন ঘোষ	৫২২
র গোপাল আজ দ্বাদশ	অজ্ঞাত	১০২৭
যাইয়ে গুণের ভাই	অজ্ঞাত	৬৩৫
র নিগূঢ় প্রেমে যে	হরিশচন্দ্র নিত্র	৪৪৯
পাতি কেবলং	কুঞ্জবিহারী দেব	৯২৪

ব্রহ্ম নাম কি মধুর রে	কালীনারায়ণ গুপ্ত
ব্রহ্ম নামটী ধরে থাক	চণ্ডীকিশোর কুশারী
ব্রহ্ম নাম বিনে আর কি	চণ্ডীকিশোর কুশারী
ব্রহ্ম বলে প্রাণগলে কই	অজ্ঞাত
ব্রহ্মময়ী রাণী ভবানী	দাশরথী
ব্রহ্ম জ্ঞান ব্রহ্ম ধ্যান	অজ্ঞাত
বাউলের সঙ্গে পড়ে	অজ্ঞাত
বাওয়ারী কি সঙ্গ	অজ্ঞাত
বাঁকা হয়ে দেখা দিয়ে	গিরিশ
বাঁকা বিহারী কুস্তল	অজ্ঞাত
বাঁকা ভুবনমোহন একবার	মদনমোহন মিত্র
বাকি কি রেখেছ	অজ্ঞাত
বাছা বলিরে অকালে	হরিনাথ
বাকুল ভেরী ব্রজনারী	অজ্ঞাত
বাছা তরণীরে কভু	হরিনাথ সেন
বলজ্যোপূর্ণ হোল আজি	অজ্ঞাত
বল্লে ত ডক বীণা	অজ্ঞাত
বল সইত সে ধন শ্রাম	অজ্ঞাত
বল যানি লাগি বাঁশীর	অলিআশ
বলাই রে সিঙ্গা বাজ এই	হেমচন্দ্র বন্দ্যো
বলজ্বরে বীণা জয় রাধে	রাজারাম রায়
বলবাজাও বিবেক বাঁশী	অজ্ঞাত
বাজিছে মধুর স্বরে	অজ্ঞাত
বাজিয়ে বাঁশী ফিরে যমুনায়	অজ্ঞাত
বাজিয়ে নাও হাতে বহরে	কালীপদ
বাজে কাষে মিন্‌সেকে	ক্ষীরোদ
বাজে বাঁশী সুমধুর	অজ্ঞাত

ব খাঁটি	অমৃত বসু	১০৩৩
নি আজ চলে	যত্নাথ মুখো	৬৭৪
আয়ে	অজ্ঞাত	১১৩২
পাঁচভূতে এই	রামগোপাল মুখো	৬২৮
জামাই	অজ্ঞাত	১০২৪
খেলে মা	গিরিশ	১২৫৩
লেগা	ধীরেন	১১০৯
i রোজগার	অজ্ঞাত	১০৫৮
i সময় যে	অজ্ঞাত	৫৯
করে	অজ্ঞাত	৪৭৩
ধারিয়ে গিরি	অজ্ঞাত	৭১৪
এলোকেশে	কমলাকান্ত	২১২
এল চিকুরে	কমলাকান্ত	২৪২
নবীনা জানি	কমলাকান্ত	২২৭
উ পার রে চিন্তে	দাশরথী	৩০৮
ii শ্রামেরে	অজ্ঞাত	৫২৯
নচোরারে	রমাপতি বন্দ্যো	৫১০
i সহি	অজ্ঞাত	৬১০
তোরে	স্বরদাস	১১২৮
ii তারে	হরিনাথ মিশ্র	৮১
রাণী	কমলাকান্ত	৩০৯
জানে	অজ্ঞাত	৫২৩
র বেজনা	হরিনাথ সেন	৪৫০
ii র	হরিনাথ সেন	৪৫৭
না আর	মহেন্দ্রলাল রায়	৪২৭
না ন	অজ্ঞাত	৪৩৩
৩ উঠে	দীনবাউল	৬২৩
ক		

বাসনাতে দাও আগুণ জ্বলে রামপ্রসাদ
 বাসি হোল বনমালা গিরিশ
 বাহোবা বাহোবা বাহোবা অজ্ঞাত
 বিকাশ হৃদয়কলি ধর অজ্ঞাত
 বিগত-বিশেষঃ জানিতাশেষঃ রামমোহন রায়
 বিচিত্র করিতে গৃহ যত্ন কর কালীনাথ রায়
 বিচ্ছেদ যোগেতে আমি অজ্ঞাত
 বিচ্ছেদান্তে মিলনে কেন নিধু
 বিচ্ছেদ বাতনা অতিশয় অজ্ঞাত
 বিচ্ছেদ বাতনা হতে মরণ অজ্ঞাত
 বিচ্ছেদের এত দুখ জানিনে অজ্ঞাত
 বিজ্ঞান বনে প্রকৃতি সুন্দরী কালীনাথ রায়
 বিজ্ঞান বিমানে বসি কেরে অজ্ঞাত
 বিজয় বসন্তে আমি জীবনান্তে মতিলাল রায়
 বিবতরি করুণা কণা অজ্ঞাত
 বিদায় হও মা ভগবতী অজ্ঞাত
 বিদায় দাও রামধনে অজ্ঞাত
 বিদায় হলেম গো সজনী অজ্ঞাত
 বিদ্যাধর গুণীজন সব তানসেন
 বিদেশী বধু বিদেশিনী অতুলকৃষ্ণ মিত্র
 বিদেশী বিহঙ্গ আমি কালীপদ
 বিধি তোর একি কঠিন রামলাল বন্দ্যো
 বিধি দিলে যদি বিরহ নিধু
 বিধি যা লিখে কৃষ্ণকুমার বন্দ্যো
 বিধির বিড়ম্বনা কালীপদ
 বিধি কেনরে দারুণ অনলে অতুলকৃষ্ণ মিত্র

ন মলিন	অজ্ঞাত	৫৩
যদি	নিধু	৫৮
রতন	অজ্ঞাত	১১৭৭
ননী	গঙ্গাধর চট্টো	৬২
নৌদিনী বৃথা	অজ্ঞাত	৪৪২
ধিয়ে রাই	গোবিন্দ অধিকারী	৪৮৭
ই রসমর	হরিশ্চন্দ্র মিত্র	৪৪২
আনার ঘরে	বাসুদেব	৫১৭
রইলে গো	অজ্ঞাত	৮৭৫
য়ে হরিভাব	বিজয়নাথ মুখো	৬৩২
ল গোপনারী	গোবিন্দদাস	৫৭৮
কালের জলে	প্যারীমোহন কবিরত্ন	২৫০
ধায়রে বীণে	কমলাকান্ত	৭২৯
বামা	রঘুনাথ রায়	৩১০
থ দিবে	গোবিন্দ চন্দ্র দাস	১০১৬
বাচে না	অজ্ঞাত	৫৯
ভাসে পূর্ণ	অজ্ঞাত	২৩৬
মিষ্ট	দীনেশচরণ বসু	৩৮১
র কুল	কৈলাস মুখো	৩৬৫
সব দেশে	অতুলকৃষ্ণ	১০৩৫
তরু হোল	অজ্ঞাত	১০২
এ কত	অজ্ঞাত	১৪৬
গিরিশ		৪১
ণে	হরিশ্চন্দ্র মিত্র	১৬৫
তুমি	রাজকৃষ্ণ রায়	১৮০
তিশয়	নিধু	১৪৮
বে কে	নিধু	১৪৯

বিরহানলে সইরে রহে অজ্ঞাত
 বিরহেতে ররি হে বিধি নিধু
 বিশাল তড়াগনীরে সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর
 বিশ্বরাজ হে আমার পুণ্ডরীকাক্ষ মুখো
 বিশ্বাস ধন কি অমূল্য দীনমিত্র
 বিষম বাঁশীর কথা कहেনে না চণ্ডীদাস
 বিষম গলাবাজী দুজনে গিরিশ
 বিষয় ফুলে ভ্রমণ করে মোহনা চিরঞ্জীর
 বিষয় স্থখে মন তৃপ্তি কি সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর
 বিষয়ে সেই সব তত্ত্ব গুরুনানা
 বিহর সরসীরহে দিক্বেশে জগন্নাথ প্রসাদ বহু
 বিহরে রণমারো কমলাকান্ত
 বীণাকরে কে বিহরে অজ্ঞাত
 বীণাপাণি বাগ্‌বাদিনী ব্রহ্মমোহন রায়
 বীণে একবার হরি বল অজ্ঞাত
 বুঝ না মন বুঝাইলে রঘুনাথ রায়
 বুঝবে কে পাগলের খেলা অজ্ঞাত
 বুঝিব আর কেমনে হায় আনন্দ চন্দ্র মিত্র
 বুঝি রাই মরে এবার কালীপদ
 বুড়ো বয়সে স্থখে অভিনাষ অজ্ঞাত
 বুড়ো মেয়ে কেন খুনের কৈলাস মুখো
 বুলত পাতকী অজ্ঞাত
 বৃথা জীবন ভার দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী
 বৃথা চিন্তা পরিহরি ভবানীপুর হরিসভা
 বৃথা দিন কাটাইওনা অজ্ঞাত
 বৃথা দিন গেল রে বীণে গোবিন্দ চন্দ্র মজুমদার
 বৃথা ধরি কুলশর গিরিশ

বে খেলতে এলি	দীনবাউল	৬৬৯
জনম গেল	রাজা মহিমারঞ্জন রায়	৯৯৮
নী বল যেতে কৈলাসে	গিরিশ কুণ্ডু	৩৯০
বিলাসিনী রাই	গোবিন্দ অধিকারী	৪১৫
ন একাসনে বিরাজিত	রসিক রায়	৬১৬
হই গো কই বৃন্দাবন	গোবিন্দ অধিকারী	৪২৪
নী বাষ্প রথ	মৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর	৯১৩
ক বিদ্যাসাগর	অজ্ঞাত	৯৫০
নরখত ভুজঙ্গ	অজ্ঞাত	১১৬৩
ধেনু কানু করেছে	বেণীমাধব বন্দ্যো	৫৪৭
প্রেমের পাশে	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৯১২
গলো ও ললিতে	অজ্ঞাত	৪৯৯
রে বাদেরা	অজ্ঞাত	১১৪৭
হোয়ে ন্যায় পিয়াকে	অজ্ঞাত	১১৫৩
তোর কাপড়খানা	জুর্গাদান	১২১৪
বন্ কৌ সন্ সন্	ক্ষীরেন্দ্র	১০৯২
ঘ ছাড়রে	গিরিশ	১২১৬
না বোলো না আমায়ে	অজ্ঞাত	৫১১

ভ

য়া যুথের কথা নয়	হরিনাথ মজুমদার	৮১৪
হরি দয়াময়	দর্জিপাড়া হরিসভা	৭৫৫
গান কর শুদ্ধ কর	সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৬৭১
বাহ তুলে হরি	বরাহনগর হরিসভা	৭৭৬
বে ডাকলে আমি	অজ্ঞাত	৮২৫
লি নির্ভয়ে	রাজা রামমোহন রায়	৯২০
কলে আজি প্রাণ	অজ্ঞাত	৯২৩

ভজ গোবিন্দ চরণারবিন্দ আশুতোষ
 ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ অজ্ঞাত
 ভজতে তোমায় আনলে দীনমিত্র
 ভজ দেব দেব মহাদেব অজ্ঞাত
 ভজরে সতাম্ জ্ঞানমনস্তম্ অজ্ঞাত
 ভবনিস্তারিণী সুরধুনী রামগোপাল
 ভব পরে ত্রিভঙ্গিম ভব দাশরথি
 ভব পারাপারে আর কি অজ্ঞাত
 ভব পারাবার তরিবার তরে শান্তিপ্ৰদায়ি
 ভবসিদ্ধ মাঝে কি শোভে রঘুনাথ
 ভবরাশ্যে ভব পরে শিবচন্দ্র সরকা
 ভবে আশা খেলতে পাশা রামপ্রসাদ
 ভবের তাস খেলায় বসে রামগোপাল
 ভবে ভ্রান্ত হয়ে জীব নীলমণি ঘোষ
 ভবের বাঁশবাজী করে গঙ্গাবর চটে
 ভবের বাজাব ভেঙ্গে গেল রে অজ্ঞ
 ভবের ব্যাপারী তাই আমি অজ্ঞাত
 ভবের শোভা ফকিরার অক্ষয় কুমার
 ভবে সেই সে পরমানন্দ রামকৃষ্ণ
 ভ্রমেতে মন ভ্রমিছ কৈলাস মুখো
 ভ্রমে পড়ে মন ভ্রমর কৈলাস মুখো
 ভয় করিলে যারে না থাকে রাজা রা
 ভয় করে ভ্রান্ত মন আশুতোষ দে
 ভয় কি শমন তোরে নবীনচন্দ্র চ
 ভরো ভরো পক্বীগণ অজ্ঞ ত
 তাই আমার মানস-মাঝারে অজ্ঞা
 তাইরে কানাই সে দিন কমলাকা

কে তুমি এ স্থানে	পুণ্ডরীকাক্ষ মুখো
চাই কলির মানুষ	আনন্দচন্দ্র মিত্র
ভোলা ভোলানাথ	প্যারী মোহন
ন জোড়া দিতে	অজ্ঞাত
গেল ভারীভুরী	অজ্ঞাত
গিনিী সব মিলি চল	অজ্ঞাত
কালী কর সে	কৈলাসনাথ মুখো
ভাব না মন ভবানীরে	দাশরথী রায়
কি মন মারা	অজ্ঞাত
জলধরবরণীর	দাশরথি
মদনাস্তক	মন্দকুমার রায়
সেই একে জলে স্থলে	রামমোহন রায়
সেই পরমেশ্বরী	রাজা শম্ভুচন্দ্র রায়
তুমি যে যাবে	রাজা রামমোহন রায়
বৈষ্ণব আশাতে সে অধিক	নিরঞ্জন
আর অন্ত পাইলাম না	অজ্ঞাত
ধরে চুরি না চলে	অজ্ঞাত
ভাব না জলে	অজ্ঞাত
উদ্ধার বল হবে কেমনে	কালীচরণ চট্টো
হুখিনী আমি	দ্বারকামাথ গাঙ্গুলী
নারীর দশা	নিশিকান্ত চট্টো
নারীর দশা ভাবিতে	আনন্দ মিত্র
তুমি সমান	রাধানাথ মিত্র
রে তোর কলঙ্কিত	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সে দীন সে দীন	রাধানাথ মিত্র
অশান মাঝে	আনন্দচন্দ্র মিত্র
জননো মলিনবদনৌ	অজ্ঞাত

ভারতীয় আখ্যানম রাজকৃষ্ণ রায়
 ভাল চাও তো হে নাগর অতুলকৃষ্ণ মিত্র
 ভাল নাই মোর কোন কালে রামপ্রসাদ
 ভালবাসা জানি না কি সত্যেন্দ্রনাথ
 ভাল ব্যাপার মন কর্তে অজ্ঞাত
 ভালবাসা ভুলি কেমনে হরিনাথ মজুমদার
 ভালবাসিও না তারে অজ্ঞাত
 ভালবাসি তাই বলি গিরিশ
 ভালবাসি নে কেন কর সে কেন অজ্ঞাত
 ভালবাসি বলে কিরে নিধু
 ভালবাসিবে বলে ভাল শ্রীধর কথক
 ভালবাসিলে ভালবাস আনন্দচন্দ্র মিত্র
 ভাল ভালবাসা জানালে নিধু
 ভালবাসিলে যদি সে ভাল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
 ভালবাসে তাই ভাল অজ্ঞাত
 ভাল ভেবে বড় ভাল শ্রীঅতুলকৃষ্ণ মিত্র
 ভাল ভেবেছি রুত দিনে কৈলাস মুখো
 ভাল যদি বাস মথি রবীন্দ্রনাথ
 ভাল স্থায়্যায় স্থানিডায় গুরুদাস চক্রবর্তী
 ভাল হোল শেষ ভালই গিরিশ
 ভাল সে চন্দন চান্দ গোবিন্দ দাস
 ভাল তার প্রেম জ্বলন্তে দীনমিত্র
 ভালিয়ে প্রেমতরা হরি অজ্ঞাত
 ভিখারী হরের ঘরে কি রসিকচন্দ্র রায়
 ভিখারীর নারী বলে মদনমাষ্টার
 ভিখারীর রত্ন মিত্র অজ্ঞাত
 ভিক্ষে দিতে যেও না গোবিন্দ অধিকারী

জননী ভাগীরথী	অজ্ঞাত	৭০
মিছে পাপের বিকারে	অক্ষয় কুমার গুপ্ত	৭০
ছায়া যতন করিয়া	চণ্ডীদাস	৭১
মথুরী মা রূপের	শিবচন্দ্র সরকার	২৪
ভুলালে রে কার	আনন্দনারায়ণ ভূপ	২৫
ভুলাইলি গো ভুবন	নন্দকুমার রায়	৩১
মোহিনী কার কামিনী	ভুবনচন্দ্র রায়	৩১
না কথায় ভুল না	গিরিশ	৭
না বিবাদ কাল পাড়িয়াছে	রাজা রামমোহন রায়	৮৪
না ভুলনা প্রাণ সধারে	অন্নদাপ্রসাদ	৮২
না ভুলনা মন নিত্য সত্য	অন্নদাপ্রসাদ	৯২
তে কি পারি তব	রামচন্দ্র চক্রবর্তী	২
ব কেমনে সে বিধু	আনন্দ চন্দ্র মিত্র	১৩
বির হোত যদি তা হলে	অজ্ঞাত	৫
ভুলি ভোলা নাহি	অজ্ঞাত	৭
দু নে ভুলিস্ নে ও মা	অজ্ঞাত	১১৭
অসার সুখে	জীবনকৃষ্ণ বসু	৭৯
হি কি আরে মন	অজ্ঞাত	৭১
হয়ে ভূষিতে	দাশরথি	১২৮
তৈ দেখে না কেউ	হরিলাল মজুমদার	৬৮
দেখ গিরি	কৈলাসনাথ মুখো	৮
দেখ মন কেউ কার	রামপ্রসাদ	২৭
মরি কি সখ্যক তোমার	বিষ্ণুরাম চট্টো	৮৪
না কিশোরী তোর বঁধুকে	রামচাঁদ মুখো	৪৮
ব ভববন্ধন বিনাশিনী	আশুতোষ দেব	২
বী ভবভাবিনী ভারতী	আশুতোষ দেব	২৮
জলধি অগাধ গভীর	অজ্ঞাত	১১

মন তুমি দেখে রে চেবে	রামপ্রসাদ	৩২
মন তোমার এই ভ্রম গেল	রামপ্রসাদ	১৭
মন তো মনের মত	অজ্ঞাত	১১৭
মন তোর এত ভাবনা কেন	রামপ্রসাদ	২০
মন তোরে কে ভুলালে হয়	অজ্ঞাত	৯১
মন না জানিয়ে যে জন	অজ্ঞাত	৩৫
মন দুখ কব কার	রাসবিহারী মুখো	১০১
মন দুখ শুন যামিনী	গিরিশ	১২১
মন হুখে হৃদয় বিহরে	ত্রৈলোকা মান্নাল	৩০১
মন নয়ন অস্তরে সন্ধ্যাই	হরিনাথ মজুমদার	২১
মন নীরব নিরত বিহর	অজ্ঞাত	১১
মননে নহে এত সুখ	নিধু	১১
মন পবনের নৌকা বটে	কমলাকান্ত	২১
মন পাগলারে হরনমে	অজ্ঞাত	৩১
মন প্রাণ হরে নিয়ে আয়	রামবল্ল	১১
মন বাধাদে বেঁধেছ	গিরিশ	১০১
মন ব্যাপারী তোমার মত	অজ্ঞাত	১৩
মন হাসন গছগমন	অজ্ঞাত	১১১
মন বুঝে না মনের কথা	গিরিশ	১১
মন ভয়ে ভুলেছ কেনে	কমলাকান্ত	১২
মন ভুলনা কথার ছলে	রামপ্রসাদ	১১
মন ভেবেছ কপট ভক্তি	কমলাকান্ত ভট্ট	১১
মন মজ অভয়াপদে	অজ্ঞাত	৩১
মনমথমথনমোহিনী	ব্রহ্মনাথ রায়	৩১
মনমথ-মনোরমা মিলিল	শিবচন্দ্র সরকার	৩১
মন মাঝি তোর ভাঙ্গা তরী	অজ্ঞাত	৬১
মন মান মনোমোহন	অজ্ঞাত	১১১

মানেন যদি দুঃখন মানেন না	কালাপদ বন্দ্যো	১৬৬
মানসে জপনা	অজ্ঞাত	২১৮
মিছে মায়ায় ভুলনা	অজ্ঞাত	৩১২
মোহন মূরতি	অজ্ঞাত	২৩১
মোহিনী-প্রাণসজনী	রসিক রায়	৬০৪
মন যদি মোর ভুলে	রামকৃষ্ণ রায়	২৩৫
মন যদি তুই বাঁচাবি মাথা	অক্ষয়কুমার গুপ্ত	৬৮৫
মন যদি মোর ঔষধ খাবা	রামপ্রসাদ	৩২৬
মন যদি মোর ভেয়ান করিস্	রামপ্রসাদ	৩২৭
মন যোগে মনোযোগ কর হে	অজ্ঞাত	৭১১
মন যারে চায় সে কি চায়	অজ্ঞাত	১৭৬
মন যারে নাহি পায়	অজ্ঞাত	২১২
মন যে আমার নিলে আর	অজ্ঞাত	৭৭
মন যে তোমারি বশ নিতান্ত	অজ্ঞাত	১২৭
মন যে দহে তার বিচ্ছেদ	অজ্ঞাত	১৫৪
মন যে নিল সে তো আর	অজ্ঞাত	১২৬
মন ধননা গাও	অজ্ঞাত	১১৭৩
মন রাখা দেখাতে কি	শ্রীধরকথক	৪৮
মনরে আমার এই মিনতি	রামপ্রসাদ সেন	২৩৭
মনধে আমার ভোলা গামা	রামপ্রসাদ	৩৫৩
মনরে কৃষি কাজ জাননা	রামপ্রসাদ	২০৯
মনরে তুই ডাক একবার	কুঞ্জবিহারী দেব	৮১৭
মনরে তোর চরণ ধরি	অজ্ঞাত	২১০
মনরে তোর বুকি একি	রামপ্রসাদ	২৩৬
মনরে দিনান্তরে	অজ্ঞাত	৬২৫
মনরে বিপদে জ্ঞান	দাশরথি	৬১৯
মন লয়ে যায়গো আমার	পুণ্ডরীকাক্ষ	৪২৬

মন শ্রামা ঘোর নিকটে	অজ্ঞাত	২০
মনসাধে আজি নাথ পূজিব	অজ্ঞাত	৮১
মনহরা একুলে পদরা	গিরিশ	১০৬
মনহরিণী আমার মনবনে	মদন মেহেন তর্কালঙ্কার	৫
মন হারালি কাজের গোড়া	রামপ্রসাদ	১২
মন হারাইলাম হেরে	অজ্ঞাত	৫০
মনে কর শেষের সে দিন	রামমোহন রায়	৮১
মনে করি বারে বারে	নিধু	১১১
মনে কি পড়ে না প্রিয়ে	অজ্ঞাত	১৭
মনে না বিবেক	হরিনাথ মজুমদার	৬১
মনে বুঝে দেখনা	রামপ্রসাদ	৪১
মনে বুঝি প্রাণ	নিধু	১১১
মনে মনে তোমায় যে	অজ্ঞাত	১১
মনে মনে মনচুরি করিল	অজ্ঞাত	১
মনে মনে মান করিলে	নিধু	১১১
মনে মনে সাধরে	অজ্ঞাত	১
মনে বা ছিল আর	অজ্ঞাত	৪১
মনের আনন্দে উঠি	অজ্ঞাত	৭১
মনের আনন্দে হরিগুণ	অজ্ঞাত	৬১
মনে রইল সেই মনের	রামবল্ল	১১১
মনের কথা কই এমন আর	রাধামোহন সেন	১১
মনের গুণে বন্ধু করে	অজ্ঞাত	১০১
মনের মালুস পেলে রাখি	অজ্ঞাত	১১
মনের যে আশা তাহা	নিধু	১
মনের যে সাধ ছিল মনেতে	নিধু	১১১
মনের বাসনা সেই সে জানে	নিধু	১
মনের বেদনা	অজ্ঞাত	৭

র মতন ছলল রতন	দীনমিত্র	৭৩৬
র মানুষ খুঁজিয়া	গঙ্গাধর	৬৩৭
র মতন ছলল মণি	দীননাথ মিত্র	৪৪৭
র সাধ মিটল	অজ্ঞাত	১১০৮
র বাসনা নাথ সঙ্গি	আনন্দ চন্দ্র মিত্র	১০৬
রয়ে গেল মনের	রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর	১২৩
রি বাসনা শ্যামা শবাসনা	দাশরথি	১৮৪
রে বুঝায়ে বল	নিধু	২০
ন সাধ হয় ধরি	অজ্ঞাত	৪৬৬
মানস সরে কেরে	রাখাল দাস	৩৭০
মন বন্ধ বল কেবা	কালীপদ	১২০৪
স্থখোদয় যে দিনে উদয়	নরেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য	৩২২
তো এড়াবার নয়	কৈলাস মৃধো	৩২৮
সময়ে যেন পাইহে	অজ্ঞাত	৬২০
দগধে প্রেমবাণে	অজ্ঞাত	৫২১
নে মরম যাতনা সহি	শ্রীধর কথক	১২৯
লেন ভূতের বেগার খেটে	রাম প্রসাদ সেন	১৮১
ই এ আলা কেন	হরিনাথ	৪৩৯
ই কি বাবুগিরি দিয়ে	অজ্ঞাত	১০২২
ই কি মনোহর হেরি	অজ্ঞাত	৯৬
ই কি মনোহর ব্যাকুল	চন্দ্রকিশোর রায়	৯৭
ই কি সাধের উপবন	গিরিশ	১২১১
ই কি শুনালি রে	অজ্ঞাত	৯২৭৬
ই কি শোভা হইল	নগেন্দ্র নাথ বন্দ্যো	১১৩৫
ই কি রূপ মাধুরী	দাশরথি	২৭৪
ই কি লিখন তোনার	গোবিন্দ অধিকারী	১০১
ই কি স্নেহের সম্বন্ধ	বৈদ্যনাথ	৮৪৩

মরি কঁচ বরনে খোঁচ যারে	রাধাপ্রসাদ	১০
মরি গো মরি আমার	অজ্ঞাত	১১
মরিব মরিব সখি নিরে	বিদ্যাপতি	১২
মরিব মরিব সখি	গোবিন্দদাস	১৩
মরি মরি সহচরী	অজ্ঞাত	১৪
মরি মরি হরি তুমি	অজ্ঞাত	১৫
মরি মাধুরী ধীরে কিবা	গিরিশ	১৬
মরি হায় প্রাণ যায় তার বিরহ	নিধু	১৭
মরি হায় হায় রাঙ্গা পায়	শ্রীমাচরণ ব্রহ্মচারী	১৮
মরিহে পুরুত পিসি	গিরিশ	১৯
মলয়ানিল শীতল মন কহে	অজ্ঞাত	২০
মলিন পঙ্কিল মনে কেমনে	বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী	২১
মলিন বদন ফেন গৌরী	কৈলাস মুখো	২২
মলিন মুখচন্দ্ৰিমা ভারত	দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর	২৩
মহাকাল জায়া কালভর	কৈলাসমুখো	২৪
মহাদেব মহেশ্বর	অজ্ঞাত	২৫
মহাদেব মহেশ্বরী ত্রিশূলকর	অজ্ঞাত	২৬
মহাবাগ্‌বাদিনী সম্মুখ	মিয়া তানসেন	২৭
মহারাজ কে কাল কামিনী	হলধর চক্রবর্তী	২৮
মহাসিংহাসনে বসি	অজ্ঞাত	২৯
মহিষমর্দিনীরূপে	রঘুনাথ রায়	৩০
মা আমায় ঘুরাবি কত	রামপ্রসাদ	৩১
মা আমায় দিলে দুঃখ এত	অজ্ঞাত	৩২
মা আমার অন্তরে আছি	রামপ্রসাদ	৩৩
মা আমার অন্তরে আগো	ব্রজমোহন রায়	৩৪
মা আমার বড় তর হয়েছে	রামপ্রসাদ	৩৫

আয় মা আয় মা আয়	অনৃত বসু	১২২৮
নে আমার দশটী টাকা	জুর্গাদাস	১২১৯
রী ধন্য ধন্য ধন্য বৃন্দাবন	সুরদাস	১১৬৫
কবার দাঁড়াগো	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১ ০৬
বার মলে সাহেব	অজ্ঞাত	১০২০
নত নাচ গো রণে	হরিনাথ মজুমদার	২০৫
মা আমার কপাল দুখী	রামপ্রসাদ	১৯৭
মা আমার খেলা হোল	রামপ্রসাদ	৩৪৯
মা কেন কর ভয়	হরিশ্চন্দ্র মিত্র	১২২৩
মা তারা ও শঙ্করী	রামপ্রসাদ	১৯১
র মতন থাসা জিনিষ	প্যারাকবিরত	১০৩৭
ঘষা এই মুখ থানি আজ	অতুলকৃষ্ণ	১৬৯
বুঝে নোকায় চড়	বিহারীলাল চট্টো	৭৬০
মাঝে তব মেথা	অজ্ঞাত	৮৩৩
কপীর ভবপারে	অজ্ঞাত	১০৫৪
র রামকৃষ্ণ	অজ্ঞাত	১১৯২
মাটী মাতোয়ারী	অজ্ঞাত	১ ২৪
মি নরক, ঘটে	অজ্ঞাত	৩০৭
গুদের ক্ষেপার হাট	রামপ্রসাদ	১৯৮
মাঝার কুরীতি	অজ্ঞাত	১০৪৮
মাঝে বাঝে বাঝে	রামপ্রসাদ	৩৫১
মাঝে মদ দিব না	গিরিশ	১২২০
মাঝে আর ডাকবো কত	অজ্ঞাত	২১৪
ফিরে নাগর না	গিরিশ	১০৮৯
কত পর বোধব রাখা	বিদ্যাপতি	৫৮৭
হুত মিনতি করি	বিদ্যাপতি	৫৮৮
কারোনা কমলিনী	দাশরথী	১০৫৮

না মনে যত আশা করি	রামহুলাল নন্দী	৩৩
মানব জন্ম পেয়ে	কৃষ্ণবিহারী চট্টো	৭৩
মানমরী দেখ তব	রসিক রায়	৬০
মানস গণেশ ভাবনা	দাশরথী	৫৭
মানিহু মানিহু হার তোর	স্বপ্নকুমারী দেবী	৭
মানিলাম হও তুমি পরম	রামমোহন রায়	৮৭
মানুষের কথা তেরা	দীনমিত্র	৭৫
মানুষ জন্ম সকল হো যার	অজ্ঞাত	৮২
মানে না আসনা নানা	অজ্ঞাত	৩৭
মানে মলিন বদন চন্দ্র	শশীশেখর রায়	৪৭
মানে মানে কি বাবে	অজ্ঞাত	৭
মানে মানে প্রাণে প্রাণে	অজ্ঞাত	৪৭
মা বদন পর বদন পর মা	রামপ্রসাদ	৭৭
মা বলে আঁসবে কোলে	অজ্ঞাত	৪৭
মা মা কই না কেন না	বিহারী চট্টো	৭
মা মা বলে আর ডাকিব না	রামপ্রসাদ	৭৭
মা মনে যত আশা করি	রামহুলাল নন্দী	৩৩
মা যদি কেশে ধরে ভেলে	কমলাকান্ত	৭
মা যোগনারা যোগেশ	রঘুনাথ রায়	৭
মার গোলাল মার গোলাল	অজ্ঞাত	৪৭
মারা বশে রমোক্তাসে	কালীনাথ রায়	৭
মাঘের এলি বিচার কটে	রামপ্রসাদ	৭
মাঘের চরণতলে স্থান লব	অজ্ঞাত	৭
মাঘের ছেলে বদ্ব	অজ্ঞাত	৭
মাঘের নাম লইতে অদম	অজ্ঞাত	৭
মালকে ফুল আপনি	রাজকৃষ্ণ	৭
না শিব হুন্দরী	অজ্ঞাত	৭

রেশানি নারায়নী	অজ্ঞাত	৩৭৩
দিন প্রভাত করে হবে	দাশরথী	১০৩
রথ জননী তরুণী	রত্ননাথ রায়	২০৭
ওয়া কি মুখের	রামপ্রসাদ	১২৬
ভালবাসা মনের আশা	অজ্ঞাত	১৪৫
কিনেছি বদনাম	কালীপদ	১২০৯
কেন মধু হর কটক	কালিদাস গাঙ্গুলী	১২০১
মিছা কেন তুই	অজ্ঞাত	১৫৯
পরের ভাবনা ভেবে	অজ্ঞাত	৭১৮
সমী দৃষ্টি হাসী	দাশরথী	৭১
যদি নাগা বার	অজ্ঞাত	১০৫১
বিতনে সুখ	নিধু	১১১৯
দী লেভী ব্যাণ্ড মপের	গিরিশ	১০৫১
গোপনারী	মহাতাপ চাঁদ	৪৪১
সজনী	আমার অজ্ঞাত	১১০৪
রে ছাড়ি চুনকুড়ী	কালীপদ	১২১০
মা মুক্তকেশী	রামপ্রসাদ	৩৪৩
আপন মুখ সতত	নিধু	১১১৯
আপন মুখ হেরিলে	নিধু	১১১৯
কবুক	চাঁদগোপাল গোস্বামী	৬৭৭
কাগা সদা	কৈলাস মুখো	৩৪৬
সি চাপ্পে কি হয়	গিরিশ	৭২
হেসে চাঁদের হাসি	অজ্ঞাত	৪৩
II	অজ্ঞাত	১১২২
মি কৃষ্ণ বিনে	অজ্ঞাত	৫০৮
বর পরিধান বাঘাঘর	দাশরথী	১২৭১
সামাল সামাল	অজ্ঞাত	১০৩৫

মুরলী করাও উপদেশ	জ্ঞানদাস	৫
মুরলীকি ধ্বনকে শুনাইরি	অজ্ঞাত	১৫
মুরলী কেন বাজাও	ঐ	৩১
মুরলী বদন মুরলী পুরিল	অজ্ঞাত	৬১
মুষ্কিল হায় ঘোড়ে পর	গিরিশ	১২১
মূলে প্রেম থাকলে কি	অজ্ঞাত	১
মুড় চন্দ্রচূড় হর ভোলা	গিরিশ	১
মৃগ দরশন হার চাতকিনী	বঙ্কিম চট্টো	
মৃগরাজ্যোপরে কে রে বিহরে	রঘুনাথ রায়	৩
মেঘ দরশনে হার চাতকিনী	বঙ্কিম চট্টো	
মেখে আর টাঁদ ঢাকে না	গিরিশ	১২
মেবে মেসে করি খেলা	কালীপদ	১২
মেয়ের জৌরব বেড়ে	অতুল মিত্র	১৫
মেয়ে তু হরে বাস কো	তানসেন	১১
মেয়ের তু তুমি না	দাশরথী	৫
মেয়ে তব রূপসজ্জা	তারকব্রহ্ম ভট্টাচার্য্য	৫
মেরা নত অশয়ে আছু	অজ্ঞাত	১১
মেরে মন এক নাম হুমরা	অজ্ঞাত	৮
মেল ভাপ মেল ভাপ	রাসবিহারী মুখো	১০
মোহন গুনঘণি রতন হারে	অজ্ঞাত	৮
মোহন চূড়া লাগে পায়	মধুকান	৮
মোহন মুরলী শ্যাম ভোমার	মনোমোহন ঘসু	১০
মোহন বেশ মোহিল সখী	অজ্ঞাত	৫
মোহন সাজে বজের মাঝে	অজ্ঞাত	১০
মোহিনী আশা বাসা ঘোর	রামপ্রসাদ	২
মোহে মরম বীণা বাজে	অজ্ঞাত	
মোক্ষধন তুই বন্ধ কর মন	গুরুদাস চক্রবর্তী	২

রে মুকুট কুণ্ডলকী অজ্ঞাত ১১৪০

য

জানিনে প্রেম ভাবিতাম	অক্ষয় কুমার বড়াল	২৩
প্রাণ ছিল প্রাণে	অজ্ঞাত	৩৮
দিন দাশ আনার	অজ্ঞাত	১২৪৮
করিতে তারে বাকী কি	অজ্ঞাত	১৬৮
যাতনা হবে আগে	অক্ষয় কুমার বড়াল	১৩৫
মন পাখির আমি	অজ্ঞাত	৭০
মন গোপেছি বনফুলের	দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী	৪৬
মন ঘোঁষেছি মালা সুন্দর	দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী	৮৭০
মন মতন লাভ শুন	নিধু	১১৯৮
মন মতক ধন	বিজ্ঞান	৫৮
রকম ভাল আছে	পানীন্দ্রনাথ কবিরত্ন	১০২৯
সেখা ছিল সকলি	অজ্ঞাত	১০৯৩
বিপ্লব ম'পেছি	অজ্ঞাত	৭৮
আসে তবে কেন	রবীন্দ্রনাথ	৩৫
একান্ত মন বাসনা বাইতে	জ্ঞাত	৪০৫
একটিলে যাবে বলে	দ্বীননাথ দর	১৩২
চাও হে সুখ জগতে	কুঞ্জবিহারী দে	৮৪৮
চাস্ মন জগতের	অজ্ঞাত	৬৩১
ডাকবার মতন পারিতাম	হরিনাথ মজুমদার	৯১৫
তরাবে জগতজনে দিয়ে	জগদ্রত্ন সেন	৮৫০
পাবে পার ডাক যত পার	ভবানীকান্ত রায়	৭৮২
পীরিত করে চাও	গিরিশ	১১০
বদমা জাদী না করে	গিরিশ	২১৩
বাঁচবিরে মন	আশুতোষ দেব	২৮০

যদি বুক ফেটে যায় প্রাণ	গোপাল উড়ে	১
যদি ভবনদী পার হতে থাকে	বিপ্রদাস তর্কবাগীশ	২
যদি ভাই খেয়ে মদ	যত্ননাথ মুখো	৩
যদি যাবে কবে আসিবে বলে	অজ্ঞাত	৪
যদি যাবে নাথ আমার	কেদার নাথ রায়	১২
যদি সখ থাকে তো চেয়ে	গিরিশ	৫
যদি সবে গাও	জগদীশসেন	৬
যত্কুলের বধূগণ সবে	অজ্ঞাত	৭
যমুনা-জল সজনীতে	অজ্ঞাত	১০
যমুনা-পুলিনে বসে কাদে	অজ্ঞাত	৮
যমুনা-পুলিনে বাজিছে বাশরী	অজ্ঞাত	৯
যমুনারি জলে মোর কি	বকিম চট্টো	১১
যমুনে এই যমুনে কেই	অজ্ঞাত	১৩
যমে ফাঁকি দিতে	মীরাবাই	১৪
যব ছোড়ি লক্ষ্মীনগরী	ওরাজিদ অগি শা	১৫
যবে জঠর জলে	অজ্ঞাত	১৬
যশোদা নাচাতো তোরে	রামপ্রসাদ	১৭
যঁহি যঁহি নিবসরে তবু	গোবিন্দদাস	১৮
যা অনারাসে হয় তবু	অজ্ঞাত	১৯
যাই গো ওই বাজান বাশী	গিরিশ	২০
যাইতে জলে কদম্ব জলে	চণ্ডীদাস	২১
যাই যজ্ঞ দেখিবারে	রাধানাথ মিত্র	২২
যাই যাই ছেড়ে দাও	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৩
যাই যাই বলে নাথ দিও না	অজ্ঞাত	২৪
যাই লো সই ওই	রাসবিহারী মুখো	২৫
যাও গিরি আনিতে গৌরী	অজ্ঞাত	২৬
যাও গো জননী জানি	রামপ্রসাদ	২৭

ও নটবর শ্রামচাঁদ	গোবিন্দ অধিকারী	৪৮০
ও প্রাণনাথের কাছে	অজ্ঞাত	১০৭৩
ও পাখী বলো তারে সে যেন	অজ্ঞাত	১৩৪
ও বৃন্দে মাধবে আনিতো	অজ্ঞাত	৬০৫
ও সঘরা মনচোরা প্রাণনাথে	অজ্ঞাত	১১২
ও মাপো তুষভ	অজ্ঞাত	১১৩৭
ও যাও ফিরে যাও	অজ্ঞাত	৭৬
ও যাও ফিরে যাও কালাচাঁদ	কুঞ্জবিহারী দেব	৫৮২
ও রে যাও রে যে ভালবাসে	অজ্ঞাত	১১১
ও হে আনুর কুঞ্জ হতে	রসিক রায়	৬০৪
ও হে গিরিঘর আনো	অজ্ঞাত	৩৮৪
কর তা কর	অজ্ঞাত	৫৪২
কু প্রাণ প্রাণনাথ যেন	অজ্ঞাত	১৬২
কু যদি গোকুলে	মধুকান	৪৫০
চি তে হরি ও পদ	ক্রোড়া সন্তোষ রায়	৬২৮
তনা সহেনা সহেনা	অজ্ঞাত	১৮
দেব চাহিয়ে তোমারে ভুলেছি	অজ্ঞাত	৮১৪
দেব ভক্তি বসন্তে নয়ন	ক্রোড়ী সন্তোষ রায়	৭০১
বুনা আর অযোধ্যায়	অজ্ঞাত	১২৬৩
বসই আনুতে বারি	অজ্ঞাত	৪২৭
বি কে পারে	অজ্ঞাত	৭৪৬
বি না মথুরায় আনিতো	অজ্ঞাত	৪৯১
বে অনাধিনী কোরে	কেদার নাথ	১২৭২
বে কি পারিবে যেতে	অজ্ঞাত	১৭০
বে কি হে দিন আমার	ক্রোড়ী সন্তোষ রায়	৮১২
বে যদি অবলা বধিয়ে	অজ্ঞাত	১৪৪
বে যদি কবে আসিবে	অজ্ঞাত	২৭

যাবে যাও শ্যাম হে ক্ষণেক	অজ্ঞাত	৫৪
যা যা তুঙ্গগে লো তোর	অজ্ঞাত	৭
যা যা তেল দিগে যা	অজ্ঞাত	৬০
যায় কমলিনী শ্রামদরশনে	অজ্ঞাত	৫৫
যায় কাল বনিলি	দাশরথি	৫২
যায় বুকি বৌবনের তরী	অজ্ঞাত	৫১
যায় মারা বাসনা জলে	অজ্ঞাত	৬৩
যায় যাবে প্রাণ তবু তারে না	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০৭
যায় যায় ফিরে চায় সজল নয়নে	অজ্ঞাত	১১১
যার গুরুপদ ঠিক আছে	ক্রোড়ীসম্বোধন	৬৯
যার অত্রে পাগল হয়ে	শ্রোমদান	৬৭
যার পরমা নাইরে ভাই	প্যারীমোহন	৯৫
যার প্রাণ তার কাছে	শ্রীধর কথক	৮৮
যার ফুল সফল করে	অজ্ঞাত	৬৮
যার বরণ কালো স্বভাব	গোবিন্দ অধিকারী	৫৭
যার মা আনন্দনগী	শিশিরকুমার ঘোষ	৮৫
যার যার যেকোন উদয় হয়	অজ্ঞাত	৬২
যার লাগিয়ে হৃদি ও বাদে	অজ্ঞাত	১২
যার সব থাকে এ রাজ্য	গিরিশ	১০৪
যার স্বভাব বা থাকে প্রাণনাথ	হরঠাকুর	১১৪
যারে তারে কেউ ভালবাসিলে	অজ্ঞাত	১৩
যারে তারে হানি কি	গিরিশ	১২২
যারে বিদেশী বধু আমি	অজ্ঞাত	১৩৫
যারে মন দিলে মন	অজ্ঞাত	৬২২
যারে যা নগরপাল	অজ্ঞাত	১২৬
যারে শমন যারে ফিরি	বলরামরায় পালিত	২৩১
যা হোল হোল তার বদি	কৈলাস মুখো	৩৪৮

মহারাজা বিশ্ব ঝাঁর প্রজা	বিবুস্বাম চট্টো	৮৪৫
ধর দেখ তাহ উধির	অজ্ঞাত	৮৯৫
থল্লন হেরি বদন	নিধু	১১১৬
মিলন হেরে	বলরামরার পালিত	৯৭
যুবতী জাগো	অজ্ঞাত	৭৮
চানো তেঁও	গুরুনানক	৮৮৯
না বিপিনে বিভঙ্গ	কৈলাস মুখো	৫৫০
না বেওনা তুমি রামের	মতিলাল রায়	১২৬৯
না বেওনা সতী করে	অজ্ঞাত	১২৪৩
না রজনী আজি লয়ে	নাইকেল	৪০২
না রাজনন্দিনী	আশুতোষ দেব	৪৯৮
রতে পারে ধরা	গিরিশ	৪৫
হচ্ছে যার সহ পীরিতি	অজ্ঞাত	২৭১
নে যায় যাই সাথে	অজ্ঞাত	৩১
নে সতত বৈসে রবিক	বিদ্যাপতি	৫৮৯
নে ভুলালে অবলার	নিধু	১১১৮
রণে কুচল্লু পরশ	গোবিন্দ অধিকারী	৬১২
নে ব্যাকুল প্রাণে	ক্রোরীসন্তোষ রায়	৯৩৫
নে অবেছে মা তোর	মধুকান	৪৯৩
কপেরা তেত্তা দিগ্দারী	অজ্ঞাত	১০৯৮
গরে বাসেরে ভাল	রবীন্দ্রনাথ	১১০৯
লি করেছ কালাী	নঃচন্দ্র	২৯৩
বে যে চায় তোমাতে	অজ্ঞাত	১১৭৪
চাহনি চাহি	অতুলকৃষ্ণ	১১২
মোহন শ্রাম তেমনি	রসিক রায়	৬১৮
না যতনে মনে মনে	শ্রীধর কথক	১১৩
খ করেছ স্থখী	আনন্দচন্দ্র মিত্র	৮৬৭

যে হয় পাষণের মেয়ে	নবকিশোর মোদক	১
যোগীষর শঙ্কর হলে	কৈলাস মুখো	৬
যো ভোমে রয় সমান	প্রেমদাস	১১
যো মুখ দেখিতে হিয়া বিদরয়ে	বলরাম	৮
যৌবন কি জোরে তোসে	গৌমাইলাল	১
যৌবন মহারাজ চক্রবর্তী	অজ্ঞাত	১

র

রইলি না মন আমার	রামপ্রসাদ	৬
রকম রকম ডাল আছে	গিরিশ	১৭
রঞ্জে করিছে রণ	দাশরথি	১২
রজনী প্রভাত ছোল জাগিল	শিবনাথ শাস্ত্রী	৮
রজনী বিলাস বহুয়ে রাই	চণ্ডীদাস	৬
রণ তরঙ্গে তরুণী	অজ্ঞাত	৬
রণে কে নীলবরনী	দাশরথি	৬
রণে বিরাজ করে কামিনী	আশুতোষ দেব	৮
রণে ভঙ্গ দিও না হে পাণ্ডব	হরিনাথ মজুমদার	১০
রণে মত্তা দিগম্বরী	আশুতোষ দেব	৮
রতন আসনে রতন ভূষণে	রাজকৃষ্ণ রায়	৮
রতন গৃহে করে	শিবচন্দ্র সরকার	৮
রতন মঞ্জীর ধনী	গোবিন্দদাস	৮
রতনে রতন মিলাব যতনে	কুঞ্জবিহারী বসু	৮
রতিসুখদারে গতিমভিদারে	জয়দেব	৮
রথ রাখ বংশীবদন	মধুকান	৮
রবে কিনা রবে কুলবালা	অজ্ঞাত	৮
রমণী বধিতে বিধি অপয়দন	নিধু	৮
রমণীর এমনি আঁখির জোর	গিরিশ	১০

৷র মনি পেখলু আপনি	চণ্ডীদাস	৫৫৪
হলে লুট করে ভাই	বলরাম রায়পালিত	৬৯৮
৷য় কালী কালী বল	রামপ্রসাদ	২৮০
৷র সনা বশে	অজ্ঞাত	১১৯৮
র গুঁড়ো বুঁড়ো আমার	গিরিশ	১০৫২
র বধু মধুকর রসিক	অজ্ঞাত	৭৪৮
কাল ভালবাসেনা	গিরিশ	৪০৭
কেনে বা এসন	জ্ঞানদাস	৫৫১
তুমি অমূল্য মান্য গাঁপিছ	মধুকান	৫২৯
মুগ অরবিন্দে হের	অজ্ঞাত	৫৩৪
মা মারের ধর্ম জন্মশোধ	অজ্ঞাত	২২০
মু মিলি বন করতালি	গিরিশ	৪৩৪
তারে অনুমাঝারে	অজ্ঞাত	৭৭
আনি গিরে গৌরীধনে	ভোগানানথ মুখো	৬৯০
এক প্রাণ মোর নবীন	অজ্ঞাত	৭৬৪
বই আর নাটকো আমার	গিরিশ	৪০৯
বলে রাজার বাণী কে	অজ্ঞাত	৫০৬
নাথ রায়ে রাধা কেন	অজ্ঞাত	৬০৬
ধবুর অতি মনোহর	জ্ঞানদাস	৫২৯
কি হলো অস্তরে	চণ্ডীদাস	৫৬০
কুঞ্জে এক নীন	অজ্ঞাত	৫৪০
৷য়ামাত্য নারী নথ	অজ্ঞাত	৫১২
পাবিন্দ জয়	অজ্ঞাত	৭৯২
পাবিন্দ বল	অজ্ঞাত	৬২৩
লে নটবরে হেরিতে	আনন্দচন্দ্র চট্টো	৫৫১
ই বিকারে প্রেমের	অজ্ঞাত	৫০৬
চড়া রবুবীর	অজ্ঞাত	১১৬৫

রামনাম গাওরে বনের পাখী	গিরিশ	১৭
রাম রঘুপতি অতুলের মনে	অজ্ঞাত	১৭
রামের তুলা পুত্র কেবা পায়	দাশরথি	১৭
রিপুবশে কুরসান্তিলাষে	রামায়ণ রায়	১৭
রিমঝিম বরষে বিধুবদন	অজ্ঞাত	১৭
রূপনদীতে বেয়ে বাও বল	গিরিশ	১৭
রূপ লাগি আঁখি বারে	জ্ঞানদাস	১৭
রূপ-মাগরে বাঁপ দিগেছি	অজ্ঞাত	১৭
রূপ হেরে আঁখি নাহি	অজ্ঞাত	১৭
রূপে আপন হানি	অতুল চন্দ্র নিব্র	১৭
রূপের নিছনি মানি রাই	অজ্ঞাত	১৭
রূপে মজিল রে মন	অতুল চন্দ্র নিব্র	১৭
রূপেরা সাক করে	অতুল চন্দ্র নিব্র	১৭
রূপেরি মাগরে ডুবিল	অজ্ঞাত	১৭
রেখে দেও রেখে দেও	ব্রজেন্দ্র দাস রায়	১৭
রে জীব অন্তকালে পড়া কি	রাজমোহন আশ্বলী	১৭
রেবতী কর মন এ নয়	অজ্ঞাত	১৭
রে বিধি কেন আমার	দীননাথ ধর	১৭
রে বিহঙ্গ মম মন চিদানন্দ	অজ্ঞাত	১৭
রোগ শোক ভরা ধরাতে	দীননাথ ধর	১৭
রোপণ করিছাছিন্ন আশালতা	নবীনচন্দ্র দত্ত	১৭

ল

লচকে লচকে চলতা	লোচন দাস	১৭
লজ্জা রাখ শিবরাণী ওমা	গিরিশ	১৭

৩ নিরদয়	গোবিন্দ অধিকারী	৪৭১
ত গলে মুণ্ডমালা	দাশরথী	৩০০
৥ কি খেলা খেলে	রাজকৃষ্ণ	৩১
তা বলে রাখে	অজ্ঞাত	৪৫৩
৥ কোথারে এসে রাখ	শ্রীপতি চক্রবর্তী	১২৭৬
৥ নরন নরন মনে	অজ্ঞাত	৫৩৪
৥ ভান বুড়োর কথা	অজ্ঞাত	১১২৭
৥ মরি হেনে মরি	মধুকান	৪৭০
পিতকারী	অজ্ঞাত	১১৩৪
৥ ইয়ার ইউ ডিয়ার	অমৃত বসু	১২২৮
৥ ইয়া থাক মন	কানীশীকুমার সেন	৪৯
চুরি প্রাণে পাণে	কাশীপদ	১১৮৪
৥ গুণি খেবে মন্টা	অজ্ঞাত	১০২০
৥ বি ক আর	হৃদনমোহন মিত্র	৬৫১
৥ সাকি দেও ভব	ক্ষীরোদ	১০২৮
৥ নি গো দারী	অজ্ঞাত	১০১০
ক জিজ্ঞাসিলে বল	নিমাইচরণমিত্র	১১৮

শ

মান মহামদ্র বলরে	শ্রীমীচরণ ব্রহ্মচারী	২৭৭
রাধিকার সনে রান	দাশরথী	৬১৫
উর বিহরে	কমলাকান্ত	২২৬
৥ র মোরে করুণা	দাশরথী	৩০৫
৥ করুণা কর কিস্বরে	জগদীশ বসু	১৮৫
৥ তেউক কিন্তু	অজ্ঞাত	১১৩৭
পবিত্রেশমগণা	রান প্রসাদ	৩১৪

৮৫৭/০

শঙ্কর মনোরমা অপরূপ	কৈলাস মুখো	৩
শঙ্কর শিবে সঙ্কটহারী	অজ্ঞাত	৩
শঙ্কর হর ভাঙ্ বিভোর	রামপ্রসাদ	৩
শঙ্করি সুরেশী শুভঙ্করী	রঘুনাথ রায়	৩
শঙ্করি ভগবতী মা গতিদায়িনী	অজ্ঞাত	৩
শঙ্করে করে বাস	দাশরথী	২
শঙ্কো শিবে শঙ্কর	অজ্ঞাত	৩
শব পরে নাচে শ্রামা	অজ্ঞাত	৩
শবাসনে বিবননা কে ও রমণী	প্রমথনাথ গোস্বামী	৩
শমন দমনী শিব রমণী	দাশরথী	৩
শমন নিকটে গো শঙ্করী	দাশরথী	৩
শরদ চন্দ পবন মন্দ	গোবিন্দ দাস	৩
শরীরধারণ তার প্রয়োজন	অজ্ঞাত	৩
শশধর তিলক ভালে	অজ্ঞাত	৩
শশী বুঝি ভূমে উদিল	অজ্ঞাত	৩
শশানে কেন মা গিরিকুমারী	অজ্ঞাত	৩
শশানে মশানে ফিরি	কালীপদ	৩
শ্রবণ ভরে শোন্‌রে	অজ্ঞাত	৩
শ্রবণ মঙ্গল হরেণাম	গোবিন্দ অধিকারী	৩
শান্তি কোথা আছে তার	কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার	৩
শ্রাম কঁহা আয়েত হো	অজ্ঞাত	৩
শ্রামকায় কিবা	কালীপদ	৩
শ্রাম কে যে চায় তারে	গিরিশ	৩
শ্রাম কে সাধে সাধে বিবাদে	অজ্ঞাত	৩

ম জলদবরণ	অজ্ঞাত	৫১৫
ম তনু নহে লো পীরিতি	গোপীমোহন ঠাকুর	৪৫৬
ম তুমি মানে মানে	অজ্ঞাত	৪২০
ম তিলেক দাঁড়াও	ঐ	৪৪১
ম বিয়োগী যোগী	জ্ঞানদাস	৬০১
ম যদি হোত মোর	অজ্ঞাত	৪২৫
ম শুক নামে প্রিয় পাখী	মধুকান	৪৭৮
ম শুক পাখী সুন্দর	গোবিন্দ অধিকারী	১৮০
ম সোহাগিনী রাজনন্দিনী	নগেন্দ্র বন্দ্যো	৪৯৮
ম হে কোথায় লুকালে	অজ্ঞাত	৫১১
মা কি তোরঙ্গকলি ভ্রান্ত	রামপ্রসাদ	১৮৯
মা কি কল করেছে	কালীমিজ্জা	২১৫
মাঙ্গ ভঙ্গা সুরঙ্গিমা	শিবচন্দ্র সরকার	২৫৪
মা ধন কি সবাই	কমলাকান্ত	১৮৭
মা ধন সাধন কর	প্যারী কবিরত্ন	২১০
মা পদ আকাশেতে মন	নীলাশ্বর মুখো	২১৪
মা পদে রাখরে মন	অজ্ঞাত	২২৭
মা বামা কে বিরাজে	রামপ্রসাদ	৩১০
মা বামা কে	অজ্ঞাত	২৩০
মা মা উড়াচ্ছে ঘুড়ী	রামপ্রসাদ	৩৪০
মা মার পদ আমার	রামপ্রসাদ	৩৪৩
মা শিব মনোমোহিনী	অজ্ঞাত	৩০৬
মা সমূহ মেঘরাণী	আনন্দ কিশোর	১১৩০
মা কি রঙ্গ হেরি	অজ্ঞাত	৪১২
মা গুণ সই কেন কর	ঐ	৬০৪

শ্রামের বাঁশরী বাজিল	অজ্ঞাত	৫১
শ্রামের সনে একাসনে	মহুমিশ্র	৫২
শ্রামের স্বপনে পড়িল রাই	অজ্ঞাত	৫৩
শারদ লতিকা সম	ঐ	৫৪
শাওদা বিদ্যাদানী দয়ানী	ঐ	১১৫
শারী শুকরে রইল অমুখ	গোবিন্দ অধিকারী	৫৫
শালা লুট লিয়া শালা লুট	ক্ষারোদ	১১৬
শাস্ত্রতম্ভয়ম শোকমদেহং	রাজা রামমোহন	৫৬
শিখ কখন মালো	অজ্ঞাত	১১৭
শিখর নাথ হে শিখর নাথ	দাশরথি	৫৭
শিব ভয়ম্ ভূষণ অঙ্গ	অজ্ঞাত	১১৮
শিব শক্তিরূপ স্বরূপ অরূপ	অজ্ঞাত	১১৯
শিব শঙ্কর শশধর ধর	দাশরথি	৫৮
শিব শম্ভু সদানন্দ	আশুতোষ দেব	৫৯
শিব শিব কি কর	অনিআল	১২০
শিব সঙ্গে সদারঙ্গে আনন্দে	রামপ্রসাদ	২১
শিবে সবাসনা	গোপীমোহন সেন	৬০
শিশু কাল হইতে	জ্ঞানদাস	৬১
শিশুর স্বধাময়	দ্বিজেন্দ্রনাথ রায়	২২
শীতল হইবে বোলে	নিধু	১২১
শ্রীঅঙ্গ ত্রিভঙ্গ কেন কেন অঙ্গ	গোবিন্দ অধিকারী	৬২
শ্রীকৃষ্ণ বিহনে মন দাহ	অজ্ঞাত	৬৩
শ্রীগোলক শূণ্য করি	অজ্ঞাত	৬৪
শ্রীচরণে স্থান দাও হে	হরিনাথ মজুমদার	১২২
শ্রীপতি ত্যজিলে শ্রীমতা	মধুকান	৬৫
শ্রীবাসের অঙ্গিনা মাঝে	অজ্ঞাত	৬৬
শ্রীমুখ কমল দেখবো বোলে	বঙ্কিম চট্টো	৬৭

রাধা কৃষ্ণ কি নামামৃত	অজ্ঞাত	১১৪৭
রাধা গোবিন্দ শ্রীচরণারবিন্দ	অজ্ঞাত	৫২৫
রাধার নন্দিরে কি হইল	অজ্ঞাত	৬৩৪
রাধিকা নামে নারী	মধুকান	৪৮৪
রাধে চল নিকুঞ্জবনে	অজ্ঞাত	৬১৭
হরি খেলিব হোরি	মহাতাপটাদ	৪৫৫
করো মেরা মন কো	অজ্ঞাত	৮৯১
ধুষটে পটে কাঠে	বিশ্বরাম চট্টো	৬৯১
ধূধাওয়া আসা শুধু	অজ্ঞাত	২৭
নগো রজনী করি	হরিনাথ মজুমদার	৪০১
নগো মা দেখ গো	অজ্ঞাত	১৭৯
নুহি নাকি এ বনে কি	গিরিশ	৬১
পদ্মিনী দিদি	অজ্ঞাত	১০৮৬
পরাণধন আমার	অজ্ঞাত	১২৫৫
পুতে পাই সে রাধে	গিরিশ	৪৪৮
পবনরাজ স্বপনেতে	কৃষ্ণকমল গোস্বামী	৪৩৩
পদিন শুভ ঘড়ী	অজ্ঞাত	১১৫৯
পতাই আমিরথে	পাগ্লা কানাই	৬৬৬
পহরদার কৃপা	আশুতোষ দেব	২২৪
পভাস্ত অশান্ত মন	নীলমণি ঘোষ	৮০৯
পমুনি নীলমণি	অজ্ঞাত	৪৭২
পরজকিনী রাণী	চণ্ডীদাস	৫৮৬
পরে পাষণ মন আমার	অজ্ঞাত	৭২০
পলো কালিকা কুসুম মালিকা	অজ্ঞাত	৪৪৫
পলো রাজার ঝি	চণ্ডীদাস	৫৫৩
পুন বাণী	রসিক রায়	৭৮৪
পুন রে মারীচ	মহিমারঞ্জন রায়	১২৫৬

শুন হে কোকিলে বসে	মধুকান	৫১২
শুনাইতে আনহি	বলরাম	৫৭৪
শুনালে কি সমাচার	হরিশ্চন্দ্র তর্কালঙ্কার	১২৬৫
শুনিয়া অন্ধ পুলকে	গঙ্গামণি দেবী	৪৫
শুনিয়া দেখিছ দেখিয়া ভুলিছ	জ্ঞানদাস	৫৬
শুনিয়ে মোহন মুরলী গান	অজ্ঞাত	৬১
শুনে খেলি সমীরণে	কালীপদ	১২৫
শুভতবরণী শ্বেতাজ্জবাসিনী	অজ্ঞাত	৩৭
শুভতসরোজবাসিনী	অজ্ঞাত	৩৭
শুভত সরোজে বিরাজে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়		৩৭
শুভত শতদলে কে মা	শরচ্চন্দ্র রায়	৩৭
শৈলসুতে স্মর	রঘুনাথ রায়	৩৭
শোকানলে জলে স্মৃতি বৃন্দাবনে	অজ্ঞাত	৫৫
শোন কৈ সে পারীর কথা	মধুকান	৪৫
শোন মনরে আমার কপাল	অজ্ঞাত	৬১
শোহিত শীষে মুকুট	উদ্ধবদাস	১১
শোহা ক্যান্টিক লাগে	সদারঙ্গ	১১

স

সই আমার কি হোল	অজ্ঞাত	
সই এবে বলি কি আর	গোবিন্দ দাস	
সই কই সে কালশশী	অজ্ঞাত	
সই কেবা শুনাইল শ্রাম	চণ্ডীদাস	
সই কেমনে চিনিবে বল	অজ্ঞাত	
সইতে না পারি নাথ	অজ্ঞাত	
সই নবদ্বীপের মাঝে গো	অজ্ঞাত	
সই পীরিতি আখর তিন	চণ্ডীদাস	
সই বুঝি প্রাণ যায় লো	শীতলাকান্ত চট্টো	

মই লো আজ খবর চমৎকার	গিরিশ	১২ ৭
মইলো কে বাবি জলে		৫১১
মই লো পরম পীরিতি রতন	কামিনীকুমার দত্ত	৮৮
মই লো সাজ সমরে	গিরিশ	১০৪৮
মই সঁপেছি প্রাণ সেই	অজ্ঞাত	২১
মকল গুণ প্রকাশ কর	তানসেন	১১৫১
মকল মঙ্গল নিদান	অজ্ঞাত	৮৩০
মকল তোমার ইচ্ছা	নরচন্দ্র রায়	৩০৫
মকল ফুরাল স্বপন প্রায়	রবীন্দ্র নাথ	১৭৬
মকল ফুরায়ে গেল জীবন	নিধু	১০২
মলেই কি পারে প্রেম	অজ্ঞাত	৮৮
মলের প্রাণ তুমি বেদাগনে	রামচন্দ্র লাল নন্দী	২৬০
মাংগো মুছিতে বোল	অজ্ঞাত	৩০
মাংগো কি দিয়ে আমি তুষিব	রবীন্দ্রনাথ	১২৪
মাংগো ও ধনী কে কহ	চণ্ডীদাস	৫৫৪
মাংগো অভাগিনী যায়	রামতারণ মুখো	৪৮২
মাংগো আমায় ধর ধর	গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ	৪২৮
মাংগো আমারি ছয়ায়	ইন্দুমতী	৬১৭
মাংগো ওই শূন্য শ্রামের	অজ্ঞাত	৬১১
মাংগো কেন্ন মিছে কর	গিরিশ	১০৮৮
মাংগো এস এস কেলিকাননে	অজ্ঞাত	৯৯
মাংগো কি হোল আমার	অজ্ঞাত	৫৩১
মাংগো কি জন্তে যোগী সনে	অজ্ঞাত	৭৮
মাংগো কোথা সে জন	রাধানাথ মিত্র	১৫১
মাংগো তার লাগি ভেবে	অজ্ঞাত	১৪৫
মাংগো হুবো কি আঁখ মোর	অজ্ঞাত	৫৩৩
মাংগো কালবরণ	অজ্ঞাত	৫০২
মাংগো কি উপায় বলনা	অজ্ঞাত	৫০৭

সখিরে কেন লো দক্ষিণে বাহ	অজ্ঞাত	১০১
সখিরে তু বোল	স্বর্ণকুমারী দেবী	১০২
সখিরে মনের বেদনা কাহারে	চণ্ডীদাস	১০৩
সখিরে শুনি কৃষ্ণপ্রাণা	অজ্ঞাত	১০৪
সখি শ্রাম আইল	রমাপতি বন্দ্যো	১০৫
সখি শ্রাম না এল	রমাপতি বন্দ্যো	১০৬
সখি সে কি তা জানে	অজ্ঞাত	১০৭
সখি সে গেল কোথায়	রবীন্দ্র নাথ	১০৮
সখি হের দেখ আসিয়া	অজ্ঞাত	১০৯
সঙ্গী কর রঘুবর তাজ	দাশরথি	১১০
সঘন বন বঙ্ক রসাল	অজ্ঞাত	১১১
সজনী ও কথা কখনো নয়	জ্ঞানদাস	১১২
সজনী কি আমার এ ছার	অজ্ঞাত	১১৩
সজনী ভাল করি পেখনু	বিদ্যাপতি	১১৪
সজল নয়নে ভাসি চাও মা	নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী	১১৫
সতত বাসনা করে হরিষে	রাধামোহন সেন	১১৬
সতত হৃদয়ে জানে	অজ্ঞাত	১১৭
সত্য ত্রেতা আদি দ্বাপর	অজ্ঞাত	১১৮
সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি	অজ্ঞাত	১১৯
সত্য সূচনা বিনা সাজিল	রামমোহন রায়	১২০
সত্য সূচনা বিনা সাজিল বৃথায়	নীলমণি ঘোষ	১২১
সত্যং শিবসুন্দর আদিদেব	অজ্ঞাত	১২২
সত্যং শিবসুন্দররূপং	পুণ্ডরীকাক্ষ মুখো	১২৩
সত্যি সখী বনের মাঝে	গিরিশ	১২৪
সতী নমদ মাধো থেলো	সদারঙ্গ	১২৫
সতী কেন যজ্ঞে এল	হরিনাথ মজুমদার	১২৬
সতী শোকে পতিতপাবন	হরিনাথ মজুমদার	১২৭
সন্ত পাপধ্বংস	প্যারীমোহন কবিরত্ন	১২৮

কালী করালী কালী	শ্যামাচরণ ব্রহ্মচারী	২৫১
দয়াল দয়াল দয়াল	অজ্ঞাত	২১০
নন্দময়ী কালী মহাকালের	কমলাকান্ত	১৮৬
মনে হারাই হারাই	গিরিশ	১২৭২
হরি বোল হরি বোল বলে	অজ্ঞাত	৭৭৮
ধন দিতে পারি	অজ্ঞাত	৮৮
ত্রে বিজ্ঞমান	বিক্রাম চট্টো	৯৩২
রাখাল লয়ে আজ	মধুকান	৪৭৪
মিলি গাওরে	অজ্ঞাত	১১৫৪
নাথ ফুরাইল সব জুখ	রামলাল বন্দ্যো	১৫৮
নবীন প্রেম বসন	পুণ্ডরীকাক্ষ মুখো	৮৮২
মিলে সমস্বরে	কালীপ্রসন্ন ঘোষ	৮৫৮
মিলি গাওরে	আনন্দচন্দ্র মিত্র	৮৪৭
হচ্ছে পার এক	হরিনাথ মজুমদার	৬৭৮
দিয়া তেরা দাগাদারি	ক্ষীরোদ	১২১৮
সতে সর্বলোকাশ্রয়ে	অজ্ঞাত	৯২৯
তা শুকবে না গো মা	অজ্ঞাত	২০৬
যত বয় যায়	অজ্ঞাত	১০৪৩
আলো করে কার কামিনী	কমলাকান্ত	২৩০
হরে ও কে রমণী	রামপ্রসাদ	৩১৬
শিব শিব	হরদাস	১১৪২
বণা তীরে নীরে	নন্দদাস	১১২১
ধন্তরে বল কারে	অজ্ঞাত	৩৫
গাণে শিখায় চাতুরী	কালীপদ	১১৯৬
সি সদা নীল সরসী	কালীপদ	১২০৯
এখন ও রাধারমণ	অতুলকৃষ্ণ	৫৫৭
কুলবতী বালা	জ্ঞানদাস	৫৯৩
গহারি মনে	নিধি	৫৯৩

স্বপনে দেখেছি গিরি	কৈলাসনাথ মুখো	৩৮০
স্বপনে মন যে কেমন মাহুষ	কৃষ্ণ প্রসন্ন সেন	৬৪৯
স্বভাব যার যেমন	অজ্ঞাত	৮২
স্বরে তোর মন মেতেছে	গিরিশ	১২৪১
স্বর পরমেশ্বর অনাদি কারণে	রাজা রামমোহন	১০০
স্মরিলে পূর্বের কথা	দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী	১০০৬
সংসার জালায় জলে সবাই	হরিনাথ মজুমদার	৬৭১
সংসার মন্দিরে প্রতি পরিবারে		৮৯৭
সংসারেরি যত সুখ সকলেই	নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	৬৮৫
সংসারের উজান শ্রোতে	অজ্ঞাত	৬৯২
সাইত না আওয়ে	অজ্ঞাত	১১৬৮
সাগরকূলে বসিয়ে বিরলে	গিরিশ	১০৩
সাগর সঙ্গীত পূরণ	অজ্ঞাত	১১২৬
সাঁচী প্রীতি হাম	রবিদাস	৯০৭
সাজিল দেখ রে রাপে	অজ্ঞাত	৪৫৪
সাজাব তোমারে হে ফুল	ঐ	১১০৪
সাদায় কালি সাধ করে	ঐ	১১৭৫
সাধ করে পরেছি এ ফাঁস	ঐ	১১৯৫
সাধন বিনা পায় না তোমায়	ঐ	১১৫৬
সাধন হলে যে ধন মিলে	• কৈলাস মুখো	৩৪৮
সাধি ফুরাল এ জীবনে	রাধানাথ মিত্র	১০৮
সাধ মনে মনে রাখি সম্বতনে	মনমোহন বসু	৮৮
সাধ্য কি তোর কালী	রামপ্রসাদ	৩২৬
সাধিলে করিব মান	অজ্ঞাত	১৭
সাধে কি করণাময়ী	ঐ	২৯৩
সাধে কি বঁাদে আমার প্রাণ	অজ্ঞাত	১৭৩
সাধে কি গোলাপ	আনন্দচন্দ্র মিত্র	১৩
সাধে কি লো অশানবাদিনী	গিরিশ	২২২

সাধে কি প্রেয়সী শশী	লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী	৮৪
সাধে গো ছাড়িয়ে যাউ	অজ্ঞাত	৩৩
সাধের খাঁচা পড়ে রবে তোর	ফিকির চাঁদ	৬৮৭
সাধের গৌরীধন	কৈলাস মুখো	৬৮১
সাধের তরলী-আমার কে	বন্ধিম চট্টো	১২০
সাধের প্রতিমা যদি	অজ্ঞাত	৮৮
সাধের প্রেমে না পূরিল সাধ	বন্ধিমচন্দ্র	১০৩
সাধের ভারতভূমি	আনন্দচন্দ্র মিত্র	১১৯
সাধে সখি সেই স্থানে	অজ্ঞাত	৫৩৫
সাধে সাধ করি এত	আমারে অজ্ঞাত	১০৬
সাধে সাধি প্রিয়জনে	অজ্ঞাত	১০৭
সাধে সাধ মিটাইয়ে	অজ্ঞাত	১২০১
সাপে বানরে খেলা ক	রাজকৃষ্ণ	১০৩৫
সামান্তে কি রাধারে	মধুকান	৫১৫
সামল ভবে ডুবে তখ	অজ্ঞাত	২০৬
সার করেছি শ্রীমাপন	নবীন চক্রবর্তী	২৮৫
সারদা সুরদা আজ্ঞা	অজ্ঞাত	৩৭১
সার ভাবে যে তাপ	কৈলাস মুখো	২২৮
সারা হয়ে সার করেছে	অজ্ঞাত	১১৭৫
সারা হলেম প্রাণ	অজ্ঞাত	৭২
সহাজাদের আলম	জয়াজিদ আলী	২৪৬
শান করো না আখাটার	অজ্ঞাত	৭৩০
স্বাধীন প্রেমিক প্রেমিকা	অজ্ঞাত	১০২২
স্বাধীন সুন্দর যেন এ	অজ্ঞাত	৮৭৯
সাজা সল্লা লেও দিনবার	ক্ষীরোদ	১১০৩
সিন্দুকূলে রই নূতন	বন্ধিম চট্টো	৪০
সিংহপরে বিকসিত	রতুনাপথ রায়	৩১৫
সীতাপতি রাঘবেন্দ্র	অজ্ঞাত	১২৭৭

পীতাপতি রামচন্দ্র রঘুবর	অজ্ঞাত	১২৭৮
পীমা কে জানে জননী	অজ্ঞাত	৮৫৩
স্থখে থাকুক বিদ্যাসাগর	অজ্ঞাত	১০১৪
স্থখে হুঃখে শোকে	অজ্ঞাত	৯৩৭
স্থখে হুঃখ দিয়ে নিশি	নিধু	১১১৫
স্থ নাই উকীল মহলে	প্যারী কবিরত্ন	৯৫৩
স্থখের প্রণয় কেবল মুখের	হরিশ্চন্দ্র মিত্র	৯১
স্থখের লহর যায় লো ছুটে	অজ্ঞাত	৬৮
স্থখের লাগিয়া এ ঘর	জ্ঞানদাস	৫৯৩
স্থখের লাগিয়া এ ঘর বাকিছু	চণ্ডীদাস	৫৮৩
স্থখের লাগিয়া পীরিতি	চণ্ডীদাস	৫৭৫
স্থখের লাগিয়া রক্ষন	চণ্ডীদাস	৫৭৬
স্থজলাং সুফলাং মলয়জ	বঙ্কিম চট্টো	১০০১
স্থজন সনে প্রেমে না মিটিল	অতুলকৃষ্ণ মিত্র	১০১
স্থজন সহিতে প্রেম কি	নিধু	১১১৬
স্থধামাথা নাম তোমার	বিষ্ণুরাম চট্টো	৯২৪
স্থধামাথা হরি নাম এসেছে	অজ্ঞাত	৭৫৬
স্থধার ভাণ্ডার তুমি জপত	বহুনাথ চক্রবর্তী	৮৫৬
স্থন্দরী আগারে কহিছ কি	জ্ঞানদাস	৫৯৬
স্থন্দরী কত সমুঝাব তোম	গোবিন্দদাস	৫৯৪
স্থন্দরী ধরবি বচন হামারি	গোবিন্দ দাস	৫৯১
স্থন্দরী বুঝিছ তোমার ভাব	বলরাম	৫৬৮
স্থন্দরী হইলে কি হয়	অজ্ঞাত	৭৪
স্থবল কার রমণী গো জলে	অজ্ঞাত	৫১০
স্থবাসিত আলতা কে না	দুর্গাদাস	১২১৭
স্থবে ছয়া ছোড়	অজ্ঞাত	১১০৭
স্থধনীর তীরে হরি	ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল	৬২৩

য হিম্ম	অজ্ঞাত	১১৫৪
দাদলন সংগ্রাম ত্রৈলোক্যনাথ সান্নাল		১০১৫
আমার পাগল করেছে	অক্ষয় বড়াল	১৩৯
আমায় আছে গো	অজ্ঞাত	১৩৪
ই একদিন এই এক	দীননাথ ধর	১৬২
ই কালরূপ পড়ে সব	অজ্ঞাত	৪২৭
ই ত কাঁদিতে হোল	অজ্ঞাত	১৭৩
ই ত তারা তরাতে হবে	কৈলাস মুখো	৩৩৩
ই ত বমুন্যর কূলে	অজ্ঞাত	৬০৬
ই দিন দেখবো	অজ্ঞাত	৬৮৯
ই দিন হে আমায়	ত্রৈলোক্য সান্নাল	৮৫৭
ই পারে প্রেম	অজ্ঞাত	২১
ই ভাল যে চাহে	অজ্ঞাত	৩১
ই উদয় হলে হৃদয়	অজ্ঞাত	১১৯৯
স কি আমায় অবতনের	নিধু	৩৯
স কি এমনি মেয়ের মেয়ে	রামপ্রসাদ	২৪১
স কি কান্দু দেখি এলি	দাশরথি	৪৮৩
স কি নির্ভিষ্মার আগুন	দীননাথ ধর	১৭১
স কেনরে করে অপ্রণয়	অজ্ঞাত	১২৮
স কি শুধু শিবের সতী	রামপ্রসাদ	২০১
স কি পায় শ্রামা সামান্তে	দাশরথি	২৯৩
স জেঁড়ি বেড়ী হাতে	গিরিশ	১২১৪
স ত আশাপথ নাহি	অজ্ঞাত	১০৬৭
স দিন কেমন ভাবলি না মন	নীলাক্ষর মুখো	৬৮৯
স ধনে কাননে করিয়ে	হরিমোহন রায়	১২৫০
স নদী সামান্ত নয়	অজ্ঞাত	২৪৪
স পথের কি করলি তা বল	অজ্ঞাত	৭১৮
স পুর ঢকতে ভুর	অজ্ঞাত	৬৮৯

সেম সেম কাউয়ার্ড নেম	গিরিশ	১০২২
সে মোহনরূপ	অজ্ঞাত	১১
সে যে ধরা দিতে ধরা	অজ্ঞাত	১৪১
সে যে নাগর গুণধাম	চণ্ডীদাস	৫৭২
সো অচ্ছর নাদ কো	অজ্ঞাত	১১৫৯
সোকারে সন্ন্যাসী সাজা	দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার	১০৩২
সোজামুজী কথা কই	কালীপদ	১২৩৬
সোণাবকের এ দেশে বসতি	অজ্ঞাত	৫১৭
সোণামুখী পাখীটী আমার	অতুলকৃষ্ণ	৬৪
সোণার ভারত আজি	দ্বারকানাথ	৯৮৮
সোণার শরীর কালী করো না	অতুলকৃষ্ণ মিত্র	১৬১
সোয়ার ফেলে হয়েছি উদয়	অজ্ঞাত	১২০৬
সো রঙ্গিরি নাওয়া পবন	অজ্ঞাত	১১৫৯
সৌরভেতে জগৎ মেতেছে	অজ্ঞাত	৬৯১

হ

হইলাম না শ্রাম কেন	অজ্ঞাত	৫৩৪
হও রথ যাও রথে	মধুকান	৪৫১
হতে ছেলে খেলা গেল	অজ্ঞাত	১১৯১
হজরত গোসলা সমাদান	তানসেন	১১৬১
হৃদনজা কলিকালে	অজ্ঞাত	১০২৫
হবে কি ভারত পুনঃ	দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী	১০০০
হবে কুলঙ্গণ তথায়	হরিনাথ মজুমদার	১২২৪
হররাণ হররাণ হররাণ	অমৃত লাল বসু	১২২৭
হয়ে আনায় রুষ্ট দুষ্ট	মনোমোহন বসু	১০৭৮
হয়েছি ব্যাকুল অন্তর	অজ্ঞাত	৮৭৫
হয়েছি না জোর ফরিয়াদী	অজ্ঞাত	২৬০
হয়েছে কাল ছেলে ভাবনা	অজ্ঞাত	৫৫০

অশেষ ক্লেশ হর	অজ্ঞাত	৩৫৯
উর অম্বরে হের	অজ্ঞাত	৩৬১
-উরোপরে কে বিহরে	রঘুনাথ রায়	২৯৬
জুঃ হরমোনোমোহিনী	ব্রজমোহন রায়	২৪৯
এফিরে নাতিয়া শঙ্কর	রামপ্রসাদ	৩৫৬
শঙ্কর শশীশেখর	গিরিশ	৩৬১
রশিরবিহারিনী সুরধুনা	রূপটাদপক্ষী	৩৬৭
রি কোন অংশে বল কোন	গোবিন্দ অধিকারী	৪৮৯
রিচরণ ছাড়িয়া কেন দেওনা	গোবিন্দ অধিকারী	৫৪৯
রি তোনা বিনে কেমনে	অজ্ঞাত	৬৬৪
রি দয়াময় চিত্তে পাঞ্জে	বিশ্বনাথ দে	৬৯৪
রি নাম খাসা গুড়ুক	অক্ষয়কুমার	১০৩১
রি নাম বিনে আছে কি	ভুবনমোহন	৭৭৯
রি নাম ব্রহ্ম জপরে	অজ্ঞাত	৬৯০
রি নাম বিনে আর	অজ্ঞাত	৬৩৫
রি নাম সুধারসে রসনা	বিজয়নাথ মুখো	৭৯৬
রি নাম সুধা সিন্ধুনীর	নবহুলোর	৬৩৭
রি নাম সুপ্রসরে কেন রসনা	বিজয়নাথ মুখো	৭০৯
রি নামামৃত পান সবে কর	গবঃ প্রিন্টিং হঃ সঃ	৭৫২
রি নামে কেহ ভাই অলস	সুরতিরবাগান হরিসভা	৭৮৭
রি নামে পাষণ গলে	রাজকৃষ্ণ রায়	৬১৮
রি নামের নাই তুলনা	দীনবাউল	৬২৯
রি নামের বাণ ডেকে যায়	সেবকসমাজ	৭৯২
রিপদরবিহারিনী	অজ্ঞাত	৩৬৩
রি বলে প্রাণসই প্রাণ	রামচন্দ্র মুখো	৪৯৪
রি-প্রেমে মত্ত গৌর নিতাই	অজ্ঞাত	৭০৬
রি মন মজায়ে লুকালে	গিরিশ	৪২৩
রি মহিমা তোমার বুকে	জীবনকৃষ্ণ বসু	৭৯৭

হরি বল বল জগাই মাধাই	অজ্ঞাত	৭০৫
হরি বল হরি বল ভাই দিন বায়	অজ্ঞাত	৭০৬
হরি বল বল রে ভাই	অজ্ঞাত	৬২১
হরি বল হরি বলরে মন	অজ্ঞাত	৬২২
হরি বল হরি বল হরি বল মন	অজ্ঞাত	৭০২
হরি বল বল বলবি আর	অজ্ঞাত	৬২৭
হরি বলবো আর মননমোহন	অজ্ঞাত	৬২৪
হরি বল বো আর চলবো	অজ্ঞাত	৬২৫
হরি বল মন রসনা	ফিকির টাঁদ	৭১০
হরি বল হরি বল বলরে	অজ্ঞাত	৭২৮
হরি বলে আমার গৌর নাচে	অজ্ঞাত	৬৫৮
হরি বলে ডাকরে রসনা	অজ্ঞাত	৭০৭
হরিবোল হরিবোল বলে	অজ্ঞাত	৭৬২
হরি বোলে ডাকরে মন	অজ্ঞাত	৬৭২
হরি বোলে দেবগণে নাচে	অজ্ঞাত	৮৪১
হরি বল হরি বল ভাই	অজ্ঞাত	৭১৭
হরি বিরাজ মম অন্তরে	অজ্ঞাত	৭২৪
হরি যে ভাবে তোমায় যে ভাবে	অজ্ঞাত	৭০৮
হরিষে বরিসে আঁখি এ আর	অজ্ঞাত	৭১
হরি সংকীর্ণনের নামে নাচাবি	ত্রিদিব হরিসভা	৭৭৭
হরি হরি কো ইহ	বিদ্যাপতি	৫৮২
হরি হরি বল বননে	অজ্ঞাত	৮০০
হরি হরি বল ওরে মন	গোবিন্দ অধিকারী	৭২০
হরি হরি হরি বল বনন ভরে	অজ্ঞাত	৬৪৭
হরি হে আমার এই	অজ্ঞাত	৬৪৯
হরি হে এ দেহে আজ	অজ্ঞাত	৯৪০
হরে কৃষ্ণ হরে রাম রাম	মহিম চন্দ্র মল্লিক	৭৯৭
হে দিবা অবসান	বিষ্ণুরাম চট্টো	৯২৪

ল মা দিবা অবসান	অজ্ঞাত	৩৩২
লে কেন ভ্রান্ত ওহে	হরিনাথ সেন	১২৭১
লে বাদ ভবের সুবাদ	অজ্ঞাত	১১৯৫
কে বলে দেবে সে	অজ্ঞাত	২৪
তে কাজ ভারি তাইতে	গিরিশ	৫৮
ম অভাগিনী'দোসর নাহি	বিদ্যাপতি	৫৮৭
ম ধনী তাপিনী মন্দিরে	বিদ্যাপতি	৫৮৯
মাদে পালায় পাছু ফিরে	গিরিশ	৪৫২
মে ছোড়ি দেবে	ধীরেন	১১০২
য় আজ কেন হেরিলাম	অজ্ঞাত	৬৪৫
য় কবে নাথ সনে হইবে	অজ্ঞাত	১৬৪
য় কি কল্লিরে ও মন	অজ্ঞাত	৭৩৮
য় কি করিলে গোকুলেতে	মধুকান	৪৬৯
য় কি না জানি	অজ্ঞাত	৪৬৮
য় কি তামসী নিশি	উপেন্দ্রনাথ দাস	৯৯৮
য় কি হইল এই মনে	মনোমোহন বসু	১২৪৬
য় কি হোল কোথা	কৃষ্ণধন চট্টো	১২৭৫
য় কি হোলরে	কৃষ্ণধন চট্টো	৯৬৩
য় কুখে পায় হাসি	অজ্ঞাত	৪৬৩
য় দেশের হোল কি	অজ্ঞাত	১০৪৩
য় বাল্যবিধবা দুখিনী	ত্রৈলোক্য সান্যাল	১০০২
য় মা একি করিলি	ত্রৈলোক্য সান্যাল	৯৬০
য় রে আমি কি হেরিলাম	অজ্ঞাত	৮১৪
য়রে হার মধুর মলয়	কুঞ্জবিহারী বসু	১০
য় হায় কি মজার দোকান	অজ্ঞাত	৬৮৬
য়রায়ে রতন ব্রজের জীবন	অজ্ঞাত	১২৭৯
য়িয়েছি হারিয়েছি রে সাধের	বিহারীলাল চক্রবর্তী	১৭৬
য়রে উন্নতা ছিন্নমস্তা	ভুবন চন্দ্ররায়	৩১৭

হাসি শিশু মধুর হাসি	দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী	৮
হাসি কেন নাই ও নয়নে	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১
হাসি মুখ ভুলি নাই	অজ্ঞাত	১১১
হাসিয়া নেহার রাই হাসিয়া	জ্ঞানদাস	৫
হা হা হু হু হু হু	গিরিশ	১০
হিন্দু হিতৈষী কে আর	গঙ্গাধর চট্টো	৯
হিয়ার মাঝারে যতনে রাখিব	চণ্ডীদাস	৪
হিংস্রক কি ভয়ানক	অজ্ঞাত	১০
হি হি হি হি হাসে	অজ্ঞাত	১০
হৃদকমলে মঞ্চদোলো	রানপ্রসাদ	২৫
হৃদিপদ্মাসনে কে রে	শিবচন্দ্র সরকার	২৫
হৃদি বৃন্দাবন ধামে হের	নিবারণচন্দ্র দত্ত	৭
হৃদে ছুলাল চরণ ধারণ	দীনমিত্র	৭৫
হৃদয় আসনে বসায় যতনে	অজ্ঞাত	৮
হৃদয় কুঞ্জবনে কুঞ্জবিহারী	শ্রীমবাজার হরিসভা	৭৫
হৃদয় কুটীর মম কর নাথ	ত্রৈলোক্য সান্ন্যাল	৮৫
হৃদয় চিরিয়ে দেখ কত	দ্বিজেন্দ্র নাথ রায়	১০
হৃদয় পিঞ্জরে পাখী কোন্ দেশে	অজ্ঞাত	১৫
হৃদয় বৃন্দাবনে এস	চেতলা হরিসভা	৭৫
হৃদয় বন্ধু বিনে সকলি	ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল	১৫
হৃদয়বিহারী	অজ্ঞাত	১১৫
হৃদয় শশী কোথা হে এখন	ত্রৈলোক্য সান্ন্যাল	১৫
হৃদয়ে উদয় হও দয়াময়	জ্ঞানদাপ্রসাদ দাস	৭৫
হৃদয়েরি মম যতনের ধন তুমি	অজ্ঞাত	৮৫
হে অগম্য অগোচর	অজ্ঞাত	১১৫
হে করুণা কর দীনসখা তুমি	অজ্ঞাত	৮৫
হে গণেশ বন্দ্র শ্রীকান্তনন্দন	অজ্ঞাত	৩৭
হেথায় একটী গাছের আড়ালে	স্বর্ণকুমারী দেবী	৭

হথা সেথা কররে মন	অজ্ঞাত	৮১১
হৃদয়াময় তব তুলনা কি	ভোলানাথ চক্রবর্তী	৮৬৯
হৃদে গো নন্দরাণী শ্রামকে	অজ্ঞাত	৪৫৮
হৃদে লো সুন্দরী প্রেমের	অজ্ঞাত	৫৬০
হৃদেইয়া ছুরাওবত	অজ্ঞাত	১১৬১
হুন নিদারুণ বাণী কেন বল	অতুলকৃষ্ণ মিত্র	১৬০
হেন রূপ কভু দেখি নাই	অজ্ঞাত	৫৬৪
হে নিরদয় নীলকরগণ	দীনমিত্র	৯৫৩
হে প্রিয়ে কি দিয়ে তুষিব	নিধু	৩৩
হে ভগবতী সন্তী প্রজাপতি	দেওয়ান রঘুনাথ রায়	২২৪
হে প্রবল বলী	অজ্ঞাত	১১৬০
হেন বাত কি বাড়ন	বরজু বাওরা	১১৪৮
হের রূপা নয়নে তারা	রামছাল নন্দী	৩৬৪
হের কার রমণী নাচে	রামপ্রসাদ	২৪৫
হের ধসর দিশা	গিরিশ	১২৪০
হের মহারাজ নারী	অজ্ঞাত	৩১৮
হের মা অপাঙ্গে ভঙ্গে	দাশরথি	৩৬৬
হের মা এ দীনে প্রসন্ন	রঘুনাথ রায়	২৭৯
হেরদুঃগণেশ হের হের	কৈলাস মুখো	৩৭৪
হেরধজননী হের মা দীনে	দাশরথি	৩৩৭
হের মা কাতরে হরমোহিনী	অজ্ঞাত	৩৩২
হেরি কিরূপ চমৎকারি	ভুবনচন্দ্র রায়	২২৫
হেরি নবীন নিরদ নীল নিভাকর	অজ্ঞাত	৪৬০
হেরি না মুখ দিনমণির	কালীপদ	১২০২
হেরিয়া পূর্ণিমাশশী	অতুলকৃষ্ণ মিত্র	৮
হেরিয়ে কমল কেন	নিধু	১১১৩
হেরিয়ে দিবা অবসান	অজ্ঞাত	১৬৯
হেরিলে বয়ান থাকে	অজ্ঞাত	০০০

হেরিলে হরিষ চিত	নিধু	১১১
হেরে ও বয়ান জুড়াই	দ্বিজেন্দ্র নাথ রায়	১৪
হেরে মন আর মানে না	অজ্ঞাত	৬৫
হেলাতে রতন হারাও না মন	অজ্ঞাত	৭১
হে শিব শঙ্কর হর হর বিশ্বেশ্বর	অজ্ঞাত	৩৫
হে শ্বেতবেশ সারদে	অজ্ঞাত	৩৬
হে হরি গোলোকবিহারী	অজ্ঞাত	১০২৫
হে হরি সুন্দর তুমি সুন্দর	অজ্ঞাত	৮৭৪
হে নরহর নারায়ণ	তানসেন	১১৬৭
হৈও না মন পড়াপক্ষী	অচ্যুতানন্দ গোস্বামী	৩৪৪
হোল না আমার যদি যাই	অক্ষর কুমার বড়াল	১০৫
হোল না লো হোল না সহ	রবীন্দ্র নাথ	১২৭
হোলাবি আরে	অজ্ঞাত	১১৫৭
হোলি খেলিবেন আজ	মহাতাপট্টাদ বাহাদুর	৪১৭
হোসনে কঠিনা এই বনে	অজ্ঞাত	৫৩০
হো হো জান হররাণ	ধীরেন	১০৯৫

ক

কণমিহ চিন্তাকর	কমলাকান্ত	৯১১
কণেক আর তোমারে শ্রম	অজ্ঞাত	৫৪৫
কমা কর দীনজনে	জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুর	১০৩২
কান্ত দিয়েছি আমি দেখে	চিরঞ্জীব	৩৯
ক্লেপা তোর গেল বেলা	কিকিরচাঁদ	৭২১



প্রায়-সুকীত ।

কিঁকিট—কাওয়ালি ।

পিক কুহ বলে, মঞ্জু কুঞ্জ দোলে,
 মধুর সমীর বহে ধীরে ;
 ফুল দিন-কর, ফুল সরোবর,
 ফুল রতনরাজী নীরে ।
 শ্রাম ধরণীতল, শ্রাম তরুদল,
 কুসুম ভ্রষণ শিরে,
 ফুলকুল আকুল, আকুল অলিকুল,
 ভ্রমিছে চুমিছে ফিরে ফিরে ;
 ফুল আকুল ছলিছে সমীরে ॥ ১ ॥

কিঁকিট—কাওয়ালি ।

কি কাল হইল কাল, এই কি বসন্ত কাল,
 ঐ দেব ডাকিতেছে, ডালেতে কোকিল কাল ।
 একে প্রাণপতি কাল, তাহে তো যৌবন কাল,
 বিদেশেতে চিরকাল, নাহি তার কালাকাল ॥ ২ ॥

বেহাগ—দাদরা ।

ফুটলো কলি, জুটলো অলি,
 ছুটলো নূতন প্রেমের ধারা,
 রবির করে, চাঁদের করে
 কোচ্ছে থেলা দিচ্ছে ধরা ।
 তমাল ডালে, হেলে ছলে,
 উঠলো লতা সোণার পারা ;
 নীল আকাশে, চললো ভেসে,
 কিরণ ভরা উজল তারা ॥ ৩ ॥

খাস্‌জ—কাওয়ালী

এলায়ে কবরী, ধীরি ধীরি ধীরি,
 চল সহচরী, কুসুম কাননে ।
 মলয় মাথিয়ে, হেলিয়ে ছলিয়ে,
 আয়লো চলিয়ে, কুসুম চয়নে ।
 আঁখিটি মেলিবে, বিজলী থেলিবে,
 বসন্ত আসিবে, লহিতে মদনে ।
 গগনেরি গলে, তারা হার দোলে,
 দেখিয়ে সকলে, চুনিব বদনে ॥ ৪ ॥

খাস্‌জ—কাওয়ালী ।

কুহতানে আকুল করে প্রাণ ।
 বুঝি রাথতে নারি কুল মান ।
 কুসুম হেরি ভুলতে নারি,
 মনে পড়ে সে বয়ান ।
 গুঞ্জরি ভ্রমরা চলে, মনের কথা পড়ে বলে,
 সাধ হয় সাধি গিয়ে ভাসিয়ে দিয়ে অভিমান ॥ ৫ ॥

বসন্তবাহার—মধ্যমাণ ।

বসন্ত কিরিয়ে এলো সব স্তম্ভময় রে !
বিকসিত ফুল সব, কত শোভা পায় রে !
যত সব পাখীগণে, গাইছে মধুর তানে,
ভ্রমর ভ্রমরী সনে, কত সুখে ধায় রে ।
কেবল এ অভাগিনী, পরশ্রম প্রশয়িনী
হয়ে প্রেম-পাগলিনী কত দুঃখ সয়রে । ৬ ।

মিশ্র—একতাল ।

কূলে কূলে চলে চলে বহে কিবা মৃদু বায়—
তাটনী হিল্লোল তুলে কল্লোলে চলিয়া যায় ।
পিক কি বা কুঞ্জে কুঞ্জে কুহ কুহ কুহ গায়—
কি জানি কিসের লাগি প্রাণ করে হায় হায় ॥ ৭ ॥

দেশ-সাহানা—খ্যামটা ।

কানন ভরিয়া মরি, কুসুম হাসিল রে ।
মলয় নাচিল, অরুণ উদিল, বিহগ গাহিল রে,
ভূষণ পুরিল, সৌরভ ছুটিল, মাধুরী খেলিল রে ।
পতি সনে সতী, প্রণয়ে মাতিল রে;
পবিত্র প্রণয় আজু, জগৎহেরিব রে ॥ ৮ ॥

ছায়ানট—আন্ধা ।

নহার লো সহচরি, কানন আধার করি, ওই দেখ বিভাবরী আসিছে
দিগন্ত ছাইয়া শ্রাম মেঘ রাশি থরে থরে ভাসিছে ।

আয় সখি এই বেলা, মাধবী মালতী বেলা,

রাশি রাশি ফুটাইয়ে কানন করি আলা,

নহার লো সহচরি, কানন আধার করি, ওই দেখ বিভাবরী আসিছে ।

ভীমপালশ্রী—ধেমটা ।

চল সবে যাই মোরা কুসুম কাননে ।
স্বাস বহিছে তথা মৃদুল পবনে ॥
পিকবুল কুহুস্বরে, সদা তথা গান করে,
মন প্রাণ যাবে হরে, শুনিলে অবগে ॥ ১০ ॥

বসন্ত বাহার—জলদ তেতালা ।

বসন্তে কি শোভা, অতি মনোলোভা,
কুঞ্জে কুঞ্জে দেখ ফুটল নানা ফুল,
মন্দগমন, সুরভি পবন, প্রমোদ কানন সমাকুল ।
জাতী বুথী বিকশিত পলাশ কাঞ্চন, ভ্রমরা গুণ্ গুণ্ স্বরে করিছে
কুহু কুহু কুহু স্বরে কোকিলে করে আকুল ।
চল চল চল মৃগি যতন করিয়ে, মালতী মল্লিকা চাঁপা সেউতী তুলি
গাঁথিব বিচিত্র মালা মণ্ড যাহে অনিকুল ॥ ১১ ॥

পিলু—যৎ ।

আমার সাধের পূর্ণিমার চাঁদ ফুটলো বুঝি আকাশে এ,
জ্যোৎস্না হাসি চান্ধে শশী প্রাণে ফাঁসি দিলে যে সেই ।
বাই হাস্ছে ও রূপ দেখে, সবাই উজল ও রূপ নেখে,
হাস্বে বলে এসে শেষে কেঁদে কেন সারা হই ॥ ১২ ॥

সাক্ষী—যৎ ।

আমরি কি বনশোভা মনোলোভা হয়েছে ।
ঘন ঘন তরুণ ঘন সম ছেয়েছে ।
বনলতা বনবালা, জড়াইয়ে ডালপালা,
পতিবৃকে মুখ রাখি, মুখে চেয়ে র'য়েছে ।
আমি যার বনলতা, আজি তিনি এলে হেথা,
তরু-লতা-প্রেম-গাঁথা শুধাইব হরিষে ;—
কোকিলা আবার তার, দিতে সে কথার সার,
দেবদারু-তরু শাখে সর ডাকে ডেকেচে ॥ ১৩ ॥

কিঁকিট—কাওয়ালী ।

বসন্ত অনিল ! মৃদু সুকোনল, যাও যাও ছুরা প্রিয়ের কাছে ।
কোমল কুসুম, পিও নেত্রনীর, বহে যাহা প্রিয় সখার লাগি,
হিও বুঝায়ে, বোঝে যেন বাঁধু, অমি তার চির জন্ম তরে ॥ ১৪ ॥

বাহার—যৎ ।

চললো সজ্জনী সবে ভ্রমিতে কাননে ।
ছলিতেছে লতা সব সুশীতল সমীরণে ।
সরসে কমল কুল মৌরভে করে আকুল,
তাহে গুঞ্জরিছে অলি, কি শোভা প্রমোদ বনে ॥ ১৫ ॥

দুয় কিঁকিট—যৎ ।

কুঞ্জে কুঞ্জে বাজিছে বীণা ঝঙ্কারি মরি রে ।
উপলি উঠে সুরব সার পরাণ পুরি রে ।
পবন কয় প্রণয় কথা কুসুম কাণে রে ।
ভুবন ভরি মাধুরীময় আনন্দ আনে রে ।
কুঁদিয়ে ফুলে উড়ায়ে অলি বিহরি আয় রে ।
মিরহ বাধা বিদরি মধি বিহরি আয় রে ॥ ১৬ ॥

বৃন্দাবনী সারং—প্রেমটা ।

কুঞ্জে কোকিল কহরি কিধা কাননে লো ।
বিধু বিকাশে বিমল বিভা বিদ্যা ন লো ।
শবন জুড়াবে এস এস তবে বধু-বিরহ-বিপুরা বালা বিপিনে লো ॥ ১৭ ॥

কিঁকিট—দ্বিমে তেজালী ।

পবন পরশে, হাসিছে চরবে দীপ তরুতলে ।
লাজবতী লতা প্রেমপাশে বাঁধা কিবা কতুহলে ।
উলিছে উষা, ভালো ভাস্কর্য্য ভূমিত ভুবন ।
এ মধু মিলনে, এসো গো জীবনে জুটাই জীবন ॥ ১৮ ॥

গৌরী—পটতাল ।

একতানে, সমীরণ সনে, গাইছে তটিনী গুণ গুণ স্বরে ।
ফুল নীরে, ফুল ফুল ঝরে, হেলা দোলা, তরঙ্গলীলা,
বাইছে, ধাইছে তর তরে ॥
চিত্তরঞ্জন শুভ্রন, ফুলকুল চূষন, পরিমল বিভোর, টল টল মধু-
স্বর-মধুর ঢালিছে প্রাণ ভরে ॥ ১৯ ॥

বেহাগ—কাওয়ালী ।

মধুর রজনী, মধুর ধরণী, মধুর চন্দ্রমা, মধুর সমীর !
ভাগীরথী বুকে, ভাসি ভাসি স্নেহে, চলে ফুলময়ী তরী ধীর ধীর
আলু থালু কেশ, আলু থালু বেশ, সুনায় কামিনী রূপসী রুচির
অপরূপ হাস, আননে বিকাশ, অধর পল্লব অলপ অধীর !
না জানি কেমন দেখিছ স্বপন, মধুর—মধুর—মুরতি মন্দির ॥ ২০ ॥

বাহার—কাওয়ালী ।

(জীবনে) আজ কি প্রথম এল বসন্ত ।
নবীন বাসনা ভরে, হৃদয় কেমন করে,
নব জীবন জীবনে হব জীবন্ত ।
সুখভরা এ ধরায়, মন বাহিরিতে ষার,
তাহারে খুঁজিব দিক্দিগন্ত ! জীবনে আজ কি প্রথম এল বসন্ত
কেমন দেখিবে বা ছুটেছে ! কে জানে কোথায় ফুল ফুটেছে !
তেমনি আগিও সখি-যাব, না জানি কোথায় পাব !
কার সুধাস্বর মাঝে, জগতের গীত বাজে,
প্রভাত জাগিছে কার নয়নে !
কাহার প্রাণের প্রেম অনন্ত, তাহারে খুঁজিব দিক্দিগন্ত ॥ ২১ ॥

ঝিঝিট—পোস্তা ।

মধুর মধুর মধু রজনী, মরি কি মধুর প্রাণ সজনী ।
বিধু করে করে আলো অবনী, রসে ভাসে হাসে কুমুদী ধনী,
পতি সমাগমে প্রসোদ গণি, ফুল সাজে সাজে মধু-মোহিনী ॥ ২২ ॥

মিশ্র দেশ—খেমটা ।

অলি বারবার ফিরে যায় ।

অলি বার বার ফিরে আসে, তবে ত ফুল বিকাশে !
কলি ফুটে চাহে ফোটে না, মরে লাজে মরে লাসে !
ভুলি মান অপমান, দাও মন প্রাণ, নিশিদিন রহ পাশে !
ওগো আশা ছেড়ে তবু আশ রেখে দাও, হৃদয় রতন আশে !
ফিরে এসো, ফিরে এসো, বন মোদিত ফুলবাসে !
আজি বিরহ রজনী, ফুল কুসুম শিশির সলিলে ভাসে ॥ ২০ ॥

ছায়ানট—কাওয়ালী ।

মঞ্জুল কুঞ্জ, সমীরণ সনে ছলে ছলে খেলে ফুলগণে ।
ফোটা ফুল তুলি, সাজাইয়া ডালি, চাকহার গাঁথিব যতনে ।
মনোমত ক'রে, সাজাইব তাঁরে, প্রাণ ভরি দেখিব নয়নে ।
ফুলময় তনু, ফুলময় ধনু, ফুল খেলা খেলিব হৃৎজনে ॥ ২১ ॥

বেহাগ মিশ্র—খেমটা ।

একে সহি ছোট্টে মলয় বায় ।

ফোটে ফুল কোকিল কুহু গায় ।

দেখিস্ দেখিস্ সাম্লে থাকিস্ প্রাণ নিয়ে না যায় ।
চলে যা ফিরিয়ে বদন নয়নে না মিলে নয়ন
হয়েছে কেমন কেমন তাই বলি আয় চলে আয় ।
কেন শো কাদবি শেষে, ফেলবে ফাঁসে মুচকে হেঁদে,
কে এলো কি ভাবে সহি ছুল্লে অবলায় ॥ ২২ ॥

খাম্বাজ মিশ্র—দাদরা ।

ভালবাসি তাই বসি সেথায় ।

কাপিয়ে পাতা ধীরে যথা, মলয় নাকরত বয়ে যায় ॥
যেথা নবীন লতা নবীন তরু বেড়ে আদরে,
আকুল হয়ে কোকিল যথা গায় কুহুস্বরে,
ফোটে ফুল সৌরভের ভরে, সৌরভে দিক আমোদ করে,
মধুপানে মত্ত ভ্রমর চলে পড়ে কলির গায় ॥ ২৩ ॥

সঙ্গীত-কোষ ।

বিহঙ্গরা—জলদ একতারা ।

ভুলি যাতি যুতি মালা গাথিব সই ।
মল্লিকা মালতী, তারকা জিনি ভাতি,
তুলি বেলা, গাথি মালা, দিব প্রেমভরে প্রেমময়ী ।
পারুলে বকুলে, অঞ্চল ভরি ফুলে বাধিয়া দিব বেণী ।
চম্পক টগর, পরিমল তরতর, সারি সারি ফুল নলিনী ।
হাসে ফুল ফুল ফুলবাস অবচই ॥ ২৭ ॥

সোহিনী-বাহার—কাওয়ালী ।

বসন্ত নিতান্ত সখি সুখকর সে জনে ।
যে যুবতী পতিসহ আছে সুখ-মিহনে ।
পতি যার পরবাসে, কে তাহারে ভালবাসে
সদা নেত্রনীরে ভাসে, মদনেরি তাড়নে ।
প্রফুল্ল-কুসুমচয়, জ্ঞান হয় বিষময়,
বিরহিনী কত নয়, প্রাণপতি বিহনে ॥ ২৮ ॥

মোহে মরম বীণা বলিতে মধুর বাজে ;
মম প্রাণ উথলে ওঠে ধরিতে সোহাগ রাজে ॥
কুসুমে অমর বসেরে, আবেশে রসায় রসেরে ;
বিবশা এলিয়ে পড়ে মিশায়ে হৃদয় মাঝে ॥ ২৯ ॥

বাগেশী—আড়াঠেকা ।

হেরিয়া পূর্ণিমা শশী হাসিতেছে নিশীথিনী ।
আলিঙ্গন করি করে হইয়াছে খেতাজিনী ।
হাসে দূরে ধরাধর বিপিনে বিটপীবর,
তরঙ্গ তুলিয়া হাসে স্নতরঙ্গা তরঙ্গিনী ॥
প্রকৃতি আনন্দে মাতি, আছয়ে চঞ্চল পাতি,
উদার সুবসারামি বিলাইবে বিলাসিনী ॥ ৩০ ॥

খাঁসাজ—কাওয়ালী ।

এস এস, সবে গিলি কুসুমিত কাননে ।
 ফুলে ফুলরাশি হাসি এ হুকুল বসনে ॥
 কামিনী কামিনী ফুল, মল্লিকা মালতী ফুল,
 আকুল ভরাকুল জ্বালাইব জ্বলনে ।
 ছোবনা গোলাপ ফুল কাঁটা কোটে মরমে ॥ ৩১ ॥

ভৈরবী বাহার—যৎ ।

মধুর বসন্ত আগমনে, মধুপ গুঞ্জে সঘনে,
 করি মধুপান স্থখে ফুল কাননে ।
 কত পিকবরে, পঞ্চম কুহরে, মনোহর সে ধ্বনি শ্রবণে ।
 উপবন যত, সৌরভ রসিত, সতত মলয় সমীরণে ॥
 স্থথের কারণ, বসন্ত যেমন, না হেরি এমন ত্রিভুবনে ॥ ৩২ ॥

বসন্ত—চৌতাল ।

পীতবসন, কুসুম-ভূষণ,
 যুবক-যুবতী-রঞ্জন,
 কোকিল ভরম মধুর মধুর,
 করয়ে কুজন গুঞ্জন ।
 ধীরে ধীরে বহে মলয় বায়,
 পীতবসন উড়িছে তায়,
 ফুল-ফুল-কলি ফুটিয়া যায়,
 প্রেমিক-নরন-শোভন ।
 প্রাণের প্রতিমা মধুর হাসে,
 কুসুমে সাজিয়ে দাঁড়ায়ে পাশে ।
 অপরূপ ছটা বিকাশে,
 উরে ফুল-ধনু মদন ॥ ৩৩ ॥

পিলু জংলা—ধেমটা ।

আয়লো সব নবীন বালা নিশির হাসি শেষ হয়েছে ।
শশীর হাসি, শশীর সুধা, জলদমসী নাশ করেছে,
চকোরি সখি শূন্য পথে, সুধার ধারে স্বর তুলেছে ॥ ৩৪ ॥

লুম ঝিঝিট—একতারা ।

হায়রে হায় মধুর মলয় বইছে কেমন ধীরে ধীরে ।
ফুলগুলি সব সোহাগ-ভরে ছলছে মরি ঘুরি ফিরি ॥
শুকসারি সব সোহাগ ভরে, প্রাণে প্রাণে সোহাগ করে,
পাপিয়া গুলি, তানটি তুলি, মারছে প্রাণে হীরের ছুরি ॥ ৩৫ ॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী ।

তারে ভুলিব কেনে,
প্রাণ সাঁপিয়াছি যারে আপন জেনে ।
আর কি সে রূপ ভুলি, প্রেম-তুলি করে তুলি,
হৃদয়ে রেখেছি লিখে অতি বতনে ।
সবাই বলে আমারে, সে ভুলেছে ভুল তারে,
সে দিনে ভুলিব তারে, যে দিন লবে শমনে ॥ ৩৬ ॥

ভৈরবী—কাওয়ালী ।

অঁগিথে কি বল বল তার যে না দেখে তায়,
রূপেতে বিরূপ রতি, বার তুলনায় ।
যন জিনি কেশ ধরে, এলাইত হলে পরে,
চিকন চিকুর তার চরণে লুটায় ।
সে অঙ্গের নাই তুল, নহে কুশ নহে সুল,
হেরিয়ে কনক-লতা লাজেতে লুকায় ।
তার চারু মুঁ চাঁদ, জিনিয়া শরত চাঁদ,
। হ দিশি সম শোভে বিমল শোভায় ॥ ৩৭ ॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা ।

নয়ন-অমৃতরাশি প্রেয়সী আমার,
 জীবন-জুড়ান-ধন, হৃদি-ফুলহার ।
 মধুর মুরতি তব, ভরিয়ে রয়েছে ভব,
 সঙ্গুথে সে মুখশশী জাগে অনিবার ।
 কি জানি কি ঘুমঘোরে, কি চোকে দেখেছি তোরে,
 এ জন্মে ভুলিতে রে পারিব না আর ।
 তবুও ভুলিতে হ'বে, কি ল'য়ে পরাণ র'বে
 কাঁদিয়ে চাঁদের পানে চাহি বারে বার ।
 কুসুম-কানন মন, কেন রে বিজন ঘন,
 এমন পূর্ণিমা নিশি যেন অন্ধকার !
 হে চন্দ্রমা, কার দুঃখে, কাঁদিছ বিষম মুখে,
 অগ্নি দিগঙ্গনে, কেন কর হাহাকার ?
 হয় তো হ'ল না দেখা, এ লেখাই শেষ লেখা,
 অচিন্ত্য কুসুমাজলি প্রেম উপহার,
 ধর ধর প্রেম উপহার ॥ ৩৮ ॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী ।

তারে ভুলিব কেমনে ?
 হৃদয় স পেছি যারে আপনারি জানে ।
 আর কি সে রূপ ভুলি, প্রেমভুলি করে তুলি,
 হৃদয়ে রেখেছি একে, অতি যতনে ॥ ৩৯ ॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালী ।

এসেঁ বিপিনে সইলো একি হইল,
 হেরে নবীন তাপসরূপ নয়ন ভুলিল ।
 বখন পরশিল সে কোমল করে, অধীরা হইলাম অন্তরে অন্তরে,
 কুসুম মুঞ্জরী বিঘন রে, কুসুম-শরসম মম হৃদে পশিল ॥ ৪০ ॥

কাফি সিদ্ধ—ছেপ্কা ।

কামিনী-কুসুম শোভা আরো মনোহর হ'তো,
সতত তাহাতে যদি সতীত সৌরভ র'তো ।
না তেয়াগি কুলমান, এক জনে স'পে প্রাণ,
জীবনের চিরদিন নিষ্কলঙ্কে কাটাইতো ।
কীট সম কলঙ্কেতে, শশী যে হৃদি মাঝেতে,
নব বিকশিত কালে, শোভা তায় না রহিতো ।
কিন্সা সহৃদয় জনে, তুষিয়ে অতি যতনে,
গাঁথিয়ে প্রণয় হার, হৃদয়ে সৃষ্টি রাখিতো ॥ ৪১ ॥

সাহানা—একতারা ।

শারদ অতিকা সম ললিত ললনা কায়,
বিধি কি সূত্রে নিধি নারী নিরমিল হয় !
যদি রে কামিনী কুল, হ'ত কাননের ফুল,
তুলে এনে অনুরাগে তোড়া বাধিতাম তায়,-
অথবা গাঁথিয়ে মালা দিতাম গলায় ॥ ৪২ ॥

সিদ্ধ খান্সাজ—মধ্যমান ।

কপেরি সাগরে ডুবিল (অঁখি আমার) :
না জানে সাঁতার, অঁখি কেমনে পার হবে বল ।
অঁখিরে তুলিবে বলে মন পুনঃ কাঁপ দিলে,
কিন্তু তার মায়া জাগে, বন্দি হয়ে রহিল ।
ছিড়িল ধৈর্য গুণ, অস্থির হতেছে মন,
বাড়িল বিচ্ছেদ তুফান, দেহ তরি ভাঙ্গিল ॥ ৪৩ ॥

খান্সাজ—তেতারা ।

এক হলো দার, সেতো নাহি কিষে চায়,
তবু তারে অনুক্ষণ নয়ন হেরিতে চায় ।
যদি অঁখি মুদে থাকি, অলু দিকে মন রাখি,
তবুও যে গোড়া অঁখি স্বপ্ননেতে হেরে তায় ॥ ৪৪ ॥

সাহানা—যৎ ।

সাধে কি গোলাপ ফুলে আমি ভালবাসি সই,
আমার মনের কথা শোন সখি তোরে কই ।
আমি যারে ভালবাসি, তার মুহু মুহু হাসি,
সুধাংশু কিরণ সম মাঝে মাঝে পড়ে ধসি ।
সে অমূল্য ধন পেয়ে, চির পিপাসিত হিয়ে,
পৃথিবী হৃদয় মাঝে রাখে লুকাইয়ে ।
সে হাসি জমাট হয়ে, ধরা বক্ষ বিদরিয়ে,
বাগানে গোলাপ রূপে, ফুটে ফুটে উঠে ওই ॥ ৪৫ ॥

টোরী—একতারা ।

অরি অরি প্রাণ প্রিয়ে ! বিধাতা কি নিধি দিয়ে
তোমার এ মুখ ছবি করিল সৃজন লো ?
• কি দিয়ে নয়ন দুটি, যেন নীলোৎপল ফুটি,
গড়িল গড়িল এই হাসি স্রোভন লো ?
কি হেন জগতে আছে, ভজনীয় তব কাছে ?
যা হেরি কিছুই নয় অসার কেবল লো ।
ভাবিতাম আগে বটে, শোভাই চিত্রিতপটে,
কিন্তু হেরি মুখ তব তা ভাবা বিকল লো । “
বিশেষ তোমাতে প্রিয়ে, সেট কি বাহাতে হিয়ে,
জুড়ায় আনন্দময় নিরখি ভুবন লো ?
কি নিধি সে বিধাতার, নাহিক তুলনা ষার,
বুঝেছি প্রেমসি সেটি প্রণয় রতন লো ॥ ৪৬ ॥

বাহার খানজ—কাওয়ালী ।

সে মোহন রূপে কেন ভুলিল প্রেমনয়ন ।
চাকুহাসি ভালবাসি, প্রাণ উদাসী কি কারণ ।
সখী-সনে বনে বনে, শিখেছি কুসুম-খেলা,
সে খেলা খেলিতে প্রাণে, বাড়ে যে বিরহ-জ্বালা,
কে নিবাবে কোথা তারে, পাব আজি দরশন ॥ ৪৭ ॥

ব্রজবুলি ।

সখীরে তু বোলো কাঁহে এত মন মজিলো,
যব দেখনু সো হাসি পরাণে হৈনু উদাসী স্বর শুনি হইনু পাগলো।
কি আছে সে আঁখিয়াতে সই পরাণ হারালো,
সখীরে তু বোলো কাহে মেরা এয়সা ভেলো
আপনা শুধায়ে সখী উত্তর না পাওয়লো ॥ ৪৮ ॥

কাফি—যৎ ।

এই মল্লিকাটি পরাইব চূলে এইটা সাজাধ কাণের চূলে ।
গাঁথি মালিকা বকুল ফুলে দোলাব সখীর কবরী মূলে ।
গাঁথ গে মালা কানন বালা, তোর সে মাধের বকুল ফুলে ।
ওই কি আমরি ! ফুটেছে চামেলি,
যাই আমি যাই আনিগে তুলে ॥ ৪৯ ॥

কিষ্কিট—কাণ্ডালা ।

রূপ হেরে আঁখি নাহি ফিরে ; এরূপ স্বরূপ বুঝি নাহি ভুবন মাঝারে ।
ভিল ভিল করে বিধি, লয়ে রূপ নিরবধি,
গঠেছে রমণী-নিধি, অতুলনা করে ;
প্রিয়ার বদন-শোভা, মুনি-জন মনোশোভা,
শশী হয় হীনশোভা, সে শোভা হেরে ।
নীলোৎপল জিনি আঁখি, প্রকুল সরোজ-মুখী,
রূপ হেরে মন-পাখী, না রহে হৃদি পিঞ্জরে ।
অরোষ্ঠ সুবিমল, জিনি পক বিশ্বফল,
দশন মুকুতা ফল, সম শোভা পায়,—
নব নিতম্বিনী ধনী, গমন মরাল জিনি,
গতি দেখি মাতঙ্গিনী গিয়াছে কান্ডারে ;—
বচনে অমিয় রাশি, ক্ষরিতেছে দিবানিশি,
ভাবুক মন উদাসী, করে রে কটাক্ষ-শরে ॥ ৫০ ॥

বিষবৃক্ষ মধুমোসাহেবের—গীত ।

রূপে আপন হারা, সে মধুরাধরে ঝরে মাধুরী ধারা ।
সিতে যাচি, ভালবাসিলে বাঁচি হাসিলে হাসিব হব নয়ন তার।
না ভালবাসিলে কেঁদে হইব সারা ॥ ৫১ ॥

পাহাড়ী পিলু—ঠুংরী ।

রূপে মজিল রে মন ।
বিলামে লালসা হাঁসি, পসিল হৃদয়ে হাঁসি
প্রণয় বাসনা বসে হইলু মগন ॥ ৫২ ॥

সিদ্ধু ভৈরবী—মধ্যমান ।

প্রাণনাথ কব কত, ভাল তোমায় বাসি যত,
তব রূপে হরেছে মন, হৃদয়ে জাগে অবিরত ;
হেরে তব রূপের ছটা, হোরেছে জ্ঞান বেধেছে লেটা,
করছে আনায় নাটাপাটা, জ্ঞানহারা পাগলের মত ;
তব রূপে মজেছে মন, আত্মপর নাহিক জ্ঞান,
কতক্ষণে হয় মিলন, নিশিদিন চিন্তাঘিত ;
ভালবেসে হল এ দশা, ঘুচিল না প্রেম-পিপাসা,
বারি বারি বলে ডাকি, তুষাযুক্ত চাতকী মত ;
তুষায় প্রাণ ওষ্ঠাগত, বুঝি এ হইবে হত,
দরশন বারি দানে, কর নাথ সজীবিত ;
কালী কহে করিলে যত্ন, কে পায়। সে পরন রত্ন,
অদৃষ্টে যে আছে বন্ধন, মোচে না যত্ন কর যত ॥ ৫৩ ॥

মানার মন চাহে যারে—তাহার রূপ নিরখিতে ভালবাসি ।

যেবা যার প্রাণ প্রেমসী ।

মন চকোর গিয়ে সুখা যার, সেই জন তার শারদ শশী ॥ ৫৪ ॥

ধাম্বাজ—একতাল ।

কব কি তার রূপের তুলনা, বিনোদিনী ধনি ও কথা তুলনা ।
 সে যে রূপবান, হেরি সে বয়ান, লাগে ফুলবান, জ্ঞান থাকে না ।
 হেরিয়ে সুবর্ণ সুবর্ণ লুকায়, হরিতাল যত হারিয়ে পলায়,
 হরিদ্রা চম্পক আছয়ে কোথায় এ সব হেরিতে মন চাহে না ।
 নয়নের শোভা হেরে শতদল, লজ্জিত হইয়ে লয়ে নিজদল,
 জলে করে বাস স্থলের নিবাস অভিলাষ করে না ॥
 সুধাকর জিনি বিমল বদন, সেরূপ হেরিয়ে বিধাদে মদন,
 অনঙ্গ হইয়ে করয়ে, রোদন তনু প্রকাশিতে তাই পারে না ॥ ৫৫ ॥

কেদারা—কাওয়ালী ।

কি আছে তোমার মনে, তাহা জানিব কেমনে ।
 ভালবাসি তাই আসি, দেখা নয়নে নয়নে ।
 আশা না পূরাতে পার, যন্ত্রণা দিও না আর,
 পায়ে ধরি ক্ষমা কর, বলে যাও মানে মানে ॥ ৫৬ ॥

কালেংড়া—কাওয়ালী ।

চোখের দেখা একবার দেখিব তারে,
 আঁখি ছল ছল করে, তারে না হেরে ।
 তার রূপ গুণ শুনে, অস্থির হতেছি প্রাণে,
 পোড়া প্রাণে, কোন ক্রমে মানা না মানে ।
 মন জানে, ধর্ম জানে, অশ্বে জানিবে কেমনে,
 যে জ্বালা সে জন বিনে; কহিব ক'হারে ॥ ৫৭ ॥

ধাম্বাজ—কাওয়ালী ।

দরশন বিনা মম প্রাণ যে যায়,
 কোণী গেলে পাব তারে বলে দে আমার ।
 শুন লো সজ্জন আগতে না জানি,
 ভালবেসে অবশেষে কাদাবে আমার ॥ ৫৮ ॥

সুরট থাম্বাজ—কাওয়ালী ।

আমি তারে চণ্ডের দেখা দেখে আসি,
যারে প্রাণের অধিক ভালবাসি !
উচাটন হয় মম প্রাণ দিবানিশি, না হেরে তার মুখশশী ।
একে তো অবলা নারী না পারি বাইতে,
সে কি সখি একবার না পারে আসিতে,
সই সই আমিহে সই তারে বড় ভালবাসি ॥ ৫৯ ॥

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান ।

ছেড়েদে, ছেড়েদে আমার পাখী, (আমার সাধের পাখী)
বল কে তোরা রাখলি ধরে অবলারে দিসনে ফাঁকি ।
বাঁধা ছিল প্রেম-শিকলে, কে তারে নিলে গো ছলে,
কোথা গেল দেগো ব'লে, হৃদপিঞ্জরে ধরে রাখি ।
দেখা পেলে এই বার, কভু কি ছাড়িব আর,
চোখে চোখে রাখব তারে আর কি মুদিব অঁখি ॥ ৬০ ॥

সিন্ধুভৈরবী—কাওয়ালী ।

অনুগত জনেরে প্রিয়ে কেন এত প্রবঞ্চনা,
নারিলে মারিতে পার, কাটিলে কে করে মানা ।
অপরাধ করি পায়, বা কর তা শোভা পায়,
বিনা অপরাধে বধ, এই কি তোমার বিবেচনা ॥ ৬১ ॥

বিশিষ্ট—কাওয়ালী ।

সাধিলে করিব মান কত মনে করি,
দেখিলে তাহার মুখ, তখনি পাসরি ।
মম মন কহে সখি, আর না হইব সুখী,
দরশনে হয় পুনঃ, অধীন তাহারি ॥ ৬২ ॥

ধাম্বাজ—মধ্যমান।

কঠিন হইয়ে তোমারে রাখিয়ে,
কেমনে যাইব প্রেমসিঁ !
তুমি কি ভাব, আমি কি ভাবিনে,
বলে কি জানাব যে হুথ জীবনে,
বিরহ যন্ত্রণা সহিব কেমনে,
তাই ভাবি দিবানিশি।
যে দেখি বদন মলিন তোমার,
রাহুগ্রস্ত যেন পূর্ণ শশধর,
হুঃখানলে দহে সতত অন্তর,
আঁখি নীরে সদা ভাসি ॥ ৬৩ ॥

সিক্কু ধাম্বাজ—মধ্যমান।

চোখের দেখা দেখে যাব, কিন্তু আশা না ছাড়িব,
তোমার যে ভালবাসা কোন দিন অগম্য হব।
মনে যত ছিল আশা, সে আশা হল নৈরাশা,
হতেছে প্রেম পিপাসা, যতদিন প্রাণে বাঁচিব ॥ ৬৪ ॥

আশা যোগিয়া—একতাল।

ফিরে চাও প্রেমিক সন্ন্যাসী,
যুঁচাও বাধা, কণ্ডনা কথা, কার প্রেমে হে উদাসী ?
রয়েছ মত্ত ধানে, তত্ত্ব তোমার কেবা জানে,
অনুরাগী, সুধাই যোগী, প্রাণ দিলে কি লও হে আদি ? ৬৫ ॥

ঝিকিট—কাওয়ালী।

প্রিয়জন সন্মুখেরে আজি মন আনন্দে পুলকিত হইল,
বহুদিন পরে দেখিয়া তোমারে প্রীতি সরোবর উখলিল।
করছে বিতরণ প্রণয়ালিঙ্গন, নিকর কর বিরহানল,
আশাভরে মন ছিল এত দিন, উচাটন সদা চকল ;
যেহি তোমাধনে নকল ভাবনা দূরে গেল ॥ ৬৬ ॥

ধাধাজ—একতারা ।

শুধর হাসি চাপলে কি রয়, প্রাণের হাসি চোখে খেলে,
হৃদয়ের ভাব লুকিয়ে কি রয়, প্রেমের তুফান চেউয়ে চলে ।
লাজের শাসন মানে কি মন, সরম ভূষণ নারীর বলে,
হলো) বাথার বাথী হয়লো যে জন তারে কি ভুলাবি ছলে ॥ ৬৭ ॥

ঝিঝিট—কাওয়ালী ।

আমি কি জানি প্রিয়ে অন্তর অন্তরে,
কি আর নাহিক জ্বনি তোমার অন্তরে,
দিবানিশি আছ তুমি আমার অন্তরে,
অন্তর-অন্তর হলে, জানিতে অন্তরে ॥ ৬৮ ॥

পিলু—যৎ ।

আজি পৌঁ সজনি তোমায় সাজাইব যতনে,
যেখানে যা শোভা পায় সেই সেই রতনে ।
বেঁধে দিব কেশপাশ, গুলো চন্দ্রবদনে,
অঞ্জন পরায়ে দিব সচঞ্চল নয়নে ।
পরাব চিকণমালা গেঁথে নব প্রহুনে,
শোভা হেরে রতিপতি পড়ে রবে চরণে ॥ ৬৯ ॥

বেহাগ—আড়াঠেকা ।

প্রেম কি অমূল্য ধন ।
প্রেমগুণে বাধা এই অখিলভুবন ।
অধরে পশিল ধনি, পূর্ণ তাহে প্রেম-মণি পরোধর মাঝে যথা,
ননী হয় দরশন ।
নিম্ন বিচ্ছেদ-ঝড়ে, প্রেম-তরু নাহি নড়ে, পতঙ্গ প্রদীপে পড়ে,
প্রেমের কারণ ।
মধি হৃদি-জল-নিধি, নিরমিল প্রেমনিধি,
নির্জনে বসিয়ে বিধি করিল সৃজন ॥ ৭০ ॥

খান্ধাজ—কাওয়ালী ।

কেন হুঃখ দিতে বিধি প্রেমনিধি গড়িল,
বিকচ কমল কেন কটকিত করিল ?
ডুবিলে অতল জলে, তবে প্রেমরত্না মিলে,
কার ভাগ্যে মৃত্যু ফলে, কারও কলঙ্ক কেবল ।
বিছ্যতপ্রতিম প্রেম, দূর হতে মনোরম,
দরশনে অনুপম, পরশনে মৃত্যুফল ।
জীবন-কাননে হায়, প্রেম মুগ-তৃষ্ণিকায়,
যেজন পাইতে চায়, পাষাণে সে চাহে জল ।
আজি বে করিবে প্রেম, মনেতে ভাবিয়া হেম,
বিচ্ছেদ অনল ক্রমে, কালি হবে অশ্রুজল ॥ ৭১ ॥

কিঁঝিট—মধ্যমান ।

মনেরে বুঝায়ে বল, নয়নেরে দোষ কেন,
অঁধি কি মজ্জাতে পারে না হলে মন মিলন ?
অঁধিতে যে যত হেরে, সব কি তার মনে ধরে,
প্রাণের মত পেলে পরে সেই হয় হৃদিরঞ্জন ॥ ৭২ ॥

ভূপালী—বৎ ।

আমার পিপাসা—আশা আমারি হৃদয়ে থাক্ ।
এ যাতনায় এ কল্লনায় আনারি পরাণ যাক্ ।
সে অতি কোমল লতা বুঝেনা প্রেমের ব্যথা,
বলিলে হৃথের কথা, সে শুধু হয় অবাক্ ॥ ৭৩ ॥

সাহানা—আড়থেমটা ।

প্রাণের মতন পেলে পরে, প্রাণ কি কারো মানে মানা ।
না পেলে প্রাণ দেবেনা ভালবাসা সে জানে না ॥
চাইনে তো ভালবাসা, দেখব কেবল করি আশা,
পিপাসা ভালবাসা, ভালবাসা যায় কি কেনা ? ৭৪ ॥

ঝিকিট থান্ডাজ—কাওয়ালী ।

সই স পেছি প্রাণ সে চরণে,
 তিনি বিনে মম জানে, নাহি জানি অন্ত জনে ।
 যত দিন রবে প্রাণ, তিনি জ্ঞান, তিনি ধ্যান,
 এ ক্ষণে অতের স্থান, দিবনা স্বপনে ।
 যার প্রেম-সুধাকরে, সতত শীতল করে,
 বল সেই সুধাকরে তুলিব কেমনে ? ৭৫ ॥

থান্ডাজ—মধ্যমান ।

ভোলা হলো দায়, সখি তার পাড়ে মনে,
 কি ক্ষণে সে ধনে হেরেছি, ছি ছি ছি নয়নে !
 লোকে করে লাঞ্ছনা, ঘরে কে দণ্ডনা,
 *সই কারে কই, তারে বই, দুঃখ রহিল মান মনে ॥ ৭৬ ॥

ঝিকিট থান্ডাজ—ঠুংরি ।

সেই পারে প্রেম রাখিবারে, যেজন বিচ্ছেদ বিজয়ী জয়ী করে রে।
 করা হুঙ্কার নয়, রাখা বিচিত্র প্রায়,
 যে জন মগ্ন রসিক বাজ রত্নাকর র।
 যান অপমান, সমান জ্ঞান, সুখ দুঃখ সমভাব তার অতর রে ॥ ৭৭ ॥

জংলা—কাওয়ালী ।

কে জানে প্রেম কি রহন,
 কেন দেখে শশী, উথলে সরসী-
 কুমুদিনী হাসে অনুরক্ত-
 তপন সন্তাপে পদ্মিনী
 পদ্মিনী সে ভাবে হয় প্রফুরিত
 জলন্ত দহনে পতঙ্গ পড়িছে,
 কে জানে কি ভাবে সে কেমন ! ৭৮ ॥

গৌরী - দাদরা ।

প্রেম যদি সই শিথিতে হয়, মানুষের কাছে নয় :—
সাজের রবি প্রেমের ছবি, প্রেমের আলো আকাশময় :
ঐ রবি সই প্রেমের খেলা, খেলচে কেমন সাজের বেলা,
আধেক আধার আধেক আলা, কমল বালা চেয়ে রয় :
দূরে ছজন—তবুও প্রাণে প্রেমের তুফান বয় ॥ ৭১ ॥

পিলু বারোয়া—দাদরা ।

প্রেমের এই মানা, না হলে প্রেমতো রবে না,
পিয়া বিনে কারুর পানে চাইতে পাবে না ।
প্রেমে সদাই অভিমান, প্রেম চায় যোল আনা প্রাণ,
(সয়না কথার টান)
প্রেম সফ স্তোয় বাধাবাধি, বাতাসের তো ভর হবে না ॥ ৮০ ॥

ভৈরবী —আড়াঠেকা ।

ভাবের ভাবনা জলে, স্বাপ দিয়ে কতুহলে,
প্রেমমণি নিতে তুলে, আসিয়াছি প্রেমময় !
প্রেমের দুয়ারে বসি, প্রেম পাই দিবানিশি,
গলায় প্রেমের ফাসি সাধে পরি প্রেমালয় ।
নাথ হে, প্রেমের গতি, শিখাও প্রেমের রীতি,
তোমার প্রেমের প্রতি, মন আঁধি চেয়ে রয় ॥ ৮১ ॥

বারোয়া—ঠুংরি ।

পীরিতি পরম রতন ।

বিরহে পারে কি কতু হরিতে সেধন ।
কমলে কণ্টক থাকে, তবু ভাল বাসে লোকে,
কে তাহে বিচ্ছেদ দেখে প্রেম আকিঞ্চন ।
মিলন বিচ্ছেদ পরে, বিগুণ স্থখের তরে,
মথি আমানিশান্তরে, শশীর শোভন ॥ ৮২ ॥

ধামাজ—মধ্যমান ।

দেখ ভুল না রে এ দাসীরে,
এই অনুরাগ যেন, থাকে চিরদিন তরে ।
তোমা বিনে অস্ত্র আর, কি ধন আছে আমার,
প্রাণে মরি, ও বদন ক্ষণে না হেরিলে পরে ।
কুল-শীল লাজ-ভয়, পরিহারি সমুদয়,
সঁপেছি জনমের মত, প্রাণ মন তব করে ॥ ৮৩ ॥

ধামাজ—কাওয়ালী ।

অগ্ননাথ এমন কথা আমারে বল না,
যভাবে অবলা জাতি নাহি জানি ছলনা ।
তুমি মোর প্রাণপতি, তোমা বিনে নাহি গতি,
যথা সূর্য্যামুখী সতী, রমি বিনে বাঁচেনা ।
অলি দেখি সরোজিনী, সদা হয় প্রমোদিনী,
নিদয়া বলিয়ে মোরে বুঝা কর প্রভাবনা ॥ ৮৪ ॥

ঝিকিট—আড়খেমুটা ।

এ চাঁদ মুখের হানি নিয়ে, ফুলের কুড়ির কাছে বাহি ।
কচি ঠোটে মাগিষে দিবো, ফুটেবে কুড়ি দেখবো তাই ।
জ্যোতির্ময়ীর জ্যোতি নিয়ে,
ফুল বাগানে জ্যোতির খেলা খেলবো স্থখে আয় না ভাই ॥ ৮৫ ॥

ভৈরবী—একতাল ।

দেখব যদি রাখতে পারি গোপনে !
অধরে আদর হেরে করব আদর যতনে ॥
নীরবে প্রেমের থেলা, নীরবে দিব মালা,
নীরবে হেরব শশী, বসে নীরবগগনে ॥
নীরবে হেরব বধু, নীরবে ফুল ঢালবে নধু,
প্রাণে প্রাণে বাজবে বীণে, নীরব কুসুমকাননে ॥ ৮৬ ॥

পিলু—কাওয়ালী ।

হা কে বলে দেবে সে ভালবাসে কি মোরে ।
কভু বা সে হেসে চায়, কভু মুখ ফিরায়ে লয়
কভু বা সে লাজে সারা, কভু বা বিবাদনয়ী,
যাব কি কাছে তার শুধাব চরণ ধোরে ॥ ৮৭ ॥

বেহাগ—কাওয়ালী ।

কে চিনিবে রে ! প্রেম-ধনে । প্রকৃতি পুরুষ ভাবে বিহরে ভুবনে ।
কিবা রূপ অপরূপ, বুঝি বা আপনি রূপ,
মরিল যুগলরূপ, লীলার কারণে ।
কি কব তাহার শোভা, মুনিজন-মনোলোভা,
অনুরূপ কোথা পাবে ভেবে দেখ মনে ।
নিশিথিনী সুধাকর, সৌদামিনী জলধর,
কিছু তুলা হতে পারে থাকিয়ে গগনে ।
সে ভাব যাহার সার, অভাব কি তার আর,
সেই নিধি থাকে যার হৃদয়-ভবনে ॥ ৮৮ ॥

গোৱী—চিমা তেতাল ।

কে তুমি হে কাননে, বংশীধারী মনোহারী বসিয়ে গিরি নির্জনে ?
মোহন মুরশীতানে মধুর স্বশ্বরগানে যুগল শব্দসকানে
বিধিলে কুরহুই জনে ।
শুনিয়ে চিতচমকে আশা দামিনীনলকে পুলকে প্রতিপলকে
আপনা পানরি মনে ॥ ৮৯ ॥

সিন্ধু—মধ্যমান ।

তুমি যদি ভালবাস প্রাণ আমায় মনেতে,
তবে কি বিচ্ছেদ হয় এ জীবন থাকিতে ?
বাদী যদি হয় পরে, পরে কি করিতে পারে,
ভানু থাকে লক্ষ্যান্তরে, কমলিনী জলেতে ॥ ৯০ ॥

যোগিয়া—যৎ ।

ভালবাসিলে ভালবাসা কি হয় ?

চাঁদ হইলে উদয় চাঁদ ধরা দেবার নয় ॥

দেখ চাঁদের ভালবাসা আছে, ধরাদেয় চকোরের কাছে,

সুখদানে সুখে রাখে মন ;

মন যদি ঐকা থাকে প্রেম ঘটে চোকে চোকে,

নয়নের কোণে প্রেম লুকাইয়ে রয় ॥ ১১ ॥

সিন্ধু খানসাজ—আড়াঠেকা ।

কি করে লোকেরি কথায় ;

সেই মন প্রাণধন, মন যারে চায় ।

উপজিলে প্রেমনিধি, না মানে নিষেধ বিধি,

মন প্রাণ নিরবধি, তারি গুণ গায় ॥ ১২ ॥

ঝিঝিট—আড়াঠেকা ।

আমার নয়ন জয়ে হেরি যশি তারে,

মমাদিক সুখী হতে অবশ্য সে পারে ।

সবে বলে নহে ভাল, সেই সে আমার ভাল,

সে মুগ্ধশশী হেরিলে, হুথ যায় দূরে ॥ ১৩ ॥

খানসাজ—কাওয়ালী ।

কত ভালবাসি সেই প্রাণেরি ধনে ।

যেজন মনে মনে কাড়ি নিল মম মনে ।

দেখিছে সদা অন্তর, সেইরূপ মনোহর,

ভাতিছে সদা অন্তর, তাহারি সেই কারণে ।

প্রাণেরি অধিক প্রাণ, সেধন আমারি প্রাণ,

ধন, জন, মন, প্রাণ, সকলি সেই কারণে ॥ ১৪ ॥

কল্যাণ—জলদ তেতালা ।

আমি কি কখন তারে অন্তরে রাখিতে পারি ।

তিলেক অন্তরে যার ধৈর্য ধরিতে নারি ।

জয়েছি যে প্রেমধার, কেমনে শুধিব আর,

সে আমার আমি তার, প্রাণান্তে হবো তাহারি ॥ ১৫ ॥

ঝিকিট থাম্বাজ—কাওয়ালী ।

ভুলিতে কি পারি তব বিনল মুখকমল ।

দিবাকর সরোজিনী অন্তর কবে তা বল ।

ভিন্ন মেহ এক প্রাণ তুমি জন্ম আমি মীন.

বারি বিনে চাতকের কি আছে বল সম্বল ॥ ১৬ ॥

বেহাগ—আড়াঠেকা ।

কেনই বা ভুলিব তোমায়, কে ভুলে হৃদয় ধনে ?

শূন্য হৃদয় লয়ে কি সুখে বাঁচিব প্রাণে ?

আশাতে নিরাশাবলে, তোমারে কি যাব ভুলে,

সে তো নয়রে ভালবাসা সুখ-আশা সংজোপনে ।

রাখিব না সুখ-আশা, চাহিব না ভালবাসা,

ভালবেসেই ভাল রব মনে মনে ।

প্রেমের প্রতিমা থানি, দলিত হৃদয়ে আনি,

জীবন-অঞ্জলি দিবে পূজিব অতি যতনে ॥ ১৭ ॥

সুরট থাম্বাজ—কাওয়ালী ।

‘ কেন যোগী বেশে ভ্রম এ বিজন কাননে. ’

না জানি কোন্ অভাগিনী, কাদে তোমা বিহনে !

কেন ধরিয়াছ ধনু, ভ্রান্ত্রে কুশ-ধনু,

কটাক্ষ কুশল-শরে, কেবা স্থির ভুবনে ;

অধরে সুধার রাশি, রেখেছ কি গোপনে ?

অমর নগরবাসী, তব প্রেম অভিলাবী,

চল হে হৃদয়ে ধরে লয়ে যাই যতনে ॥

নন্দন-কানন মাঝে, সুরগণ সদনে ॥ ১৮ ॥

গৌরনারং—তেতালী ।

আর কেন বাকুল প্রাণনাথ ? যাই যাই যাই তব পাশে এখনই

তব আকর্ষণে আজি, প্রাণনাথ, সব বন্ধন ছেদন হল ॥ ১৯ ॥

সিন্ধু—একতাল ।

কেন কি ভাবে এ ভাবে সখা আজ হে উদয় ।

রসহীন কেন প্রাণ মনস্থির নয় !

বিধুমুখের মধুর হাসি, দেখিতে যে ভালবাসি,

রাহগন্ত যেন শশী আছে মেঘাশ্রয় ॥ ১০০ ॥

আগে তোমায় দেখলে সখা, হোতো পরম আশ্লাদ ।

এখন তোমায় দেখলে ঘটে, হরিষে বিষাদ ॥

এসো বসো বলা হলো দায় ।

কি জানি কে গিয়ে সখা, বোলে দেবে তায় ॥

সে তোমাকে, আমার পাকে করিবে লাঞ্ছনা ॥ ১০১ ॥

থান্ডাজ—মধ্যমান ।

যাবে যদি কবে আসিবে বলে যাও ।

চাতুরী না করো নাথ, এ অভাগীর মাথা খাও ॥

তুমি যাবে বেশান্তরে, একাকিনী রেখে ঘরে,

বল দেখি প্রাণনাথ, কার কাছে রেখে যাও ॥ ১০২ ॥

বেহাগ—একতাল ।

শুধু যাওয়া আসা, শুধু শ্রোতে ভাসা ।

শুধু আলো আধারে কঁদা হাসা ॥

শুধু দেখা পাওয়া শুধু খুয়ে যাওয়া,

শুধু দূরে যেতে যেতে কঁদে চাওয়া,

শুধু নব হুরাশায় আগে চলে যায়

পিছে ফেলে যায় মিছে আশা ।

নশেষ বাসনা লয়ে ভাঙ্গা বল, প্রাণপণে কাজে পায় ভাঙ্গা ফল,

প্রাণতরী ধরে ভাসে পারাবারে, ভাব কঁদে মরে ভাঙ্গা ভাষা ।

হৃদয়ে হৃদয়ে আধ পরিচয়, আধখানি কথা সাজ নাহি হয়,

জ ভয়ে ত্রাসে, আধ বিশ্বাসে, শুধু আধখানি ভালবাসা ॥ ১০৩ ॥

সিকু - মধ্যমান।

এবার মিলন হলে তারি মনে, সহি কখন বিচ্ছেদ আর করিব না জে
অমুকুল হয়ে বিধি, যদি দেয় সে গুণনিধি,
মন-সুতা দিয়ে বাধি, অতি যতনে।
মনে মন মিলাইয়া, রাখিব তায় ভুলাইয়া,
অন্ত স্থানে যেতে তারে নাহি দিব প্রাণপণে ॥ ১০৪ ॥

ললিত ভৈরবী - একতারা।

কি আর গাইব, কারে বা শুনাব, প্রাণভরা ভালবাসা ?
সুরভরাবীণা গসিয়ে পড়িল,
হৃদয়ে লুকাল আশা।
থাক থাক বীণে ! নীরব হইয়ে আনিও নীরব এবে ;
মরমের তার গিয়েছে ছিড়িয়ে কে আর বাধিয়ে দিবে ?
মনেই রহিল মনের বাসনা
মুখে না ফুটিল ভাষা ;
সুরভরা বীণা সহিত ভাঙ্গিল বুকভরা ভালবাসা।
প্রাণের কোকিল ! আর কি গাইবি আমার গানের তানে ?
সাধের হাসনি আর কি হাসিবি প্রাণ মিলাইয়ে প্রাণে ?
না ফুটিতে ফুল, থমিল মুকুল, নিশা'ল ছবি'র ছায়া ;
কে হেন নিঠুর একাজ করিল, নাই কিরে দয়ামায়া ॥ ১০৫ ॥

মাঝ - কাওয়ালী।

এস এস প্রাণধন করিব যতন ! রাখিব হৃদয়ে তোমায় করি হৃদিধন
যতনে প্রসূন তুলে, গেথে মালা দিব গলে,
আমোদে উভয়ে নিলে, রব অনুরূপ ;
উড়িয়ে গগনে মোরা, করিব প্রণয়-ক্রীড়া,
ভাসিব সাগরে সুখে, উল্লাসে কখন।
প্রণয় সাগর মাঝে, কত যে তরঙ্গ আছে,
একে একে সব মোরা করিব গণন ॥ ১০৬ ॥

ঝিকিট—কাওয়ালী ।

টমিতো সজনি জানি এই, যে ভালবাসে ভালবাসি তায় ।

যেরি সনে করে প্রণয়, পরের লাগিয়ে প্রাণে মরি গিয়ে.

পর যদি আপনারি হয় ।

আমারে যেছন করয়ে গমতা, সরলতা ব্যাভারেতে সই ।

রি কেমন স্বভাব গো সখি । বিনা মূলে তার দাসী হই ॥ ১০৭ ॥

সুরট মল্লার—আড়া ।

ছুরাশী এ মন তব আকিঞ্চন বৃথা হয় ।

দেব-সুছল ভ যাহা, অধমে তা কোথা পায় ॥

রূপবতী সুশিক্ষিতা, নুর্ভিমতী সরলতা,

সর্বগুণে বিভূষিতা, কেমনে পাশরি তায় ॥ ১০৮ ॥

বেহাগ—যৎ ।

কি আনার অযতনের ধন, মনপ্রাণ যার লাগি সদা উচাটন;

তাহার মধুর হাসি, ভাবি মনে দিবা নিশি,

দে আনার পূর্ণিমার শশী—সে বিনে আধার ভুবন ॥ ১০৯ ॥

পিলু—ঝাপতাল ।

ভাল যদি বাস সখি কি দিব গো আর —

আনারি হৃদয় সখি দিব উপহার ।

এত ভালবাসা সখি, কোন হৃদে বল দেখি,

কোন হৃদে ফুটে এত ভাবের কুসুম ভার ? ১১০ ॥

ভৈরবী—টিমে তেতালা ।

পাব সে দিন কবে, হেরিব তারে ।

নয়ন সফল হবে ভাসিব সুখসাগরে ॥

সে রূপ মাধুরি যবে, নয়ন গোচরে রবে

মন প্রাণ জুড়াইবে, সব হুঃখ দূরে যাবে ॥ ১১১ ॥

স্মরট মোল্লার—কাওয়ালী ।

তোমা বিনা প্রাণ আমার বল আর, কেবা আছে ।

সদা এই ভয় হয় তুমি পর ভাব পাছে ॥

তোমারে করেছি সার, মন কেহ নাহি আর ।

দেহ প্রাণ যে আমার সকলি তোমার কাছে ॥ ১১২ ॥

মালকোষ বাহার—কাওয়ালী ।

প্রাণে প্রাণে ভালবাসি তারে ।

কোথা রবে ? দেখা দেবে ভালবেসে সে আমারে ।

কাদে প্রাণ তারি তরে, সে ত তা বুঝে অন্তরে,

জেন শুনে কোমল প্রাণে, বেদনা সে দিতে কায়ে ॥ ১১৩ ॥

ভৈরবী—যৎ ।

সখা গো, মুছিতে ব'লোনা আখি-জল ।

কি আর আমার আছে, এ আছে কেবল !

বা ছিল সে গেছে নিঃশ, সুধু এটি গেছে ফেলে দিয়ে,

বুঝি ভেবেহিলাম—এটি থাক জীবন সহল" ॥ ১১৪ ॥

বিষ-বৃক্ষের দেবেন্দ্রের—গীত ।

গুরে তারে যে বড় ভালবাসি ।

শুধু চোখের দেখা দেখে প্রাণে ভালবেসে আসি ॥

না চাহিলে চেয়ে থাকি, সদা চোখে চোখে রাখি ,

আখির মিলনে ক্ষণে বাসনা-সাগরে ভাসি ॥ ১১৫ ॥

লয়লা-মজনু ।

আরে অয়লা হামারি, হামারি লয়লা ।

আরে নয়না হামারি হো গিয়া ময়লা ॥

হো হো লয়লা মুঝকো ময়লা কর্ দিয়া ;

(আরে) ম্যাঞ বাউরা হয় জী বাউরা হয় ॥ ১১৬ ॥

আমোদ—প্রমোদ ।

তুমি যার তাঁরি থাক, আমার আশায় নিতে দাও ।
 চিনিয়া দিছি চিনে নিছি সখা আমি নিই তুমি নাও ॥
 তোমরা ফুটে থাক ছুটী ফুল,
 আমরা দেখে শিখে সাধে ফুটে উঠি ছুটি নবীন মুকুল ।
 আমি আমার পানে চাই, তুমি তোমার পানে চও ॥ ১১৭ ॥

লয়লা-মজনু ।

লয়লা কি খেলা এ যে নতুন খেলা ।
 নাইকো ছেলে খেলা এখন প্রেমে এলা ॥
 উঠলো সই মৌবন ফুটে, ভাল লাগে কি ছুটোছুটি,
 নিরিবিবি বসে ছুটি ধরে ছুটির গলা ।
 পাঠশালার পাঠ সাক্ষ হ'ল দেখসে প্রেমের মেলা ॥ ১১৮ ॥

পিলু জজ—মল্লার যৎ ।

সেই ভাল যে চাহে যারে ।

আমিত ব্যথার বাথী ব্যথা ত দেব না তারে ॥
 ভাববেসে হেসে হেসে, সে পাশে বসিয়ে এসে,
 ত ভালবাসে সে দূরে বসে দেখে হাসি ভানিব নয়ন ধারে ॥ ১১৯ ॥

নট মল্লার—একতলা ।

যেখানে যায় বাহি সাথে সাথে ;
 ফিরে নাচায় বারেক দেখি কাঁদি বসে তফাতে ॥
 যদি জানতে পারি কোন পথে যাবে,
 আগেই গিয়ে জল রেখে দি এলেইতো পাবে,
 কল রেখেদি ভিক্ষে করে যাতে খেতে কিছু পায় পথে ॥
 জানিরে মন পরবে না বাধন
 সাধি কি কার বুক রাখে এ পুরুষ রতন,
 কোন পথে হায় চলে যাবে একবার যদি এ মাতে ॥ ১২০ ॥

ধাম্বাজ মধ্যমান ।

কে বলে ভালবাসা ভাল ।

না বুঝে বাসিয়ে ভাল প্রাণ দহিল ।

আর ভাল বাসিব না, মনেরে করিব মানা,
ভালবাসা কি লাঞ্ছনা, বিষ্মৃতি না ঘাটল ॥ ১২১

ঝিকিট—কাওয়ালী ।

তারে ভুলিব কেমনে ?

দিবানিশি সেই রূপ জাগিছে মনে ।

হার লোকলাজ ভয় কিম্বা গুরু গঞ্জনায়,
কেমনে ছাড়িব হায় ! আমার সেই প্রাণধ্বনে ।

সে মোহন সুধা হাসি, আমি বড় ভালবাসি,
তাই দেখিবারে আসি, নিবারণ কেবা শুনে ॥ ১২২ ॥

বেহাগ—আড়া ।

তোমাদের ভালবাসি,

পরাণে লাগিলে বাথা তোমাদেরি কাছে আসি ।

আকুল পরাণ লয়ে, তোমাদের মুখ চাই

তাকালে মেহের চোকে মরমে গলিয়া যাই ।

শত বাথা ভুলে গিয়ে, সুখ পানে থাকি চেয়ে,
জন্ম জন্ম দুখে পেয়ে, চাহি ওই মেহরাশি ॥ ১২৩ ॥

মিশ্র সিন্ধু—একতারা ।

ঐ বুঝি বাশী বাজে ! বনমাঝে, কি মন মাঝে ?

বসন্ত বায় বহিছে কোথায়, কোথায় ফুটেছে ফুল !

বলগো সজনি, এ সুখ রজনী, কোন্ থানে উদিয়াছে ।

বন মাঝে কি মন মাঝে !

বাবে কি যাবনা মিছে এ ভাবনা মিছে মরি লোকলাজে ।

কে জানে কোথা সে বিরহ হতাশে ফিরে অভিসার-সাজে,

বন মাঝে কি মন মাঝে ॥ ১২৪

মিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান ।

অমর করেছ আগে প্রেম সুখাদানে,
এখন কি বধিতে পার বিচ্ছেদের বাণে ।
পান করে যে প্রেমামৃত, তার কি আছেয়ে মৃত,
রহে কেতু চ্ছিন্নামৃত বৈচে আছে প্রাণে প্রাণে ॥ ১২৫ ॥

জয়জয়ন্তী—তিওট ।

তাহারে রাখিব কেমনে, সদা নয়নে নয়নে ।
পলকের অবসরে মনোহর মনে মনে ॥
যদি পারি ধরিবারে, রাখি হৃদি কারাগারে,
বাধিয়া প্রেমের ওণে, মনোজ শর শাসনে ॥ ১২৬ ॥

কালোড়া—জসদ্ তেতাল ।

পীরিতি কলঙ্ক জানি তবু প্রেম ভালবাসি ।
বিরহ-শশাঙ্ক হীনে, কভু নাহি অভিলাষী ॥
পীরিতি পঙ্কজ প্রায়, পঙ্কে জন্মে জেনে তায়,
কৈবা করে অনাদর, করে হীন সহবাসী ॥
বিচ্ছেদ সম গরল, কালকূট হলাহল,
রহাকর জাত বলে, কে হয় তার প্রয়াসী ॥
তেমতি প্রেম বিচ্ছেদ, বুঝে ঠেথ ভেদাভেদ,
বাস প্রেম পরিচ্ছেদ, কলঙ্ক সাগরে ভাসি ॥ ১২৭ ॥

বেহাগ—ধেম্‌টা ।

হে প্রিয়ে কি দিয়ে তুষিব তব মন
প্রাণের অধিক প্রাণ, বস কি আছে মন
হেন প্রাণ তব হান, অগ্রে করে
কি আছে তার সমান ওরে প্রাণময়িক

মিশ্র সিক্কু—একতালা ।

কি হল আমার ? বুঝি বা সখি হৃদয় আমার হারিয়েছি ।
 পথের মাঝেতে খেলাতে গিয়ে হৃদয়ে আমার হারিয়েছি ?
 প্রভাত কিরণে সকাল বেলাতে, মন লয়ে সখি গেছি তু খেলাতে,
 মন কুড়াইতে, মন ছড়াইতে, মনের মাঝারে খেলি বেড়াইতে,
 মন-কুল দলি চলি বেড়াইতে,
 সহসা সজনি চেতনা পেয়ে,
 সহসা সজনি দেখিছু চেয়ে,

রাশি রাশি ভাঙ্গা হৃদয় মাঝারে, হৃদয় আমার হারিয়েছি !
 যদি কেহ, সখি, দলিয়া যায়, তারপর দিয়া চলিয়া যায় !
 শুকায়ে পড়িবে ছিড়িয়া পড়িবে, দলগুলি তার ঝরিয়া পড়িবে,
 যদি কেহ সখি দলিয়া যায় !

আমার কুসুম-কোমল হৃদয়, কখনো সহেনি রবির কর,
 আমার মনের কামিনী—পাপড়ি, সহেনি ভ্রমর চরণ ভর,
 চিরদিন সখি হাসিত খেলিত, জোছনা আলোকে নয়ন মেলিত
 সহসা আজ সে হৃদয় আমার কোথায় সজনি হারিয়েছি ॥ ১২৯ ॥

বঙ্গবিজ্ঞেতা দেবদাসীগণের গীত ।

টান পোড়েছে আর কি থাকে প্রাণ ।
 বিকিয়ে গেছি যার পায়ে তার প্রাণ দিয়েছে টান ॥
 বিনিসুতোর বাঁধন বড় দায়, বাঁধন খুললে গোলা যায়,
 সহজে আর বাধা না যায়,—
 বাধন খুলবোও না বাধবোও না রাখলো টানে টান ॥ ১৩০ ॥

তুলসী—দীপা ।

ফুটেছে মূলটি সাধের রেখেছি সজ্ঞাপনে,
 পবনায় আছে মানা আসেনি সুবাস হরণে ॥
 মনের সাধ মনে আছে, জানিহি কারো কাছে,
 পেয়েছি মনের মতন মন্থণ ধন এত দিনে,—
 প্রাণ খুলে প্রাণ ফুল দিতে তাই সাধ করেছি শ্রীচরণে ॥ ১৩১ ॥

বেহাগ—খেম্টা ।

সখি, সে কোথায়, তাঁরে ডেকে নিয়ে আয়
দাড়াব ঘিরে তারে তরু তলায় ॥

আজি এ মধুর সাজে, কাননে ফুলের মাঝে,
হেসে হেসে বেড়াবে সে দেখিব তায় ।

আকাশে তারা ফুটেছে, দখিনে বাতাস ছুটেছে,
পাখিটি ঘুমঘোরে গেয়ে উঠেছে ।

আয়লো আনন্দময়ি, মধুর বসন্ত লয়ে ;
লাবণ্য ফুটাবি লো তরু-লতায় ॥ ১৩২ ॥

মিশ্র মোল্লার—একতাল ।

দাসে তবে কেন যেতে চায় ? দেখা দিয়ে তবে কেন গো লুকায় ?
জেগে থাকে ফুল, হৃদয় আকুল, বাণ বলে এসে ভেসে যাই,
ধরে রাখ, ধরে রাখ, সুখ পাখী ফাকি দিয়ে উড়ে যায় ॥
ধকের বেশে, সুখ নিশি এসে, বলে হেসে হেসে, মিশে যাই ।
হগে থাক, জেগে থাক, বরষের সাধ নিমিষে মিলায় ॥ ১৩৩ ॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা ।

সরল অন্তরে বল কারে তুমি ভালবাস :

সুধাইলে বিধুমুখী মুচকি মুচকি হাস ॥

বহু দিন দে- নাই, মনেতে সন্দেহ তাই,

শুধি কোন পুরুষের মনে মনে ভালবাস ॥ ১৩৪ ॥

কপালকুণ্ডলায় মেহেরউন্নিসার—গীত ।

নবাসা ভুলি কেমনে । ভাল বোলে ভালবাসি অতি যতনে ॥

বাসিতে শিখেছি ভাল, ভাল সদা বাসি ভাল,

ভালবেসে থাকি ভাল, বিভোল মনে ॥ ১৩৫ ॥

সঙ্গীত-কোষ ।

মুলতান—কাওয়ালী ।

আগে ভালবাসা জানাইলে প্রিয়ে বলে,
শেষে ছলনা করিয়ে আমার মন নিলে ।

প্রথম মিলন কালে, করিলে যতন,
শেষে অকুল পাথারে আমার ভাসাইলে ॥ ১৪৪ ॥

পাহাড়ী পিলু—খেমটা ।

না জানি সাধের প্রাণে, কোন্ প্রাণে প্রাণ পরায় ফাঁসি ;
আমি ত প্রাণ দেব না প্রাণ নেবো না, আপন প্রাণে ভালবাসি ।
চপলা করে খেলা ধ'রে গলা, বেড়াই সদাই অভিলাষী ;
অরা তুলে প'রবো চুলে, ক'রবো চুরি চাঁদের ফাঁসি ॥ ১৪৫ ॥

কালান্ডা—খেমটা ।

যদি বুক ফেটে যায় প্রাণ সজনি,

তবু মুখ ফুটে বোলবো না ।

ইসারাতে জানিয়ে যাবো,

রসিক হয়তো যাবে জানা ।

নাগরে কামনা ক'রে, এবার পুরুষ হব ন'রে,
সকল দুঃখ যাবে দূরে, মনের বেদনা ॥ ১৪৬ ॥

অহা কানোড়া—পোস্তা ।

বলে ফুল ছলে ছলে তুলে দেলো 'বধুর গলে,
সোহাগ আর ক'র'বি কবে যাবে মধু বাসি হ'লে ?
ফুটেছি আনন্দ ভরে, তুলে নে যা আদর ক'রে,
তোলনা আর পাবেনা বলে কুসুম হেসে ঢ'লে ॥ ১৪৭ ॥

সিকু—মধ্যমান ।

পরের কথায় কে কোথায় প্রেম তাজেছে,
যে জন নজেছে, দুঃখ পেয়েছে, সুখ জেনেছে ।
সকলে বড় ভাতে, অন্তের হলে সবাই তাতে,
যেয় না যেন তাতে তাতে, কে না প্রেমে কেনা আছে ? ১৪৮ ॥

ঝিঁঝিট—আড়খেমটা ।

জ্ঞান দিবেছি আমি দেখে শুনে,
আমি চোর দায়ে পড়েছি ধরা, প্রেম করে তোমার সনে ।
যায় নদীকূলে বাস, তার ভাবনা বারমাস,
হয় তো ভাল নয় তো মন্দ, নয়তো সর্বনাশ,
আর প্রেম করবো না তোমার সনে ॥ ১৪৯ ॥

সিকু—মধ্যমান ।

আমি কি প্রিয়ে তোমারে ভুলিতে পারি,
যেখানে সেখানে থাকি, অনুগত তোমারি ।
শুন প্রিয়ে তোমারে কই, তোমা ছাড়া কারো নই,
কথায় কথায় প্রাণেশ্বরি; করোনা বদনভারি ॥ ১৫০ ॥

কালোড়া—কাওয়ালী ।

মেঘ দরশনে হার চাতকিনী যায় রে,
সঙ্গে যাবি কে কে তোরা, আয় আয় আয়রে ।
মেঘেতে বিজলী হাসি, আমি বড় ভালবাসি,
যে যাবি সে যাবি তোরা, গিরিজায়া যায় রে ॥ ১৫১ ॥

ঝিঁঝিট—এক হালা ।

আমার যাবার সময় হল আশ্রয় রাখিস না ধরে,
চোকের জলের বাঁধন দিয়ে, বাঁধিস নে আর মায়া ডোরে ।
ফুরিয়েছে জীবনের ছুটি, ফিরিয়ে নে তোর নয়ন ছুটি,
বান ধরে আর ডাকসুনে ভাই, যেতে হবে ডরা করে ॥ ১৫২ ॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী ।

সে কি আমার আতনের ধন,
মন প্রাণ সুশীতল করে যেই জন ।
তবে যে অপ্রিয় বলি, যখন জ্বালাতে জ্বলি,
নতুবা তারি সকলি, প্রেমের কারণ ॥ ১৫৩ ॥

কীর্তন—তুরুশুর ।

সিঙ্গুকুলে রই, নূতন তরি বই,

পারে তোরা কে যাইবি গো ।

নূতন ডিঙ্গায় নূতন মাঝি পারে তোরা কে যাইবি গো,

দান দিবে যেই, পার হবে সেই,

দান দিয়ে কে যাইবি গো ।

ওই দেখ বয়, মধুর মলয়,

এই বেলা কে যাইবি গো ।

তুলে দিব পাল, না ছাড়িব হাল,

সুখের পারে কে যাইবি গো ।

যদি পথিক পাই, কূল তাছে যাই,

অকূলমাঝে কে যাইবি গো ।

পাইলে তুফান আগে দিব প্রাণ,

আমার সাধে কে যাইবি গো ॥ ১৫৪ ॥

বেহাগ—আড়াঠেকা ।

প্রেম পাব বলে লোকে নানা কাজ মদা করে,

প্রাপ্ত নরুর মাঝে, পাওয়া যায় কি সরোবরে ।

দূর থেকে বোধ হয়, যেন সব পদ্মময়,

ম শর হইবে প্রাণ, নিকটে যাইলে পরে

চল চল হয়ে লীলা, নয়নে লহরী খেলা,

অবশে হঠাৎ হাসি, গলে যায় মন,—

অত কি মলিতে হয় ? যাঁ ভেবেছ তাতো নয়,

করাল ভুজঙ্গ ও যে নাচিতেছে ফণা ধরে ॥ ১৫৫ ॥

কীর্তন শুর ।

বাট বাট তট মাঠ ঝিরি, কিরিনু বড় দেশ,

কাহা মেরা কান্তবরণ, কাহা রাজবেশ ।

হিমাপর গোপিনী পঙ্কজ, কৈনু বতন ভারি,

কাহা গেল পঙ্কজ সহ, কাহা মুণাল হানারি ॥ ১৫৬ ॥

মূলতান—আড়াঠেকা ।

অশ্রুধরে তারি, হব আমি ব্রহ্মচারী
মন চোরে ধরিবারে দেখি পারি কিনা পারি ।
প্রেমের যোগিনী হ'ব, প্রেম তীর্থে তপে রব,
প্রেমসীর নাম ল'ব, প্রেম বাঘহাল পরি ।
প্রেম ছাই গারে মা'ব, প্রেমসিকি ঘুটে খাব,
প্রেমধামে বেড়াইব, প্রেম দণ্ড হাতে ধরি ।
প্রেম কমলু নিব, প্রেম মালা গলে দিব,
প্রেম বলি গাল বাজাব, প্রেম পীতধড়া পরি ॥ ১৫৭ ॥

ঝিকিট—কাওয়ালী ।

এক বাঁধনে বাঁধা আছি, এমি আমার মনে লাগে,
মন শুনে আনার মনে, রূপস গো তার কেন জাগে ।
হইবো তারে খুজে খুজে, রাবো সাধে মরন নাখে,
হুঁবো তারে, ভরবো তারে, মরবো তারি অতুরাগে ॥ ১৫৮ ॥

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান ।

ভুগ হলো বলে কি প্রেম আজিও,
ভুখে ভুগ বোধ করে সদা তারে ভুদিব ।
না থাকে তাহার মন, না করিব আলাপন,
তবু সে টানবদন বিরলেতে হেরিব ॥ ১৫৯ ॥

খট মিশ্র—ভরবদ্বন্দ্ব.

বিরহ বরং ভাল এক রকমে কেটে যায় ।
প্রেম তরঙ্গে রঙ্গ নানা ক'ন হাসায় কখন কাদায় ।
এই পায়ের ধরি,
এই মুখ দেখে প্রাণ উঠে ফলে, বাহ থেকে সরি—
আবার না দেখে তার তপনি মরি,—
হায় রে হায় বলিহারি, নাচিয়ে বেড়ায় পারি পায় ॥ ১৬০ ॥

ভৈরবী—রাঁপতাল ।

কেমনে যাতনা প্রাণে সহিবে ললনা হায়,
কেমনে কুসুমকলি নীরবে শুকায়ে যায় !
দুরন্ত কৃতান্ত করে, একান্ত প্রাণান্ত করে,
ছিড়িয়াছে পাতাগুলি, বৃন্তটী ছেদিতে চায় ॥ ১৬১ ॥

ইমন কলাণ—টিমেতেতাল ।

প্রণয় যে জানে সে কেন করে না,
সে বিনে আমারই মনে আর তো ধরে না ।
অঁখিতে পরখিতে পারে যেই জন,
তারি তরে মন নিতে সদা আকিঞ্চন !
যতন করিয়ে তারে পাই যাতনা ॥ ১৬২ ॥

সিন্ধু—আড়খেমটা ।

না হলে বিচ্ছেদ-দুখ প্রণয়ে কি সুখোদয় ।
সোহাগা স বোণে সহি সুবর্ণ উজ্জল হয় ।
গুন ওলো গুণবতী, দুঃখিত হওনা অতি,
প্রণয়ের এই গতি, সুখ দুঃখ সবে কর ॥ ১৬৩ ॥

কালান্ধা—থেনটা ।

আয় লো সজনি তোরা কে নাচিবি আয় লো,
মন সাধে প্রেম সাধ কে মিটাবি আয় লো
গগনে হাসিছে শশী, ফুল হাসে মৃদুবাসি,
চকল তটিনী-হাসি কে দেখিবি আয় লো ।
গগনে উধাও হায়, মৃদুল পবন বায়,
অকল সূচক চাঁদে কে বাঁধিবি আয় লো ॥ ১৬৪ ॥

পাহাড়ী—পিলু—থেনটা ।

ছি ছি ছি ভালবেসে আপন বশে কে রয়েছে ?
সাধে বাদ আপনি সেধে কেঁদে কেঁদে দিন রয়েছে ।
বেচে প্রাণ ধারে বেচে, কে কবে দাম পেয়েছে ?
দিন গিয়েছে, প্রাণ রয়েছে, সাধের খেলা কাল হয়েছে ॥ ১৬৫ ॥

লুম থাম্বাজ—থেমটা ।

ফুল তুলি আয় লো সজনি, সাজবো মনের সাথে
 দেখবো কেমন প্রেমিক অলি কাঁদে কি না কাঁদে ।
 কুসুমেরি মালা গাঁথা, একলা কেন পরবে লতা,
 তুলবো রতন কুসুম ভূষণ ধরবো রসিক চাঁদে ।
 ধরবে মোহিনী ছবি, সাজবো লো আজ বনদেবী
 রাখবো খোঁপাতে বেঁধে মদনেরি ফাঁদে ॥ ১৬৬ ॥

পিলু থাম্বাজ—ভরতঙ্গা ।

মুচ্চিকি হেসে চাঁদের হাসি চল্লো চাঁদবদনি,
 চাঁদের করে সুর মিলিয়ে, তোলা লো সই স্তান থানি ।
 রঙ্গন ফুলের রঙিন হাসি, দেখ'বি যদি আয়লো ধনি,
 ঝারে গেছে পাঁপড়িগুলি, যেন ভাঙা রাজা চুনি ॥ ১৬৭ ॥

থাম্বাজ—কাগ্মারি থেমটা,

আয় লো অলি, কুসুম তুলি, ভরিয়ে ডালা,
 করে যতন, চারুচিকণ, গাঁথবো লো মালা :
 দিব সজনি সখীর গলে প্রাণ জুড়াবে রাজবালা ।
 মালার মতন, মোহন বাঁধন, নাইকো সখি আর,—
 প্রেম-বাঁধনে পতি-রতনে, বাঁধবে সখি দোকুল-বালা ॥ ১৬৮ ॥

থাম্বাজ—কাওয়ালী ।

কোথা ঈষৎ হাসি কোথা চঞ্চল নয়ন ।
 কেন সখি অধোমুখে বসে বিরলে —
 দেখিতে যে ভালবাসি কমলে খঞ্জন ।
 নবীন জলদ জালে, যেন চপলা উজ্জলে,
 মরি মরি নীলাশ্বরে আবরি চারু বদন ।
 পারে কিরে চকোরে, পরশিতে সুধাকরে,
 বিমল চল্লিকা তরে করে পাখী আকিঞ্চন ॥ ১৬৯ ॥

পিলু—দাদরা ।

ফুলের বাসর সখি সাজাইক আঁখি লো,
আয় সখি সবে মেলি ফুল সাজে সাজি লো ।
ফুল-ধনু ফুল-তুণ, তাতে দিব ফুল-গুণ,
ফুল-হারে ফুল-ভারে, সাজাইফুল-সাজি লো ॥ ১৭০ ॥

পাণ্ডা পিলু—দাদরা ।

অলি বাকুল কাঁদিছে ওজরি লো,
নাহি হেরি কুসুম মুখরি লো ।
চিত চঞ্চল ঘাইছে সরোবরে,
গুণ গুণ যয়ে মন বাধা কহে সকাঁতরে,
শূল নয়নী-নীল নেহারি লো ॥ ১৭১ ॥

খাম্বাজ—পোস্তা ।

মালকে ফুল আপুনি ফোটে বাস বিলাতে চায়,
উদার কোলে হেলে জলে শিশির মাথে গায় ।
ফুলে ফুলে করি খেলা ফুলে ফুলে পাবি মালা,
ফুল কুমারি ফুলের রাশি হাদলে হাসি পারি ।
তাড়িয়ে অলি দুর্নিমে কলি শিহরি মলয় বায় ॥ ১৭২ ॥

বারিঁরা—ঠংরি ।

প্রাণ কি গায়ের কে জানে,
পোড়া মন টেকে না এখানে ।
হায় রে যদি চকের হতেম উধাও হার উড়ে যেতেম,
বসে বাস সুখা যেতেম, চেয়ে র তেন টাঁদের পানে ॥ ১৭৩ ॥

বেহাগ—জলদ তেতাল ।

আমি কি তোমার কেনা এই জনরব ঘরে ঘরে সব, করিছে কেনা
এ রবে নীরব আমি, মনে বুঝে দেখ তুমি, তুমি যদি জান কেনা,
আমায় নাহি ভাব না, বলিছে কি না ॥ ১৭৪ ॥

খান্সাজ—কাওয়ালী ।

যে ধরতে পারে ধরা দিই তারে,
বাঁধা থাকি বিনি স্তোর মোহাগের হারে ।
নইলে পরে মজ্জতে পারে, সাধ করে সহ মন কি সরে,
ধাক্কে বোসে, পড়্বে ফাঁসে, যেচে কার তরে,
জোর মন কেড়ে নিতে যে পারে সহি, সে পারে ॥ ১৭৫ ॥

কালান্ডা—কাওয়ালী ।

প্রেমে কি সুখ হতো ।

মন যারে ভালবাসে সে যদি ভালবাসিত ।
কি শুক শোভিত ত্রাণে, কেতকী কণ্টক হানে,
ফুল হইত চন্দনে, ইন্দুতে ফল করিত ।
প্রেম-সিন্ধুর সলিল, তবে হইত শীতল,
বিচ্ছেদ বাড়ানল, যদি তাহে না থাকিত ॥ ১৭৬ ॥

খান্সাজ—আড়া ।

এমন প্রাণ স্নহদ কোথায় পাইব বল ।
দেখিলে নয়নে যারে হৃদয় হইবে শীতল ।
সুখ হুঃখে সমভাগী, প্রেমদানে অনুরাগী,
জীবনের সহযোগী চিরনিভরের স্থল ।
আমি হইব তাহার, সেও হইবে আমার,
উভয়ে উভয়ে হৃদে রহিব অনন্তকাল ॥ ১৭৭ ॥

বাহার—কাওয়ালী ।

খুলেদে তবনী খুলেদে তোরা, স্রোত বয়ে যায় যে ।
মন মন অঙ্গ ভঙ্গে নাচিছে তরঙ্গ রঙ্গে ।
এই বেলা খুলে দে !
ভাঙ্গিয়ে ফেলেছি হাল, বাতাসে পূরেছে পাল,
স্রোতমুখে প্রাণ মন যাক্ ভেসে যাক্,
যে যাবি আমার সাথে এই বেলা আয়রে ॥ ১৭৮ ॥

মিশ্র - কাওয়ালী ।

যতনে গোঁথেছি বনফুলের মালা
সারাবাগান খুঁজে বেড়াই না মেলে মই বেলা ।
বসন্তে ফুল ফুটে যত, শরতে কি মিলে তত,
না মিলে সেউতি বেলা, ও গো রাজবালা ॥ ৭১ ॥

মিশ্রখান্ধাজ—কাওয়ালী ।

ও ভাই, দেখে যা, কত ফুল তুলেছি ।
তুই আয়রে কাছে আয়, আগি তোরে সাজিয়ে দি ।
তোর হাতে মুগালবালা, তোর কানে চাপার ছল ।
তোমার মাথায় বেলে মী থি, তোর খোঁপায় বকুল ফুল ॥ ৭২ ॥

মিশ্রখান্ধাজ—আড়ং মটা ।

ও, দেখে বিরে ভাই আয়রে ছুটে, মোদের বকুল গাছে,
রাগি রাগি : ১ সব মত ফুল কত ফুটেছে ।
কত, গাছের তলায় ছড়াছড়ি গড়াগড়ি যায়,
ও ভাই, সাবধানেতে আয়রে ছেপা, দিস্মে দ'লে পায় ॥ ৭৩ ॥

দেওগিরি—জলদ ভেতাল ।

দেখ গীরিভের সহ তুই ওণ । দিবাকর নিশাকর জুয়ের ওণ যেমন
প্রচণ্ড তপনবৎ কিরহ করে দাহন ।
বিমল শশী স্বরূপ সুধাকরে বরিষণ ॥ ৭৪ ॥

সিদ্ধু—ভৈরবী—মধ্যমান ।

প্রেম সিদ্ধুদীপে বহে নানা তরঙ্গ,
যদিকে পায় হস্তে পারে অরাসকে আতঙ্গ ।
চাতুরী তরী তায়, আয় মান ভুজঙ্গ ।
এবং বিচ্ছেদ যায়, কখন ঘটায় কি রঙ্গ ॥ ৭৫ ॥

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা ।

অনুগত দোষী হলে তার দোষ নাহি লয় ।

মহতেরি এই রীতি, আপন্ন করিয়ে লয় ।

দেখুন মলয়াগিরি, বোধিত ভুজঙ্গ, গরল সরল হয় মহতেরি সঙ্গ,
চাদেতে কলঙ্গ আছে ছেড়ে কি উদয় হয় ? ৭৮৪ ॥

সুরট মল্লার—কাওয়ালী ।

রূপে ভুলে মনভুলে গুণে, ইহার অধিক কেহ শুনেছ শবণে,
গুণের আদর যত, রূপের না হয় তত,
রূপে গুণ সংযোগ, রতন কাঞ্চনে ॥ ৭৮৫ ॥

বেহাগ—আড়াঠেকা ।

কেতকী এত কি প্রিয়তম ওহে মধুকর,
নলিনী নিরাশ্রয়ে দহে নিরন্তর ।

নাম তব রসরাজ, রাজার উচিত কাজ, এই কি তোমার ?
অপরে আপন জ্ঞান, আপন অন্তর ॥ ৭৮৬ ॥

ভৈরবী—মধ্যমান ।

এমন নয়ন-বাণ কে তোমায় করেছে দান,

দর্পণে হেরিলে আঁখি, আপনি হবে সন্ধান !

নয়ন অক্ষয় তুণ, তাহে কটাক্ষ নিপুণ,

বিধি যদি দিত গুণ, বধিতে অনেকের প্রাণ ॥৭৮৭॥

কাফি-সিক্রু—আড়াঠেকা ।

মন অভিলাষ যদি মনেতে নিবারণিত,

অন্য পরের উপাসনা বল তবে কে করিত ।

করিতে পরের ধ্যান, ওষ্ঠাগত হল প্রাণ,

ঘরে পরে অপমান, সে সব যন্ত্রণা যেত ॥ ৭৮৮ ॥

শৈবরবী—মধ্যমান ।

কেন পীরিতি করিলাম মজিলাম হায়,
পীরিতি করিয়ে সখি একি হুঁলো দায় ।
কহিতে সে সব দুঃখ প্রাণ বাহিরায় ;
মনে করি ভুলিব না তাহার কবার ।
দেখিলে তাহার মুখ হুঃখে হাসি পায় ॥ ৭৮৯ ॥

বেহাগ—আড়াঠেকা ।

অহকার কার পর করিলে কে নহে ।
যে করিল মোহাগিনী সেই বিনা কেহ নহে ॥
আগন নহে সে জন, তারে কিবা প্রয়োজন,
সেইজন প্রয়োজন, সুপেশুগী দুঃখেদহে ॥ ৭৯০ ॥

শিঁশিট—আড়া ।

তবে তায় কে করে যতন, বশীভূত হত যদি আপনারি মন ।
প্রথম মিলন ফালে, হাতে শশী এনে দিলে,
প্রেম-ফাঁসি দিয়ে গলে, পায় যে জন ॥ ৭৯১ ॥

কালিঙা—আড়া ।

বিনয়ের বশ যদি হইত কানিনী,
প্রভাতে প্রনাদ তবে সহে কি কানিনী ?
পরশে প্রাতঃ সমীর, চঞ্চল অন্তর মোর,
কেমনে রাখিব, তনু গুণমণি ॥ ৭৯২ ॥

সিন্ধু খাফজ—মধ্যমান ।

মন রাগা দেখাতে কি কল, (ওরে প্রাণ আমার)
দেখিলে দ্বিগুণ জলে, ফলে যেন দাবানল ।
মজ্জেছ হে নুতন প্রেমে, ভুগিলে হে ক্রমে ক্রমে,
আশা বুঝি পথভ্রমে, আমি যেন হতভল ॥ ৭৯৩ ॥

স্বামিজ—একতারা ।

করে বনবাসিনী বালা ।

যেন ভূপতিত, নক্ষত্রেরি মত, রূপে ঘনরাজি করেছে আলা ॥

বিষাধরে কিবা বিষাদ হাসি, নিতম্বে ছলিছে চিকুররাশি,

আভরণ হীনা সোণার প্রতিমা, হরিত সাগরে সোণার ভেলা ।

কে আনিল হেথা, এহেন রতন,

কি ভাবনা মেঘে ঢাকা ও বদন,

কি, লাগিয়ে, কি ভাবে ডুবিয়ে, অনন্ত সাগর লহরী লীলা ॥১৯৪॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী ।

(আয়লৌ অলি কুসুম তুলি—সুর)

নীল আকাশে ফুটলো হেসে বিকচ কমল,

চকোর করিছে পান সাধে পরিমল ।

রক্তত জোছনা নীরে, ভাসিছে ধরনী তল

নাচিছে তটিনী জল, আনন্দে বিহ্বল ।

শীতল অনিলে নিলি, বহিছে চাঁদের হাসি,

বহিছে প্রমোদ রাশি, শান্তি নিরমল ॥ ১৯৫ ॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী ।

লুকায়ে লুকায়ে থাক মন অঁাি জল ।

প্রাণের নিভৃত কক্ষে তব বাসস্থল ॥

গভীর নিশীথে যবে, সকলে ঘুমায়ে যবে,

অঁাধারে তখন ধীরে ঝোরো অবিরল ।

সকলের হাঁসি হেরি, যেন গো হাঁসিতে পারি,

প্রাণের এ সাধ যেন না হয় বিফল ।

পয়েন্ন নয়ন ধারে মিশোহিস বারে বারে,

আবার মিশবি তোমারে কে রোধিবে বল ?

কিন্তু যবে চারি পাশে, সবে খেলে সবে হাসে,

সে সময়ে পারি যেন হাঁসিতে কেবল ॥১৯৬॥

বিংকিট—আঙোলা ।

আজ এ বিপিনে প্রাণ উথলি উঠিছে যেতে,
 আপনি নয়ন ধারা-বহিছে সহস্র ধারে ।
 সেই সে কুসুমবন, সেই তরুলতাপর্ণ,
 কালেতে বেড়েছে কেহ, কেহ বা রয়েছে মরে ;
 শত সরোজেরদল, চেয়েছে সরসী জল,
 শতেক কানন পাখী গাইছে শাখীর শিরে,
 তবু সব শূন্য প্রায়, প্রতিপাদপের গায়,
 কালের করাল মূর্তি বিকট ক্রকুটী ভরে ।
 গিয়েছে শৈশব সখা, আর না পাইব দেখা,
 আর না খেলিব উভে একই তরুতলে ।
 ছুটী কলি বাপা জলে, এক সঙ্গে খেলে ছলে,
 আমিই একাকী হেথা, ভাসিব নয়ননীরে ॥ ১১৭ ॥

ললিত—আড়া ।

অনন্ত সুনীলাকাশে কে বেড়াবি আয়রে ।
 কে ফুটে থাকি'ব ফুল গগনের গায়রে ?
 অসীম এ নভহলে, খুলে পক্ষ হেলে ছলে
 কে খেলিবি পাখী হয়ে, নিরমল বায়রে ।
 যেমন মানস-মরে, সলাজ লাষণ্য ভরে,
 অক্ষুট কমলিনী সমীরে খেলায় রে ॥ ১১৮ ॥

ললিত—আড়া ।

এ হৃদয় ফুল মণি শুভায় পড়েছে ওরে,
 কেমনে বুঝিম তুলি বললো প্রমোদ ভরে ।
 বিমল এ জ্যোৎস্নায়, স্তম্ভ এ মৃদু বায়,
 মলিত কুসুম ক'ল, আর কি বঁঠিতে পারে ।
 নাহিক সুরভি হাস ; অকালে স্বীটের বাস,
 যতনেও তোলি যদি, পাগড়ী গুলি ধায়ে রাখে ॥ ১১৯ ॥

ঝিঝিট—মধ্যমান ।

এইতো সে কুসুম কানন গো ।
পাইয়েছিলেন যথা পুরুষ রতন ।
সেই পূর্ণ শশধরে, সেইরূপ শোভাধরে,
সেইমত পিকবরে স্বরে হরে মন ।
সেই এই ফুলবনে মল্লার সমীরণে
সুখোদয় যার সনে কোথা সেই জন ?
প্রাণনাথে নাহি হেরি, নয়নে বরিষে বারি,
এত দুঃখে আর নারি ধরিতে জীবন ॥ ২০০ ॥

ভৈরবী—মধ্যমান ।

প্রেমিক যে, দেখে না নয়নে রে, শ্রবণ ত করে না শ্রবণে ।
প্রেমিক দেখে শুনে মনে, প্রেমিকের ক্ষুধাতৃষ্ণা মনে ॥ ২০১ ॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী ।

প্রাণ যারে চায়, প্রেম পিপাসার, সে যদি আমায় আপনি চায় ।
কখিল সংসার, সুখের ভাণ্ডার, প্রেম পারাবার ভাসিয়ে যায় ॥ ২০২ ॥

টৌড়ি—একতাল ।

মন-হরিনী আমার মন বনে পশিল,
গম বৈষ্য-তৃণ সব উন্মূলন করিল ;
পাতিয়ে স্বপন পাশ, ধরিতে করিলু আশ,
তাহাতে নিদ্রার ফাঁস অমনি খসিল ॥ ২০৩ ॥

পীরিতি নাহি গোপনে থাকে ।

শুনলো সজনি, বলি তোমাকে ।

ওনেছ কখনো, জলন্ত আগুনো, বসনে, বন্ধনে রাপে ॥
অতিপদের চাঁদ, হরিষে বিষাদ, নয়নে না দেখে উদয় নেখে,
দ্বিতীয়ের চাঁদ, কিঞ্চিত প্রকাশ,
তৃতীয়ের চাঁদ জগতে দেখে ॥ ২০৪ ॥

গাড়া ভৈরবী—মধ্যমান ।

রোগ শোক ভরা ধরাতে কি দুখ কভু ধরিত কত ?

রমণী মহৌষধ যদি নাহি থাকিত ।

কি করে রোগ যাতনা, আপদ বিপদ নানা,

প্রেমমগ্নী নারী যদি বামে নাহি বিরাজিত ।

সে কি শোকানলে ডরে, যেবা সদা হৃদে ধরে,

মমতা ঘটিত নারী হৃদি স্নেহ পূরিত ।

দীনতা কি করে তার, আধার কুটীর বার,

লক্ষ্মীরূপা নারীরত্ন অযত্নেতে শোভিত ।

এই জীবন ঘোর মরু, বিনে এই সুখ তরু,

জানি না এই দক্ষ চিত কোথা আর জুড়াইত ।

ভবের উদ্বেগ এত, না জানি কোথায় রহিত,

নারী বিধুমুখ যদি নাহি তাহে উদিত ॥ ২০৫ ॥

ভৈরবী—যং ।

কুসুম নিযুক্ত কেন তরুর সেবায়, চামচে গৃহ নার্কজনি হেরিনি কোপায় ।

জল সেক পরিশ্রম, স্বাস বহিছে ঘন,

ইন্দুগুণে বিন্দু ঘর্ষ শোভে মুকুতারি প্রায় ॥ ২০৬ ॥

বেহাগ—আড়া ।

নবনলিনী নয়ননীরে নিবার লো ।

বপু বিনোদ বিপিনে, বিহার লো ॥

বন ফুলহার, দিয়ে উপহার, মনমোহন বদনে আবর লো ॥ ২০৭ ॥

বেহাগ—আড়া ।

প্রাণে প্রাণ পড়লো ধরা বলে গেল সোণার পাণি,

প্রেমের খেলা প্রেমের লীলা চকে চক রইল বাকি ।

নয়ন কোণে চাইবি যত বাণ খাষি বাণ হানবি তত,

নীরবে প্রাণের কথা আখির সনে করে আখি ॥

বসন্ত বাহার—মধ্যমান ।

তোমায় ভালবাসি ওলো কুসুম-কলি ।

কত কথা বলি, নীরবে শুনলো তুমি হাসি হাসিঃ

হাসি কোথা শিথিলি সহি ওলো কুসুম-কলি ।

হাসি ভালবাসি, যদি শিথি হাসি,

হাসি হাসি বাঁধবো লো প্রাণ অলি আমি অভিলাষী ॥ ২১০ ॥

রামকেনী বাহার—যং ।

মন বুঝেনা মনের কথা, বুঝিয়ে দেয়লো আঁখি ।

হৃদয় খোলে অমনি ভোলে, শিকল পরে আপনি পাখী ।

হৃদিচাঁদ হৃদে ফেরে, রেখেছে মেঘে ধীরে,

হেরলে শশি মন পিয়াসি, হয় লো সুধার মাখামাখি ।

কমল বড় ভালবাসি তাইতে বলে কমলিনী ।

আদরিনী যার আদরে, তারি তরে বিদেশিনী ॥

পতি দে'র বনসালী, পাঁথেনা হার সুমায় খালি,

দেয় পৌ দেয় ভাসিয়ে আশায়, তাই ত থাকি একাকিনী ॥ ২১১ ॥

কাঁকোয়া—কাওয়ালী ।

প্রেম যদি হয়েছে ভুলে, বুঝে ও কেন যায় না ভোলা ?

পরের পানে চে'য় চেয়ে, চোক গেছে হইয়ে ঘোলা !

পরের গান গেয়ে গেয়ে, প্রাণ গেছে আঁধারে ছেয়ে,

বুঝে বুঝেও তবু কেন পরের বাঁধন যায় না খোলা ॥ ২১২ ॥

জলন্ত - আড়াঠেকা ।

আ'য় রে চাঁদের কথা ।

ভোরে খেতে দিব ফুলের মধু পরতে দিব সোনা ।

আতর দিব শিশি ভায়ে, গোলাপ দিব কার্প কোরে,

আর আপনি সেজে বাটা ভরে, দিব পানের দোনা ॥ ২১৩ ॥

মূলতানী—জলদ তেতালা ।

নয়ন নাহি থাকিলে প্রেম কেন হবে বল ।
মজাতে প্রেমে কেবল নয়ন দেখি সবল ॥
চক্ষু যদি না থাকিত, কেহ না পারে দেখিত,
কেন বা প্রেমে পড়িত হৃৎ সহিত কেবল ॥২১৭॥

রামকেলী—কাওয়ালী ।

যৌবন জল-তরঙ্গ রোধিবে কে, হরে মুরারে হরে মুরারে ।
হস্তে তুকান হয়েছে, আমার নূতন তরী ভাসলো সুখে :
মাজিতে হাল ধ'রেছে, হরে মুরারে হরে মুরারে ।
ভেঙ্গে কলির বাধ, পুরাই মনের সাধ,
আমার জোয়ার গাঙ্গে দল ছুটেছে রোধিবে কে,
হরে মুরারে, হরে মুরারে ॥ ২১৮ ॥

ললিত—আড়খেমটা ।

কাঁটা বনে তুলিতে গেলাম কলঙ্কেরি ফুল,
গোঁ সখি, কাল কলঙ্কেরি ফুল ।
মাথায় পর্লেম মালা, ঘেঁথে, কাণে পর্লেম জুল,
গোঁ সখি কাল কলঙ্কেরি ফুল ॥
মরি-মরব কাঁটা ফুটে, ফুলের মধু খাব লুটে,
খুঁজে বেড়াই কোথায় ফুটে, নবীন মুকুল ॥ ২১৯ ॥

ভৈরবী - টিমে তেতালা ।

নারী হ'য়ে তোমায় প্রাণ সাধিব কত ।
কে কোথা দেখেছে কে শুনেছে হেন অসঙ্গত ॥
মৌন লজ্জা অভিমান, নারীর এই অভরণ,
সে মান সাধনা করা, আছে পুরুষের রীতি ।
ক'রে বলি কুতাজলি, মানে দেও জলাঞ্জলি,
কি একবার এসো বলি, থাকি জনমের মত ॥ ২২০ ॥

বেহাগ—কাওয়ালী।

পাছে ফুল শোভা যেমন, হয় কি তেমন গাঁথলে মালা।
 গলায় দিলে থানিক মজা শেষ কালেতে হেলে ফেলা।
 কোথা সে সৌরভ সুখ, কোথা সে প্রফুল্ল মুখ,
 সে আদরের রস ভরে, ভরয়ে করেনা খেলা ॥ ২২১ ॥

মল্লার—তিওট ।

সই আমার কি হ'ল, পীরিতি করিয়ে পরাণ গেল।
 পীরিতি বেদনা, যে জন জানে না, সে যেন করে না থাকিবে ভাল।
 পীরিতি-বিচ্ছেদঘাতে, ঔষধ না মানে তাতে,
 না মানে চন্দন, না মানে সুল ॥ ২২২ ॥

সিন্ধু—মধ্যমান ।

কে তোরে শিখায়েছে বল প্রেম ছলনা।
 যে তোমায়ে শিখায়েছে, সে বুঝি প্রেম জানে না।
 পরের মন নিতে জান, দিতে বুঝি নাহি জান;
 এমন ক'রে কত জনার বধেছ প্রাণ বলনা ॥ ২২৩ ॥

আলেয়া—৪২ ।

কে চালাবে তরী নাবিক বিনে, ডুবিলাম বুঝি ঘোর তুফানে।
 যদি আসিবে তরায়, লাগবে কিনারায়, তবে রই সই আর ডুবিনে।
 মল্লার সমীরণে, নদীর তুফানে, বাড়িছে দিনে দিনে,
 ভেসে গেল হাল, ছিড়ে গেল পাল, কত থাকে আর আশা-গুণে ॥ ২২৪ ॥

সিকিট—আড়তে মট।

প্রাণ তুমি প্রেমসিন্ধু হ'য়ে বিন্দুদানে কৃপণ হলে,
 প্রেম-পিপাসিত জনে উপায় কি দেহ বলে।
 মহতের এই গুণ, আশ্রিতে নয় নিদারুণ,
 আমি হে আশ্রিত জন, আমায়ে কেন বকিলে ॥ ২২৫ ॥

পিলু বেহাগ—কাওয়ালী ।

প্রাণ তোমারে ভালবাসি ভুলিতে না পারি আমি ।
উভয়ে একত্রে ছিলাম ভিন্ন নহি আমি তুমি ॥
সে কথা পড়িলে মনে, রজনী কি দিনমানে,
বিচ্ছেদ অনল জ্বলে, নয়ন জলে ভাসি আমি ॥
পড়েনা তোমার মনে, মরি আমি তোমা বিনে,
কর বা না কর মনে, ভাল তো বাসিব আমি ॥
কালী কহে সে কান্তনগি, জীবনের জীবন জানি,
ভাল না বেসে বাঁচে কি প্রাণি, আত্মাকারী তাঁরই আমি ॥ ২২৬ ॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী ।

(আমি) প্রাণের অধিক ভালবাসি যারে ।
না জানি তার কেমন মন, না বাসে আনারে ॥
দেখি দেখি কত দিনে, সে আমারে করে মনে,
আমি তো চাতকীর গত হয়ে আছি রে ॥ ২২৭ ॥

খাম্বাজ—দাদরা ।

সতি সখি বনের মাঝে ফুল ফোটে ।
আট্কে রাখ থাকবে না প্রাণ, পায়তে সহ যায় লুটে ॥
স্বপ্ন কি সব বুঝিতে নারি হায়,
আর যদি হয় সখি পর প্রাণপণ ভো তাইতে চায়,
আছে শেষের কথা মনে মনে মন বোঝেনা তাই ছোটে ॥ ২২৮ ॥

খাম্বাজ—আড়াঠেকা ।

ভুলিবার ছোত যদি তা হোলে কি সাধি রে,
হৃদয়ে মরতি এঁকে দেহে সদা কাঁদি রে ॥
মনে রে ভুলিতে পারি, তোমারে ভুলিতে নারি,
ভুলিব কি বিধুমুখী বিধি প্রতিবাদী রে ॥ ২২৯ ॥

সঙ্গীত-কোষ ।

বাহার---ভৈরবী যৎ ।

আজিরে ঘুমন্ত পাখিগণে জাগা'য়ে সঞ্চরে বায়ু কাননে ।

হাসে তারাবলী স্মৃথে গগনে ।

নব সুখ-ভরে দম্পতী বিহরে কিবা শোভা স্মরণ মিলনে ॥ ২

দেশ---খেমটা ।

কেমন সখি, আমার সাথে, পারিলিনে তো তুই ।

হেতায় তুলিব যাতি, হরম-প্রমাদে মাতি,

সখীর কাছে দিয়ে আসি সেকালিকা যুই ॥ ২৩১ ॥

কালান্ড়া---কাগারী---খেমটা ।

চললো চললো সখি দারস্থত কুঞ্জে ।

দেখি কত রসিক সজ্জন সুপণ্ডিত পুঞ্জে ॥

সেখানেতে সবে মিলি, আনন্দেতে কোরবো কেলি

নন্দন-কাননে যথা সুরবালা ভুঞ্জে ॥ ২৩২ ॥

সাঁওন বেহাগ---মে মটা ।

হাতে কাজ ভারি, তাইতে তার কাছেতে যেতে নারি ।

ঝোঝেনা দাঁড়িয়ে থাকে, চোখো চোখো হ'লে কত ডাকে,

দেশে দেশে, সেখা থাকিলে,

কৈদে ডাকে যদি তাকি সহিতে পারি ॥ ২৩৩ ॥

কাফি মিশ্র---মিতালী ।

চ'লে গেল বল কি করি ।

পারি যদি ফিরিয়ে আনি তো'র হ'য়বে পারে ধরি ॥

নাহিতো আমার মরমের মানা,

রাখে বা না রাখে মান যাবে তা জানা,

অরসিকের অপমানে মানতা যাবেনা,

ভৈরবী—থেমটা ।

ও মথি হের হের কত সুরসিক জন,
নেহার নেহার ধনি, কত মানী কত জ্ঞানী,
গুণগ্রাহী এ রা জানি, যেমন মরালগণ ॥ ২৩৫ ॥

গারা-ভৈরবী—পোস্তা ।

বাতাসে নে যায় যে বাস শিশিরে আর রাখবে কত ।
পরে পর পাপড়ি তুলে নিঙ্গুড়ে নেয় মনের মত ।
ছুঁতেছে রবির কিরণ তায়, শিহরি উঠছে আঁচের ঘায়,
বিবশা পোড়্চে ঢোলে ফুবাল সাধ প্রাণের ব্রত;
মলিনা মলিন মুখে—প্রাণেতে সয় প্রাণের ক্ষত ॥ ২৩৬ ॥

গট—থেমটা ।

শিহর প্রাণ বাছেনা দিন রাত । সদা সাধ ফিরিতে নাথ সাপ,
জনে, ধরনে, জলিত বচনে, হৃদে বাজে কুহুম শবাবাদ ॥ ২৩৭ ॥

ভৈরবী—ভর তঙ্গ ।

উষা হাসিল ফুল ছলি সখীরে ।
করতালি দেলো ওলো ডাকলো মিহিরে ।
রাসা আকাশ রাসা আভা-শিশিরে ।
হাসা মেঘ রাসা সরে ধীরে ধীরে, রাসা মুকর সুরধুনির নীরে ।
দেখলো মিহিরে ওই দে লো মিহিরে ;
ছুটে কিরণ আ স তরু শিরে শিরে,
নাচি নাচিয়ে আয় ঘুরে ঘিরে করে ॥ ২৩৮ ॥

সিন্ধু ভৈরবী—১৭ ।

(ওলো) কুলে কুলে অঁচলে ধরে না ধরে ।

বোঁটা কেটে সাজাই থরে থরে ॥

কলিকা কালামুখ, এখনো কচি খুকি,

কি বোলে ঝাঁপায়ে আসে সোরে, ঢাকা ঢাকিয়ে রাখ যাবে ধোরে ।

দিইলো করতালি, কানন হলো থালি ;

নাড়া দিলে ডালে —কিছু না ঝরে ।

কসি এঁটে আয় লো ধোরে নি করে ॥ ২৩৯ ॥

আহানরি ! বেস্তুতো ভাল বেসেছো ।

বেস্ বেস্ বেস্ বণ কোরেছ, বাস্তুতে ভাল শিথিয়েছো ॥

ছুটি ছুটির পানে চাও, মুখভরা হাস, বুঝকরা প্রেম নিতুই নূতন পাও

বেস্ বেস্ বেস্ বেস্ শিথেছো প্রেম পিয়ামা মিচিয়েছো ॥ ২৪০ ॥

ইমনুকল্যান—আড়াঠেকা ।

নয়ন ফিরায়ে দেখি নয়ন রঞ্জন, বিধাতার বিবি বসে সবো নিদান

বেগবতী শ্রোতবতী তরঙ্গে টেনারে ক্ষিতি

তারি আজ্ঞাধীন হয়ে করিছে গমন ।

ঘোরে রবি শশী তারা, কত মহ পথ হারা,

তিনিই সবধরি সার সবধরি জীবন ॥ ২৪১ ॥

ঝাঁকিট খান্দাজ—জলদ তেতালা ।

দেখ লেসজনি ধনি রমনীর শিলোমনি ।

হাঁসিছে বিমল হাঁসি আনত আননথানি ॥

হেরি চার জগীভার, ধারা ধরে ধরাধর,

কিষা মধুর অধর, নাধুরি আধার মানি,

চল চল ছনয়ন, যেন কাম শরাসন,

নলিনী মুণালে যেন সুগোল যুগল পার্ণি ॥ ২৪২ ॥

চিনিতে শিখেছি প্রেম পাঠ, ভাল বাসাবাসি নহে নাটুয়ার নাট ।
 সরল পীরিতি মেলা, প্রাণ ধরাধরি খেলা,
 ক্ষণে ধরা বাঁধাবাঁধি খুলিবে না ঝাঁট,
 জীবনে মরণে ছুঁ ছুঁ চলে এক বাঁট ॥ ২৩৩ ॥

প্রাণে ভাল বাসাবাসি বাসনা আনার ।
 সবশেষে বিবসা বঁধু সোহাগে তোমার ॥
 ভাব যা ভাবনা মোর দৌঁছে দৌঁহা ভাষে ভোর,
 মিলে মিশে মিটে যায় আশা লালসার ॥ ২৪৪ ॥

পাহাড়ি জংলা—ঠুংরী :
 প্রাণনাথ প্রাণ মন দিয়েছি তোমারে হে ।
 ভালবাসি মধু হাসি মধুর অধরে হে ॥
 দেখো নাথ দেখো দেখো, অধিনীরে মনে রেখো
 বিরহ বিবস দাহে যেন না জ্বলি—
 অন্তরে অন্তর রেখে দেখি প্রাণ ভোরে হে ॥ ২৪৫ ॥

পাহাড়ী—লোফা ।
 (বিধিরে) দাকণ অনলে কেন করিছ দহন ।
 অমরী করিয়ে মিছে করেছ স্বজন ॥
 অমরী না হলে পরে, জীবন যেত অন্তরে,
 জীবন, জীবন ধনে করেছে কাল হরণ ॥ ২৪৬ ॥

মিত্র—দাদরা ।
 শুনিছি নাকি এ বনে কি ফুল ফোটে ।
 যায় না বোঝা দেখে ঠেকা ফুলের গরব কে ছোটে ॥
 বনের মাঝে ফুটে আছে ফুল, প্রাণ করে বাকুল,
 দেখি যদি বুঝতে পারি তার কি আমার ভুল :
 ফুল ফুটেছে দেখে নাকি শুনেছি সই প্রাণ ফোটে
 বুঝি এ কথাই মনে ধরে না মোটে ॥ ২৪৭ ॥

কামোদ খান্সাজ—জলদ তেতালা ।

নানান্ দেশে নানান্ ভাষা । বিনা স্বদেশীয় ভাষা পুরে কি আশা
কত নদী সরোবর, কিবা ফল চাতকীর,
ধারা জল বিনে কভু ঘুচে কি তৃষ্ণা ॥ ২৪৭ ॥

— —

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান ।

ও সবি চল চল কেলী কাননে । গাঁথিব মালা অতি সবতনে ।
শারদীয় আগমনে, মাতিল সে নববনে
ধরণীয়ে সাজাহব চাকুভুষণে ।
পলাশ বৃক্ষনিত অশোক বিকাসিত, সহকার মুবুলিত মাধবী সনে ।
বিকচ কমল কুল, কলিকা পরিমল,
বাহিনী বহতঃ ধীর সমীরণে ॥ ২৪৮ ॥

— —

খান্সাজ—কাওয়ালী ।

থেন মগনা রমণী ননি নেহার লো ।
সুখ অধর নিকরে নিহার লো ॥
শত শেতমণি, সুর শিরোনানি, নব করণে সুধার আধার লো ॥ ২৪৯ ॥

— —

সিন্ধু-খান্সাজ—থেনটা ।

আহা মরি মরি কিবা মাধুরি, হাসিছে সুখ সহচরি ।
করিয়ে নঙ্গল গাঁন, তুলিব সূতানে তান
পোহাল প্রণয়কালশে শেষে সর্করী ॥ ২৫০ ॥

— —

বেহাগ—আড়া ।

অধরে অনুত ধর দিবা যামিনী । পল্লব যুগল নেত্র নীল উৎপল
করতল শতদল চরণ নবনলিনী—
হেমমুখে মাখা হাসি, আমি বসি ভালবাসি,
হৃদয়ে রাখিব সদা মনোমোহিনী ॥ ২৫১ ॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী ।

সাধ গো ছাড়িয়ে যাই সংসার কারা,
স্বাধীন পাখীর মত, সাধ হয় অবিরত,
বেড়াই গগন-গায়, গীতে মাতোয়ারা ।
অথবা প্রফুল্লমনে, স্তম্ভ গগনোদ্যানে,
ফুটে থাকি চিরতরে, স্নিগ্ধভাতি তারা ॥ ২৫২ ॥

বেহাগ—ঠেকা ।

ধিক্ ধিক্ মধুকরে ! কে প্রেমিক বলে তায় ?
কমলিনী তাজে যার কেতকীতে আশা ধায় ।
মধুলোভা মধু আশে, ভ্রমে নানা পুষ্প-পাশে,
অম্পট নাগর যথা নিনতা নব নব চায়—
একে প্রীতি নাহি যার, প্রণয়ে কি স্মৃথ তার ?
এটা ছাড়ে, ওটা ধরে, কোথাও না স্মৃথ পায় ॥ ২৫৩ ॥

কেদার—ত্রিতালী ।

আমরি কলি কি তোরে বলি,
প্রেম ফোটালি মন ছোটালি গরবেই মলি ।
যদি থাকতো লো দর্পন, কিরে কি আর কি দেখি ফুটেছি মন কেমন,
যতনের থাকলে জ্বলি মন করি তায় যতন,
যেচে মন পরকে দেব এ কণায় কি আর টলি ॥ ২৫৪ ॥

কেদার ঝিলা—পেমটা ।

প্রেম ফুটেছে নয়তো কি সই চাইলো তোর পানে ।
বনে কি ফুল কুটে ফুল দেখি বাগানে ॥
দামিনীর দুলকে চলা নয়তো কি দেখি,
কুমুদের কাছে বসে কিরণ কি দেখি,
দেখতে উষা কলির সনে হ্রগে কি থাকি ;
প্রাণর সনে কুলের কথা যে শুনেছে সে জানে ॥ ২৫৫ ॥

থাঙ্গাজ—দাদ্রা ।

যদি সখ থাকেতো চেয়ে দেখে নয়তো চেও না ।
 মজতে যদি ভয় থাকেতো মজতে যেও না ॥
 ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, তিনটী থাকতে নয়,
 মান, অপমান, সমান করে, সহিতে কত হয়,
 ময় যদি তো স'য়ে থেকে নয়তো সওনা :
 পাও যদি পাও হীরে নাগিক আমায় পেওনা ॥ ২৫৬ ॥

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা ।

প্রাণ তুমি কার হবে, আমি যদি মুদি অঁখি,
 অস্ত্র জনার মন পেয়ে, আমাষে দিওনা ফাঁকি ।
 শুন প্রাণ তোমা'রে কই, আমি বুঝি কেউ নই,
 যদি দেশান্তরে রই, হৃদ-কনণে তোমায় দেখি ॥ ২৫৭ ॥

প্রাণ যারে চাষ, প্রাণ দিয়ে তার চায়না কেন প্রাণ ।
 সে আপনা হারা, মাতোয়ারা, দেখে চাঁদ বয়ান ॥
 তার মনে তার কখন পরিচয় সুধালে তাই করনা কথা মৌন ভরে রথ
 সে যদি আপনা বেচে, বাড়ায় আপন মান ।
 ফুলের হাঁসি চাঁদের বুকের গর, কে মেন তার বেঁধেছিল ঘর,
 সেখায় তারে দিবা'নিশি করে সে সন্ধান,
 কোঁদে কোঁদে দেখতে পেলে তার, সরম ভরে দূরে সরে যায়
 মরা প্রাণে যায় ডেকে তার প্রেমের উজান বাণ,
 ডাকলে তারে একটু দিশারায়, লুটিয়ে পড়ে চরণে মিলায়
 সে আত্মদানে আপনা সুখী চায়না প্রতিদান ॥ ২৫৮ ॥

আমোদ প্রমোদ ।

সোনামুখী পাখীটী আমার ! হুখে ছুখে সাথিটী আশার নিরাশার
 পাশ ছুটি বিছাইয়ে, উড়োতো উধাও হো'য়,
 বোলো তাঁরে আমি যারে জানি আপনার ॥
 নীরব সে বীণা বিনা এ বীণার তার ॥ ২৫৯ ॥

কালেংড়া—আড়াঠেক ।

কুচ-কমল কণিকে হেরে হইও না মানিনি ।

অবর্ণ-নয়ন-ওণে প্রফুল্ল হবে এখনি ॥

কি ক্ষতি তোমার বল, যে ক্ষতি মম কেবল,

কথা রাখ বদন তোল, মিনতি করি রে ধনি ॥ ২৬০ ॥

ধুন সারঙ্গ—কাণ্ডয়ালী ।

মরি নাধুরী ধরে কিবা ফুলবন ।

ন নরবরে নব নাগরী নগরী নবীন কুশুম হারে করে বরণ ॥ ২৬১ ॥

তাল—ধেমটা ।

তার কোথায় লাগ যাদুমনি, ঘুঘু দেখেছ টাঁদ, ফাঁদতো দেখনি ।

দুবে জল ধাও, তার প্রতিফল পাও, তরঙ্গতে কুটো দিলে হয় দুখনি ।

মনেতে করেছ আশা, বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা,

জাসকে ধেয়েছ যাদু, ফাঁড়িত গণনি ॥ ২৬২ ॥

ঝিঁঝিট থাম্বাজ—আড়াধেমটা

কথা শুনে সরসে মরে যাই, ছিছি এঁক লো বানাই,

এসেছে সন্ন্যাসী নারিক, হবে না ত জামাই ।

করোঁছিলে যেমন পণ, স্মৃথেন কর কালঘাপন,

মিলেছে বর মন মতন, সন্ন্যাসী গোঁসাই ॥ ২৬৩ ॥

ভৈরবী—মধানান ।

চালবাসা জানালে । হাসি হাসি প্রেন ফাঁসি নাশিবারে পরালে ।

পরেতে বিরহাণ, রেখেছ হতে দাহন,

কটুবা ক্য তৃণসম, দিতেছ নিকীর্ণ কালে ॥ ২৬৪ ॥

লুম—যৎ ।

বলিব কি সখি আর তোমারে, হরেছে মন মনচোরে ।

ইহা হয় মনচোরে, হৃদয়েরি হার করে, রাখি হৃদয় নাক্ষারে,

হেয়ি সদা নয়ন ভোরে, বলিব কি আর তোমারে ॥ ২৬৫ ॥

ভৈরবী—গেমটা ।

আমি কি পাগল হব রে । ভালবাসা বিনে আমার প্রাণ গেল রে ।
কি লাগিয়ে মন প্রাণ, সন্না হয় উচাটন,
বিধি বড় নিদারুণ, হুখে দিল রে ॥ ২৬৬ ॥

বেহাগ—কাগিরী গেমটা ।

পাখি আর পুণবো না, শিকলি কাটা সে চন্নোনা ।
পুষেছিলাম হ্যাম পাখি, সে আমায় দিয়েছে ফাঁকি,
কোথায় গেল বিধুমুখী, আমায় দিয়ে এ যন্ত্রণা ।
ঠোঙ্গা ভরে দিতাম ছোলা, দাঁড়ে বসে দিত দোলা,
কোথায় গেল সে অবলা, আমায় দিয়ে এ যন্ত্রণা ॥ ২৬৭ ॥

পরজ—কাওয়ারালী ।

ঘোমটা খোল, বদন তোল, কথা কও মাথা পাও ।
কেন যাও সরে, কাছে এস রে ;—
যেন ফুলকোমুখী অবাক এঁকি, পাশে গেলে পাশ কাটাও ।
কেন—কেন অধোমুখী বল বল বিধুমুখী ;
ওমা এঁকি এঁকি শ্যাম সেজেছে সেজেছে শ্যামাঙ্গিনী ।
মন ভাঙতে হয়েছে রমনা ওগমণি ; ..
মন বাসনা পূর্ণ হবে না ;
তুমি যাও ফিয়ে, বারে বারে—জ্বালাও কেন রাধারানী ॥ ২৬৮ ॥

লুন খাজাজ—কাওয়ারালী ।

অনেক দিনের পরে দেখা, কেমন ছিলে বলনা ।
দাসী বশে ওগমণি মনে কি হে ছিল না ।
আসি বলে চলে গেলে সে আসা কি এই আসিলে,
ভালবাসি বলে কিরে আসিতে ভালবাস না ।
তোমা-মনে প্রেম করে, জ্বালাতন ঘরে পরে,
যত দুঃখ সহি অন্তরে, জেনেও কি ভা জ্ঞান না ॥ ২৬৯ ॥

জংলা—খেমটা ।

তোর সঙ্গে প্রেম করে, ধনে প্রাণে হলেম সারা,
বর্ষাকালেতে যেমন, ভাঙ্গা ঘরে বসত করা ;
প্রেম করে এই হ'ল, কাঁদিয়ে জনম গেল,
অবশেষে এই ঘটিল, যেমন কাঁচা বাঁশে মৃগ ধরা ॥ ২৭০ ॥

ঝিঁঝিট—কাণ্ডালী ।

এত ভালবাসা রে প্রাণ, ভুলেছ কি একেবারে ।
এত যে বাসিতে ভাগ, ভালবাসা জানা গেল,
পেতেছিলান মায়াজাল, অবলা বাঁধবার তরে ॥ ২৭১ ॥

খান্ধাজ—খেমটা ।

নাগর মনের মত মিলিল ভাল, রূপে জুড়াই অঁাখি ভুবন আলো;
কনক মধু কণা, অলি আর পেলে না,
ভাগাওণে বুঝি অলি ভেকেরি হোলো ॥ ২৭২ ॥

জলদ—তেতালা ।

পুরুষ কঠিন জাতি সৃষ্টি বিধাতার ।
নারীনাশক নিশ্বাসঘাতক সকল সুব্যবহার ॥
মিষ্ট কথা বলে করে, রমনীরে ফাকি দিয়ে,
ভুলাইয়ে মন নিয়ে চায় না 'করে আর ॥
যত দিন যোবন থাকে, সে কর দিন নান রাখে.
শেষে পণায় পরাইয়ে, কনকের হার ॥ ২৭৩ ॥

চিত্রাগোরী—জলদ একতালা ।

৩০ দাঁপলো লো বুঝি অলি এল লো, রাঙ্গা হাসি কলি হাসিল লো ।
নীরবে নাগরে আদর করে, দোলে মোহাগ-ভরে,
মধু উথলে অধরে নাহি ধরে, কুসুম-সঙ্গিনী, উষা বিনোদিনী,
রাঙ্গা হাসি হেনে রাঙ্গা চলিল লো ॥ ২৭৪ ॥

সদীত কোষ ।

ঝিঝিট—ধেমটা ।

নাইকো আর কমলকলি অলি কি আর জোটে রে ।
ডাটা-সার হয়েছে আমার নাইকো মধু মোটে রে ।
ছোটে তারা যেখানেতে, নূতন কলি ফোটে রে,
নূতন পেলে, বাসি ফেলে, নূতন মধু লেটে রে ॥ ২৭৫ ॥

বান্ধাজ—ধেমটা ।

যায় ডুবি যৌবনের তরি অকুল তুফানে ।
মদনের ঢেউ লেপেছে রাখতে পারি নে ।
শ্রম-নদী তুফানে ভরা, নাইক তার কল কিনারা,
পাল তুলি কি হাল ধরি, তার উপায় দেখিবে ॥ ২৭৬ ॥

সাহানা—কাশ্মিরী ধেমটা ।

পুলো ও সধি, যায় বুঝি প্রাণ কোকিল স্বরে ।
হরায় এসে দে লো তোরা প্রাণপতিরে ।
একেতো যৌবন ভার, সহিতে না পারি আর,
তাহে মদনের শর, দহে অবলারে ॥ ২৭৭ ॥

বেহাগ—দাদরা ।

হৃথের লহর, যাগগো ছুটে, প্রাণগুলি সই পাগলপার ।।
চাঁদ ধর সই, তান তোল সই, আয়গো খুলি প্রাণ-পসরা ।
প্রাণের প্রাণ আনবে ছুটে, প্রাণের কাঁদে পড়বে লুটে,
ভাড়া হাওলা যাবে টুটে, বইবে মলয় স্বধার ধারা ॥ ২৭৮ ॥

টোড়ী—আড়ধেমটা ।

এলাম সই তোদের পাড়াতে ।
প্রেমজ্বরে মারাছে যে জন তারে কাঁচাতে ।
ওষধের এমনি গুণ, পরশে রোগ নিবারণ,
যোদ্ধা লাগে ভাঙ্গা মন, ছুঁতে না ছুঁতে ॥ ২৭৯ ॥

খান্ধাজ—আড়াতেতালী ।

এ বেশে বসিয়া কেন, চিষ্টারূপ তরুতলে ।
মনেরে ভুলালে বুঝি প্রাণ, কহহ কৌশল ছলে ।
রোধ কেশর চন্দন, সব শরীরে লেশন,
ললাটে অলক-লতা, শ্রম বিনা শ্রমজলে ।
নয়নে রোদন ঠার, হিল্লোল মলিল ধার,
লম্বিত মৌন হার, কিমনীয় মনোগলে ॥ ২৮০ ॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা ।

আদরে-আদরে ভালত ছিলে আদরে,
যে তোমায় করে অশ, তার দশা কি করিলে ।
সজল জলদ তুমি তৃপ্ত চাতক আমি,
আমারে বঞ্চনা করে, কোথা বিন্দু বর ধলে ॥ ২৮১ ॥

লুট ঝিঝিট—মধ্যমান ।

কপট অন্তর এত ছায়া দেওয়া ভাল নয়,
মনে ছায়া দিলে পার, প্রাণে ছায়া পেতে হয় ।
কথায় কথায় প্রবঞ্চনা, (প্রাণ) ভালবাসা পেড়ে জানা,
যে বাহ্যে ভালবাসে ব্যাভ্যাসে তা জানা যায় ॥ ২৮২ ॥

মাল্লা—পোস্তা ।

একলা ঘরে রইতে নারি, কেমন করে প্রাণ ।

অবলা পেরে মদন হানিছে সদা কুলবাণ ।

যদি কেউ রসিক থাকে, মন প্রাণ দিই তাকে, রাগি সদা বুকে বুকে ।

চলে যাই নে যায় যেথায়, ভাসিয়ে দিয়ে কুল-মান ।

মরি কি মধুর বাতি, কোরবে পো সাবি, কোথায় পাই বাধার বাধী

আলারে মদনের বাতি, নিশি করি অবসান ॥ ২৮৩ ॥

বিভাস একতালা ।

নাভনি তুই যেমন সুরূপা, তেমনি বর জুটেচে নেটো খেপা ।
 যুবতী বালিকা কালে, গঙ্গাজল আর বিশ্বদলে,
 পূজলি পশুপতি পতি পাবি বলে,
 সন্ন্যাসীর জন্তে কি করেছিলে পঞ্চতপা ।
 সমোমত ধন ব্রহ্মচারী ভটাধারী, রজত-গিরির কোলে দোশে স্বর্ণ-চাপ
 দেশ বিদেশে হয়ে যাবে সিন্ধির বলি বইতে হবে, সোনার দ্রুত
 ছাই মাথাবে, (ওলো ধনি) বাঁধিবে বেণী এলায়ে খোঁপা ॥ ২০৬ ॥

বেহাগ - মধ্যমান ।

চন্দ্রশূক্ৰ তারা শূন্য মেঘাক্ত নিশীথ চেয়ে,
 দূরভোগ অন্ধকারে হৃদয় রম্যেতে ছেয়ে ।
 ভয়ানক সূরভীর, বিষাদের এ তিমির,
 আশার বিজলীরেখা উজ্জলেনা এই হিয়ে ।
 হৃদয়ের দেবতারে পূজিল জনম ধরে,
 মর্মনৈদী পাতনায় অশ্রুজল দিয়ে ।
 একটু মমতা তবু পাইল না ফিরিয়ে ॥ ২০৭ ॥

ভৈরবী—কাণ্ডালা ।

(আমায়) ভালবাস না বাস ।

আমি তো কখন তোমার ছা'ড়িব না আশ ॥
 যথা তথায় থাকি, তোমা বিনা হইনা সুখী,
 বধিলে বধিতে পার, রাখিলে তোমারি যশ ॥ ২০৮ ॥

জংলাট—আরা

যতনে গাঁথিব আমি বহুল ফুলেরি মালা ।
 দিব প্রাণ সখির গলে জুড়াবে মনের জালা ॥
 আমরা বনবাঁসনী, হীরামতি নাহি জানি,
 আদরে মালা দিলে করিবে না অবহেলা ॥ ২০৯ ॥

আলাইয়া—একতারা ।

যুবক যুবতী জাগ, যামিনী যে যায় রে,
মদন-শাসনে কেবা নিশীথে যুগায় রে ।
শুক তারা প্রকাশিলে, বিভাবরী পভাতিলে,
মুখ-হারা হবে পুনঃ বিরহের দায় রে ।
আজি যে গোলাপ ফুল, সৌরভে করে আকুল,
কালি সে শুকায়ে যাবে, কেবা তারে চায় রে ॥ ২৮৮ ॥

খান্ধাজ—কাওয়ারী ।

মষ্টি-ভঙ্গী, দৃষ্টি-হাসি অবিশ্বাসী নারী,
সোহাগের সাম্রাজ্যে বটে, বিচ্ছেদের কাটারী ।
নারীর অস্ত্র পাওয়া ভার, উদ্ভট এ ত্রিস সার,
নারীর পদতলে পড়ে আছেন ত্রিপুরারী ;
মান ভাঙলেন ভগবান্ নারীর পায়ে ধরি ;—
নারীর জগৎ কীচক মলো, রাক্ষস নির্দম শ হলো,
আমি কি আর বুঝিব বল নারীর জুন চাতুরী ॥ ২৮৯ ॥

খান্ধাজ—মধ্যমান ।

ভুলি ভুলি ভোলা নাহি যায়, মন যারে চায়,
ভুলিতে সরে না মন, ভাবিতে যে চায় ।
সে যদি ভুলিতে পারে, ভুলুক না সে আমারে,
আনি ত তিলেক-তরে, ভুলিব না তায় ॥ ২৯০ ॥

খান্ধাজ—আড়াতেতারা ।

করিলে অঁাধি এ আর কেমন, বিচ্ছেদ বিবাদে এক করিলে রোমন
যদি বহু দিনান্তরে, পাইলাম প্রাণেশ্বরে,
তাহাতে মজলে হজ দৃষ্টি আচ্ছাদন ;
আমি তৃষিতা-চাতকী, আহি নীরদ নিরখি,
তুমি ত তা নহ কেন, কর বরিশণ ॥ ২৯১ ॥

ধায়াজ—টিমেতেতাল।

কেন তাপিত কর সখি প্রাণ মন;
ধৈর্য ধর মনে, চারুবদনে, কেন বিবাদ-নীরে হতেছ মগন;
কমল-বদন-ভার সহিতে না পারি আর,
অস্তর বিদরে হেরে ও মুখ গলিন ॥ ২১২ ॥

সাহানা—ধেনটা।

মনসখ মনোরমা মরি মরি মিলিল,
মিথুন মিলনে মন মহামোদে মাতিল
মনোরমা মনোমত, মিলায়াছে মনোমত ॥
মধুমাধা মধুর মিলনে মন নজিল।
মানস-মোহন মিলনেতে মন মোহিল ॥ ২১৩ ॥

ভৈরবী—আড়াধেমটা।

এই মালা যে গলে পরে, এমন রসিক দেখিলে।
অরসিকে কুল বেচি নে, আনরা রসিক দেখলে ফিরাই নে।
যারা থাকে প্রেম-বাজারে, তাদের মালা বেচি ধারে,
নইলে কি প্রাণ চায় রে তারে, আমরা ভ্রমস্থ চালাই নে ॥ ২১৪ ॥

সিঁকিট—কাওয়ালী।

তুমি ভাল বাস না বাস রে প্রাণ।
তবু তব অঙ্গুর আশে রেখেছি পরাণ।
তুমি প্রিয়ে নবঘন, আমি লো তৃষিত জন,
তোষ এই অভাজনে, করে বারি দান ॥ ১৫ ॥

ভৈরবী - পোস্তা।

সারা হলেম প্রাণ আমি সারা নিশি জাগিয়ে।
আছি যে প্রাণ ও তোমার মুখ চাহিয়ে ॥
অনেক দিনের অভিলাষী, সুখেতে বঞ্চিত নিশি,
কপালক্রমে ছুদিন আছি, উপবাসী হইয়ে ॥ ২১৬ ॥

প্রণয়-সঙ্গীত ।

৭

ধাঙ্গাজ মিশ্র—ধেমটা ।

এসেছে নবীন সন্ন্যাসী ।

অঁধিতে দেয়লো ফাকি, হাসিতে পরায় কাসি ।

ছিছি লো হল একি দার, যন যন কেন যোগী মুখের পানে চার ;

কে জানে কি আছে মনে, কাজ কি সরে আর ;—

উদাসী নাগা নিয়ে অকুলে কেন ভাসি ।

শেষে ছাই মাথবো কি ছাই ভাল না ত এ হাসি ॥ ২১৭ ॥

পিলু—কাওয়ালী ।

মানিছ মানিছ হার তোর কাছে, সখি ।

আমার মালতী তোলা, এখন হোলোনা বালী,

ফুলে ফুলে আচল ভরা তোর যেনো দেখি ।

সারা বাগান লুটে নিয়ে তুই এলি না কি ? ২১৮ ॥

বেহাগ—যৎ ।

শশী বৃষ্টি ভূমে উদিল, তারে হেরে এ যন্ত্রণা হলো ;

ও বদন চাঁদ ধরা ফাদ, নারী হয়ে নারীর মন মোহিল ॥ ২১৯ ॥

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা ।

পাষণ প্রাণে পাষণ হয়ে, পাষণারে তেয়াগিলে ।

পাষণের আসান প্রাণে, প্রাণ তুমি প্রাণ দিয়েছিলে ।

পাষণ প্রাণ ফুলের মত, রেখেছিল অবিবর্ত,

তাইতে তুমি প্রাণনাথ, পাষণারে কঁদাইলে ॥

পাষণ হয়ে পাষণ প্রাণে, পাষণের দান দিলে ॥ ৩০০ ॥

ধাঙ্গাজ—ধেমটা ।

ধর'হ র'জবালী এনেছি মালা সূচিকণ

পড় গলে জুড়াক জীবন ॥

কি ভি ফুলে পোঁপেছি মালা ; দেখি টলে কিনা কালার মন ॥ ৩০১ ॥

বিবিট—একতালা ।

হেণার একটী গাছের আড়ালে মালতী ফুটয়ে রয়েছে ভাই ।
ভাই তো, লো সনি, তুই থাক হেথা আমি তবে হোথা ছুটয়ে যাই ।
না, না, ও যে মোর সাধের কুসুম কেন দিব সহি তুলিতে তোরে ।
এই দেখ্ দেখ্ যাই তোর আগে ; তুই কি পারি'ব ধরিতে মোরে ॥ ৩০০ ॥

ধামাজ—একতালা ।

বা, যা, তুল্ গে লো তোর সাধের কুসুম দিবনা, লো, তোরে বাধা ।
আমি তুলি এই মরিকার রাশি ফুট ছ কেমন আধা ॥
এই ঢুলু ঢুলু নালতীর ফুলে, গাঁথিব মোহন মালা ;
মরি কি তাহাতে মধুর মধুর সাজিবে রূপসী বালা ! ৩০১ ॥

ভৈরবী—মধ্যমান ।

সুন্দরী হইলে কি হয়, বলি প্রাণ তোমায় ।
রসবোধ না থাকিলে, রসবতী কেবা কর ॥
কেতকী (চম্পক) পুষ্পেরি গন্ধ, সবে বলে মকরন্দ,
তবে কেন সে ফুলেতে ভ্রমর বঞ্চিত হয় ।
কোকিল কুৎসিত পাখী, তার রূপ নাহি দেখি,
অথাপি তাহারি শুণে সকলে মোহিত হয় ॥ ৩০২ ॥

ভৈরবী—খেমটা ।

নিশি শেষে কালশশি কোণ হ'তে উদয় হ'ল ।
অরুণ নয়ন ছুট চ'লে বেতে পড়ে চ'লে ॥
কপালে সিন্দূর বিন্দু, শুকায়েছে মুখ ইন্দু,
বল ও কার প্রেম সিন্ধু, মথিলে বসি বিরলে ॥ ৩০৩ ॥

ভৈরবী—কাওয়ালী ।

(আমার) ভাল বাসনা বানরে প্রাণ ।
আমিতো তোমারি আশে রেখেছি জীবন ॥
তুমি ব্রজে নব ঘন, আমি তো তৃষিত জন,
করি প্রিয়ে বার দান, রাখলো জীবন ॥ ৩০৪ ॥

কীর্তনের হর ।

আমারে, কে নিবি ভাই, মঁ পিতে চাই আপনারে !

আমার এই মন গলিয়ে কাজে ভুলিয়ে, সঙ্গে তোদের নিয়ে যারে,

তোরা কোন্ রূপের হাটে, চলেহিস্ ভবের বাটে,

পিড়িয়ে আছি আমি আপন ভারে,

তোমাদের এই হাসিখুসী দিবা নিশি দেখে মন কেমন করে !

আমার এই বাঁধা টুটে নিয়ে যা লুটে পুটে,

পড়ে থাক্ মনের বোঝা ঘরের দ্বারে !

যেমন ঐ এক নিমিষে বস্তা এসে ভানিয়ে নে যায় পারাবারে

এত যে আনা গোনা, কে আছে জানা শোনা

কে আছে নাম ধরে মোর ডাক্তে পারে !

যদি সে বারেক এসে দাঁড়ায় হেসে

চিন্তে পারি দেখে তারে ॥ ৩০৭ ॥

শ্রাম সিদ্ধ - দাদরা ।

ভুলো না কথায় ভুলো না । হেতায় তো থাকা হলোনা ।

থাকলে হেতা ঠেকবে দায়ে কিয়ে চলনা :

এসেছে হলবে বলে, শেষে কি ভাসব জলে,

ওনা, চাইলে যাবে নাথীর মন টলে ; ওলো সরলা ললনা ॥

দেখিস লো থাকিস সাবধানে, অ াখি বাণ প্রাণে না হানে,

মনচোরারে ধরা কেন দেব বলনা ॥ ৩০৮ ॥

কান্ড়া - দাদরা ।

ওলো মই, দেখলো কত কাণ :

কথায় কথায় প্রাণ রাখে পায়, শুধু কথার প্রাণ ॥

য কথায় যে জন ধরে পায়, কেউ যেন না ভোলে তার কথায়,

কথায় কথায় প্রাণ রাখে পায় মজিয়ে চলে যায় ।

মন-মজ্ঞানের মজ্লে কথায় থাকে না লো মান ।

যেমন আদর তেমনি অপমান ॥ ৩০৯ ॥

সলার - দাদরা ।

আমরা চার রকমের চার বিরহিনী,
 বিচ্ছেদে প্রেমের বেদে ঘুরি দিবা যামিনী ।
 কারুর বুকে হার পুরীতের দগা ধরেছে ;
 কেউ পুরীতের কবুনিতে জ্যান্তে মরেছে,
 কারুর লজ্জা সরম ধরম করম সকল হরেছে ;
 কেউ পুরীতে উঠি পাড়ি তবু পুরীত ছাড়েনি।
 প্রেম করে কেউ আড় নয়নে চায় ; কেউ খুলা মাথে গায় ;
 পুরিত তোরে বলিহারি যায় ।
 কেউ নয়ন-জলে গাঁথে মালা, কেব বা প্রেমে মানিনী ॥৩১০॥

বাগে—কাগারীধেমটা ।

(নাথ) তোমার ভালবাসি প্রাণ, জানা গেল, বোকা গেল ।
 কাল আসি বোলে গেলে, আর নাহি দেখা দিলে,
 অবলারে মজাইলে, করিপে ছল মান ॥৩১১॥

বেহাগ—আজা ।

যাও যাও ফিরে যাও মন বাধা যেখানে,
 পরেরি পরাণ তুমি, কেম এলে এখানে
 তুমি যে এলে এখানে সে যদি তা শোনে কানে,
 সাধের প্রেমে বিচ্ছেদ হলে, সে মরিবে পরাণ ॥৩১২॥

বেহাগ - কাগারীধেমটা ।

তিমিরে ধীরে ধীরে ডুবে যায় লো দিননগি ।
 এলিয়ে দিয়ে সাধের বোনী, চল ওলো প্রণেসজনি,
 মৈ লো মৈ সাঁজের বেলা, করবো না আর জলধেলা
 কেছানেক লুকিয়ে থেকে দেখবে সই হৃদয়খানি ॥৩১৩॥

বেহাগ—কাওয়ালী ।

মন ঘে আমার নিলে আর ফিরে দিলে না,
 জনম ফুরায়ে গেল আর দেখা হল না ।
 তাহারে হেরিলে সই, সুখপানে চেয়ে রই,
 বলি বলি মনে করি, আর বলা হল না ॥৩১৪॥

ভৈরবী—কাওয়ালী ।

দেখলে তোরে আপন হারা হই,
 গেলে পরে আরতো কিরে, আসবে না নো সই ।
 লাগে সই পাষণ বেঁধে, এসেছি কাঁদিয়ে কঁদে,
 বলব কত সে মনের খেদে,
 ক বলে বল আসব চলে, জানে না সে আমা বই ॥৩১৫॥

বারোয়া—ধেমটী ।

আমারে আসতে বলে, এত অপমান করা,
 মনে কি নাহি হে নাথ ছুহাত দিয়ে পায়ে ধরা ।
 মনে মনে ভাব তুমি, বড় সূচতুর আমি,
 লিহারি যাই তোমারি, এই কি রে তোর প্রেম করা ॥৩১৬॥

কিঁকিট ধাম্বাজ—আড়াধেমটী ।

এ যৌবন জোয়ারের বারি, তার বড়াই কি করিস এত ।
 টিতে পা পড়ে না লো,—আবার ধরা দেখিস সরার মত ।
 অনলো বৃন্দে তোরে বলি, বুকের মাঝে কমল-কলি,
 কালে জুটবে না অলি, কাঁদতে হবে অবিরত ॥৩১৭॥

শঙ্করা—আড়াধেমটী ।

রাখি তারে হৃদমঝাকারে, পাই যদি সই সেই নাগরে ।
 যখন ঠেণে মন হরেছে, প্রাণ কি সরে থাকতে ঘরে ।
 টাহিনে আর মদনশরে, চলে পড়ি যৌবনভরে ;
 আগমজনি তারি তরে, বাঁগ দেয়েছি প্রেমসাগরে ॥৩১৮॥

ভৈরবী—আড়াথেম্টা

(আমি) জ্ঞানতাম যদি নিরবধি কাদাবে আনায় ।
তবে কি রে মন প্রাণ, সঁপিতাম তোমায় ।
ভেবেছিলাম পরেশ-পাথর, কপালগুণে হল পাথর,
এখন আমার নিশার স্বপন, প্রকাশ করা দায় ॥ ৩১৮ ॥

ঝিঁঝিট থান্বাজ—কাওয়ালী ।

অবলায় মজিয়ে পিরীতে প্রাণ যায় ।
মানস চাতকী, যাহার পিপাসী সে জনে ফিরে নাহি চায় ।
রমণী অবলা, স্বভাব সরলা, পুকন পূরিত শঠতায়,
যত দিন যৌবন, পর হয় আপন, ক্রমে ভাব অভাবে লুকায় ॥ ৩১৯ ॥

থান্বাজ—কাওয়ালী ।

সখি কি জন্তে যোগী মনে হব যোগিনী ।
যে কাবছে গণভঙ্গ, বাড়িয়েছে প্রেমতরঙ্গ
ব্রহ্মরসে থাকবো আমরা দিগ্গজ ব্রজনী ॥
ছাই দিয়ে যোগীর মুখে, আমরা রথ পরম সুখে,
শারী শুক যেমন থাকে সঙ্গের সঙ্গিনী ॥ ৩২০ ॥

মুরট থান্বাজ - চিনে তেতলা ।

অতি ঘোরতর মেঘে ঘেরিল গগন, ওলো বিদুমুখী নিজগুণে রাখ আমায়
অতিশি তোমারই শরণ চায় ।

পয়োধর হেরিয়ে প্রাণ আকুল, বিদ্রাভের সমরূপে নয়ন ভুলিল,
এখন অন্তত আমি যাই কোথা বল, পবিত্র তোমারই শরণ চায় ॥ ৩২১ ॥

লঙ্কো—ঠুংরি ।

যদবধি প্রাণ আমি স পেছি তোরে, তদবধি নাহি ছেঁরি অস্ত্র কারে ।
প্রাণ! মনে হলে তব বিশ্বাসেরে, কত অঙ্গুরী কিন্নরী লাজে মরে ।
প্রাণ বলি তোমায়, ভালবেসো আনায়,
তোমার পিরীতে পড়ে আছি রে মরে ॥ ৩২২ ॥

শঙ্করাভরণ—আড়থেমটা ।

এখন কিহে নাগর তোমার আমার প্রতি সে মন আছে ।

নূতন পেয়ে পুরাতন তোমার সে যতন গিয়েছে ॥

যা হবার তা আমায় হবে, তুমি তো প্রাণ স্থখে রবে,

বল দেখি শুনি তবে, কোন নূতন মন মজেছে ॥

তখনকার ভাব থাকতো যদি, তোমায় পেতাম নিরবধি,

শুন ওহে গুণমনি, িধি আমায় বান হয়েছে ॥ ২২৩ ॥

ঝিঁঝিট খান্ধাজ—মধ্যমান ।

পীরিতি কাননে মইরে যাওয়া কি হয় কথায়,

বেষ্টিত তাহাতে আছে লজ্জ কণ্টক-কতায় ।

বিচ্ছেদ ব্যাঘ্ররই ডরে, অবশিষ্টে নাহি পারে ;

পথ হারাইয়ে পরে ফিরিয়ে আনিতে চায় ;

আর যে কলঙ্ক করী, কুবশ শুড়েতে ধরি,

গঞ্জনা পরুতোপরি বেশিয়ে বধে তাহার ॥ ৩২৪ ॥

ছায়া নট—একতারা ।

ও আও অগ্নি করি জল-কেশি, সব সখি মিলি যমুনা উছলি ।

ধূলা বিহনে, নিশি আগরনে মদন-বহনে তনু, যায় অলি,—

অলন জুড়াতে তাহ প্রলে উলি ;

কাঁচলি ফেলেছি খুলে ছুকুল রেখেছি কুলে,

পিয়েছি ভুলে, আও সখি দলে দলে কালজলে খেলি ॥ ৩২৫ ॥

জয় জয়ন্তী—তিওট ।

ভাঙ্গিয়ে গেল ভারিভুরি, না ধাটে আরি জুরি ॥

হইল জানাজানি, রে! কাণাকাণি, করেছে হবে ঠারুঠুরি ॥

ননৈব অভিলান, হইল পরকাশ, করিও মিছে কারিকুরি :

মদন কপি ভায়ে, দুটকি দুটুহাসে, ও কথা করে চারাকুরি,

নিমেষ, আর কি হবে তবে, ওঠিয়া বস সারি নারি ॥ ৩২৬ ॥

সঙ্গীত-কোষ ।

ঝি ঝিট—পোস্তা ।

নারী নাশক বিশ্বাস-ঘাতক পুরুষ কুটিল প্রাণ ;
স্নেহহীন পুরুষের দেহ পাষণে নির্মাণ ॥
প্রথমে মিলন কালে, ভোলায় ছুটো কথা বলে,
পরে যে সে থাকে ভুলে, স্বকাষ্য হলে,—
নারীর ধন সর্বস্ব হরে কলে কৌশলে,—
শেষে দোষী করে পলায় ফেলে, তুলে কলঙ্কের নিশান ॥
হেমন হলে নারীর প্রাণ ভোলেনা পুরুষের ধ্যান,
গর্ভবতী সীতায় রাম দিলেন বনবাস ;
লময়ণ্ডীর ছুঃখের কথা নলেতে প্রকাশ ;—
মহারাজ ইচ্ছা করি, পঞ্চশান্তে কাতর প্যারী,
এসে স্বক্কে করি বলে হরি হলেন অন্তর্ধান ॥৩২৭॥

বেহাগ - কাওয়ালী ।

কি কৃষ্ণে তারি সনে হ'ল প্রেম আলাপন,
প্রেম গেছে, সে ভুলেছে, ভুলে নাতে পোড়া মন ।
স্বপ্নায় দেপি স্বপন, যেন সেই চলাননে ;
আসি সহস্র বদনে, বলে উঠ প্রাণধন ॥৩২৮॥

কালাংড়া—কাওয়ালী ।

বদন সরোজ কেন ঢাকয়ে বসনে,
কি কারণে ত্রিমাগ আছে অধোবদনে ।
সশৈবাল নলিনীর, যেবা শোভা জীবনে,
স্তমতি স্নানরী আমি, হেরিতেছি নয়নে ॥ ৩২৯ ॥

গুরবী—আড়াঠেকা ।

তাই কি মনে ক'রে মানভরে অভিমানে আছ,
আলিয়া বিরহানল দাহন হতেছ !
প্রণয়ে যতক হয়, সকলি কি মনে রয়,
তাইলে কি বিচ্ছেদ হয়, কার মুখে শুনেছ ॥৩৩০॥

খান্ধাজ—কাওয়ালী ।

পোড়া প্রেম করে কি প্রনাদ হল সই ! এ দুঃখকারে কই !
 মনে মনে মনাগুনে, মরমেতে মরে রই ;
 কলঙ্ক গুরুগঞ্জনা ঘরে পরে কি লাঞ্ছনা,
 অবলার প্রাণে বল আর কত নয়,
 ধিক্ কুর্কর্ম নারীর জন্ম ভাল নয়,
 পরাধীন হতে হলো পরেরই বোঝা বই ॥৩৩১॥

সরফরুদা—জলদ তেতাল ।

বারে বারে আর তারে,
 কেমন করিরে সই বল গো সাধিতে !
 যে জন- আপন দোষ না পায় দেখিতে ।
 করিয়াছে মনহুরি, তবু না ছাড়ে চাতুরী,
 চোরের অগ্নি মাধু, কি লজ্জা গুনিতে ।
 চোর হয়ে মাধু প্রায়, সাধিলে কি হবে তার,
 ভাবে অভাব ঘটায়, হিতে বিপরীতে ॥৩৩২॥

কথায় কথায় কোরে অভিমান, তিলে কর বোসে তাল ।
 ও ধনি, না জানি, কেমন পুরনের কপাল ।
 যদি পুরুষ পাতকী হবে, তবে পাওবেরা,
 নারীর সঙ্গে বনে কেন বেড়াবে ।
 দেখ তারা একা নক্ষত্রি দয়াময়,
 মানে ধোরেছিলেন ব্রজে রাবার পদদ্বয় ॥৩৩৩॥

পুরবী—আড়াঠেক . !

মনে মনে সাধরে ।
 কে আগে সাধিবে বল ঘটল প্রনাদ রে ।
 নয়নেতে লাজ আত, হৃদয় ব্যাকুল,
 উভয়ে ছাড়িতে নারে মান অনুরোধ রে ॥৩৩৪॥

হাষির নিশ--ত্রিতালি ।

এলো তোর প্রাণ বঁধু এলো

টেনেছ প্রেমের ডুরি লুকিয়ে কোথা থাকবে বল ॥

ওলো এত কি মানা হাতে ধরে কছে বসানা,

নইলে সহি বলবে বঁধু মোহাগ জানেনা ;

ওলো গরব কিসের তোর, যার গরবে গরবিনী কর তারে আর,

থাক থাক মনে তুলে রাখ মানে কিলো এলো গেল ॥৩৩৫॥

পুরবী—ধেম্ টা ।

মানে মানে কি যাবে রজনী ।

বদন তোল কথা কও ও বিনোদিনী ॥

তুমি যদি কর মান, কার কাছে জুড়বি রে প্রাণ,

নিশি হলো অবসান, গা তোল লো ধনি ॥ ৩৩৬ ॥

ভাল ভেবে বড় ভালবেসেছি সখি, ভাল শুধু ভাল তুমি বাসতো দে

মানে গানে তাজ মান, প্রাণে কর প্রাণদান,

ভাবিনীর ভাবে পেম ভাব নিরখি ;

ভাল ভাল ভাল বঁধু বাসতো দেখি ॥ ৩৩৭ ॥

বাগেশী - আড়াঠেকা ।

যতাব যার যেমন, বিকৃতি নহে কখন ।

চন্দন কি আছে দ্বন্দ্ব করিলে শত যবন ॥

অনপুর হুজুদও, করিলে তার খণ্ড খণ্ড

সে কি কভু তাজে তার, অনপুর আবাদন ?

হবন-কাণ্ডি কাফন, করিলে তাহা দাহন,

নেত নাহি পরিহরে চাক কাণ্ডি সুদর্শন ।

প্রচণ্ড মার্কণ্ড তাতে হিনাদি কি তাতে তাতে —

জগন্নি কি বাত্যাখ্যেতে খুল করে গজেন ॥

তাহ বালি স্ববদনি ! যদি তোর গুণমণি,

করে থাকে অপরাধ যগনে কর মার্জন ॥৩৩৮॥

পুরবী—আড়াঠেলা ।

ঐ যায় যায় চায় ফিরে সজল নয়নে ।
ফিরাগো ফিরাগো তারে মধুর বচনে ॥
হেরে ওরে স্মিয়মাণ, দূরে গেল মন মান,
অস্থির হতেছে প্রাণ পতি পদার্পণে ॥৩৩৯॥

খান্সাজ—একতালা ।

আজ তোমারে দেখতে এলাম অনেক দিনের পরে,
ভয় নাইকো সুখে থাক, অধিকক্ষণ থাকবো নাক,
এসেছি হৃদয়ের তরে—
দেখবো শুধু মুখখানি, শুন্ব দুটি মধুর বাণী,
গাঢ়াল থেকে হাসি দেখে, চলে যাব দেশান্তরে ॥৩৪০॥

খান্সাজ—চিমে তেতালা ।

যারে আর মন সরে না, বোঝালেত বোঝে না মন,
কে যেন নে যায় টেনে, জালা একি যেমন তেমন ।
মনে করি মনকে ধরি, পারিনে কেঁদে মরি,
কি ছলে সজালে হয় উপায় কি করি;
অবশে যাইগো ভেসে মনত নয় মনের মতন ॥৩৪১॥

দেশ—একতালা ।

দেলো সখি দে, পরাইয়ে চলে সাধের বকুল কুল হার ।
আধ ফুটো জুঁইগুলি, বতনে আনিয়া তুলি
দেলো দেলো ফুলময় সাজে সাজায়ে আমারে সখি আজ ।
দেলো দেলো চঞ্চল কুন্তল কপোলে পড়িছে বার বার ॥
আজি এত শোভা কেন, আনন্দে বিবশা হেন,
বাধরে হাসি নাহি ধরে, লাষণা ঝরিয়া গড়ে ধরাতলে ।
এ তোরা দেখে যা দেখে যা, তরুণ তনু এত রূপ রাশি
বহিতে পারে না বুঝি আর ॥ ৩৪২ ॥

সিন্ধু—মধ্যমান।

যার প্রাণ তার কাছে, লোকে বলে নিলে নিলে,
দেখা হ'লে জিজ্ঞাসিব, সে নিলে কি আমার দিলে।
দৈবযোগে এক দিন, হয়েছিল দরশন,
না হ'তে প্রেম মিলন, কলঙ্ক রটালে ॥৩৪৩॥

ধাম্বাজ—মধ্যমান।

আমার মন মানে না সই, নয়ন মানে না,
আমি মনেরে বুঝাতে পারি, নয়নেরে পারি না।
তুমি যাবে দেশান্তরে, একাকিনী রেবে ঘরে,
আশার আশে রব বসে, এ জীবন তো রবে না ॥৩৪৪॥

বাহার বাগেজী—আড়াঠেকা।

নাথে কি প্রেমসী শশী, তোমায় এত ভালবাসি,
কে কোথা দেখেছ হেন, অল্পপন রূপরাশি।
অনল-তড়িত-কেশ বিমল-কমল-বেশ,
পুনঃ পুনঃ পরশিছে, কিবা রূপ পরকাশি।
কিবা রূপ মনোহর, শরতের শশধর,
অধর অমিয়ময়, মরি কি মধুর হাসি।
হেরি জ্ঞান হয় হেন, প্রভাতের পদ্ম যেন,
বসিছে ভ্রমরা বৃন্দ, মধুরদ অভিলাষী ॥৩৪৫॥

ধাম্বাজ—কাওয়ালী।

মনে মনে মন চুরি করিল যেই জন,
কহিলে সজনি তার, কহ তার বিবরণ ?
কি জাতি কি নাম ধরে, কোথায় বসতি করে,
আমিতো চিনিতে তারে, চেনে আমার নয়ন ॥৩৪৬॥

পিলুকাশ্রিতী—ধেমটা ।

প্রিয় সখা ! প্রিয় সখি ! এ চাকু কুসুম-হার,
 পরাব দৌহার গললে, দেখিব শোভা তার ।
 যতনে পেঁগেছি মাশা মিলে ছ'জনায় ।
 নাজাঁব যুগলরূপ বাসনা যেমন যার ।
 পরখ করহে সখা, ভাল ফুলমালা কার ;
 ছিড়িলে যাহার মালা জানিব তাহারি হার ॥ ৩৪৭ ॥

কাফিসিন্দু—আড়াঠেকা ।

ভালবাসি আলো কিরে আসিতে ভালবাসনা,
 আপন করম দোষে না মরিল বাসনা ।
 হেরে তব মুখশশী, সুখেব সাগরে ভাসি,
 কত'বুঝি রেখেছ দাসী, ভাবিতে তব ভাবনা ॥ ৩৪৮ ॥

ছায়ানট—রাঁপতাল ।

কি সুন্দর রূপ আজি হেরিলু স্বপনে হায় ।
 নয়ন মেণিরা আঁহা দেখিতে না পাই তায় ।
 কি কারণ রে নয়ন, হ'লি আজি উন্মীলন,
 হারিয়ে সে প্রিয়জন, ঘটিল বিষমদায় ।
 মন প্রাণ চাহে দারে, যদি না পাই তাহারে,
 বিষময় ভবনং নারে, বিসর্জন দিব কার ॥ ৩৪৯ ॥

মূলতান—আড়াঠেকা ।

স্বপনে তাহারি মনে হইল মিলন ।
 নাকরি বিচ্ছেদ ভয়ে আঁখি উন্মীলন ।
 নিদ্রাতে তাহারে দেখি, মন প্রাণ হয় সুখী,
 স্বপনে স্বপন হলে না রবে জীবন ॥ ৩৫০ ॥

তৈরবী—আড়াঠেকা ।

ও রূপ সাগর মাঝে ডুবিল আশি তরঙ্গী ।

আশা প্রবল তুফানে মজিল রমণী ।

মন মাঝি ছেড়েছে হাল, ছিড়ে গেছে লজ্জাপাল ।

হ'ষ তরী বান চাল, কি করি বল সজনি ।

কুল পাওয়া হল ভার, উপায় না দেখি আর ।

কেনে হইব পার, আইল কাল রজনী ॥ ৩৫১ ॥

কালেংড়া—কাওয়ালী ।

ভাল বাসিলে যদি সে ভাল না বাসে

কেন সে দেশা দিল ।

মধু অধরে অধর হাসি,

প্রাণে কেন বরষিল !

দাঁড়িয়ে ভিলাম পথের ধারে,

সহসা দৌঁধলাম তারে,

নয়ন দুটি তুলে কেন

মুখের পানে চেয়ে গেল ॥ ৩৫২ ॥

খট—প্রত ত্রিতাল ।

মনের যে আশা তাহা যদি না পূরিত,

তবে কি পরাণ কেহ রাখিতে পারিত !

দেখনা চাতকী ঘন, দিবা নিশি করে ঘান

ঝারি দানে জায়ে তারে না রাখে তুষিত ।

তার মাঝী প্রদীপ পতঙ্গ আশ্রিত ।

বাহিরে আগতে দেখ হয় প্রজ্জলিত ।

তার আশা পূরহিতে, পতঙ্গ পুলকিত চিত্তে

আপনি জ্বলয়ে তাতে রাখিতে পীরিত ॥ ৩৫৩ ॥

বসন্ত বাহার—আড়ার্টেকা ।

সাধের প্রতিমা যদি হইত নির্মাণ,
নন সাধে করতাম পূজা দ্বিগুণ কুলবাণ ।
অর্থ দিতাম ক'রে বুদ্ধ, যৌবন ক'রে নৈবিদ্য,
বাজায়ে প্রেমের বাণ, বিচ্ছেদ দিতাম বলিদান ।
চিত্ত কুশাসনে বসি, নয়ন ক'রে কোশাকুশি,
তাহে ল'য়ে জ্ঞান-তুলসী, দক্ষিণাস্থ দিতাম প্রাণ ॥ ৩৫৪ ॥

ভৈরবী—মধ্যমান ঠেকা ।

পীরিতি কলঙ্করে প্রাণ, বল কে কয় ।
যে না জানে প্রেমরস, তারি অপযশ হয় ।
যাবত পীরিতি রবে কলঙ্ক নাহিক হবে,
পীরিতি বিচ্ছেদ তবে, লাজুনা জগৎ ময় ।
কারণ প্রেমোদ্বীপন,
প্রকাশ নহে কখন, উভয়ে করি যতন, ভাবেতে মোহিত রয় ॥
তাহে বিরহ ঘাটলে, শোক সিকু উথলিলে,
নয়ন মলিলে প্রকাশ করে নিশ্চয় ॥ ৩৫৫ ॥

ললিত জলদ—তেতালী ।

পীরিতি পরম সুখ সেই যে জানে ।
বিরহে না বহে নীর, যৌহার নয়নে ॥
থাকিতে বাসনা যার চন্দন বনে,
ভুজঙ্গর ভয় সেই করে কি কখনে ॥ ৩৫৬ ॥

মোল্লার—আড়া ।

প্রণয় পরম ধন, সৃজন বিনা কেবা জানে ।
যে মজেছে সে মরেছে রেখেছে প্রেম সমানে ॥
নদীতে থাকিতে জল, যতেক চাতকদল,
পিপাসা করে শীতল জলদের জলপানে ॥ ৩৫৭ ॥

বেহাগ ।

সর্বস্ব ধন দিতে পারি মন যদি মিলে :
 প্রেমেতে সকলি হয়, বিবাদে কি মিলে ।
 অপ্রেমে কি কল ফলে ?
 বলির প্রেমে হরি দ্বারী, রাধার প্রেমে হন ভিখারী,
 তারার প্রেমে ত্রিপুরারী পড়ে আছেন চরণতলে ॥৩৫৮॥

শাহাজ—মধ্যমানর ঠেকা ।

সকলে কি পারে প্রেম করিতে প্রাণ !
 সে পারে—যে পারে হেসে গরল করিতে পান ।
 অরসিক প্রেমিক যারা, বিরহে ব্যাকুল তারা
 প্রকৃত প্রেমিক সহে, নীরবে বিরহ বাণ ।
 দেখ তার নিদর্শন, প্রেমিক পতঙ্গগণ,
 প্রেমে প্রমত্ত এমন, অনলেতে ত্যজে প্রাণ ॥৩৫৯॥

মুলতানী—জলদ তেতাল।

মাধ মনে মনে—রাখি সদত সাধেরই ধনে হৃদয়ে গোপনে ।
 যেন অসুখ মিলন প্রতিবাদীজন, কেহ নাহি জানে ।
 প্রেমদেবে মনোপুরে পূজা দিব মনোপুরে ;—
 নাথি কুসুম পরাগ চিত্ত অনুরাগ সোহাগ-চন্দনে ।
 কুমুদী জানিবে কলি, মুদিত কমলে অলি,
 ভরি হৃদয় কদরে যেমন বিহরে মত্ত মধুপানে ॥৩৬০॥

পিলু—যৎ ।

সই লো, পরম পীরিতি রতন ।

যে রতন পেলে, হুই জনে মিলে, হয় সুখ-সাগরে মগন ।
 হয় সুখ জ্ঞান, পর লাগি প্রাণ অকাতরে দিতে বিসর্জন ।
 পর ওণে ওণী, পর কাণে শুনি, দেখি দিয়ে পরেরি নয়ন ।
 যে প্রেম পরশি, কত হলো ঋষি, কত হলো যোগী মহাজন ॥৩৬১॥

জংলা ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা ।

প্রণয়-বারিষি মাঝে সুখ নিধি যদি চাহ,
একজনে প্রাণ সঁপি একেরি হইয়া রহ ॥
একান্ত যে একে মজে, কভুনা দ্বিতীয়ে ভজে,
পবিত্র সুখ-সরোজে বিরাজে সে অহরহ ।
নিতান্ত যে ভাগে ভাগে, অশ করে অনুরাগে,
বিরাগ ঘটে সোহাগে, যাতনা তার দুঃসহ ॥৩৬২॥

লুপ্ত—যং ।

আর কি কব তোমারে ?
যে জন পীরিতে রত, সুখ ছুবে সহে কত পরেরি তরে ।
সুধাকর প্রেমাধিনী, অতি সুখী চকোরিনী,
কভু হয় বিদাদিনী বিরহ-শরে ।
নলিনী ভানুর বশে, মগন প্রণয়-রসে,
তথাপি কখন ভাসে, বিদাদিনীয়ে ।
প্রেম সম্ভাব নহে, কভু সুখ ভোগে রহে,
কভু বা বিরহ দহে নয়ন ঝরে ॥৩৬৩॥

পিলু—যং ।

প্রণয় মোর সাগর তুল, সে কি অনাদরে শুকাবার ।
বনয়ে ভানু অনল যদি, না ততয়ে সাগর মাঝার ॥
সখি ! কতদূরে ভানু রয়, সাগর তাহে কাতর নয় ।
পনারি সে অগাধ হৃদয়, তবু তারে দেয় উপহার ॥৩৬৪॥

কালোড়া—একতারা ।

না দিলে আপন মন পর মন কি পাওয়া যায় ।
মনে মনে নিশাইলে উভয়েরি সুখোদয় ॥
রসিকের এই রীত, আছে অগত বিদিত,
পাইত মনেরি মত সঞ্চিত ধনে বিলায় ॥৩৬৫॥

বাহার—ঠেকা ।

প্রেমেরি শরীর লয়ে, তার কি মরণে ভয় ।
 বার থাকে এই ভয়, তার প্রেম করা নয় ॥
 জলন্ত অনল বেড়ি, পতঙ্গ বেড়ায় উড়ি,
 পড়িলে মরিবে জানে, তবে কেন পড়ে তায় ॥ ৩৬৬ ॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা ।

পোহাল সুখ-বামিনী, দিনকর উঠিল ।
 সোহাগিনী নলিনী নিজ বাসে ফুটিল ॥
 নিশাথা জ্যোতিহীন, কুমুদিনী অতিদীন,
 নানা জাতি ফুল কুল, কানধেতে শোভিল ।
 কোকিল পঞ্চম স্বরে, ডাকে কুহরব করে,
 হেরি দিনমণি জগজন হাসিল ॥ ৩৬৭ ॥

সিদ্ধু কাঙ্ক্ষি—টিমে তেতাল ।

প্রেমে কি গুণ আছে, সে জন জেনেছে ।
 ঠেকেছে মজেছে যেই, প্রেম বাঁধা তারি কাছে ॥
 যে নহে প্রেমের ব্রতী, সে কি জানে প্রেমের রীতি,
 নিনতি প্রণব পদ্ধতি, অপরে অজাত মীতি,
 যে করেছে সে ভুলেছে ॥ ৩৬৮ ॥

সিদ্ধুড়া খাম্বাজ—একতাল ।

প্রাণে বার সয় না বাথা, সে কেন কর প্রেমের কথা,
 প্রেমে দিন বাবে কেঁদে প্রেমিক যে জন সেত জানে ।
 প্রাণ দিতে যে জন পারে বিচ্ছেদে ভয় সে কি করে,
 বিচ্ছেদে অবিচ্ছেদে হৃদয়-টীকে হেরে ধ্যানে ॥
 যে আপনা হারে চায় সে কারে, সাধের ফাঁসি খুলতে ইরি
 প্রাণ মজে প্রাণ দিয়ে পূজে, বাথা কি ভায় থাকে প্রাণে ॥ ৩৬৯ ॥

সিন্ধু—মধ্যমান ।

মূলে প্রেম থাকলে কি হয় প্রাণে প্রেম থাকা চাই ।
 প্রাণে প্রাণ এক না হ'লে প্রাণে বাধা তাইতে পাই ॥
 প বলে তায় ভালবাস, প্রেম বলে তাহার জীবন নাশ ।
 হাসির ভিতর বিবের বাণ, এমন কোথাও দেখি নাই ॥
 এমন সুখার গরল টেটে, প্রেমের গরব এই কি ছাই ?
 রেণু প্রেমের ভাগ দিবনা, কারুর প্রেমের ভাগ নিবনা,
 যেমন ছিলাম তেমনি রব, কারুর সাথী আর হব না,
 একলা হেসে একলা কঁদে একলা হয়ে চলে যাই ॥ ৩৭০ ॥

খাম্বাজ—মধ্যমান ।

সুপের প্রণয় কেবল মুখের কথা নয় ।

কথায় কথায় যে প্রণয় সে প্রণয় কদিন রয় ॥
 প্রেমের এই বিধান, দৌহে দৌহার তুল্য জ্ঞান,
 একমন একপ্রাণ, (কেবল) দেহে ভিন্ন পরিচয় ।
 প্রকৃত প্রেমিকে কোথায়, প্রণয় প্রকাশে কথায়,
 উভয়ে উভয়ে জানায়, ব্যবহারে সমুদয় ।

উভয়ে উভয়ের পানে, চাহিলে স্থির নয়নে,
 উভয়ে অমনি জানে কার মনে কি ভাব উদয় ॥ ৩৭১ ॥

পুরবী—আড়া ।

দেখ প্রেম-সুখাংগুর কি শোভা সুন্দর রে ।

অন্তর আকাশে থাকে, 'এই সুখাকর রে ॥
 শিরলে বসিয়ে বিধি, রচিলেন প্রেম নিধি,
 লয়ে সংসারে যত সুখা মনোহর রে ।

দেখরে কমলী শশী, অস্তর আসনে বসি,

নয়ন জুড়ায় শুধু, ধরি সিত কর রে ।

এত অকলঙ্ক চাঁদ, মনো-মুগ ধরা ফাঁদ,

জুড়ায় জগত-জন জীবন অন্তররে ।

সিত কক্ষে সুখাকর শুধু হয় সুখাকর,

দারকানাথেরি চাঁদ, সদা সুখাকর রে ॥ ৩৭২ স ॥

লুম খান্সাজ—কাওয়ালী ।

কিবা শোভা মনলোভা শশীমুখী ধরেছ,
তুঘিতে আমার চিত কে তুমিরে এসেছ ;
হাসি হাসি মুখখানি, কত ভালবাসি আমি,
বেন সুখাধরাননী, সুখা ধারা চেলেছে ।

চকুল চাক্র নয়ন, গঞ্জন করে গঞ্জন, এমন মনমোহন রূপ কোথা পেয়েছ
আয় লো হৃদয়ে ধরে, প্রাণভরে হেরি তোরে,
কেন লো মন চকোরে পিপাসিত রেখেছ ! ৩৭৩ ॥

খিঁঝিট খান্সাজ—মধ্যমান ।

প্রিয় সগি ! প্রাণ পতি কর দরশন ।
রাখ হৃদি মাঝে তব হৃদয়ের ধন ॥
পেয়েছ অশেষ ক্লেশ, তার কর পরিশেষ,
রেখ তব প্রাণধনে, করিয়া যতন ॥
অনুকূল বিধি হয়ে, রাখুন সুখে উভয়ে,
রাখি উভয় উভয়ে, হৃদয়ে যতন ॥ ৩৭৪ ॥

মিশ্র — কাওয়ালী ।

কতবার ভেবেছিলু আপনা ভুলিয়া, তোমার চরণে দিব হৃদয় খুলিয়া ।

চরণে ধরিয়া তব কহিব প্রকাশি
গোপনে তোমাতে সগা কত ভালবাসি !
ভেবেছিলু কোথা তুমি স্বর্গের দেবতা
কেমনে তোমাতে কব প্রণয়ের কথা ?
ভেবেছিলু মনে মনে দূরে দূরে থাকি,
চিরজন্ম সঙ্কোপনে পূজিব একাকী ;
কেহ জানিবে না মোর গভীর প্রণয়,
কেহ দেখিবে না মোর অশ্রু বারিচয় ।
আপনি আজিকে যবে শুধাইছ আসি
কেমনে প্রকাশি কব কত ভালবাসি ? ৩৭৫ ॥

খান্ধাজ - নধামান ।

তোমা'রি তুলনা তুমি প্রাণ এ মহীমণ্ডলে ।
গগনে শরত শশী উদয় ভূতলে (দহিছে কলকানলে)
সৌরভে গৌরবে, কে তোমার তুলনা হবে,
তোমাতে সকলি সম্ভবে, যেমন গঙ্গাপূজা গঙ্গাজলে ॥৩৭৬॥

পুরবী—ধেম্‌টা ।

যখন জানিনে প্রেম, ভাবিতাম মনে মনে !
না জানি কেমন প্রেম, ফোটে কোন্ ফুল বনে !
না জানি কেমন সুরে, বাজে বাঁশী কোন্ দূরে !
না জানি ক্রমন চাঁদে, খেলে কোন্ মেঘসনে ॥৩৭৭॥

দেশ—কাঁয়ালী ।

দাঁড়াও, মাথা থাও, যেওনা সখা ।
শুধু সখা, ফিরে চাও, অধিক কিছু নয়
কতদিন পরে আজি পেয়েছি দেখা ।
আরত চাহিনে কিছু, কিছু না, কিছু না,
শুধু ওই মুখখানি জন্মশোধ দেখিব,
তাও কি হবে না গো সখা গো ?
শুধু একবার ফিরে চাও ! ৩৭৮ ॥

সিঁকু—মধামান ।

কেবল তথায় নাকি, যায় কভু প্রেম রাশী ।
জলবিনে পিপাসিত প্রবোধ কি মানে সখা ।
প্রথমেতে প্রাণনাথ, মোহাগ বাড়ালে কত,
এখন সে ভা'গ যত হল কি চোখে'রি দেখা
যাহবার তাই হলো, প্রেমভ্রম ফুরাইল,
শেষ মাত্র এই হলো, দেহেতে জীবন রাখা ॥৩৭৯॥

ধাম্বাজ—ঠুংরী।

রতনে রতনে, গিলাব যতনে, জুড়াব নয়ন গুলো সহচরী।

কুল কুল হারে বাঁধিব দোহারে, প্রমোদে তৈরিব বিমান-বিহারী।
 প্রেমেরি লহরী, বহি ধীরি ধীরি, প্রেমতে মাতাবে কিশোর কিশোরী।

সুখেতে মাতিব, সুখেতে ভাসিব,
 মোরা লো মজনি যুগলে নেহারি ॥ ৩৮০ ॥

কালাড়া—একতাল।

ভোলা যায় কি কথার কথা মন যে মনে গাঁথা।

শুধাইলে তরুণর ছাড়ে কি জড়িতুলতা।

ইলে পর বারিহীন, থাকিতে পারে কি মীন,
 ছেড়ে কতু নববন থাকে কি বিছারতা ॥ ৩৮১ ॥

ভৈরবী—মধ্যমান।

বিচ্ছেদান্তে মিলনে কত সুখোদয়।

হিমালয়ে বসন্ত যেমন, মেঘান্তে শশীর উদয়।

যে হলো অন্তবাসি, সে হলো অন্তরবাসি,
 সে পুন অন্তরে আসি, সেজন সে জন নর ॥ ৩৮২ ॥

কিঁকিট—কাহার্বী।

মধুর মধুর মিলন, হেরবে যুগল নয়ন,

চাঁদে চাঁদে আজি কিবা শোভিতেছে তপোবন।

চাঁদের লহরী ছোটো, চাঁদের কিরণ ফোটো,

চকোর সে সুধা লুটে সুখেতে মগন।

হাসরে গগন চাঁদ, হেরি এ যুগল চাঁদ,

পূরিল মোদের সাপ, হেরি রতনে রতন ॥ ৩৮৩ ॥

ছায়ানট—কাওয়ালী ।

তবে সহচরি, হাতে হাতে ধরি ধরি নাচিবি গিরি গিরি,
গাহিবি গান ।

আনু তবে বীণা, সপ্তম সুরে বাঁধ তবে তান ।

পাশরিব ভাবনা; পাশরিব যাতনা,

রাখিব প্রমোদে ভরি মন প্রাণ দিবানিশি,

আনু তবে বীণা, সপ্তম সুরে বাঁধ তবে তান ।

ঢাল ঢাল, শশধর, ঢাল ঢাল জোৎস্না ।

সমীরণ বহে যারে ফুলে ফুলে ঢলি ঢলি ;

সত তটিনী,—উখলিত গীত রবে খুলে দেরে মন প্রাণ ॥২৮৪॥

মুলতান—কৃত্তিকাতালী ।

আমি তো তাহারি সহি যে জানে আমার মন ।

অবতনে কে কোথায় কারে সঁপে প্রাণ ।

মন রাখিবারে মন ক'রে একমন,

মনেতে মনেতে তবে হয় লো মিলন ॥৩৮৫॥

থান্বাজ—ধেম্টা ।

নবীন নাপর, নবীনা নাপরী মরি মরি কিবা শোভা !

নরপি নয়ন জুড়া'ল আজি রে জলদে দামিনী-প্রভা ।

বৃহল সমীরে, দেখলো সুধীরে, চঞ্চল অঞ্চল দোলে ।

থার চিকণ, চিকুর ছলিছে, নেহারি পরাণ ভোলে ॥৩৮৬॥

নিশ ভৈরবী—একতালী ।

ওই মধুর মুখ আগে মনে ! ভুলিব না এ জীবনে ।

কি স্বপনে কি জাগরণে ! তুনি জান বা না জান

সদা যেন মধুর বাঁশুরী বাজে, হৃদয়ে সদা আছ ব'লে ।

আমি প্রকাশিতে পারিনি শুধু চাহি কাতর নয়নে ॥৩৮৭॥

গিঞ্জ কেদারা—একতারা ।

তুমিত নীরবে ভালবেসে মোরে প্রণয় আমারে শিখালে,
মান অভিমান, তেয়াগি সকল, আদর করিতে দেখালে ;
পরের লাগিয়া আপনা ভুলিতে তুমিত আমারে জানালে,
স্নেহ, দয়া, মায়া, প্রীতিভক্তি ছিল কোথায় যে লুকায়ে বিরলে ;
সুন্দর প্রকৃতি হৃদয়ে যা' ছিল তুমিত আগালে তাদেয়ে,
মানস সরসে স্নেহের কুমুদ তুমিত ফুটালে তাহারে ;
শূন্য মনোগৃহ মন্দির করিয়া তুমিত প্রতিমা বসালে,
প্রকৃতির মুখ সুন্দর দেখিতে তুমিত আমারে শিখালে ;
নীরব প্রকৃতি এত কথা কহে তুমিত সে কথা শুনালে,
বধির ছিলাম শ্রুতি তুমি দিলে, অন্ধ ছিলাম আঁখি ফুটালে ।
আদর্শ থাকিয়া দেখায়ে আমার এ হৃদয় তুমি গড়িলে,
বিষাদ পথলে ডুবিতে ছিলাম অমিয়া সাগরে ভাসালে ॥২৮৮॥

সহিণী—খেমটা ।

একা একা এত দিন কেটে গেল, এখন চুখের নিশা প্রভাত হল।
আর না জ্বালা সব, দুজনে এক হব, মোহাপে সদা রব চল চল।
তাহারি মুখচেয়ে যামিনী যাবে বয়ে,
নিব তারি প্রেমে হৃদি অনল ॥২৮৯॥

পিলু—ধেমটা ।

মরিব কি মনোহর হেরি নয়নে । বিকশিত শলী শোভে গগনে ।
সরসী-সলিলে, নব নব দলে ; কুমুদিনী-ভাসে স্নেহ মনে ;—
পাবে হৃদয় মাঝে প্রাণ ধনে ॥২৯০॥

নটকিন্দ্র—ধামার ।

সাজাব তোমারে হে ফুল দিয়ে দিয়ে
নানা বরণের বন ফুল দিয়ে দিয়ে ;
আজি বসন্ত রাতি পুণিসাচল করে ।
দক্ষিণ পবন প্রিয়ে, সাজাব তোমারে হে ফুল দিয়ে দিয়ে ॥২৯১॥

কপাল কুণ্ডলার পেশমানের—গীত ।

নাগরি লো নাগর ধরা দিয়েছে ।

সোহাগ ভরে সুখসাগরে হেসে ভেসে এসেছে ॥

চেয়েছে চাউনিভাল, জ্বলেছে আশারি আলো,

বড় ভালবাস ভেবে বুঝি ভালবেসেছে ॥ ৩১২ ॥

বেহাগ ।

সুখমিলন হেরে আঁখি জুড়াব । আনন্দ স গীতে পুন বাসর সাতাব ।

জল চরণে লয়ে পুন নাচাব, সুখের সাগর নীরে হৃদি ভাসাব ॥

সব সঁধগণে মিলে সাধ পূরাব ॥ ৩১৩ ॥

ভৈরবী—থেমটা ।

মরি কি মনোহর দাখলো নয়নে ।

সুখ-শশী উদয় হৃদয় গগনে ॥

চকোরিণী, কমুদিনী, কৌমুদী আর যামিনী.

প্রেম-প্রেমাবিনী সকলে ; তেমনি প্রেমাবিনী মোরা প্রেমাবিনী হয়ে ॥ ৩১৪ ॥

মরফরদা—তেতালী ।

‘কেমন আছ’ বলেরে প্রাণ আর আশায় সুখায়োনা,

সুখী কিম্বা দুঃখী আছি মনেতে ভেবে দেখনা ।

দেহ মাত্র আমার কাছে, মন বাধা তোমার কাছে,

তব কেন সুখও নিছে, মনেতে ভেবে দেখ না ॥ ৩১৫ ॥

সিন্ধু—আড়াঠেকা ।

তোমার দুগলপদ দিবানিশি সেবা করি;

তোনার প্রসাদে সদা সিন্ধিতে সিঁদূর পরি ।

দাসীরে আশীষ কর, তোমাধীন নিরন্তর,

অবিবাদে, অবিপদে, নয়নেতে বেন হেরি ॥ ৩১৬ ॥

দেলো সখি দে পরাইয়ে চুলে, সাধের বকুল ফুলহার !
 আধ-ফুট ঝুঁইগুলি, যতনে আনিয়া তুলি,
 দেলো দেলো ফুলনয় সাজে, সাজায়ে আসারে সখি আদ্র ।
 ওইলো ওইলো দিন যায় যায়লো, এখনি আসিবে প্রাণ-নাথ ।
 যা লো সহচরী ; এই বেলা হরা করি, এখনি আসিবে প্রাণনাথ ।
 এই যে যামনী এলো সে তবু এলোনা কেন ?
 বুঝিবা সে ছুঁখিনীরে আজি ভুলিয়ে গেল, বুঝিবা সে এলো না রে
 সখি তোরা দেখে আয় দেখে আয় ।
 না লো সখি না, ওই দেখ দেখলো, ওই বে আসিছে প্রাণনাথ ॥৩৯॥

সরফরদা—

নিতান্ত না রইতে পেয়ে দেখিতে এলেম আপনি, ।
 দেখ বা না দেখ আনায় দেখিব ও মুখ খানি ॥
 মনে করি আসিব না এ মুখ আর দেখাব না, ।
 না দেখিলে প্রাণ কাদে, কেন যে তাহা নাহি জানি ।
 এসেছি দিবনা ব্যথা, ভুলিব না কোন কথা,
 সাধিব না—কাদিব না—যাব এখনি ।
 যেথায় আছ সেথাই থাকো, আর কাছে যাব নাকো,
 চোকের দেখা দেখব শুধু—দেখেই যাব অগনি ॥৩৯॥

ভৈরবী—মধ্যমান ঠেকা ।

এত যে বজ্রণা যে প্রাণ, তবু তোমারে,
 হেরে জুড়ায় জীবন, কি জানি হলো আমারে ।
 বত কব অপমান, তিলাকি ভাবিনে প্রাণ,
 হেরিলে বিধুব্যান, কি মুখ কহিব কারে ।
 বুকেছি কারণ তার, প্রাণ, যন যে বাহার,
 মান অপমান তার, ভিন্ন কি হইতে পারে ।
 অনাদর কিবা মান, উভয় সমান জ্ঞান,
 ত্রিধি উষ বারি দান, যেমন অনল সংহারে ॥৩৯॥

ইমন কল্যাণ—আড়ামেকা ।

চল উপবনে, কুসুম যতনে তুলিয়ে, পাঁখি চাক্ষুস,
জীবন-জীবন-গলে, পরাইয়ে কুতূহলে,
জীবন জুড়া'ব লো আমার ॥৪০০॥

এই ভয় সদা মনেতে ।

বিচ্ছেদে বা ঘটে পারিতে ॥

হাতেছে এখন, নুতন যতন, কি হলে হবে শেষেতে ॥৪০১॥

বেহাগ—আড়া ।

সখি এস এস কেলি কাননে । বিকশিত কুসুম রাশি হবে মনে ।
মালাক বিকশিত, গলাশ কুমুদিত, সহকার মুকুলিত নাথবী মনে ।
অলির ললিত রবে যেন ডাকে সবে,
চিত হরষিত হবে সুখ-পবনে ॥ ৪০২ ॥

বাহার—ঝাঁপতাল ।

না হেরে তোমাতে প্রিয়ে পেয়েছি যে যাতনা,
কে জানে বারিদ বিনে চাতকেরি বেদনা ;
সে মুখ সে মুদ হাসি, ওলো শশীবদনা,
বিদেশে বিরলে আমার দিবাশিখি জপনা ।
তরল না হত যদি নয়নেরি ঝরণা,
পাখিয়ে পরাতাম মালা মনে ছিল ধাসনা ॥ ৪০৩ ॥

সাওন বাহার—একতাল ।

কোন গগনে ছিল রে এ ছুটি চাঁদ, এল ধরাতলে ।
চাঁদে মিলে দেখ কত খেলে,
আধ হাসে রে চাঁদ, আধ ভাসে রে চাঁদ, ভাসে নয়নভলে ।
কথা চাঁদে চাঁদে, কথা কত ছাঁদে, কথা নয়নে নীরবে রে,
পিয়ে সুধা প্রাণ তেলে ॥৪০৪॥

ভৈরবী—পোস্তা ।

আমরা দুটি রব ফুট স্বরগ গ্রহন ।
 বিভূ প্রেম মলয়ানিলে ছলে ছলে, করব সৌরভ বিতরণ ।
 দেখি সাধু অলিকুল, আসিবে হয়ে আকুল,
 সুধাপান করে তারা করবে বিভূনাম গুঞ্জন,
 সংসার ছেড়ে আসবে তারা, হয়ে পাশেজরা মরা,
 আমাদের ঘাণে তারা স্নেহিত করিবে প্রাণ ।
 পবিত্র প্রেমের ভরে, পাপদীওলি পড়বে ঝরে,
 অবশেষে উভয়েতে বিভূপদে হব লীন ॥৪০৫॥

ললিত—আড়াঠেকা ।

এখন রজনী আছে, বল কোথা যাবে রে প্রাণ ।
 কিঞ্চিত্ত বিলম্ব কর, হোক নিশি অবসান ।
 যদি নিশি পোহাতিত, কোকিল স্বাক্ষর দিত,
 কুমুদ মুদিত হ'তো শশী যেত নিজ স্থান ॥৪০৬॥

ধেনটা ।

দিবনী প্রাণ থাকতে, তোমায় যেতে হৃদয় মদি,
 লইয়ে তোমা ধনে হব কাননবাসিনী ।
 অংশির অঙ্কন করি, অংশিতে রাখিব তুলি
 বিরলে একলা ব'সে, হেরবো ও টাঁদ বদনখানি ॥৪০৭॥

বেহাগ—কাওরাণী ।

নীরদ পাশে দামিনী ছটা প্রেম ছবে কে বাঁধিষ রে ।
 কিংবা নীলকান্তমণি কনক তারে গাঁথিল রে ।
 কত শত নমুকেরে উড়ে উড়ে পদ নখরে,
 যাই ভরে প্রভাকরে, শরণাগত শ্রীপদে,
 পেনেন প্রাণ শমন করে, ভবভয় ভাঙ্গিল রে ॥৪০৮॥

খিঁঝিট-খান্ধাজ—আঁকা ।

হে ফুটল ফুল কুহন-কাননে, কুহন-কাননে সখি প্রমোদ-কাননে ।
মধুকর প্রেমভরে, বসিলা কমলোপরে,
পরিমল পান করে, কত প্রেমপূর্ণ মনে ॥ ৪০৯ ॥

কমলা উপেক্ষনাথের—গীত ।

কমলা ।—ফেলে—একবারে চলে গেছে যে ।

ফিরে আসিবার আশা না রেখে,

কেন চাও দেখা পাই না তবু মনে জাগে সে ।

উপেক্ষনাথ ।—ওরে—ভালবাসা ভালবেসে যে

ভালবাসা-বাঁধ ভাল রয় তেবে—

তারে চোখে দেখা পার না তবু মনে জাগে সে ॥

কমলা ।—ভালবাসা—ভালবাস এক বিরহী তুমি হে ॥

উপেক্ষনাথ ।—ভালবাসে—হেসে শেষে কেঁদে ফিরি আমি হে ।

কমলা ।—এস বাঁধ এস এস, অধো আঁচরেতে বসো,

চিনেছি তোমারে তুমি আমারে হারা—

উপেক্ষনাথ ।—আমি তোমারে হারা ।

কমলা ।—অহি তোমারে হারা—

উভয়ে ।—এস হারানিধি ধরাধরি করি তুমি আমি হে ॥ ৪১০ ॥

ভুলসী, খেলা ।

স্বপ্ন ননে গেমে মিটল স্বপ্ন, সুতীর্ণ রসাবেশে মরম ভাস ;

তউন্মাদিল, প্রীতি বিভা ভর, স্নেহে দিকশিল ফুল বিলাস ;—

মরমে উন্মিত ভ্রামর রাস ॥ ৪১১ ॥

পিলুকা বার—গীত ।

ননে ননে ভোরায় পান-বাসি,

লোকলাভ ভরে নাহি প্রাণশি !

হাঁলে অদর্শন, হু হু কবে মন,

পলকে প্রলয়-জ্ঞান হয় লো কপসি ॥ ৪১২ ॥

বিরহ-সঙ্গীত ।

বারোঁয়া—ঠুংরি ।

কেন তারে ম'পিলাম মন,
আগে কি জানিতাম আমি হইবে এমন !
স'পিয়ে আমারি মন,
না পাই তার বরশন,
স্মর দহে সদা আমি দহিছি এখন ?
ভাবিয়ে কি ফল আর,
অঁখিনীর অধু সার,
ত্রিবে না আর তার কঠিন হৃদি কখন ॥ ৪১৩ ॥

বি'বিট—একতারা ।

প্রেমের কথা আর বলো না,
আর বলো না, আর তুলো না,
ক্ষম গো সখা, ছেড়েছি সব বাসনা !
ভাল থাক, সুখে থাক হে,—আমারে দেখা দিও না,
দেখা দিও না,—নিভাম অনল আর ছেলো না ;
আর বলো না, আর বলো না, আর তুলো না ;
ক্ষম গো সখা, ছেড়েছি সব বাসনা ॥ ৪১৪ ॥

বেহাগ—আড়াঠেকা ।

সকলি ফুরায়ে গেল জীবন কেন গেল না,
আশা, হুঁরাশা পূরিল না !
বাহারে হৃদয়ালনে, বসায় পূজিতাম মনে,
সে জনে লয়েছে আলো এ কালি পোহে মনোহর না ॥ ৪১৫ ॥

পিলু বেহাগ—কাওয়ালী ।

সাধের প্রেমে না পুরিল সাধ, এ কি রে বিষাদ,
অপরাধী নিরবধি বিনা অপরাধ ;
যারে সদা ভাবি মনে, সে কভুনা ভাবে মনে,
আর কত সব প্রাণে বিষম প্রমাদ ।
যার লাগি অপরাধ, সেই দেয় অপবাদ,
কে হেন সাধিয়ে বাদ, ঘটালে প্রমাদ ॥ ৪১৬ ॥

কিঁকিট—কাওয়ালী ।

অশেষ স্মৃতিনা সয়ে বিশেষ করেছি পণ,
প্রেম করা দূরে থাকুক, করি না আলাপন ।
যে কবে পীরিতের কথা, তার সঙ্গে কব না কথা,
প্রেম শব্দ কর্ণে আর কর্ণোনা ধারণ ॥ ৪১৭ ॥

কিঁকিট—একতাল ।

মাগর-কূলে বসিয়ে বিমলে হেরিব লহর-মালা ।
মনোবেদনা ক'ব সমীরণে, গগনে,—জুড়াব আলা ॥
প্রভারগাময় মানব প্রাণ, আর না হেরিব নর-বয়ান,
সমাজ-শুশানে রহিব না আর, বহিব না দুঃখ-ডালা ॥ ৪১৮ ॥

কিঁকিট থানাজ—মধ্যমান ।

এমন যে হবে, প্রেম যাবে, এ কভু মনে ছিল না,
এ চিত্ত নিশ্চিত ছিল, প্রণয়ে বিচ্ছেদ হবে না ।
ভেবেছিলাম নিরন্তর, হরে রব একান্তর,
যদি হয় দেহান্তর, মনান্তর তায় হবে না ।
সে আশা নৈরাশা হ'ল, এখন বসে কাঁদতে হ'ল
সে গেল, তার প্রেম গেল, আমার মরণ হ'ল না ।
কবার নয় কব কার কাছে, যে দুঃখে ভাসায়ে গেছে,
কেবল মাত্র রইলো আমার, লোকে কলঙ্ক ঘোষণা ॥ ৪১৯ ॥

ভৈরবী—কাওয়ালী ।

আগে জাম্ভা যদি নিরবধি কাঁদাৰি আমার,
তা'হলে কি গন প্রাণ সঁপিতাম তোমায় !
আগে না বুঝিয়া মনে, মজেছি তোমারি সনে,
এখন ছুকুল গিয়াছে আমার, এবার বুঝি প্রাণ যায় !
ভেবেছিলাম পরেশ পাথর, কপাল ক্রমে হলো পাথর,
বোঝারি স্বপনেরি মত, প্রকাশ করা দায় ॥ ৪২০ ॥

সুরট মল্লার—আড়াঠেকা ।

জনন আমার শুধু সহিতে বাতনা,
জীবন ফুরায়ে এল, অঁধিজল ফুঁালো না,
কই সে সজনি সাথি, যার বুকে মাথা রাখি,
ভাবিতাম হব সুখী, তাও হলো না ;—
কাঁদিতে কাঁদিতে ওরে, চলিলু জন্মের তরে,
না-মিটল আশা কভু, অন্তিম বাসনা ॥ ৪২১ ॥

বাস্তাজ—মধ্যমান ।

কি জানি কি ছিলে ছিল বসে,
আমারে তাজিব্বার আশে ;
আগেতে জানিতাম ভাল, সে যে বড় ভালবাসে ।
অভিমান ছিল পেয়ে, প্রেমে জলাঞ্জলি দিয়ে,
মন মত ধন লয়ে, রয়েছে মনের উল্লাসে ।
আমার মন বেদনা, সে কি তা জেনে জানে না,
কিসে যাবে এ যত্না, তাই ভেবে মরি হতাশে ॥ ৪২২ ॥

গারা-ঝিল—একতাল ।

আগে কি জানি বল নারীর প্রাণে সর হে এত,
কাঁদাৰ মনে করি, ছি, ছি, সখী কাঁদি তত !
সাধ করি সে সাধবে এসে, প্রাণের জ্বালায় সাধি শেষে,
লাজ মান ভাসিয়ে দিয়ে, অপমান আর সব কত ॥ ৪২৩ ॥

পাহাড়ী—আড়াঠেকা ।

কি সুখ জীবনে আর, হে সখি, আমার গো ।
 জীবন-রতনে আমি পাব কি আবার গো ?
 বল সখি ছুখিনীরে, অতল সাগর নীরে,
 হারা'লে অমূল্য নিধি পুনঃ কি পাবার গো !
 প্রাণনাথ ছাড়ি মোরে, অকালে অনাথা ক'রে,
 লুকা'লেন চিরতরে করিয়ে আঁধার গো ।
 বল না কেমনে তবে, ছুখিনী বাঁচিয়ে রবে ॥
 ত্যজিব এ পোড়া প্রাণ, পাপ দেহ ভার গো ॥ ৪২৪ ॥

বেহাগ—একতারা ।

ছি ছি কি লাঞ্ছনা,
 নাশুরিতে সাধ, বিধম প্রমাদ, হরিষে বিষাদ হইল ঘটনা !
 থাকিলে অবশে, পর প্রেমরসে,
 নজ্জে নিজদোষে, দোষী হলাম শেষে ;
 পোড়া লোকে হাসে, অপবন ভাষে একি বিড়ম্বনা ।
 ল'কুন মান, হলেম অপমান, এ'ন এ দেহে কেন আছে প্রাণ,
 পর কি আপনা, হয় কি কখন, দুখা সে প্রেম বাসনা ।
 তাজি গুরুজন, আর পরিজন কেন অকাণ্ড মহিব গজনা,
 বরুণ জীবন, দিব বিসম্বন, লাজ ভয় ত্যজিব না ॥ ৪২৫ ॥

বান্ধাজ—আদ্রা ।

কে আর তেমন করে আনায়ে ভালবাসিবে ।
 নবুর প্রণয় ভাবে তাপিত প্রাণ জুড়াবে ॥
 মেহ রঞ্জিত নয়নে, প্রীতি প্রকুমাননে,
 কুশল বারতা নম বারে বারে জিহ্বাসিবে ।
 হোরিয়ে যাহার মুখ, ভুলিতান সব দুঃখ,
 হয় সে প্রেমসী শোকে কেমনে প্রাণ বাঁচিবে ।
 জাগিছে সে মুৎশশী, হৃদি নাঝে দিবানিশি,
 এসত অমূল্য নিধি পুনঃ কি বিধি মিলাবে ॥ ৪২৬ ॥

পাহাড়ী—আড়া।

মনের বাসনা নাথ সকলি মনেতে রলো ;
 হৃদয় কুসুম কলি, সকলি শুকায়ে গেল।
 বড় সাধ ছিল মনে, লয়ে তোমায় সংগোপনে,
 তৃষিত নয়নে রূপ নিরখিব অবিবল।
 তব প্রেম মুখ চেয়ে, রবো আপনা ভুলিয়ে,
 প্রেমগানন্দে নিরবধি, নয়নে ঝরিবে জল ॥ ৪২৭ ॥

খাস্তাজ—ঠুংরি।

ভাল বাসিনেকে বায়, সে কেন আশায়।
 সদত আসিয়ে ভালবাসা জানায় ॥
 করেছি যে মনে, তার মুখ পানে,
 ফিরে চাবনা চাবনা আর প্রাণ যদি বায় :
 তার আসারি আশায়, হয়েছি নিরাশায়,
 নিচ্ছে হই জ্বালাতন পরেরি কথায় ॥ ৪২৮ ॥

বেহাগ—আড়া।

প্রেম কি গোপনে থাকে। জ্বলন্ত অনল কভু বসনে চাকে ॥
 প্রতিপদ চল্ল শেখন, কেহ না পায় দরশন,
 দ্বিতীয়া তৃতীয়া হ'লে সকলে দেখে ॥ ৪২৯ ॥

আলাই—আড়া ঠেকা।

ফিরে বাও দিনসগি অঁধারি হৃদি-গগণ।
 এখনি মরিবে প্রাণে অধিনীর প্রাণ ধন
 বিকাশিলে বিভাবরী, আসিবে শমন অরি,
 জন্ম-শোধ ল'য়ে যাবে মম প ত-ধন ;
 বৈধব্য দশাতে দেব পতিত হ'বে জীবন ॥ ৪৩০ ॥

জয়জয়ন্তি—আড়াঠেকা ।

একি রে বিবম বাজ পড়িল হৃদি মাঝারে ।
পতিপ্রাণা মরে বুঝি এই বার প্রাণে ।
হৃদয় অন্তরজ্জলে, ভস্ম শেষ হ'ল বলে,
প্রবেশিয়া চিতানলে, জুড়াব জীবনে ।
পর্যণ আহতি দিব ও পদ ধরি অন্তরে ॥৪৩১॥

মিশ্রবাহার—আড়াঠেকা ।

গা সখি, গাইলি যদি, আবার সে গান,
কত দিন, শুনি নাই ও পুরাণো তান ।
কখনো কখনো যবে নীরবে নিশাথে,
একেলা রয়েছি বসি চিন্তা-মগ্ন চিতে,—
চমকি উঠিত প্রাণ, কে যেন গায় সে গান,
তুই একটা কথা তার পেতেছি শুনিতে ।
হা হা সখি সে দিনের সব কথা গুলি,
প্রাণের ভিতরে যেন উঠিছে আকুলি—
যে দিন মরিব সখি গাস্ ওই গান
শুনিতে শুনিতে যেন যায় এই প্রাণ ॥৪৩২॥

মঙ্গল—আড়া ।

যায় যাবে প্রাণ তবু তারে না হেরিব ।
জাহ্নবী জীবনে গিয়ে বরং জীবন জুড়াইব ।
সে জীবনে এ জীবনে, মিশাইব একস্থানে,
তবু ফিরে তার পানে, কখন না নিরখিব ॥৪৩৩॥

সিন্ধু ধাম্বাজ—আড়াখেমটা ।

কেন প্রাণ হারাবি ভেবে ।

যে ব্যাকুল, যাবে তোর হৃকুল, প্রেমনদী অকুল মরবি ডুবে ।
মিনদী অতি তরঙ্গ তুফান, আগে যেতে যায় কুলশীল মান。
কে ধরে, সঁাতার দিলে পরে, কলঙ্ক সাগরে ডুবতে হবে ॥৪৩৪॥

পুরবী—আড়াঠেকা ।

বিরহেতে যায় যদি প্রাণ, তবু হেরিব না তার চাঁদবয়ান ।
 শুন শুন প্রাণ সখি, সে নয় অমার দুখের দুখী,
 মরিলে হইব সুখী, আপনার স্থানে রবে নান ॥৪৩৫॥

পুরবী—আড়াঠেকা ।

না হতে পতনতরু দাহন হইল আগে ।
 আনারো এ অলুতাপ তাহারে তো নাহি লাগে ।
 চিতে চিত সাধাইয়ে, দুখরূপ তৃণ দিয়ে,
 আপনি হইব দক্ষ, আপনারি অলুতাপে ॥৪৩৬॥

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান ।

রমণী বধিতে বিধি প্রণয় ধন সজিল !
 না হলে মৃণালে কেন কণ্টক দিয়া গড়িল ॥
 “প্রণয়” অক্ষর তিন, আকার গঠন হীন
 যেজন জপে সে ধন প্রসাদ তার ঘটিল ॥
 রুদয় তোরে বলি শুন, জন্ম যদি লভি পুনঃ
 না করিব আরাধন, যে ধন প্রাণ হরিল ॥৪৩৭॥

ভৈরবী—মধ্যমান ।

মাধ কুরানো এ জীবনে ।
 প্রাণনাথ যিনি জীশন দিব জীবনে ।
 ভেবেছিল চিরদিন রব নাথ সনে,
 দুছিল সকল আশা সেজন বিহনে ॥৪৩৮॥

বেহাগ—ঠেকা ।

আর না আর না সখি শুকথা বোলো না আর ।
 অভাগিনী এ দুঃখিনী ফিরিবে না কূলে আর ।
 সে ভেসেছে অঁধার সাগরে, নিরাশা অঁধার করিয়া সার ।
 হাঁসেনা এ কোন সুখে, কাদেনা সে কোন দুখে,
 বলো সখি ফিরে যা, ফিরিতে বোলো না আর ॥৪৩৯॥

বেহাগ—আরা ।

এ জনমের তরে সুখ ফুগিয়ে গিয়াছে সখি,
তবু ও এখনো হৃদে জ্বলিছে দুরাশা একি ।
জানি এ অভাগিভালে, সুখ নাই কোন কালে,
দুরন্ত পিপাসা তবু থামিবার নহে দেখি ;
এত যে যতন করি, এ অগ্নি নিবাতে নারি,
প্রেমের সে দাবানল জ্বলি উঠে থাকি থাকি ॥৪৪০॥

বাগেশ্বরী—আড়াঠেকা ।

প্রাণপণে প্রাণ সঁপিলাম যারে সেই হস্তারক প্রাণে ।
কান্নিবি আর কান্নার কাছে, কে আর আমার আছে,
যারে পুজি হৃদি মাঝে সেই বজ্র হৃদে হানে ॥৪৪১॥

এই খেদ তারে দেখে মরুতে পেলেন না ।
আমায় চাক্ না চাক্ সদা অগ্নে থাক্
কেন দেখা দিয়ে একবার ফিরে গেলনা ।
জীবন থাকিতে প্রাণনাথ, যদি নাহি এলো নিবাসে ।
লুক্ক আশা দিন সে, কেন রইল প্রবাসে ।
আমি সেই আশা বৃক্ষে সদা দিয়ে অশ্রুজর ।
অজিলান সব, কই হলো সুখ ফল ॥
তরু সমুলে শুকালো, শেষে এই হোলো,
সই, কালো কোকিলেরি রবে প্রাণ বাঁচেনা ॥৪৪২॥

দৈব যোগে যদি প্রাণনাথ, হোলো এ পথে আগমন ।
কও কথা একবার কও কথা; তোল ও বিধু বদন ॥
পীরিত, ভেঙ্গেছে ভেঙ্গেছে তার লজ্জা কি,
এমন তো প্রেম ভাঙ্গাতান্নি অনেকের দেখি ॥
আমার কপালে নাই সুখ, বিধাতা হোলো বিনুণ,
আমি সাগর সোঁচে কিছু মাণিক পাওনা ॥৪৪৩॥

ভৈরবী—আড়া ।

জনমের মত সখা বিদায় দেহ গো মোরে,
এই দেখা শেষ দেখা আর দেখা হবে না ফিরে ।
ও মোহন মুখশশী, ওই মধুময় হাসি,
জন্ম শোধ শেষবার দেখে নি নয়ন তোরে ।
অঙ্কিত যে ও মুরতি, হৃদয়ের শিরে শিরে,
জীবন মুছবে তবু ও ছবি মুছবে কিরে ?
নয়নে দেখি না দেখি, তবু ও দূরেতে থাকি,
যতনে পূজিব ছবি অভাগীর অশ্রুনারীয়ে ।
তাতেই ভুলিয়া রব, তাতেই প্রাণ সঁপিব,
স্মরণের স্মৃতি স্থখী রহিব অন্তরে ॥৪৪৪॥

মিঞা নোল্লার—একতারা ।

কাঁদি কাঁদি বুক বাধি,
কেন কাঁদিতে চাইলো !
সেতো করনা কথা,
সেতো চায় না ফিরে,
কেন কাঁদিতে ধাইলো !
কেঁদে মরি সখি, তবু তারি,
তারি কথা ধানে, তারে হেরি ;
ভালবাসে না, প্রাণ মানে না,
মরম ব্যথা কত মরমে পাই লো ॥৪৪৫॥

পিলু খান্ধাজ—খেমটা ।

যদি পীরিতি করে চাও তো চোখের মাথা ধাঁও ;
মনথরাতে দেখা দেব পীরিতি যদি পাও ॥
হলে মনহরা, আসবে মনথরা,
হারা মন ফিরিয়ে নিতে মন হবে সারা ;
জলবে আগুণ চখের জলে ধু ধু জ্বালা যত লাগে ॥৪৪৬॥

ভৈরবী—মধ্যম।

কেন পীরিতি করিলাম মজ্জিলাম হায়,
পীরিতি করিয়ে সখি, একি হলো দায়।
কহিতে সে সব ছুঃখ প্রাণ বাহিরায় ;
মনে করি ভুলিব না তাহার কথায় ॥ ৪৪৭ ॥

জংলা ঝিঝিট—আড়াঠেকা।

আগে করিয়ে যতন, কেন মজাইলে মন।
প্রেম ফাঁসি গলে দিয়ে বধিলে জীবন।
ভাল ভাল ভাল হ'ল, দুদিনে সব জানা গেল,
দিলে ভাল প্রতিফল, রহিল স্মরণ ॥ ৪৪৮ ॥

সিকু—আড়াঠেকা।

যাও রে যাও ওরে, যে ভালবাসে তোমারে,
জানিতে হবে না আর, জেনেছি তা ব্যবহারে।
তুমি এসেছ এখানে, সে যদি তা শুনে কানে,
তবে ত প্রলয় হবে, বুকিতে হবে অন্তরে ॥ ৪৪৯ ॥

ভৈরবী—গোস্তা।

আর না খেলিব আমি সংসারের খেলা লো ;
প্রতিজ্ঞা করেছি মনে, চাহিব না কারো পানে,
কঁাদিতে দিগেছে বিধি সতত কঁাদিব লো ;
আর না তাহার কথা আনারে বলিস্ লো ॥ ৪৫০ ॥

কেনারা—মং।

কেন আর কঁাদিব।

সে যে অবলার ছায়া কি আশা বঁধিব !
জোছনা গিয়েছে নিভে, শ্মশানে ডাকিছে শিবে,
নিভাই প্রেমের কুণ্ড, আর কি মর সাধিব ॥ ৪৫১ ॥

বাস্তব—একতারা ।

ফিরি মাতুরা, ফিরি মাতুরা ;

কে জানে কে আমি মনহারি ॥

কুণ্ঠ বসে কেঁদে-প্রেম করি, হেসে বুকে কার মরি ছুরি,

আছি সাথে সাথে কারে দিইনি ধরা ;

কুয়াসা মাঝে একহকী কার, ঠেকে দেখে আমার দেখতে কে পর,

কভু প্রেম জ্বলে ভাসে চাঁদের আলো,

যে দেখে ঘোচে তার মনের কালো,

যদি চিন্তে পারে,—ঘোমটা টেনে অগ্নি যায় পৌঁ সরে,

চেনা দিলে চেনে নৈলে ধরে সারা ॥১৫২॥

বার স্বভাব যা থাকে প্রাণনাথ, তাকি যুঁচাতে কেবল পারে ?

নিদর্শন তোমারে ॥

শুনেছ কখনো, অঙ্গারের মলিনো,

যুঁচে কি ছুঁবে ধূলে পরে ॥১৫৩॥

জয়জয়ন্তী—আড়া ।

দূরে যা দূরে তোরা কিছু নাহি বুদ্ধিবার ।

কার মুখ পানে চাব, চাহিতে পারিনে আর ॥

যে ছিল প্রাণের আশা, সেই হ'লো প্রাণ নাশা,

নিছে পর ভালবাসা, কেবল পিপাসা সার ॥১৫৪॥

যে ভুল চাহনি চাহি যে অঁাখি মজিল হায় মজালে আমার ।
 সে ভুল চাহনি চাহিতে আর চাহিনা সে অঁাখি আজ উপাড়ি হেঁদার ।
 যে ভুল বন্ধিয়ে ভুলে পায়ে ঠেলে ছিলে হায় অকালে আমার ।
 সে ভুল ভুলিয়ে গেছি চেয়ে আছি আগের সে চাহনি আমার ।
 যে তাপ দিরেছ প্রাণে যে পাপ কোরেছ পর প্রেম-লালসার ।
 সে তাপ গিয়াছে প্রাণে সে পাপ ধুয়েছো অনুতাপের সেদার ॥১৫৫॥

সিন্ধু—মধ্যমান ।

নাহি যদি আসি তবে কর প্রিয়ে অভিমান,
আসিলে বদন বঁকা, মরি এ কোন বিধান !
ভাবিয়ে ভাবের ভাব, এই হয় অনুভব,
লাভ তব ভাবে ভাব, অভাবেতে সমাধান ॥৪৫৬॥

সিন্ধু—মধ্যমান ।

যে যাতনা যতনে, মনে মনে মন জানে,
পাছে শত্রু হাসে, লোকলাজে প্রকাশ করিনে ।
প্রথম মিলনাবধি, যেন কত অপরাধী,
নিরবধি সার্থি প্রাণপণে ;
কুতো সে নাহি তোযে, আরো দোষে অকারণে ॥৪৫৭॥

বারে বার বাহার—আড়থেমটা ।

কায় কব দুঃখের কথা মনের বাথা মনই জানে,
অবলা সরলা বালা কতই আলা ময় গো প্রাণে !
দারুণ প্রতিজ্ঞা করি, অন্তরে ঝমরে মরি,
লাজে প্রকাশিতে নারি, দিবানিশি যায় রোদনে ॥৪৫৮॥

ইমুন ভূপালী—একতারা ।

প্রেম নিকেতন, জন-মানস-রঞ্জন-কারণ !
সক ভাবুক চিত্ত-বিনোদন, প্রেমিক জন সাধনের ধন,
প্রেমলীলা গাব আজি হয়ে হবে এক মন ।
মন-নদী যাহে সদা নিরমল বহিছে, সুখ-লহরী বিকাশি,
প্রেম-ছবি উঠেছে, সুখী-জন-বাহিত যে ধন ॥ ৪৫৯ ॥

বেলোয়ার—কাওয়ানী ।

ও কি সখা মুহু অঁখি আমার তরেও কাঁদবে কি কে আমি,
আনি অতি অভাগিনী, আনি মরি, তাহে হুখ কিবা !
পড়েছিল চরণ তলে, দ'লে গেছ দেখনি চেয়ে,
গেছ, গেছ, ভাল, ভাল, তাহে হুখ কিবা ॥৪৬০॥

সিকু—মধ্যমান ।

কেন মন সাঁপেছিলাম নিদয় জনে,
সে বে নিদাক্ষ অতি আগেতে জানিনে !
আগে ভেবেছিলাম সার, সে আমার আমি তার,
এখন সে বল কার, বাঁচিলে মিলন বিনে ॥ ৪৬১ ॥

পূরবী—আড়াঠেকা ।

যায় যায় ফিরে চায় সজল নয়নে ওই,
ফিরাও গো ফিরাও গো উহার, অগ্নি বচনে ও নই !
দেখ তার অতিমান, দূরে গেল মম মান,
অস্থির হতেছে প্রাণ, প্রতি পদার্পণে ওই ॥৪৬২॥

তুলসী—লীলা ।

প্রেমেরি আসনে আসিয়ে বোস হে, লয়ে যাব প্রেম নিকেতনে।
প্রেমগীত গেয়ে প্রেম বিলাইয়ে, নাতিব মাতাব প্রেমরসে ॥
ভূমিত প্রেমিক ধর ধর প্রেম, জেগে ওঠ প্রেম পরশনে,
প্রেমেরি গেলেকে, প্রেমেরি পুনকে, মিলাব প্রেমিক প্রেমিকা মনে ॥

ভৈরবী—কাওয়ালী ।

প্রেম সাধ করি,
কি করি, মনেয়ে দুখাতে নারি বল সহচরী,
সন্তত বাসনা করে, রাখিতে হৃদিমাঝারে,
সে করে চাতুরী ।

ভিলেক না দেখা হ'লে, আর বাঁচিলে মরি মরি ॥৪৬৪॥

অয়জয়ন্তী—কাওয়ালী ।

এতদিন পরে সখি, সত্য সে কি হেথা কিরে এল ?
শে শ্রান মুখে কেমনে অভাগিনী যাবে তার কাছে সখীকে ?
শরীর হয়েছে ক্ষীণ, নয়ন জ্যোতিহীন,
সবি গেছে কিছু নাই, রূপ নাই হাসি নাই,
সুখ নাই, আশা নাই, সে আমি আর আমি নাই,
না যদি চেনে সে মোরে, তাহলে কি হবে ॥ ৪৩৫ ॥

আলাইয়া—আড়ধেমটা ।

বাই বাই, ছেড়ে দাও, শ্রোতের মুখে ভেসে যাই
সহবার হবে আমার ভেসেছিল ভেসে যাই ।
ছিল যত সহবার, সহেছিল অনিবার
ন কিসের আশা আর, ভেসেছিল ভেসে যাই ॥ ৪৩৬ ॥

গোরা পুরিয়া—দাদরা ।

ফুটফুট কলি নয়ন জল ঢেলে ।
গভরা ফুল প্রেমের গঠন প্রেম কোটে হেথায় এলে ॥
এ ফুল ফুটেছে ধরায় পাষাণ মন রসায় ;
মন উঠেনি প্রেম কোটেনি প্রেম দিলাই তারে পোলে ॥
কপি কে কোপায় ফোনল বাধন পরতে চায় গলায়,
কান্না হাসি নান অপমান গঙ্গনা কে চায়,
কে কঁদে মনের মল্ল দেবে কে ধুয়ে ফেলে ॥ ৪৩৭ ॥

কছে আমার শুনে আসি আস্ব আবার সে গেলে ॥
চায় বায় পারনা তারে প্রেমের একি উটে গোলা ॥
যে যারে চায়না ফিরে সেই ওলো ঘটায় আলা,
পেমিক অগ্নির কমলিনী, অলি বিনে পাগলিনী
র পোকার ভান্ ভানানী, করে লো নই আলাপলা
লো আবুল হোয়ে প্রাণের ভয়ে কমল বালী ॥ ৪৩৮ ॥

সিন্ধু—মধ্যমান ।

জুড়াইব বলে যারে হেরিতে হয় বাসনা,
হেরিলে হয় মানের উদয়, দ্বিগুণ বাড়ে যাতনা ।
অদর্শনে ভাবি যাকে, মনে করি বক্ব তাকে,
দৃষ্টি হলে চখে চখে, তখন সে ভাব থাকে না ॥ ৪৬১ ॥

সিন্ধু ঋগ্ভাঙ্গ—মধ্যমান ।

তুনি যাও হে দেখানে মন যারে চায় । (যার প্রণয়-পাশে নাহি তব মন
বল কোন্ প্রাণে তারে ভুলিয়ে রবে হেথায় ?
ঐ দেখেছে অরণ, লোহিত বরণ, বহিছে সুবিমল সাক্ষা-সমীরণ
প্রস্ফুটিত চারিভিতে সুরভি প্রসূন ;
যাও হে যাও হে, সুখ-নিশি যে আগত প্রায় ॥ ৪৭০ ॥

ঝিকিট—কাওয়ালী ।

আজি ধনি, কেন, কেন অধোবদনে,
কথায় কথায় অভিমান প্রাণে বাঁচিলে ॥
কি দোষে করেছে মান, বসনে ঢেকে বহান;
নিরাসনে বসে আদরিণী প্রায়,—মান তাজ ও সুলভি,
আমি তোমার করে ধরি, তোমা বিনে অত নারী না হেরি নয়নে ॥

ঝিকিট ঋগ্ভাঙ্গ—চিমেতেতাল ।

দেখা হ'লে তারি মনে আমার কথা বলো বলো,
যে বাহারে ভাল বাসে, তারে কি কাদান ভাল ।
আমি মরি যার তরে, সে ভাল বাসে না মোরে,
তথাপিও আমি তারে এখনও যে বাসি ভাল ।
যার লাগি সর্বস্বত্যাগী, সে স্বরে কি মন লাগি,
ব'লো তারে তারি তরে, ত্ররায় ঘেরিবে কাল ।
ব'লো তারে আমার কথা, শুনে যেন পায়না ব্যথা,
আমি তব কাঁদাংগনে সে জ্বলন্ত হৃদয় ভাঙে ॥ ৪৭২ ॥

যোগিয়া—আড়াঠেকা ।

ভাল বাসিবে বলে, ভাল বাসিনে,

আমার স্বভাব কেমন তোমা বই জানিনে ।

চাঁদ মুখে মধুর হাসি, আমি বড় ভালবাসি,

তোমাতে দেখতে আসি, দেখা দিতে আসিনে ॥৪৭৩॥

খান্দাজ—মধ্যমান ।

জানি না যে কেন ভালবাসি,

যতনে যতনা বাড়ে, কেন মন অভিলাষী ।

বাসি বা না বাসি ভাল, ভাল বেসে থাকি ভাল,

তো বিফল আশা, আমি বাসনা নাগরে ভাসি ॥৪৭৪॥

ঝিকিট খান্দাজ—কাওয়ালী ।

কথা ক'ব কিসে কহিতে যে কেঁদে উঠে প্রাণ,

তুমি কি জান না প্রিয়ে কেন করি মান ।

আমারে রেখে এখানে, তুমি যাও সুখে সেখানে,

যেমন বাথা দিলে প্রাণে, বাথা পাবে প্রাণ ॥৪৭৫॥

ঝিকিট খান্দাজ—মধ্যমান ।

“বাই বাই” বলি নাথ দিওনা মোরে যতনা,

যেতে হয় যাও তবে, “বাই” কথা সহেনা ।

বজ্রপাত হবে হবে, বলি যে আশঙ্কা তবে,

তিনে বেদনা কবে, যাও তবে, “বাই” বোসনা ॥৪৭৬॥

জংলা—ফেরত ।

বিধুগী আমি তোমাতে,

ভিন্ন ভাবিনে স্বপ্নে ।

আমি তরুণ, তুমি লো লতা,

তুমি বৃক্ষ ভাল, আমি লো পাতা,

বদন তুলে প্রিয়ে কহ লো কথা,

আমি প্রিয়ে কব প্রেম দান আমারে ॥৪৭৭॥

সঙ্গীত-কোষ ।

জ্যেষ্ঠা—গীত

প্রেমের তিথারিনী তিথ্য মাগে, প্রাণপতি পাশে ।
 প্রেমলতিকারবেশে, পায় জড়ায় সে এসে :
 লতিরে পড়ে শুকিয়ে না যায় রাখতে হয় আশে ॥
 অতি বন্ধু দেশ দূরে রেখে সব, বিসর্জন দিয়ে বিবয় বৈভব,
 জীবনের আশা, শুধু ভালবাসা ।
 দুঃখের চখিনী সুখের সখিনী হোতে চায় পতিবাসে ॥
 যতদিন প্রাণ থাকিবে কায়ায়, থাকিবারে সাধ পতির ছায়ায়,
 আর শেষ হলে পতি পদতলে, পতি মুখপানে চাহিয়ে চাহিয়ে,
 প্রাণ দেবে অনায়াসে ॥

গাড়া ঠেড়বী—মধ্যমান ।

প্রেম-তিথারিনী তব :—প্রাণেশ্বর ।
 বিনা ও প্রাণেশ-প্রেম বৃথা এ জীকন তার ॥
 হৃদয়-মন্দিরে হার, প্রেমময় দেবতায়,
 পূজিব প্রণয়-হা র হিল এ কাননা-সার ।
 হইল বিরোধী তার, লাজ, অপমান-ভয়,
 বিদরে এ ছার হিয়া, সহেনা সহেনা আর ॥
 নাথ, সরোজিনী আজ, ধরি দল্যাদিনী সাজ,
 ফিরিবে দেশে, বিদেশে, কানন, দিগ্বিদিশরে ।
 অথবা তটনী-নীরে, ইহ জনসের তরে,
 বিসর্জিব প্রাণনাথ, আমার মুরতি মোর ॥ ৩৭১ ॥

পুরবী—পোস্তা ।

পূরিয়াছে মনোসাধ, পূরেছে বাসনা লো ।
 ফুরাইল ভালবাসা, ফুরাইল প্রেম আশা,
 চণিল জীবন বুঝি বড় ছুঃখ মনে লো,
 আর না দেখিছু মতি সেই মুখখানি লো ॥ ৪৮০ ॥

মুলতান—কাশ্মীরী খেমটা ।

যার লাগিয়ে হুদি (ও) কাঁদে অহরহ রে ।

হইলে পাষণ দহিয়ে যেত ফেটে রে ॥

পরেরি আশা, মিছে ভালবাসা,

হামারি দুঃখ দেখে, তারি দুঃখ কেন হবে রে ॥ ৪৮১ ॥

ঝিঝিট—খেমটা ।

যাও ভ্রমরা মনচোরা, প্রাণ গেলে কব না কথা,

বকুলে আর নানা ফুলে, ভ্রম তুমি যথা তথা ।

বেঁচে আছি যার কিরণে, দিয়ে বাথা তারি প্রাণে,

তুমি তোমায় প্রাণপণে, সে কথাতো নয় অন্তথা ॥ ৪৮২ ॥

সিন্ধু—মধ্যমান ।

মিছে কেন মধুকর কটক কেতকী ফুলে ।

অঙ্গহীন হবে তব রজ্রোপাঙ্গ পরশিলে ॥

যাও যাও সুধাকর, সুধা পদ্মে পান কর,

বিকসিত শশধর, কুমুদ মলিলে ॥ ৪৮৩ ॥

পট—দ্রুত ত্রিতালী ।

আনোদ প্রনোদ ।

নিলাজ বঁধু হে—

যদি চাইতে পার চেয়ে দেব সতী এলো ওই ।

ও চোখে চাহনি নাই—প্রাণের চাহনি চাই ॥

নিলাজ বঁধু হে—

যদি চাইতে পার চেয়ে দেব সতী এলো ওই ॥ ৪৮৪ ॥

ভৈরবী—আড়া ।

মির্জাণ মন আগুণ আজ কেন জ্বালাতে এলে ?
প্রাণে কিছু থাকেনা হে আর, সে সব কথা মনে হলে ।
মনে ভেবে দেখ দেখি, আর বা কি আছে বাকি,
কি দোমে করিয়ে দোষী, আমার বনবাস দিলে ॥ ৪৮২ ॥

পিলু—কাশ্মিরী ধেম্‌টা ।

সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে,
কে আছে কাণ্ডারী হেন, কে বাইবে সঙ্গে ।
ভাসল তরি সকাল বেলা, ভাবিলাম এ জল খেলা,
মধুর বহিবে বায়ু, ভেমে যাবে রঙ্গে ।
গগনে গরজে ঘন, বহে থর সমীরণ,
কূল তাজি এলাম কেন মরিতে আতঙ্গে ।
মনে করি কূলে ফিরি, বাহি তরি ধীরি ধীরি,
কূলেতে কটক তর বেষ্টিত ভুজঙ্গে ।
বাহারে কাণ্ডারী করি, সাজহিয়া দিহু তরি,
সে কভু দিলনা পদ তরণীর অঙ্গে ॥ ৪৮৩ ॥

গিঁঝিট গান্ধাজ - আড়খেমটা ।

প্রাণসই মইলো মই ও তার এত অবতন,
আমি যারে ভুঁষি, সে ত তোবে না তেমন ।
প্রথম প্রেমেরি তরে, যে মেধেছে পায়ে ধ'রে,
এখন সাধিলে তারে, সে হয় জ্বালাতন ॥ ৪৮৪ ॥

বারৌয়া—ঠুংরী ।

আর তোমার আলাপে কাজ নাই,
যে আলাপে ননস্তাপে প্রাণে ব্যথা পাই ।
যে দিয়েছ প্রাণে ব্যথা, হৃদয়ে রয়েছে গাঁথা,
এখন যে কই কথা, লোকলাজ নাই ।
গোড়া কেটে জল-ধারা, লাখি মেরে পায়ে ধরা,
এই কি তোমার প্রেমের ধারা, বলিহারি যাই ॥ ৪৮৫ ॥

সিন্ধু—আড়াঠেকা ।

মানে মানে প্রাণে প্রাণে, যদি রে প্রাণ বেঁচে থাকি,
দেখবো কত, দেখলাম কত, আর কত আছে বাকি ।

যে জ্বালা দিয়েছ মোরে, রেখেছি সব জমা করে,
জমা থরচ মিলন ক'রে শেষে বুঝে লব বাকী ॥ ৪৮৯ ॥

২ টু—একতারা ।

বলি গো সজ্জনি যেও না, যেও না
তার কাছে যেও না যেও না ।
সুখে সে রয়েছে, সুখে সে থাকুক,
মোর কথা তারে বল না বল না ।
আমারে যখন ভাল সে না বাসে,
পায়ে ধরিলেও বাসিবে না সে,—
কাজ কি কাজ কি কাজ কি সজ্জনি,
মোর তরে তারে দিও না বেদনা ॥ ৪৯০ ॥

সিন্ধু - আড়াঠেকা ।

সে বিনে যাতনা যত, সে বিনে জানাব কারে
অন্তরের দুঃখ আমি, রাখি অন্তরে অন্তরে ।
সে মোর আঁখি-অঞ্জন, আঁখি মোর নিরঞ্জন
করে গেছে সে পঞ্জন, অনঙ্গ দিয়ে অন্তরে ॥ ৪৯১ ॥

বারোয়া খান্সাজ—থেম্‌টা ।

প্রাণ সঁপে যে এমন হবে তাও তো জানিনে,
ভালবেসে অবশেষে প্রাণে বাঁচিনে ।
জানিতেন যদি এমন হবে, অমৃতের গরল উঠিবে,
তা হলে কি ভুলি কভু নারীর ছলনে ? ৪৯২ ॥

ভৈরবী—জলদ তেতালা ।

এই কি তোমার বঁধু ছিল হে মনে,
যাচিয়া যাতনা দিবে জানিব কেমনে ?
অবলা সরলা অতি জানিয়া মনে,
ছলেতে ভুলালে ভাল সুধা বচনে ॥ ৪১৩ ॥

সিদ্ধু থান্বাজ—মধ্যমান ।

এ যাতনা জানাওনা তায় ।
শুনিলে আমার দুখ সে পাছে বেদনা পায় ॥
তার দোষ গুণ যত, সকলি মম বিদিত,
দোষ তাজে অবিরত রত প্রশংসায় ॥
নীরতাজে ক্ষীর সেমন, হংস কণ্ঠে গ্রহণ,
তেমতি আনারি মন, তার পানে ধায় ॥
ভাবিয়া দেখিলাম ভাল, সকলই কর্তৃফল,
তাহে এ দুখ ঘাটল, কি দোষ তাহার ॥ ৪১৪ ॥

বারোয়া—ঠু রি ।

ভালবাসা জানি না কি ধন :
মনের মানুস আমার হলোনা সে জন ।
সংসার সাগর কূলে, পায় কেহ বিনা মূলে,
সাধনের ধন সেই পরেশরতন :
কেহ প্রাণপণ করি, ভাঙ্গিয়ে অশ্রু-নতরী,
না পেলে কূল কিনারা হইল মগন ॥ ৪১৫ ॥

লুম-ঝি ঝিট—একতালা ।

প্রণয় রতনে যে জন না জানে ।
হেরিলে নয়ন পোড়ে প্রাণ সঁপি কেমনে ।
কটক কানন, সখি তার মন,
সদা প্রাণ জ্বালাতন তারই মিলনে ।
অন্তরে অন্তরে, প্রণয় যে করে,
আছে পাণ তারই তরে, আছি সেই জীবনে ॥ ৪১৬ ॥

বেহাগ—কাওয়ালী ।

মনে রয়ে গেল মনের কথা,
শুধু চোখের জল প্রাণের বাণী ।
মনে করি ছুটি কথা বলে যাই,
কেন মুখের পানে চেয়ে চলে যাই ।
সে যদি চাহে, মরি যে তা হ,
কেন মুদে আসে অগ্নির পাতা,
মানমুখে সখি সে যে চলে যায়,
ও তারে ফিরায়ে, ডেকে নিয়ে আয়,
ঝুলিল না সে যে কেন্দ্রে গেল,
ধুলায় লুটাইল হৃদয় লতা ॥ ৪১৭ ॥

পাহাড়ী—আড়া ।

প্রিয় বলে প্রিয়তমে ডাকিতে যে পারিবে না :
তাই ভেবে বিনোদিনী বিবাদিনী কইও না ।
তোমার যে ভালবাসা, মানুষের ক্ষুদ্র ভাসা,
শত বর্ষ শত কণ্ঠে প্রকাশিতে পারিবে না ।
হৃদয়ে লুকান প্রে', অনলের মাঝে হেম,
বাহির করিলে আর সে সৌন্দর্য থাকিবে না ॥ ৪১৮ ॥

ভৈরবী—সংগীতাল ।

কেন এলিরে ভালবাসিলি, ভালবাসা পেলিনে !
কেন সংসারেতে ঠিকি মেরে চলে গেলিনে !
নার কঠিন বড় কারেও সে ডাকেনা, কারেও সে ধরে রাখে না,
কি সে থাকে, আর, যে যায় সে যায় কারো তরে ফিরেও না চায় ?
হায় হায় এস সারে যদি না পূরিল আজন্মের প্রাণের বাসনা,
যাও মানমুখে ধীরে ধীরে ফিরে যাও থেকে যেতে কেহ বলিবে না :
তোমার বাণী তোমার অশ্রু তুনি নিয়ে বাবে,
আর ত কেহ অশ্রু ফেলিবে না ॥ ৪১৯ ॥

কাফিসিন্দু—আড়াঠেকা !

পীরিতি বিচ্ছেদ দুঃখ কিসে নিরারিব আমি ।
 ইহাতে উপায় সখি, বল কি করিব আমি ॥
 সুখ আসে ধন প্রাণ, ক'রে যারে সমর্পণ,
 এখন পানরে তারে, কেমনে রহিব আমি ॥ ৫০০ ॥

বারোয়া—ঠুংরি ।

আরে পরবশ মন, পরে জানিবে পর যে কেমন ।
 ছি ছি মন পরের তরে, কি হবে যতন করে,
 পরশ্বরে হবে পরে, সদা জ্ঞাতাতন ।
 যে জন পরের লাগি, হয় সদা অনুরাগী,
 হতে হয় দুঃখভাগী বাবত জীবন ।
 পরাধীন মন বার, বাঁচিয়ে কি ফল তার,
 বিনা দাহে অনিবার দহে সেই জন ॥ ৫০১ ॥

মিশ্র ঝিঁঝিট—কাওয়ালী ।

সখা হে, কি দিয়ে আমি তুনিব তোমায় ?
 জর জর হৃদয় আমার মর্ম বেদনায়,
 দিবানিশি অশ্রু ঝরিছে নেথায় ।
 তোমার মুখে সুখের হাসি আমি ভানবানি,
 অভাগিনীর কাছে পাছে সে হাসি লুকায় ॥ ৫০২ ॥

ভৈরবী—আড়খেমটা ।

কেন রে চামু ফিরে ফিরে চলে আয় রে চলে আয়,
 এরা-প্রাণের কথা বোঝে না হৃদয়-কুসুম দলে বায় !
 হেসে হেসে গেয়ে গান, দিতে এসেছিলি প্রাণ,
 নয়নের জল সাথে নিয়ে চলে আয় রে চলে আয় ॥ ৫০৩ ॥

ভৈরবী—কাওয়ালী ।

এখনো এখনো প্রাণ, সে নামে শিহরে কেন, (১)
 এখন হেরিলে তারে, কেনরে উথলে মন ।
 বিরক্তি-অকুটা রাশি, হেরি সে যুগার হাসি,
 তবুও ভুলিতে তারে, নারিহু কেন এখনো ।
 চোখের দেখা দেখতে এলে, তাও দেখা নাহি সেলে,
 দারুণ তাচ্ছল্যভাবে, সে করে যে পলায়ন ।
 তাই থাকি দূরে দূরে, ভাসি মগ্নভেদী নীরে ;
 মুহূর্তও দেখা পেলে, স্বর্গ হাতে পাই যেন ॥
 জলে প্রাণ যাতনায়, জলুক কি ক্ষতি তায়,
 আমার সে স্মৃতি থাক, নাহি সাধ অন্য কোন ॥ ৫০৪ ॥

ভৈরবী—মধ্যমান ।

ঘটিল কি দায়, প্রেমহরি পাব কেমনে ।
 কুটিল প্রণয় ফুল কটকেরি কাননে ।
 ভুজঙ্গ মস্তক মণি নিরখি নয়নে,
 জ্ঞান হয় ধরি ধরি ভয় কেবল দংশনে ॥ ৫০৫ ॥

পুরবী—আড়াঠেকা ।

রোপণ করিয়াছিলাম আশালতা প্রেমধনে ।
 ফল ফুলে লাভ হবে বড় আশা ছিল মনে ।
 অতি সযতন করি, পিঞ্চন করিলাম বারি,
 বিচ্ছেদ তায় হয়ে অরি, অজারূপে নাশে প্রাণে ॥ ৫০৬ ॥

সিন্ধু খান্সাজ—আড়থেমটা ।

দানী বলে অভাগীরে আজও কি তার মনে আছে ।
 তাহার যে আশাবীণী আশানীরে ভাসিতেছে ।
 বাসেনা বাসে ভাল, সে ভাল থাকিলে ভাল,
 দেখা হলে শুধাস্নো সই সেত আমার ভাল আছে ॥ ৫০৭ ॥

সুরট - আড়াঠেকা ।

আমার কথা কস্মে তারে দেখা হলে তার মনে ।
 ত্রিষ্ণাসিলে বলিস না হয়, বেঁচে আটছে প্রাণে প্রাণে ॥
 যে দিয়েছে মর্য্যব্যাথা, মরমে রয়েছে গাঁথা,
 মনে হলে সে সব কথা প্রাণ আর থাকেনা প্রাণে ॥ ৫০৮ ॥

বেহাগ—কাওলালী ।

মন যে নিল সেতো আর ফিরে দিল না ।
 বলি বলি মনে করি আর বলা হ'লনা ॥
 যে দিকে ফিরাই আশি, সদত তাহারে দেখি
 দেখি দেখি আরও দেখি, আর দেখা হ'লোনা ॥
 তাহারে হেরিলে সই, মুখপানে চেয়ে রই,
 জনম ফুরায়ে গেল, আর দেখা হ'লনা ॥ ৫০৯ ॥

সরফরদা—জলদ তেতালী

কেন বিধি নিরমিল কমলে কণ্টক !
 দেখ শশধর, নাশয়ে তিমির, তাহে করিল কলঙ্ক ।
 বিষধর মণিধরে, মুকুতা ওস্তি উদরে,
 এমন বিচার সংসার যাহার, ইথে খেদের কি অন্তক ॥ ৫১০ ॥

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান ।

ছুঃখিনী করিয়ে বিধি সজিল দেহ আমার ।
 কোথা হুথ পাব বল এ ভুবন মাঝার ।
 পাবাণে গড়িয়ে মোরে, ডুবালি শোক সাগরে,
 সহিবারে ছুঃখ জাল যত ধরে এ সংসার ॥
 কে জননী কেবা পিতা, না জানি স্নেহ মমতা,
 কাঁদিতে এসেছি ভবে, কাঁদা মাত্র মোর সার ॥
 বড় আশা করি মনে, হেরিনু ভব চরণে,
 ছুঃখমীরে তরি ভাবি স্পর্শ মাত্র শূন্যগার ॥ ৫১১ ॥

ঝিঝিট—কাওয়ালী ।

অন্তরের ধন তুমি কেননে অন্তরে রাখি ।

নিরবধি হেলিবারে সাধ করে মন আঁখি ॥

সে সাধ বিবাদ করে, ভাসাইয়ে ছুখনীরে,

যেওনা প্রাণ স্থানান্তরে, অধিনীরে দিয়ে ফাকি ॥ ৫১২ ॥

ভৈরবী—আড়খেমট ।

নয়নে লাগিল যারে,

বিধি কি সদয় হয়ে মিলাবে তারে ?

সে জন বিনা প্রেম দান, নহে কখনো বিধান,

যে করে সেই আমার প্রাণ জানাব কারে ॥ ৫১৩ ॥

দিকু কাকি—একতারা ।

ওরে তোরে দেখিতে নয়ন পাগল কেন ।

এই বোধ হয় মোর, জান কি গুণ ।

যদি নিরন্তর দেখি, তুয়াহীন নহে আঁখি,

না দেখিলে দেখ দেখি কি ছুখি প্রাণ ॥ ৫১৪ ॥

হাদির—কাওয়ালী ।

হোলনা লো হোলনা সেই ! (হায়)

মরলে মরম লুকান, রহিল বলা হ'ল না,

গি বলি বসি তারে কত মনে করিছু হ'লনা লো হ'লনা সেই !

কছু কহিল চাহিয়া রহিল, গেল সে চলিয়া, আর সে ফিরিল না,

ব ফিরাব বলে কত মনে করিছু, হ'লনা লো হ'লনা সেই ॥ ৫১৫ ॥

ঝিঝিট খান্সাজ—মধ্যমান ।

মন যে তোমারই বশ নিতান্ত হইল,

তুমি যে পরেরি প্রাণ উপায় কি বল ;

বাসনা করে বাসনা, বাসনা মানা শুনে না,

সাধিলে সাধ পুরে না, বিষম দায় ঘটিল ॥ ৫১৬ ॥

ঝিঝিট থান্বাজ—মধ্যমান।

সে কেনরে করে অপ্রণয়, ও তার উচিত নয়,
 আমি জানি তার সনে কখন বিচ্ছেদ নয় !
 কত যে সেধেছি তারে, তবু সে না মনে করে,
 তবে কেন তার তরে, মন উচাটন হয় !
 যাচিয়ে যৌবন দিলাম, বিনা মূলে বিকাইলাম,
 মন প্রাণ সব সঁপিলাম, তাহার প্রেমের দায় !
 সখি গো স্বপক্ষ হয়ে, ব'ল তারে বুঝাইয়ে,
 প্রণয় করিতে গেলে দুঃখ সুখ সহিতে হয়।
 দিনান্তে প্রাণান্ত হ'ত, একবার যদি দেখা দিত,
 তবে কেন অবিরত, হৃদয় মাঝে উদয় হয় ॥ ৫১৭ ॥

ঝিঝিট থান্বাজ—কাওয়ালী।

দারুণ নানের ভরে করেছি তার অপমান,
 এখন আমার যায় প্রাণ, সেই তারে ডেকে আন !
 নানেতে হইয়ে হত, কুবাক্য বলেছি কত,
 ঐ যায় প্রাণনাথ, মানের উপর করে মান ;
 এখন সাধিলে তার বাড়িবে বিগুণ মান ॥ ৫১৮ ॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।

এখন এখন প্রাণ সে নামে শিহরে কেন,
 এখন হেরিলে তারে, কেনরে উথলে মন।
 বিরক্তি ক্রকুটী রাশি, হেরিলে যুগার হাসি,
 তবুও ভুলিতে তারে নারিনু কেন এখন ॥
 চোখের দেখা দেখতে গেলে, তাও দেখা নাহি মিলে
 দারুণ তাচ্ছিল্য ভাবে, সে করে যে পলায়ন।
 তাই থাকি দূরে দূরে, ভাসি মগ্নভেদী নীরে,
 মুহূর্তও দেখা পেলে, স্বর্গ হাতে পাই যেন।
 জ্বলে প্রাণ যাতনায়, জ্বলুক কি ক্ষতি তায়,
 সে আমার সুখে থাক, নাহি সাধ অন্ত মন ॥ ৫১৯ ॥

ভৈরবী—একতালা ।

এবার প্রাণান্ত হ'লে রমণী হব,
পুরুষের যত ছুঃখ নারী হয়ে জানাব ।
মান করে বসে রব, সাধিলে না কথা কব,
অপমান তার কিরে দিব, পায়ে ধরে সাধাব ॥ ৫২০ ॥

বারেঁয়া—ঠুংরি ।

মন চায় দেখিতে যারে,
সে কেনরে দেখা দিতে এত ছল করে !
যারে ভাবি নিরন্তর, সে ভাবে না একবার,
তবু তার তরে কেন মন কেমন করে !
আমি আছি তার আশে,
অপরে সে ভাল বাসে,
চতুরে সঁপিয়ে প্রাণ সদা নয়ন ঝরে ॥ ৫২১ ॥

সিন্ধু খান্ধাজ—মধ্যমান ।

আয় রে বিচ্ছেদ, রাখি তোরে যতনে হৃদি মাঝারে,
এ জনমের মত তোরে, সে সঁপে গেছে আমারে ।
বিচ্ছেদ রে বিচ্ছেদ হওনা, করি তোমাব উপাসনা;
অন্তরে থাকিয়ে তুমি, সতন্তর কর তারে ।
তুমি থাকিলে অন্তরে, সে থাকিবে অন্তরে,
তুমি যাইলে অন্তরে, সে আসিবে অন্তরে ॥ ৫২২ ॥

খান্ধাজ—একতালা ।

মরমে মরম যাতনা সহি, ভালবাসার অগতনে,
না বুঝে কুকাজে মজে বাজের অধিক বাজে প্রাণে ॥
যে জন পীরিতে নাচায়,
সে যদি ফিরিয়ে না চায়,
মন প্রাণ যাহারে চায়,
কে বল রাখিবে পায়,
সে যদি না বাঁচায় প্রাণে ॥ ৫২৩ ॥

নলিত বিভাষ—একতালা ।

কেমনে ভুলি তারে,
 কি বল সহি আমারে, যে জন বিরাজে হৃদয় মাঝারে।
 আমি চকোরিণী, সে যে সুধাকর,
 প্রেম সুধাদানে তুষিবে অন্তর,
 সে হলে অন্তর, কেমনে অন্তর
 ওয়াইবে বল বিরহ-বিকারে ।
 বারিহারা মীন হয় গো যেমন,
 সে বিনে সতত আমি গো তেমন,
 হারা হয়ে সেই হৃদয়-রতন,
 ভাসিব কি শেষে অকূল পাথারে ॥ ৫২৪ ॥

লুম্বি ঝিঁঝিট—একতালা ।

ভুলিব কেমনে সে বিধুবদনে,
 হৃদয় শোণিতে নয়ন বারিতে—
 পুজিয়াছি যারে চিতে, বসি যোগ ধ্যানে,
 সাধ ছিল মনে, সে জীবন ধনে
 রাখি যুগ যুগ ভরি নয়নে নরনে ॥ ৫২৫ ॥

সিদ্ধু ভৈরবী—মধ্যমান ।

যদি যাবে কবে আসিবে বলে যাও ।
 প্রবঞ্চনা কর যদি এ অধিনীর মাথা খাও ।
 সেই দিন মনে করি, রহিব হে প্রাণ ধরি,
 নতুবা হে প্রাণে মরি, শেষ দেখা তোমার আমার ॥ ৫২৬ ॥

পিলু—যৎ ।

আগে যদি জানিতাম কপাল আমার ;
 দলিতাম আশালতা অকুরে তাহার ॥
 যত ফেলি অঁাধিজল, তত হইল প্রবল,
 এখন লতাভরে, তরু নরে, কে করে বিহিত তার ॥ ৫২৭ ॥

জংলা ঝিঝিট—আড়াঠেকা ।

অবলা সরলা সুখী কুলবালা কেন মোরে দেখা দিল ।
ন কোন কুল সুখাংগু, কিরণে বিজনে শোভিতেছিল ॥
বনে সে রূপ বুঝি নিরূপম, নিরখি যাহারে মন উচাটন,
যার লাগি সদা ঝরে ছনয়ন, কেন অঁখি নেহারিল ।
গড়েছিল কোমল কমলে পুনঃ তারে কেন কটকে মাজালে,
বনা ঘরন, আনার সেজন, তবে কেন মজাইলে ॥৫২৮॥

জংলা ঝিঝিট—আড়াঠেকা ।

হারি আমারি তুমি যৈ আমারি জানিতে কি বাকি আর ।
মুখে তব মুছ মধুর হাসি, অন্তরে রেখে হলাহল রাশি,
না গেছে তব ভালবাসা বাসি, এখন না ছাড় ছল ॥৫২৯॥

সিদ্ধু—মধ্যমান ।

যারে তারে কেউ ভালবাসা দিস্নে ।
নদিও সর্চ্ছন্দ দিস্, তবু ভালবাসা দিস্নে ॥
ভালবাসা অমলা ধন, এর যোগ্য বিধাসী জন ।
অবিধাসী করে দিয়ে, এর অপমান করিস্নে ।
য কেউ ভালবাসে তোরে, পরখ কর তায় নিস্তি ধরে,
তবে ভালবাসিস্ তারে, তা নইলে ভুলিস্নে ॥
আগুপাছু না ভাবিলে, আমার মত পলে পলে,
ভাসতে হবে নয়ন জলে, রূপ দেও মজিস্নে ॥৫৩০॥

নলুঝিঝিট—আড়াঠেকা ।

অঁখি জলে ভাসি ; লো মই বলিবনা কারে বিধাতা বই ।
এব তখন সময় পেলো ; জানিবে তখন সময় এলো ॥৫৩১॥

আমি তোমার মন বুঝিতে করিছি মান ।
 দেখি আমার কেমন তুমি ভালবাস প্রাণ ॥
 মনে আমার একবার নাহি বিভিন্নতা জ্ঞান ।
 অন্তরে হরিষ, মুখেতে বিষ, কপটে ঝরিছে এ দুটি নয়ান ॥৫০২

পীরিতে সই এমন বিরাগী হই ।
 ভাবি তার মুখ নিরখিব না ।
 এমুখ তারে দেখাবনা ।
 বিরহে প্রাণ গেলে তবু কথা কব না ।
 পুনঃ হলে দরশন করয়ে কি গুণ, তখন সে মন থাকে না ॥৫০৩

ঝিঝিট—আন্ধা ।

এ জনমের সঙ্গে কি সই জনমের সাধ ফুরাইবে ?
 ফিঙ্গা জন্মজন্মান্তরে এ সাধ পূরাইবে ।
 বিধি তোরে বলি শুন, জন্মি যদি দিবে পুন
 আবার আমারে যেন রমণী জনম দিবে ॥
 লাজ ভয় তে গিব, এ সাধ মোর পূরাইব
 সাগর ছেঁচে রতন নিব, কণ্ঠে রাখব নিশি দিনে ॥৫০৪

করির সুর—থেমটা ।

যদি এসেছিলি যাবি বলে আসলি কেন বল ?
 এমন দক্ষে মায়া'র চেয়ে ভাল ছিল সে বিরহানল ॥
 না দেখে তোরে এককণ ছিলাম অন্তরে,
 দুখে সুখে যাচ্ছিল দিন আজি কার করে ;
 না মিটিতে আশা, ঘোর পিপাসা কেড়ে নিলি মুখের জল ॥
 সাধ করে আপনি এলে হে গুণমণি,
 সাধে তবে বিষাদ কেন কল্ল বল শুনি,
 এ যে বিদ্যা দেখা দিয়ে বাড়ালি আঁধার কেবল ॥৫০৫

মুলতান আড়াঠেকা ।

ভাবে বুঝি আমাহতে সে অধিক আলাতন ॥
 নৈলে কেন থাকে সদা হয়ে বিরস বদন ॥
 তাহার বদন দেখি, প্রাণ কাঁদে ওগো সখি,
 যদি হয় অঁখি অঁখি উভয়ে করি রোদন ॥৫৩৬॥

জয়জয়ন্তী—আড়া ।

ভাবিনে, তুমি যে যাবে, করিবে এমন !
 জীবন-নবিড়-বনে জোছনা-কিরণ !
 তোমারি পানেতে চেয়ে, চলেছিছু গান গেয়ে—
 নয়নে ঘুমন্ত মোহ, হৃদয়ে স্বপন ।
 পায়ে পায়ে এল বাঁধা, এত বাঁধা, এত কাঁদা,
 কপালে এত যে ছিল, বুঝিনে তখন ॥ ৫৩৭ ॥

কাফি—কাঁপতাল ।

এস এস চির বন্ধু এস প্রিয় অশ্রুজল !
 আকুল জীবনে সখে তুমি মানব সম্বল ।
 নিতান্ত বাথিত হলে, প্রাণের স্রুদ বলে,
 ধরিয়ে তোমার গলে করি প্রাণ সুশীতল ।
 এসেছি বাথিত প্রাণে, আজ তব সন্নিধানে,
 জ্বলে যে হৃদয়ে বহি নবাব সে চিতানল ।
 এস এস চিরবন্ধু এস প্রিয় অশ্রুজল ॥৫৩৮॥

খান্সাজ - কাওয়ালী ।

তার একি কটিন হৃদয় ? অবলা পাইলে বুঝি কাঁদাইতে হয় ॥
 দিবানিশি অঁখি করে, তথাপি সাধনা পোড়ে
 কোমল জীবনে আর কত আলা সয় ॥৫৩৯॥

কালান্ধা—পোস্তা ।

আর আমি প্রাণ দিবনা পরে ।

পরের বেদনা পরে জানেনা, পরের সনে কল্লৈ প্রেম পরে থাকে না,
হুদিন পরে সেই পর ভাবে পরস্পরে ॥ ১৪০ ॥

ঝিঁঝিট খান্ধাজ—আড়তে মৃটা ।

আর বাজায়োনা আশার বাঁশী তুলনারে স্বপন ফুল ।
আমি জেনে শুনে ভুলে আছি ভেঙ্গোনা এ সাধের ভুল ।
প্রেমের ঝড়ে ঘুরে ঘুরে, গিয়াছিছু কোথায় উড়ে—
আজ ভুই পেয়েছি কত ক'রে, আর ঢেঁ দিয়ে ভেঙ্গোনা মূল ।
আপনার আছি আপনি ভরা, কিহুতেহ নেই ছোঁয়া ধরা ।
আশার সুরে স্বপন-ডোরে' মিছে অকুলের এ কলা কুল ॥ ১৪১ ॥

বেহাগ খান্ধাজ—কাওলালী ।

সে আমার আছে গো কেনন ?
এখনো তার ঠোঁটে হাসি ফোটে কি তেমন ?
এখনো কি আঁখি তুলে, চারিদিকে চার ভুলে ?
সম্মুখে কি ভাসে তার সূতের স্বপন ?
সুখে থাক তাই চাই, আমি গরি ক্ষতি নাই,
হয়ে গেছে যা হবার কপালে লিখন ॥ ৫৪২ ॥

আড়—থেমটা ।

যাও পাখি বল তারে সে যেন ভুলেনা মোরে,
এ জনমের মত এ প্রাণ সঁপেছি তার করে ।
বোল তারে আমার কথা, শুনে যেন পায়না বাধা,
আমি একা আছি হেথা, দু'নয়নে বারি ঝরে ।
আর এক কথা মনে করে বোল বোল বোল তারে,
প্রেমদাস আজ প্রাণে মরে, না হেরে নয়নে তারে ॥ ৫৪৩ ॥

বি ঝিট থাঙ্গাজ—মধমান ।

কে হানিল মম হৃদে দারুণ বিচ্ছেদ ছুরি ।
ওষ্ঠাগত হতেছে প্রাণ আর বাঁচিলে মরি মরি ।
পলকে প্রলয় স্থান কে হরিল মম ধন ।
যেমন কল্লো দশানন রাগচন্দ্রের সীতা ছুরি ॥ ৪৪ ॥

খট—একতালা ।

যতন ঘটনা হবে আগে কে জানিত বল ?
কথা শেষে বাথা হবে, হাসি হবে আঁখি জল ।
সুখ হবে দুখ স্মৃতি, দুখ হবে প্রাণ-গীতি,
হবে মুগতৃষা, মরণ হবে মঙ্গল, আগে কে জানিত বল ? ৪৫ ॥

দেশ—আড়া ।

হ'লোনা আমার যদি, যাই, তবে কেঁদে যাই ।
যার থাক, “সুখে থাক” এ বিনা কামনা নাই ।
নাই বা ফুটল হাসি, নাই বা বাজিল বাঁশী,
(সুধু) দিনান্তেও একবার দেখে যেতে যেন পাই ॥ ৪৬ ॥

জংলাপাহাড়ী—যৎ ।

যারে বিদেশী বঁধু আমি তোরে চাইনা,
যখন তোরে মনে করি, তখন তোরে পাঠি না ।
আমার মাথায় দিয়ে হাত, দিবা কর প্রাণনাথ,
নিভাস্ত জেনেছিরে প্রাণ তুমি আমার হবে না ।
অঙ্কুর চন্দন দিব মনে ছিল বাসনা,—
সে আশা হ'লো নৈরাশা, তুমি প্রাণ এলে না ।
আকাশেতে মেঘ দেখে, চাতকিনী পাঁচে না,
তোমাতে আমাতে যে প্রাণ, মিলনে সুখ হলো না ॥ ৪৭ ॥

লুম ধাম্বাজ — কাওয়ালী ।

মন মানে যদি, দুনয়ন মানেনা ।

মনেরে বুঝাতে পারি, নয়নেরে পারি না ॥

সদা নয়নে নয়নে রাখিবারে তোমা ধনে,

পাপ অঁখি আমার যে, সদা করে বাসনা ।

তুমি যে পরেরি প্রাণ, সে মনে দেয়না স্থান,

বুঝালে অঁখিরে আমার, পোড়া অঁখি বোঝে না ॥ ৫৪৮ ॥

ধাম্বাজ — একতালা ।

ওলো রেখে দে, সখি, রেখে দে, মিছে কথা ভালবাসা ।

সুখের বেদনা, সোহাগ যাতনা, বুঝিতে পারিনা ভাষা ॥

ফুলের বাঁধন, সাধের কাদন, পরাণ সঁপিতে প্রাণের সাধন,

“লহ” “লহ” ব’লে পরে আরাধন, পরের চরণে আশা ।

তিলেক দরশ পরশ মাগিয়া, বরষ বরষ কাতরে জাগিয়া,

পরের মুখের হাসির লাগিয়া, অশ্রু সাগরে ভাসা

জীবনের সুখ খুজিবারে গিয়া, জীবনের সুখ নাশা ॥ ৫৪৯ ॥

ধাম্বাজ — আড়া তেতালা ।

সাধে সাধ করি এত, তোমাতে দেখিতে ।

মানস প্রবোধ বোধ নাহি লয় চিতে ॥

ও রূপ লাভণা, তব, মনোহর সুশর্গব,

মাধুর্য্য মাদক রূপে, প্রণত অঁখিতে ।

যদি কভু করি মনে, তোমাতে না করি মনে,

তাহাতে রোদনে প্রাণ, যায় ছুঁথাতিতে ॥ ৫৫০ ॥

ধাম্বাজ — কাওয়ালী ।

কি হবে জানালে দুখ তায় (সই বল)

সে যদি আমায় একান্ত না চায় ॥

জানালে যাতনা বোধ, নাহি মানে উপরোধ,

তথাপি অবোধ মন, তারি পিছে ধায় ॥ ৫৫১ ॥

মিশ্র ।

এমন বামিনী, মধুর চাঁদিনী, সে শুধু গো যদি আসিত ।
 রাগে এমন আকুল পিয়াস। যদি সে শুধু গো ভাল বাসিত ।
 মধু বসন্ত, এত শোভা হাসি, এ নব যৌবন, এতরূপ রাশি
 সকলি উঠিত পলকে বিকাশি সে শুধু গো যদি চাহিত ।
 বিধি তুমি, মিথ্যা তব সৃষ্টি, কেন এ সৌন্দর্য নাহি যদি দৃষ্টি !
 যদি—হলাহলে ভরা প্রেম সুখা মিষ্টি ।
 কেন তবে প্রাণ তুষিত ! ৫৫ ।

মিশ্র কানাড়া—কাওয়ালী ।

আমার পরাণ বাহা চায়, তুমি তাই, তুমি তাই গো !
 গমা ছাড়া আর এ জগতে মোর কেহ নাই কিছু নাই গো !
 তুমি সুখ যদি নাহি পাও, যাও, সুখের সন্ধানে যাও,
 আমি তোমারে পেয়েছি হৃদয় মাঝে, আর কিছু নাহি চাই গো
 আমি তোমার বিরহে রহিব বিলান, তোমাতে করিব বাস,
 দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী, দীর্ঘ বরষা মাস ।
 যদি আর কারে ভাল বাস, যদি আর ফিরে নাহি আস
 তবে, তুমি বাহা চাও, তাই যেন পাও,
 আমি যত দুখ পাই গো ! ৫৬ ।

ঝিকিট-খান্ধাজ—চিমেতেতাল ।

বিধি প্রিয়জনে সযতনে সজ্জন জীবনের জীবন ধন, সেই গুণমণি
 তার মিলনে, হয় মনে, সুখ দিবস রজনী,
 হই তার অদর্শনে, যেন মণি-হারি ফণি ॥ ৫৭ ॥

সোহিনী—একতাল ।

কৈদেছি পরের প্রাণে, আপন প্রাণে হাসি নাই ।
 এস সেই চাঁদের পানে, চেয়ে চেয়ে প্রাণ জুড়াই ।
 জ্বলে ঐ জ্বলে তারা, বামিনী মাতুরা,
 কহুমে লো ভোমরা গুন্ গুন্ গুন্ গুনতে পাই ॥ ৫৮ ॥

পাহাড়ী-পিলু — ৫ মটা ।

যখন প্রাণ ছিলে প্রাণে কত মসলা দিতেম পানে ।
 এখন কাছে গেলে পরে, সদা কর পানে পানে ॥
 আর কি আমার সে দিন আছে, চুণের ভাড় শুণয়ে গেছে,
 তাল পুকুরের নীম রয়েছে, তীর উৰু জল নাই মাঝখানে ।
 ধয়ের কোরে কেয়া ফুলে, কাঁদি বসে ফুলে ফুলে,
 ক্রমে অঙ্গ গেল ফুলে, মলেম বুঝি এত দিনে ॥
 সু মনে সুপারি দিয়ে, সুখের তরণ ভাসাইয়ে,
 প্রেমের বাদাম উড়াইয়ে, ডুবি বিচ্ছেদ-তুফানে ।
 যতনে দিয়ে যোয়ান ধোনে, পেয়েছিলাম তোমা ধনে ।
 এখন এ নব যৌবনে, হানচে মদুন পঞ্চবাণে ।
 যে দিনে দিলাম দালচিনি, সে হতে প্রাণ তোমায় চিনি,
 এখন আমি বালি তুমি চিনি, চেনাচিনি নাই ছুজনে ।
 ছোট এলাচ লয়ে সুখে, দিতাম যাহু তোমার মুখে ।
 এখন দেখ না ত চেয়ে, ফিরে অধিনীর-পানে ॥
 শিশি ভরা কপূর ছিল, কপাল ক্রমে উবে গেল
 লবঙ্গ বিবর্ণ হল, গন্ধ হ যছে জাফরাণে ।
 যখন আমার ছিল বাহার, দিষে থাক্তাম কত বাহার,
 গুণ গুণ করে গেয়ে বাহার, উড়ে বোসতে নবুপানে ॥ ৫৫৬ ॥

মিশ্র আড়া ।

না জানি কি গুণ ধরে মুখখানি তোমার
 যত দেখি তত সাধ দেখিতে আবার ।
 এক দৃষ্টে চেয়ে রই, মনে মনে হারা হই,
 তবুও পলক নাহি নয়নে আমার ॥ ৫৫৭ ॥

মল্লার—যং ।

মন প্রাণ হরে নিয়ে আর আগায় কাঁদায়োনা,
 আর বুঝি হে প্রাণনাথ আমার সদয় হবে না !
 মদন-জালায় জ্বল জ্বল, সয়ে কত থাকি আর,
 জলিতেছি প্রেমানলে আর আগায় জালাও না ॥ ৫৫৮ ॥

ভৈরবী—কাওয়ালী ।

সে আমার পাগল কোরেছে প্রাণে ।
 আর কি পাইব আমি সে বিধু-বদনে ॥
 যদি কোন ক্রমে দেখা হয় তারি সনে,
 বলিব হাতে ধরি, মিনতি বচনে,
 যদি না শুনে তার, ধরিব তাহারি পায়,
 রাখিব না এ জীবন তখনি মরিব প্রাণে ॥ ৫৫১ ॥

বাগেশী—অড়াথেমটা ।

আশা পূর্ণকর রে প্রাণ কহি কাতরে ।
 দিওনা আমার ছুঃখ ধরি হে তব করে ॥
 যদবধি মন প্রাণ, চাহে না আর কাহারে ॥
 তোমারে না হেরিলে মরি প্রেমানলে জলে,
 নিবারি আঁখির জলে, ভাসি ছুঃখ-সাগরে ;
 তব অধর সুধা পানে, বাসনা হতেছে মনে,
 স্মৃতে রহি জীবনে হৃদে রাখি তোমারে ॥ ৫৬০ ॥

থান্বাজ—কাওয়ালী ।

পিরীতি যে জানে সে কেন করে না ।
 সে বিনে আমার প্রাণ আর তো চাহে না
 আঁখিতে পরখিতে পারে যেই জন,
 তার মনে মন দিতে সদা মিলে আকিঞ্চন;
 যতন করিয়ে তারে পাই যে যাতনা ॥ ৫৬১ ॥

ঝিঝিট থান্বাজ—মধ্যমান ।

কেন ভালবেসেছিলাম তারে,
 হেরিতে বাসনা হলে, ভাসি অকল পাথারে ।
 যৌবন তরি আমার, ভেঙ্গেছে মাঝার তার,
 কেমনে হইব পার, পড়েছি বিষম ক্ষেপে ॥
 মুদিয়ে যুগল আঁখি, যদি স্থিরভাবে থাকি
 তখনি তাহারে দেখি, উদয় হৃদি মাঝারে ॥ ৫৬২ ॥

সরলার গীত ।

কই কেউ বলে না আমার, কাদো কাদো মুখে কেন ছল ছল চায়,
 কাদে সে এরা কেন কেন কেঁদে ফিরে যায় ॥
 আপনার মত আসে, আপনারে ভাল বাসে,
 পরেরি মতন শেষে কোথা ভেসে যায় ।
 আপনি কাঁদিয়ে কেন পরের কাদায় ॥ ৫৬৩ ॥

পেশমানের—গীত ।

(সে যে) ধরা দিতে ধরা নেয় না ; দেখা দিয়ে দেখা দেয় না ॥
 শুধু আশায় ভাসায় ফরে চায় না ; পিয়ারী পিয়িতে হুধা পায় না,
 তাই পিয়ারী পিয়িতে হুধা পায় না ॥ ৫৬৪ ॥

ওসে ভালবাসে যদি তবে বলেনা কেন, মুখ ফুট বলেনা কেন ।
 ভাসা ভাসা ভালবাসা সযো না যেন, আহা সহ সযো না যেন ॥
 দেখাও দেখসে প্রাণ, লও কর প্রেমদান,
 চেনা দিয়ে চিনে লও চতুরে হেন, চিতচোর চতুরে হেন ॥ ৫৬৫ ॥

ছি ছি ছি নরের জন্ম নরের কর্ত্ত্ব নরের ধর্ম্ম বোঝা ভার ।
 লোয়ে নর, প্রাণ পুরুষে কায়ায় পুষে কোচ্ছে সদা হাহাকার ॥
 কারুর হাসি কান্না, কান্না হাসি কেউ তোষে কেউ রোষের রাশি ।
 স্বর্গ নরক পুণ্য পাপে কেউ বোঝে না নাই বোঝাবার ॥ ৫৬৬ ॥

তেলেঙ্গা—দাদরা ।

কেন আর বাধবো বোঝা বললো সজনী ।
 যদি বোঝার ডোরে বাধতে পারি গুণমণি ॥
 তাচ যদি না কেঁদে ওঠে প্রাণ কেন আর হানবো নয়ন বাণ,
 মান কিসের লো মধুর হাসির সে না রাখলে মান
 যদি ধরতে পারি তবে নারীর গরব কিতা জানিনি ॥ ৫৬৭ ॥

উপেক্ষনাথের—গীত ।

—কান্না—কিনে কঁাদবি যদি যায়, এথা বিনিমূলে বিকিয়ে যার ।
 এ--সাধের কান্না ফুরাবে না সাথের সাথি হতে চায় ।
 মার—সকলি ছিল হে, সকলি গিয়েছে, আছি তবু নাই হইয়া,
 হাসি খুসি সব, হোয়েছে নীরব, আছি অঁখিজল লইয়া ;
 মানুষের বার, মানুষে কোরেছে, আশে পাশে ফিরি কাদিয়া ।
 কাদি সেথা—কাদে যেথা প্রাণ ।
 হাসি ফেলে, আহা বলে, শোনে পেতে কান ।
 অঁখি নীরে অঁখি নীর--করে হে প্রদান ॥
 সে সূচাকারু তরে পূজি বিধাতায় ;
 বধি-চাঁদ নিঙারিয়া, তারায় মজিরা, ফোটাফলে গঠি কায়—
 বধি-বরবিকরে, জ্যোৎস্না মিশায়ে, রং ঢেলে দেছে তায়—
 বধি-তুলনা না পেয়ে, তুলেছে তুলিতে, তারে তারি তুলনায় ।
 সে আমার--স্বপনের মত এল, স্বপনের মত গেল, সরিয়া ;
 এ ভাঙা পাঁজরে পোড়া--পোড়া পরাণী রে সার, করিয়া ।
 বুকের শোণিত নিয়া, অঁখির ভিতর দিয়া বাহিরে বহাব দুধারায়
 দেখো মণে রেখো ধরে--সে রুধির ধারা না ফুরায়--
 দর দর ধারে যেন ধায় ॥ ৫৬৮ ॥

মুলতান ।

নিবাসিও না তারে আর, সে যে, বোঝেনা লো হুংথ তোমার ।
 সঁপেছিলে প্রাণ যারে সে বড় নিষ্ঠুর হায়,
 তোমার মলিন মুখ, মনে ত পড়ে না তার ॥ ৫৬৯ ॥

আমোদ—প্রমোদ ।

ভাল চাওতো হে নাগর বড় চাইছে নাগরী,
 ফিরে চাও চাও ফিরে চাউনি নিতে চাও মোহাগ করি ।
 ভুরুধনুকে দিয়ে টান, হান বাঁকা নয়ন বাণ,
 ফিরে বাণ মেয়ে বাণ বুক পেতে নাও ফরাহরি ॥ ৫৭০ ॥

খান্ধাজ—কাওয়ালী ।

কি হেরিলাম আহা মরি ! কিবা রূপের মাধরী ।
আসিতে না পারি ফিরে, এলেম'খী'র ধীরে ।
দেখিতে রূপ প্রাণভরে, পারি নাহি লাজভরে ;
যদি বিধি দয়া ক'রে, পুনরায় দেখায় তারে,
লাজের মুখে ছাই দিয়ে চাইব ফিরে ফিরে ॥ ৫৭১ ॥

খান্ধাজ—মধ্যমান ।

কেন হেরেছিলাম তারে ।

বিধম প্রেমের জ্বালা বুঝি ঘাটল আনারে ॥
সহজে অবোধ মন, না জানে প্রেম কেমন
সাধে হয়ে পরাধীন নিশিদিন ভাবি পরে ।
কত করি ভুলিবারে মন ততো নাহি পারে
যবে যে ভাবনা করে সে জাগে অন্তরে ।
মরমে মরম ব্যথা নারি প্রকাশিতে কোথা
জড়ের স্বপন ঘটনা, মরমে মরি গুমরে ॥ ৫৭২ ॥

সাহানা থেমটা :

কাদিছে প্রাণ আমার কেন সখি তারি তরে,
বিচ্ছেদের শরানল দিচ্ছে এ অন্তরে রে ।
না জেনে তাহার মন, করেছি যে সমর্পণ,
কি করি প্রাণ সজনি, উপায় বলে দাও আনারে ।
আমি থাকি আবাসে, সে কভু আসে না বাসে,
কেমনে বাঁচিব শেষে, উপায় বলে দাও আনারে ॥ ৫৭৩ ॥

সিক্কু—মধ্যমান ।

এ বিরহে যায় যদি প্রাণ,

তবু হেরবোনা তার ও বয়ান ;

নিতা নিতা ঘরে পরে, কত সব অপমান ।
শুন ওলো প্রাণসখি, মনোহুঃখ আর বলবো বা কি,
মরিলে হইব স্তম্ভী, তবু রাখবো আপনার মান ॥ ৫৭৪ ॥

বেহাগ—থেমটা ।

কেন চুরি করে চায় । লুকাতে গিয়ে হাসি হেসে পলায় ॥
 বন পথে ফুলের মেলা, হেলে ছুলে করে খেলা,
 চকিতে সে চমকিয়ে কোথা দিয়ে যায় ।
 কি যেন গানের মত বেজেছে কানের কাছে,
 যেন তার প্রাণের কলি আধেক থানি শোন। গেছে,
 পথেতে যেতে চলে, মালাটা গোছে ফেলে,
 পরাণের আশাগুলি গাঁথা যেন তায় ॥ ৫৭৫ ॥

কবির সুর ।

মনে রৈল সই মনের বেদনা,
 প্রবাসে যখন যায়-গো সে, তারে বলি বলি বলা হ'ল না,
 সরমে সরমের কথা কওয়া গেল না !
 যদি নারী হয়ে সাধিতাগ তাকে,
 নিল জ্বারমণি বোলে, হাসিতো লোকে ।
 সখি, ধিক্ থাক্ তারে ধিক্ সে বিধাতারে,
 নারী জনম যেন করে না ॥ ৫৭৬ ॥

বেহাগ—আড়াঠেকা ।

তারে ভুলিব কেমনে,
 সে বিনে যাতনা যত সে কি তা জানে !
 মিলনের দিন হইলে স্মরণ,
 স্বপন অধিক ভাব হয় না লো প্রাণে !
 মনে যত মান, যদি হয় মিলন,
 উপহার ছলে, দিব লো চরণে ॥ ৫৭৭ ॥

সিক্কু ভৈরবী—মধ্যমান ।

এখন কি তার আসিবার সময় হয় না গো,
 ও সে কেমনে আমারে ভুলি রহিল কোথায় গো ।
 যদি থাকে প্রেম দাওয়া, বুচাব সেখানে যাওয়া,
 ও সরল আমি, ও তার কেমন কঠিন প্রাণ গো ॥ ৫৭৮ ॥

ধাম্বাজ—কাওয়ালী ।

অঁধিতে নানেনা সহ মনে রে বুঝায়ে রাখি,
যে পথে গেছেন তিনি তার পানে চেয়ে থাকি,
অভাগীর অশ্রুজল, ঝরিতেছে অবিরল,
বহে অশ্রুশ্রোত তায়, পদচিহ্ন দেখি দেখি ;
যেন ভগীরথ পিছে গঙ্গা শ্রোত বহিতেছে,
দেখা হলে বলো তারে অন্ধ হ'ল ছাট আঁখি ॥ ৫৭১ ॥

ধাম্বাজ—মধ্যমান ।

মন চুরি যে করেছে, তারে কি সহি পাষ আর,
বিধি কি সদয় হবে, সে মুখ হেরিব তার !
এ প্রাণ সঁপেছি যারে, সে ভাসায় অকুল পাথারে,
মন প্রাণ চুরি করে, সে গেছে যমুনা-পার !
আমার মন চুরি করে, সে গেছে সেই দেশান্তরে,
কেমন করে রব ঘরে প্রাণ বাঁচান হলো তার ॥ ৫৮০ ॥

মুলতান—আড়াঠেকা ।

এ সময় রসময় দেখা দাও অবলায়,
জনমেরি মত তব প্রেমাধনী হয় বিদায় ।
সখা হে দারুণ কাল, নাহি মানে কালাকাল,
তোমার বিচ্ছেদ কাল, দুইকালে প্রাণ যায় ।
কর এক প্রিয়কাজ, জন্ম দুঃখিনীর ;
মোহন বেশে গুণরাশি, মুখে মুছ মুছ হাঁসি,
সম্মুখে দাঁড়াও আসি, মনের কথা কই তোমায় ॥ ৫৮১ ॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান ।

যাবে যদি অবলা বধিয়ে,
তবে কি ফল বল এ দেহভার বহিয়ে ।
দাঁড়াও দাঁড়াও প্রাণের প্রাণ,
সম্মুখে তাজিব প্রাণ,
শব দেখি যাত্রা কর, বামেতে রাখিয়ে ॥ ৫৮২ ॥

সিন্ধু ভৈরবী—একতালী ।

মিছে ভালবাসা, মনের আশা, মনে রহিয়ে গেল,
 বাহার কারণ, আকুল পরাণ, সেতো বাসেনা ভাল ।
 প্রাণ সঁপিয়ে প্রেম লাভ, হইবে মনে ছিল,
 যতন সকল বিফল তার, যাতনা সার হলো ।
 বিচ্ছেদ রূপ অনল জ্বলিছে,
 প্রবল তাপে দেহ দহিছে, অবলা প্রাণে মলো ॥ ৫৮৩ ॥

পূরবী—আড়াঠেকা ।

কোথা গেলে প্রাণনাথ অভাগী বঁাদে কাননে,
 ফুরাল কি জীবলীলা কঠোর কাল-শাসনে ।
 কে আছে আমার আর, তোমা বিনে শূন্যকার,
 কানন কমলাশ্রম সকলি হেরি নয়নে ।
 উঠ নাথ কথা কও, তাপিত প্রাণ জুড়াও,
 নিবিড় অঁধারে কেন পড়িয়ে থাক বিজনে ॥ ৫৮৪ ॥

ইমন কল্যাণ—একতালী ।

সখি তার লাগি ভেবে ভেবে প্রাণ যায়,
 মরি হায়, ছুঃখ কব কায়, সতত বিষাদিত চিত্ত,
 হলেম জ্ঞান হত, পাগলিনীর প্রায় ।
 কিসেরি তরে, নিদয় অন্তরে, বাধিল দারুণ বিচ্ছেদ শত্রু,
 কে কি বলে তায়, বিচ্ছেদ ঘটায়, শত্রু পায় পায় ॥ ৫৮৫ ॥

সিন্ধু ভৈরবী—আড়াঠেকা ।

করেছি প্রণয় বিসর্জন যাবত জীবন,
 প্রেম তব্ব উত্থাপনে আর নাহি প্রয়োজন ।
 হয়েছি প্রেম-সন্ন্যাসী, নিরাশা কাননবাসী,
 বিচ্ছেদের ভস্মরাশি অঙ্গে করেছি লেপন ॥ ৫৮৬ ॥

ধান্বাজ—কাওয়ালী ।

বিরহ আলা প্রাণে কত সহিব,
মন দুঃখ অশ্রু কারে কহিব ।
সে যদি আমারে সখি নিষ্ঠুরতা করে,
তবে কাহার লাগিয়ে ভার বহিব ।
সহেনা সহেনা সখি আর দেহ মাঝে,
অধৈর্য হইয়ে পৈর্য ধরি লোক লাঞ্জে ;
শীঘ্রগতি কহ তুমি গিয়ে রসরাজে,
অবিরত দুঃখানলে আর কত দহিব ॥ ৫৮৭ ॥

ঝিকিট—কাওয়ালী ।

হেরে ও বয়ান জুড়াই তাপিত প্রাণ,
এস হে বঁধু-এস এস ।
রুদয় সিংহাসন শূন্য আছে হে রাজা হয়ে বসো বসো
সেই ভাবে এ রুদয়ে আবার এসে বসো বসো ।
দারুণ বিচ্ছেদের নিদয় শাসন হে, আগে ভাবে নাশো নাশো ॥ ৫৮৮ ॥

যোগিয়া—নবায়ান ।

বিরহানলে সহরে রহে বনি এ জীবন,
তবেত সুখ নিরান, হুখ সুখ অসুক্ষণ ।
আশ্বাসে বিভ্রাস করি অর্থাৎ বধা বিভ্রানরী,
অতি ক্রেশে প্রাণ ধরি, কোল কারে যোদন ॥ ৫৮৯ ॥

হৈয়দী—কাওয়ালী ।

চল গুহে বিলাসে বিলাসে রাজবাসী,
বিফল বিপিনে বাজে বাদ্য ;
বিধি বিরোধি, সুখ সত্য ভোমারি,
হয়েছে প্রেম আধা প্রণামালা ॥ ৫৯০ ॥

সিন্ধু ভৈরবী—কার্পী ।

এত হবে তাত জানিনে ।

না বুঝে পীরতি মজে এখন প্রাণে বাঁচিনে ।
তাহারি বিহনে, জীবনে কেমনে,
যহ্নে অবলা বালা এত সবে পরাণে ॥ ৫১১ ॥

সিন্ধু—মধ্যমান ।

বিচ্ছেদ যাতনা অতিশয়, তাত নয় গো,
সুখের জলধি শ্রোত নিরবধি বয় গো !
মদা নেত্র উন্মীলন, হেরি সে মনোরঞ্জে,
প্রতি পলক পতনে অঞ্জে নিশায় গো !
যুধন থাকি নিদ্রিত, স্বপনে প্রাণ পুলকিত,
সে হয় মনে উদিত, যেন কথা কয় গো ॥ ৫১২ ॥

খান্সাজ—একতালা ।

০ মরি, মরি, কি করি কি করি, বশনা বলনা সহ,
এ সরলা কি জানে নারী, পরের অধীন বই তো নই ।
রে গান বসিয়ে বুক্ষে, নাথ পড়ে মনে মরি মনোহুখে,
এ কে করে রক্ষে, নাথ বিনে বল কি সুখে রই ॥ ৫১৩ ॥

খান্সাজ—ঠুংরি ।

প্রাণনাথ হে,

কোথায় তুমি রহিলে ;

অবলায়ে অকুল পাথারে,

ভাসাইয়ে প্রাণনাথ, কোথা তুমি রহিলে ।

ডাকি ডাকি, ঝরিতেছে আঁধি ;

তবু তুমি গুণমণি, কথা নাহি কহিলে ॥ ৫১৪ ॥

ঝিকিট খান্নাজ একতালা ।

যাতনা সহেনা, সহেনা সহি,

আশার প্রবোধ আর অবোধ মন মানে না ।

শুনেছি নিদাঘে সখী, চাতকী নীরদ মুখী,

নিদয় নীরদ নাকি, (ওগো) তথাপি বারি বর্ষে না ;

আমায় সে নবধন, কভু ত নহে ভ্রমণ,

শীতল বারি মিলন (তাতে) বঞ্চিত কভু করে না ।

আজ সে জীবন কান্ত, কেন সখি হলো ভ্রান্ত,

তা ভেবে প্রাণ নিতান্ত, (বুঝি) এ দেখে রহে না ॥ ৫১৫

সিন্ধু ভৈরবী—আড়াঠেকা ।

(তারে) এনে দে ওরে,

ঝারে না হেরিলে পলকে প্রলয়, ভাসি নয়নাধারে ;

একে একে দিন যায়, তবু সে না আসে ছায়,

কে বুঝি ধরেছে তায়, বধিতে আমারে ।

করেছি কি অপরাধ, কে হেন সাধিল বাদ,

পাতিয়ে মনের ফাঁদ, কঁদালে আমার ;—

জীবন আকুল হ'ল, নয়নে ঝরিছে জল,

হতেছে মন চঞ্চল, কব বা কাহারে ॥ ৫১৬ ॥

বেহাগ—আড়াঠেকা ।

মনের যে সাধ ছিল মনেতে রহিল,

ভোগার সাধন করি সাধনা পূরিল ।

সাধিয়ে আপন কাজ, এখন বাড়ি লাভ,

আমার গেল যে লাভ, বিষাদ রহিল ॥ ৫১৭ ॥

বসন্ত বাহার—আড়াঠেকা ।

বিরহ যাতনা অতি বিষম হইল, আইল বসন্ত,

কুসুম সৌরভ, কোকিলের রব, সহেনা ও রব নিতান্ত ।

সুধাকর দিবাকর মনমনে, জ্বালায় জীবন মন্দ মলয় পব

উপায় ইহাতে না পুছি দেখিতে, উপায় সেই প্রাণকান্ত ॥ ৫১৮ ॥

বাগ্মতী—কানাড়া—মধ্যমান ।

অধার করিয়া হৃদি চলে গেছে সেই জন ।
যার দরশন বিনা করে আঁখি বরিষণ ।
কাদ তরু কাদ লতা, গাও কেঁদে প্রাণের ব্যথা,
কাদ গে বিহগ তথা, যথা নম প্রাণধন ।
তার হরষে, সহচরী পাশে, আছে বসি অনুক্ষণ ॥ ১৯৯ ॥

খান্সাজ—মধ্যমান ।

মনের বাসনা সহি সে জানে,
কাহারে কহিব আর কেহ নাহি জানে :
নয়ন আপজ হয়ে প্রবোধ না মানে,
বিরহ অনল অতি বাড়ায় রোদনে ।
অনল শীতল হয়, তার দরশনে.
সেই নয়নের ঘীরে সময়ের গুণে ॥ ২০০ ॥

খান্সাজ—মধ্যমান ।

বিরহ-যাতনা সহি সে জানিবে কেমনে,
জানিলে কি সদা আমি থাকি হে রোদনে ।
কামান্বিত সেই জন, তার কি মন নজে কোনখানে ?
ভায়ে যেবা দেয় মন, স্থায়ী কি কখনে ॥ ২০১ ॥

জুল ঝিকিট—কাওয়ালী ।

অঙ্গ বাধুধন, কেন হেরি বিরস বদন ।
হাসিনাই চাঁদমুখে কিসের কারণ ॥
কি হুগে ও মুগধশী, হুগেছে যেন তমসা,
বৎস গুণরাশি, জুড়াক জীবন ।
অঙ্গ মন সদা যেন, বাসে বহে ঘন ঘন,
কিকারে অঙ্গ নিরে ভাসে ছনয়ন ॥ ২০২ ॥

ছায়ানট—তেতালী ।

সতত বাসনা যারে হরিষে হেরিতে,
 তাহার বদন, বিরস কখন নাপারি দেখিতে ।
 জীবন বহান মীন, কোথা ছুতাশনে,
 শীতল হইতে কেহ, দেখেছ কখনে,
 সুখহারি-জন, কতু বিবপান, পারে কি করিতে ॥৬০৭॥

ভৈরবী—একতালী ।

মনের কথা সই এমন অরি
 না কহিলে মরি, তাহা কহিলেও মরি ।
 যদি না চাহি কহিতে, চাহি গোপনে রাখিতে,
 দহে হৃদি অনলের তৈজ সে ধরি ॥
 কিঞ্চিৎ কহিতে যার কি কব যাতনা তার,
 রসনা দহিরা বার, বল কি করি ॥৬০৮॥

আশা গৌরী—আড়া ।

অশ্রুখী জনর দলে
 বলিনী মলিনী ক্রমে বিবাহে মলিলে ।
 অবসান দিনমান শশী প্রকাশিত, কুমুদী হেরি হাসিলো,
 সুবক যুবতী, হরবিত অতি, বিরহিনী ভানিছে আঁধি জলে ॥৬০৯॥

ঝাঁঝিট—কাওয়ালী ।

পাণের লুকানো বাধা জানাব কেমন করে,
 পারিলে হৃদয় ছিড়ে দেখাতেম সখি তোরে ।
 যে অসম্ভব অনল মোরে দিবানিশি প্রাণ পোড়ে,
 হায়রে কে সাধ করে, ঢাকি ঢাকি রাখে তাতে ।
 জাননা ত সরণারে, জানাতে পারিলে পরে,
 প্রবনে যাতনা কত, ঢাকিলে কত সে বাড়ে ।
 কত ত জানাতে চাই, কত ত বুঝাতে চাই,
 পারিবে না বুঝাইতে, পারিবে না বুঝিবারে ॥৬১০॥

মূলতান—ক্রতত্রিতালী ।

নয়নের নীরে কি নিভে মনের অনল ।

সাগরে প্রবেশি যদি না হয় শীতল ।

তুষার চাতকী মরে, অশ্রুবারি নাহি হেরে,
ধারা জল বিনে তার সকলি বিফল ॥ ৬০৭ ॥

সিদ্ধু—মধ্যমান ।

সখি কোথা সে জন ।

মদা যারে পড়ে মনে ; হারায়ে সে প্রাণধনে,
জীবন ধরি কেমনে, কোথা হৃদি রতনে,
হায় সখি বুঝ প্রাণ কে হরিল সে খন ॥ ৬০৮ ॥

লুম ঝিঝিট—কাওয়ালী ।

না দেখিলে বলনা সই বাঁচিব কেমনে,

দিবানিশি সেইরূপ মদা পড়ে মনে ॥

দতত কাতর প্রাণ, বারি সহিত নয়ন,

বিনা সে বিধুবদন প্রবোধ না মানে ॥ ৬০৯ ॥

সখি নব শ্রাবণ মাস !

মদ যন ঘটা, দিবসে সাঁঝজটা, ঝুপ ঝুপ করিছে আকাশ
মি কি ঝগ ঝগ, নিনাদ মনোরম, মুহমুহ দামিনী আভাস !
নবহে মাতি, তুহিন কণাভাতি, দিকে দিকে রজত উচ্ছাস !
ছলে সরোবর, পত্র মর মর - কম্পে থর থর পান্থ নিরাশ !
বতী বুঝনা, পরম প্রীতবনা, হুঁহু দৌহে বাধা ভুজপাশ !
হে যাপি যামী ধমায়ে হিনু আমি, স্বপনেতে মিলন উল্লাস !
হমা রক্তপাত কড়াকড় নাদ, কাঁপি উঠি, হৃদয়ে তরাস !
নেলি চাই, কোথায় কেহ নাই, উথলিত আকুলিত নিশ্বাস !
আমার বঁধুয়া পরবাস ॥ ৬১০ ॥

ধাম্বাজ—আড়াঠেকা ।

কি হলো প্রাণ সহি, কিসে সহি যাতনা,
ধৈর্য ধরিতে নারি, এ কি ছলনা ।
আমার যে মন প্রাণ, আমারে করি বন্ধন,
হয়ে আছে পরাধীন, উপায় বলনা ।
যবে গৌ পোড়া নয়ন, করেছে তার নিরীক্ষণ,
দহিতেছে অনুক্ষণ, আরত সহেনা ॥ ৬১১ ॥

লুম ঝিঝিট—কাওয়ালী ।

সজনি কি আমার এ ছার পীরিতে,
এ জনম গেল কেবল তার ভাবনা ভাবিতে ॥
প্রেম সুখা লভিবারে, মন পাণ দিয়ে তারে,
শেষ বিচ্ছেদ পান্থারে নরি ভাসিতে ভাসিতে ॥ ৬১২ ॥

সিদ্ধু কাফি—মধ্যমান ।

অকারণে কেন হয় ! নাথ ভুলিলে আনায় ।
জানিনা কি দোষ আমি করিয়াছি ভব পায় ॥
বিদায় হবার কালে, কত আশা দিয়াছিলে,
সকলি কি বিস্মৃত হলে ?
আমি তো পারি না হে নাথ ! তিলেক ভুলিতে তোমায় ॥ ৬১৩ ॥

বেহাগ ।

বিরহ অনলে তনু হলো যে ভস্মরাশি
এই আরাধনা করি সমীরণে সন্তানি,
যদি বায়ু সথাবয়ে, এ ভস্ম কিঞ্চিৎ লয়ে,
দেয় নাথের অঙ্গেতে, এই মনে অভিলাষী ॥ ৬১৪ ॥

ঝাঁঝিট—কাওয়ালী ।

প্রাণপতি বিনে সতীর বল কি আর আছে ধন ।
পতি ধ্যান, পতি জ্ঞান, পতি পতিতপাবন ।
পতি যার বিমুখ হবে, কি সুখ তার ছার বিভবে,
সুখ কি তার সম্ভবে, বিফল তার জীবন ॥ ৬১৫ ॥

খান্সাজ—কাওয়ালী ।

এ কেমন হইল আমার মন,
চকিতে তারে নয়নে হেরে
অন্তর বিদরে সদা উচাটন ॥ ৬১৬ ॥

খান্সাজ—কাওয়ালী ।

শান্ত্যাবে যদি হইয়ে নিদ্র, ফেলে অবলায়, বিচ্ছেদ জ্বালায়,
নিভান্ত অধিনী বলে মনে যেম রয় ।
আশাপথ নিরখিয়ে, রইলাম মনে প্রবোধিয়ে
হুই না যেন বিক্ষাগিরি অগস্ত্যের আশয় ॥ ৬১৭ ॥

কাকি—আড়া ।

আসবো বলে গেছে চ'লে, আসা তো আর হলোনা ।
চ'থের জল দেখে গেল, শুদ্ধেতো আর গেল না ।
জীবন-কূলে সারারাত্রি, জালিয়ে ব'সে আশার বাতি,
হত তরী ব'য়ে গেল, আমার সুপের তরী এলো না ॥ ৬১৮ ॥

লুন—থেম্টা ।

ঝুরিছে তব নয়ন, কি লাগিয়া প্রাণ ।
কেন দুঃখে দুঃখী হয়ে আছি ভ্রিয়মান ॥
বিধুমুখি অধোমুখে, কি কারণে আছি দুঃখে,
দারুণ মনে অসুখে, মানে হত জ্ঞান ॥ ৬১৯ ॥

ধাষাজ—জলদ তেতাল।

মম যে দহে তার বিচ্ছেদ অনলে অন্তরে ।
ফাটে বুক, এ সব দুখ, কিরূপে জানাব তারে ॥
তাহার মিলন কালে, কথা হতো নানা ছলে,
কখন করুণা করি সাধিত সে হাতে ধরি,
এখন কেমন করি, থাকিব বল পাস'রে ॥ ৬২০ ॥

মিশ্র—কাওয়ালী।

কেন বিষাদ সলিলে ভাস নয়ন লো !
কেন মলিন নিরপি বিধুবদন লো ?
কি দুখ বলনা, ওলো স্মৃতিচনা ।
নাশি হৃদয় বেদনা চল বিপনে লো ॥ ৬২১ ॥

বেহাগ—মধ্যমান।

এ স্থল বসন্তে সহি, কেনেবো এমন আপন হারা, বিষয়া আহামরি.
কুন্তল আলু খালু এলায়ে কপোন পরি ।
হাসে চল সুগন্ত জোছনা হাসি, চালে মলিকা সুরভি রাশি,
বোলে পাপল পিউ পিউ,
কুঞ্জে কোয়েলিয়া কুজ কুজ রবে, কুঞ্জে কুঞ্জে ।
যদি হাসে চাঁদ মধুর হাসিরে, মলিন কেন হেরি ও মুখ শশীরে
যদি গাহে পাখী, তবে কেন সখি নীরবে রহিবি হায় !
আয় কুঞ্জে, ফুটন্ত মালতী তুলি, গাঁবি মালিকা দুজনে মিলিয়ে
গানে গানে গোহাইব রজনী মজনীরে ॥ ৬২২ ॥

মিকু—আপতাল।

কে তুলিসো ফুল-বালি উষার নীহারে ভাসি,
পগণে নয়ন রাখি, আলু-খালু-কেশ-রাশি ।
বহিছে হতাশ হাস, অধরে ঝরে না হাস,
গানিমাছে রাহ যেন পূর্ণিমা-সুচারু-শশী ॥ ৬২৩ ॥

রাগিণী বেহাগ—আড়াঠেকা ।

চিরতরে প্রেরসীরে হারালেম এবার ।

এ জনমে প্রাণধনে দেখিব না আর ।

কোথা গেলে তারে পাব, কোথা গিয়ে প্রাণ জুড়াব,

অন্ধকার দেখি সব, মিছা এ স সার ॥

যার সুখামাখা স্বরে, সব আলা যেত দূরে,

সে বিনে শূন্য হ'লোরে, হৃদয়-আগার ॥

উহ ! সহেনা যাতনা, প্রাণে ধৈরব মানেনা

হায় জীবন যাপনা, হলো কঠিন ব্যাপার ॥ ৬২৪ ॥

বংলাড়া—কাওরালী ।

আমারি মনেরি দুখ চিরদিন মনে রহিল ।

ফুকারে কাঁদিতে নারি বিচ্ছেদে প্রাণ দহিল :

একবার ভাবি মগি, মনেরে বুঝাসে রাখি,

প্রবোধ না মানে আঁখি, সদা করে ছল ছল ॥ ৬২৫ ॥

ভৈরবী—জলদ তেতালী ।

দেখনা সহি অভাতে অরুণ সহ উদয় শশী ।

স বিভাবরী, কাতর চকোরী এখন শশীর পেয়ে, রহিল উপোসী ॥

নীরে প্রফুল্ল কনক, মণি ন হৃদয়কনক,

যের গুণ কি কব এখন, নিগনে অধিক দুখ হইল প্রিয়সী ॥ ৬২৬ ॥

ঝিকিট পাহাজ—মধ্যমান ।

না হলে রসিকে বয়োধিকে প্রেম জানেন না,

যেমন ভুজঙ্গ শিশু মনৌদধি মানে না ।

নবীনোরি অহঙ্কার, প্রণীনের প্রেমাধার,

এ রস রসিকে বিনা অরসিকে সম্ভবে না ॥ ৬২৭ ॥

ধাওয়াজ—জলদ তেতালা ।

নম যে দহে তার বিচ্ছেদ অনলে অন্তরে ।
ফাটে বুক, এ সব ছুখ, কিরূপে, জানাব তারে ॥
তাহার মিলন কালে, কথা হতো নানা ছলে,
কখন করুণা করি সাধিত সে হাতে ধরি,
এখন কেমন করি, থাকিব বল পাস'রে ॥ ৬২০ ॥

মিশ্র—কাওয়ালী ।

কেন বিষাদ মলিলে ভাস নয়ন লো !
কেন মলিন নিরুপি বিধুবদন লো ?
কি ছুখ বলনা, ওলো স্মৃতিচনা ।
নাশি হৃদয় বেদনা চম বিপনে লো ॥ ৬২১ ॥

বেহাগ—মধ্যমান ।

এ স্থখ বসন্তে নই, কেনেতো এমন আপন হারা, বিবশা আহানরি,
কুন্তল আলু খালু এলায়ে কপোল পরি ।
হাসে চন্দ্ৰ যুগন্ত জোছনা হাসি, চালে মল্লিকা সুরভি রাশি,
বোলে পাঁপা পিউ পিউ,
বুজে কোয়েলিয়া কুহু কুহু রবে, কুঞ্জে কুঞ্জে ।
যদি হাসে টাঁদ মধুর হাসিরে, মলিন কেন হেরি ও মুখ শশীরে
যদি গাহে পাখী, তবে তখন মখি নীরবে রহিবি হায় !
আর কুঞ্জে, ফুটন্ত মালতী তুলি, গাঁথি মল্লিকা দুজনে মিলিয়ে
গানে গানে গাহাইব রজনী সজনীরে ॥ ৬২২ ॥

সিদ্ধু—খাপতাল ।

কে তুমিলো কুল-বাসা উষার নীহারে ভাসি,
গগনের নয়ন রাখি, আলু-খালু-কেশ-রাশি ।
বহিছে হতাশ খাস, অধরে ঝরে না হাস,
গাঁথিয়াছে রাহ যেন পূর্ণিমা-সুচারু-শশী ॥ ৬২৩ ॥

রাগিণী বেহাগ—আড়াঠেকা ।

চিরতরে প্রেরণী হারালেম এবার ।
এ জননে প্রাণধনে দেখিব না আর ।
কোথা গেলে তারে পাব, কোথা গিয়ে প্রাণ জুড়াব,
অন্ধকার দেখি সব, মিছা এ স মার ॥
যার সুধামাথা স্বরে, নব জ্বালা যেত দূরে,
সে বিনে শূন্য হ'লোবে, হৃদয়-আগার ॥
উহ ! সহেনা যাতনা, প্রাণে ধৈর্য নানেনা
হায় জীবন যাপনা, হলো কঠিন ব্যাপার ॥ ৬২৪ ॥

বালাড়া—কাওরানী ।

আমারি মনেরি দুখ চিরদিন মনে রহিল ।
ফুকারে কঁাদিতে নারি বিচ্ছেদে প্রাণ দহিল ।
একবার ভাবি মগি, মনেরে বুঝাসে রাখি,
প্রবোধ না মানেনে আশি, সদা করে ছল ছল ॥ ৬২৫ ॥

ভৈরবী—জলদ তেতালা ।

দেখনা মই প্রভাতে অরুণ মহ উদয় শশী ।
গেস বিভাবরী, কাতর চকোরী এখন শশীরে পেয়ে, রহিল উপোসী ।
নীরে প্রকুর কমল, মগিন হৃদয়কমল,
সময়ের গুণ কি কব এখন, নিমানে অধিক দুখ হইল প্রিয়সী ॥ ৬২৬ ॥

বিঝিউ খান্ধাজ—মধ্যমান ।

না হলে রসিকে বয়োধিকে প্রেম জানে না,
যেমন ভুজঙ্গ শিশু মণৌষধি মানে না ।
নবীনেরি অহঙ্কার, প্রণীনের প্রেমাধার,
এ রস রসিকে বিনা অরসিকে সম্ভবে না ॥ ৬২৭ ॥

ধাম্বাজ—মধ্যমান ।

মনের বাসনা সহি সেই সে জানে,
কাহারে কহিব আর কেহ নাহি জানে ।
নয়ন আপন হ'য়ে প্রবোধ না মানে,
বিরহ অনল অতি বারায় রোদনে ॥
অনল শীতল হয়, তার দরশনে,
সেই নয়নের নীরে সময়ের গুণে ॥ ৬২৮ ॥

অহং—একতাল ।

হৃদয় চিরিয়ে মোর দেখ কত ভালবাসি !
ভেব না কঠিন, যদি নাহি তাহে পরকাশি ॥
কি ফল প্রকাশে আর, তুমি নহে আপনার,—
অন্তরে অন্তরে জ্বলে জান কি অনলরাশি ?
জান কি তোমার লাগি কত চিত্ত অনুরাগী ।
জান কি আছে এ ভঙ্গ কি স্মৃতিস্থ আবরিষে ?
তুমি আপনার নয়, এ কথা কি প্রাণে ময়,
কি করি বিয়ুথ বিধি কীদি তাই লুকাইয়ে,
বিষাদে একাকী সজা নয়ন-সলিলে ভাসি;
হৃদয় চিরিয়ে মোর দেখ কত ভালবাসি ॥ ৬২৯ ॥

কালী ডা—যৎ ।

কতকাল আর জ্বালাবে বিরহানলে অধিনীরে,
একবার দেখা দাও হে নাথ অধিনী তাকে কান্তরে ॥
বদি কোন অপরাধ করিয়ে থাকি হে নাথ,
মরণ সময়ে যেন দেখা দিও ধনীরে ॥
কেন কালার প্রেমে মজে, ও তুই কলঙ্ক রটালি ব্রজে ।
তুই তো অনর্থের মূল, নিরমল গোকুল, ভাসালি কলঙ্ক-মাঞ্চে ॥
তোরে আমি ভাল জানি, বৃন্দাবনের ঢাকবাজানি,
ঘর মজানি, ধন-মজানি, ওলো ধনি,
ডাকিয়ে কুলকামিনী দিস কুকাজে ॥ ৬৩০ ॥

কাফি সিন্ধু—আড়াঠেকা ।

আজি প্রেম অভিমুখে সপ্তরথী ঘিরেছে ।
এ প্রেমে ভরসা নাই হে আশা কর মিছে ॥
কর্ণ কুল, কৃপা শীল, ভয় দ্রোণ লজ্জা শৈল,
ধর্ম অশ্বখামা বীর মনোরথে চড়েছে ।
কমা দুঃশাসন রথী শাস্তি দুর্বোধন ভূপতি ।
অরদ্রথ-রথীপতি ব্যাহ্বারে রয়েছে ॥ ৬০১ ॥

ভৈরবী—কাওয়ালী ।

কেমন করে বল যাই সজনি ধনি ।
একাকিনী অনাথিনী হইয়াছি পাগলিনী ॥
ধৈর্য ধর মথি ভেবনা অন্তরে,
আসিবেন প্রাণনাথ, তুমিবেন তোমারে,
সচিবে বিরহ-আলা, পোহাবে দুঃখ রজনী ॥ ৬০২ ॥

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান ।

কেমনে সে জনে এ জীবনে তাজিব ।
মিলনে বিচ্ছেদ হল তা বলে কি ভুলিব !
বিচ্ছেদ মিলন জানে, তারি জানে তারি ধ্যানে,
সংগোপনে মনে মনে, মনানল মনে করিব :
বিচ্ছেদ মিলন সার, চাহি তাই আনিবার,
হৃদয়ে বিচ্ছেদ রাখি, সদা সেরূপ নিরখিব ॥ ৬০৩ ॥

জয়জয়ন্তী—একতাল ।

সহিতে না পারি নাথ তোমার বিরহ-আলা,
না জেনে পেরেছি গলে বিষম প্রেমের মালা ।
প্রথর কুমুম-বাণ, শেল সম অন্তরান
দহনে দহিছে প্রাণ, কেমনে বাঁচিবে বালা ;
তুমি নাথ প্রাণধন, তোমার বিনে অকারণ,
বুখা ধরি এ জীবন, হৃদয়ে হই চকলা ॥ ৬০৪ ॥

কোকত—আড়াঠেকা ।

একেলা ফেলিয়ে মোরে নাথ ! কোথা পলাইলে ;

বিষাদ-বারিধি-বুকে কেনে ভাসয়ে দিলে ।

ত্রিভুবনে অবলার কে আছে বলহে আর ?

ও পদ বিনে যে দাসী জানেনা ; (নাথ হে) অভাগীর অশ্রুজল
কে তার মুছাবে বল ?

কে আর প্রশোধ দিবে তুমি যদি তেরাগিলে ॥ ৬৩৫ ॥

কাফি—ঝাঁপতাল ।

এ সুখ বসন্তে সখি কান্ত কোথায় রে ।

কান্ত কোথায় হার নিতান্ত নিদ্রয় রে ।

এই যে সমীর, করে আনার্জি অধীর,

বহে কি তথায় রহে সে গোর যথায় রে ॥

চাত মুকুল সৌরভ, গুঞ্জরে অলি সব,

কোকিল কুহরব অগত নাতায় রে ;

এ সুখ মাথার, সে প্রাণ আনার ।

মুনিজন মন লয়ে দিন গুয়ার রে ॥ ৬৩৬ ॥

ভৈরবী—যঃ ।

সব সাধ ফুরাইল, সবদুখ ঘুচিল ;

বিষাদ—বাড়ানান প্রাণ বন দহিল ॥

মানস—কুসুম—আত্মি শুকাইল অকালে ;

নিভিল আশার দীপ চির দুখ বেড়িল ॥ ৬৩৭ ॥

বেহাগ—আড়া ।

কি আছে কপালে মোর শাণ সখি নাহি জানি ।

প্রাণেণ শ্রমাদ গণি কেন কাঁদে মম প্রাণী ।

হারাবে জীবন-মণি, দংশিবে বিচ্ছেদ ফণি ।

হৃদয়, আকাশ যেন হতেছিল দৈববাণী ॥ (ওসই)

নিশিতে দেখি স্বপনে কে যেন আসি শ্রবণে ।

বলে তোর পতি-দনে হারাবিলো অভাগিনী । (ওসই) ॥ ৬৩৮ ॥

বেহাগ—আড়া ।

এত দিনে প্রাণসখা বুঝিবা আমারে হে,
এ স সার নিঃকৈতন তেয়াগিতে হয় হে ।
জগতো স্থখ সাধ, এ বে মম অবসাদ ।
বিষাদ বিবন রাহ গ্রাসিতেছে হায় হে ।
মিনতি তব সদনে, ক্ষমি দৌর নিজ গুণে,
জননের মত দৌনে, দেহ হে বিদায় হে ॥ ৬৩৯ ॥

ভৈরবী—পোস্তা ।

মথীরে ।—কেন লো দক্ষি । বাহু সহস্রা যে নাচিল ?
নাচিল দক্ষিণ অশ্রু, আবার দক্ষিণে দেবি,—
ভুজঙ্গ, জম্বুক যেন পাশকাটি ছুটিল,
কেন হেন অলক্ষণ আজ সখি ঘটিল ?
কেন লো সে মুগধান সে চাক চন্দ্রমা—
ধাকিরা ধাকিরা মনে জাগিতেছে অনুক্ষণে,
পান্য-হৃদয়ে যেন অগ্নিত সে প্রতিমা !
বিভাতিছে মুহু মুহু ছড়াইয়ে গরিমা ॥ ৬৪০ ॥

ভৈরবী—পোস্তা ।

নিছা নিছা কেন তুই আমারে আলাস্ লো ?
বাও, যাও, দূর যাও, আশ্রয়ে কাঁদিতে দেও,
কাঁদিয়া যাবঃ দেহে রহিয়া জীবন লো,
দেখ সখি মম লাগি সে না যেন কাঁদে লো ॥ ৬৪১ ॥

নিকু—আড়াঠেকা ।

বিচ্ছেদ যাতনা হলে, মরণ যন্ত্রণা ভাল,
সে যে অনন্ত যাতনা, যাতনা অল্প কাল ।
বিচ্ছেদের হৃদাশন, করে প্রাণের দাহন,
মরণ যন্ত্রণা লঘু, নোলেতো ফুরায়ে গেল ॥ ৬৪২ ॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী ।

বিরহ যন্ত্রণা সখা তুমি জানিবে কেমনে,
জানিলে আমি কি সদা থাকিঁ হে রোদনে ।
নানা স্থানী যেই জন; তার কি মন কখন,
স্থির কোন থানে, তারে যেরা দেয় মন সুখী কি কখনে ॥ ৬৭০ ॥

পিলু খান্সাজ—থেমটা ।

বিচ্ছেদের এত দুঃখ জানিনে স্বপনে ।
ভাল বেমে তারে এই হইল,
তাহারি ভালবাসা ভুলিব কেমনে ?
কেন প্রেম নিধি সুদ্রিল বিধি,
সদা জাগিছে রূপ, আমারই নরনে ॥ ৬৪৪ ॥

সুরট—কাওয়ালী ।

তোমায় বিরহ সয়ে বাঁচি যদি দেখা হবে,
হেন জ্ঞান হয় প্রিয়ে, দেহে প্রাণ নাহি রবে ।
আমি মাত্র এই চাই মরি তাহে ক্ষতি নাই,
তুমি সুখে থাক প্রিয়ে, এ দেহে সকলি সবে ॥ ৬৪৫ ॥

ওলো ব্যাকুলিত মন অগৌচরে ধীরে ধীরে ঝরে ছনয়ন
শিহরে মরম তল, হৃদয়ে যাতনানল ;
শোণিত শুথারে যায় স্মরি কুস্বপন, শূন্য নয়নে হেরি শূন্য দ্বিত্ববনা

সোণার শরীর কালি করোনালো নলিনী,
জাগিবে ভপনবধু প্রভাতিলে যামিনী ।
নিরাশা তিমির যাবে উবার সমীর রবে :
হাসির লহরী পুনঃ উঠিবে বিনোদিনী ॥
যাতিয়ে নাতোয়েনা প্রেম মিলনে বিরহিনী ॥ ৬৪৭ ॥

জ্বলেধার—গীত ।

(৬ সে) আশায় কেন কঁদায় দিবা রাত ।

(সে তার) প্রাণের প্রানে চাইলে বুকে সহায় শেলাঘাত ॥

প্রাণেতে তার প্রেমের দিশানা, দেখতে পেয়ে চাই পেতে

তার মানি না মানা ;

পাই কি না পাই, সাধ কোরে তাই কচ্ছি দেহ পাত ॥ ৬৪৮ ॥

জ্বলেধার—গীত ।

অভাগিনী জ্বলেধা না জীয়ে ; চাহিয়ে চাহিয়ে

কঁাদে চকোরী, চাঁদে সুধা না পিয়ে ॥

জীবন জাগে, যাচে সোই জাগে, প্রেমভিখারিণী নব অনুরাগে ,

সাধে, বিষাদ আসে বাদ সাধিয়ে ; অভাগিনী জ্বলেধা না জীয়ে ।

ধর ধর কুলেবর, নৈরাশ বিষধর, করিতে অর অর, রহিয়ে রহিয়ে ।

ভালবাসা ভরা বুক দংশে আসিয়ে ।

অভাগিনী জ্বলেধা না জীয়ে ॥ ৬৪৯ ॥

পেশমানের—গীত ।

দশী বঁধু বিদেশিনী চায় ; বিদেশে নির'শে যেন জীবন না যায় ॥

বিষাদিনী বিরহিনী, এলায়ে রেখেছে বেণী,

নগ্নন সলিলে ধুয়ে ধরিয়ে ও পায় ;

মুছাইয়ে কেশে শেষে ভালবাসা চায় ;

বিরেশিনী ভালবাসা চায় ॥ ৬৫০ ॥

ভৈরবী—সধ্যমান ।

কেনলো গুনা কানন হেরি । কোথা গেল নব নব নাগরী ॥

স্বপ্ন প্রেমবনে, সুখে নাথ মনে, সম্মেছিল প্রেম ভাবে,

স্বপ্ন তাজিয়ে সম্মনে মধিয়ে কোথা গেল নবীনা নাগরী ॥ ৬৫১ ॥

বিঁবিট ধান্বাজ—মধ্যমান ঠেকা ।

প্রাণ মন বন মাঝে শূন্য দেহ চলে যায় ।
 প্রাণ বিনে কি দেহ চলে, তবে যায় কি কৌশলে ?
 গজনার ভয়ে চলে, বজ্রে সে ধরে আনায় ।
 অভাণীর ভাগ্যফলে, বিষম বিচ্ছেদনলে,
 দিশানিধি অন্ধ জনে, সে বজ্রগা কব কায় ; —
 মিলন-স্নিগ্ধ জলেতে শাস্তি আশে ঝাঁপ দিতে,
 এ পাপাঙ্ক পরশেতে, শুকাল জল সমুদায় ॥ ৬৫২ ॥

ভৈরবী—একতাল ।

উপায় কি করি মরি যায়, দেখে মুখ বুক কেটে যায়,
 সোনার কমল কেন খুলাতে লুটায় !
 সরোবর এদি আর, তখ পর যে ফুল শোভা পায় —
 সুব' বিষয় দেখি মুদিত কমল আপি,
 হৃৎ-পিণ্ডের পায়ী, বুঝি রে পলায় ।
 কোথা রে দারুন বিধি, এই কি হল তোর বিধি,
 করে মিলাইয়া নিধি, হরে নিল পুন তায় ॥ ৬৫৩ ॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা ।

করি কি তো সখি ! ডায় কি বল না ;
 উভয় সঙ্গট পড়ি আমার প্রাণ ত আর বাঁচে না ।
 মন আমারে বলে এসে, প্রাণনাথের বামে বসে,
 প্রেম আলাপে মনোহাসে পূরাও বাসনা ;
 পুড়ে মরি ছপানলে, শুভ কর্মে শুভকালে,
 লজ্জা-সহচরী বনে, এসন করি কর না ।
 চকোরী গড়েছে কানে, সুধার আধার পূর্ণচাঁদে,
 ঢেকেছে লজ্জা-জগদে, তাজা করে না :—
 নিন্দান্তর-সমীরণ, বহিতছে অনুক্ষণ,
 ভিখারিণী চেহেরিণীর স্থাপন আর হল না ॥ ৬৫৪ ॥

সিকু ধান্বাজ—কাওয়ালী ;

হৃদয়ে প্রেমবশে ছনয়ন । আশারি আসার হারে করিছ রোদন ।
বহু বিষম বাণে, বানিত জীবন হার, দিবানিশি হয় দহন ॥ ৬১৫ ॥

আহা আমার যে বোন সকলি কুরাণ,
যত সাধ মনে আজ মনেতে মিলায় ।
আপনারে দিয়ে পরে, পরের আপনা কোরে,
মম প্রেম স্বপ্ন সুখে, শিখু এ ধরায়,
ভাঙ্গিল পপন সব ধুয়ে মুছে যায় ॥ ৬১৬ ॥

আহা নিরদর দখিত তুমি চিরতরে বিদায় দিলে,
মর্নিয়ে মনভা আরা রূপ মোহে মোহিত হোলে ।
গর্ভে সুদৃঢ়ান স্থান নাহি পায়, মাতৃকায়া সহ মাতা তার যায়,
আলতে না জলিতে দীপ অবহলে নিভায়ে দিলে ।
খেলিতে না খেলিতে খেলা জীবনীয়া হরিয়া নিলে ॥ ৬১৭ ॥

ন নিলাজিত বাণী, কেন বল দেবদানি, কাদে তাহে শাকুল পরাণ ।
ধীরে নরকবল সেহ একল বতন, য পেরি তাহারে মন প্রাণ ।
বিরহে কাতরা হিয়ে, দের তাহে মিলাইয়ে,
শোকরাশি হোক অবসান ॥ ৬১৮ ॥

সিকু ভৈরবী—আড়াঠেকা ।

সখি ! সে কি তা জানে ।

আনি যে কাতরা তারি বিরহ বাণে
নয়নেরি বারি, নয়নে নিবারি পাশরিতে নারি সেই জনে ॥
এখনও রয়েছে প্রাণ তাহারি ধ্যানে ॥ ৬১৯ ॥

জয়জয়ন্তী - আড়াঠেকা ।

হৃঃখিনী জীবন ধন তাজিয়ে হুখ কাননে ।
 কোথা গেলে অকস্মাৎ প্রবোধ মানে না মানে ॥
 বল দেখি বেগবতী কোথা মম প্রাণপতি,
 বিয়োগ বিধুরা অতি হয়েছি প্রাণেশ বিনে ।
 শহেনারে এ যাতনা ব্যাকুল বিবাহ বাণে ॥ ৫১ ॥

আমার সাধের সাথে করে সাবিল বাদ ।
 প্রমোদ বিবাদ মোর ঘাটল রে পরমাদ ॥
 বিহ্বল গেলরে ছেড়ে, জলদ রহিল পড়ে,
 হতাশ হৃদয় জুড়ে বিষম বিষাদ ॥
 ওই ওই ওই যায়, ফিরিয়ে ফেরিতে চায়,
 কাজবাদী হ'য়ে তায় করে গো মানা
 বই যাই আড়ে থাকি, দেখা দিয়ে মুখ দেখি,
 নিরে ওর বুক থেকে হুখ অবসাদ ॥ ৬০ ॥

বিঃখি - আড়াঠেকা ।

হার ! কবে নাথ মনে হইবে মিলন,
 আশার আশায় তার দেহে না রহে জীবন !
 মম হৃদে নিরন্তর, আছে সে নিরন্তর,
 তবু কেন এ অন্তর, হইতেছে জ্বালাতন ॥ ৬১ ॥

বেহাগ ।

কেন থেকে থেকে প্রাণ আকুল ব্যাকুল হয় ।
 কেন চারিদিকে হেরি তমোময় শূন্যময় ।
 বিদ্রিয়া হৃদি তটে, সহস্র তড়াগ ছোট্টে ।
 ভাঙ্গিয়া ধৈর্যের বাঁধ বিষাদের নদী বয় ।
 নীরবে হৃদয় তলে, যেন ডুবানল জ্বলে
 আশায় রহেনা হুখ, বিপদে না রহে ভয় ।
 সবি অন্ধকার যেন, অন্ধকার প্রাণ মন
 নৈরাশ উদাস দূরে মর্কট জাগিয়ে রয় ॥ ৬২ ॥

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা ।

বিরহ বেদনা কেমন ।

জেনে জানে বিরহানে অলে যার মন ।
দহন দাহন ক্রেশ, সেই জানে সবিশেষ,
কারেক দহনে দক্ষ, হয়েছে যে জন ॥ ৬৬৩ ॥

বারোয়া—ঠুংরি ।

হৃদয় শশী কোথা হে এখন ।
দেখে যাও নাথ যায় এ জীবন ।
বিবাদ আশু মনে, জলিতেছি অনুক্ষণ,
মন প্রাণে এস আশু, হতেছে দহন ।
নাথ আশা নাহি আর, কেন বৃথা বহি ভাঙ্গ
জুঃখের জীবন আজি দিব বিসর্জন ॥ ৬৬৪ ॥

সিকু—আড়াঠেকা ।

আর আমি সইতে নারি, তোমার বিচ্ছেদ জ্বালা,
রমণীর কঠিন প্রাণ, সওয়া আছে সব জ্বালা ।
মনে করি স্বর্ণকারে, গাঁথাইব স্বর্ণ-হারে,
হৃদয়ে রাখি তোমারে, নিভাব মনেরি জ্বালা ।
শুন ওলো বিধুমুখী, ঘুমালে স্বপনে দেখি,
জাগ্রতে নেহারি যেন, করিতেছ কত খেলা ॥ ৬৬৫ ॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান ।

কেন আজি কাদে প্রাণ মন,
নিয়ত নাচিছে সখি মম দক্ষিণ নয়ন ।
মনে নাহি সুখোন্ময়, কেন লো এমন হয়,
চারিদিক শূন্যময় করি দরশন ।
কি আছে বিধির মনে, বল জানিব কেমনে,
হেন জ্ঞান হয় মনে, হারাই-বুঝি পতিধন ॥ ১৬৬ ॥

বেহাগ থান্ডাজ—কাওয়ালী ।

আরত রহে না, সহী লো এ পোড়া প্রাণ ;
 আশার আশে, ক'দিন থাকে জীবন ;
 সাধে কি সখি, অভিলাষ করি মরণ ।
 যদি সে ধনে হৃদয় আসনে রেখে,
 মম বাসনা না পূরে দেখে,
 জগতে আর থেকে, মনে ছলে হতাশন ।
 গড়েছে আমারে সহিতে দুঃখ,
 ভালে কেমনে হইবে সুখ,
 চঃখানলে সজ্জনি ফাটে বুক, বলি কারে এ বেদন ॥ ৬৬৭ ॥

আলোয়া—আড়াঠেকা ।

উতলা হয়োনা ব্যাকুলা ললনা,
 স্বামীর তরেতে বিরহে মগনা ।
 কমলিনী সোহাগিনী, আসিবে সে নৃপমণি,
 ভেবোনা গো আর ভেবোনা ভেবোনা ॥ ৬৬৮ ॥

সিদ্ধু থান্ডাজ—আড়াঠেকা ।

মরি হায় প্রাণ যায় তার বিরহ বাণে ;
 সে আমার আর্মিতার আনিমান মনে ।
 নদী অন্তর অন্তরে, বতনে রেখেছি যারে,
 কে জানে বিচ্ছেদ হবে তাহারি মনে ॥ ৬৬৯ ॥

ঝিঝিট—একতাল ।

তোমার আশায় রয়েছে চাঞ্চল্যজন ;
 কে কে শোন—আমার মন, প্রাণ, নয়ন আর শ্রবণ,
 আশাতে আকাশে তুলে, শানে ফেলে আছারিলে,
 হি হি নাথ কঠিন এমন ॥ ৬৭০ ॥

পুরবীমিশ্র—একতাল।।

বনে বনে ফিরি, বনে বনে ঢুবি,
 কার যেন অভাব নাই।
 কি যেন হল না, কি যেন এলো না,
 বনে বনে তাই কেনে বেড়াই।
 নিরালয়ে ভাবি, আপন মনে,
 প্রাণে প্রাণে কত কথা সুধাই।
 চন্দ্র কিরণে, চন্দ্র বদনে,
 কভু কভু যেন আভাষ পাই।
 নিকুম্ব হইয়ে, যবে যাই চলে,
 পদধ্বনি পিছে উঠে নানা তালে,
 অমনি তখনি পিছনে চাই,
 কই কই হয় -কেউ যে নাই ॥ ৬৭১ ॥

সিন্ধু—আড়ধেমটা।

প্রণয় পিঞ্জর কাটি গেছে সে পাখী উড়ে,
 রাগ-ভ্রম যতনে যারে, অন্তরে অন্তরে।
 চঞ্চল আনিয়ে তারে, বন্ধ ছিল নয়ন দ্বারে,
 শলকে কি মেল উড়ে, কোথা পাই তারে। ৬৭২।

গান্ধার—মধ্যমান।

স্নদয় পিঞ্জরের পাখী কোন্ দেশে উড়ে গেল!
 তাহার বিরহ শোকে প্রাণ হয়েছে আকুল।
 উভয়ে উভয় পাশে, ছিলাম মনের উল্লাসে,
 ননভাবে ভাবি হয়ে, সুখে কাটাইলাম কাল।
 ভাবিল সুখের বাসা, ঘুচিল আশা ভরস',
 কার মুগ চেয়ে এখন জীবন ধরিব বল।
 প্রণয় প্রতিমা তার জাগছে হৃদে আমার,
 ভাসিছে নয়নে সগা হইয়ে উজল।
 চির প্রেমের বন্ধনে, বাঁধা আছি তার মনে,
 বিধি হেন জনে কোথার লুকায়ে রাখিল ॥ ৬৭৩ ॥

সিদ্ধু ভৈরবী—মধ্যমান ।

বতন করিতে তারে বাকি কি রেখেছি আমি ।

আপনারি কর্দদোষে সে হলো কুপথগামী ।

যে আমার প্রিয়জন, সে জানে আর জানে মন,

আর জানেন সেই জন, যে জন অনুরযামী ॥ ৫১২ ॥

সুরট তাল—একতালা ।

কি কব চারু বদনে ;

কি কণ্ঠ তব বিহনে, বনে বনে তাহা আজ,

জাগিছে মম মনে ।

তব অদর্শন-বিরহ-শূল, যাতনা যেহেতে নহে সে তুল,

দিবানিশি মন ছিল ব্যাকুল, গেছে সে ছুঃখ মনে ।

চাঁদ বদনা, কি যে সে ভাবনা, জান না তুমি বিরহ বেদনা,

হইত মনে আর পাবনা, প্রেরসী প্রাণ-ধনে ।

ভুসিত প্রিয়ে সদা সুখমনে, থাকিতে হরিষে অশোক বনে,

তমে ভুঞ্জে চন্দ্রাননে, ভাবতে না প্রিয়জনে ॥ ৭০২ ॥

কেন কেঁদে ইবি মার! ধারা মুছে আর মা ।

কপালে কলাগী তোর সুমঙ্গল ভায় মা ॥

যে আঁখি নাচিয়ে চায়, জলবিন্দু কেন তায় ;

যে অধরে মাখা হাসি সে কেন শুধায় মা ॥ ৫৬৬ ॥

ভৈরবী—মধ্যমান ।

কেননে বুঝাব মনে—এ মনে ।

অধীর আমারি মন, আজি প্রণোদ না মানে ।

বার লাগি মম প্রাণ, অনুদিন হয় ক্ষীণ,

নাথেরে পাইব পুনঃ আশানাহি এক দিন,

ছুঃখিনী আমা মতন, কেহ নাই এক দন,

ছুঃখিনী আমা মতন, কেহ নাই এতুবনে ॥ ৩৩৩ ॥

কমলার—গীত ।

মজা যসা এই মুখখানি আজ—মন্নি কেন বোন্ ।

রাঙ্গা টুকটুকে ঠোঁট শুকনো কেন—সজল হনয়ন ।

কি শুনামনে চাহি শূন্যপানে, মহাশূন্যে শেষে—ভেসে যাইগো মিশে
হি অস্ত কেহ, নাহি অন্য দেহ, শুধু শূন্য-প্রাণী-মেশা-দশটি দিশে ।

ও বোন্—সইতে নারি কথার কথা—সইতে—পারি সব ।

সব যাতনা সবাই সয় সইতে নারি রব ।

আমার আশার বাসা ভেঙ্গেছে বোন্—পাঁজর গেছে পুরে ।

বনের পাখি মন কেড়ে নে—বনকে গেছে উড়ে ।

গোড়া প্রাণের কথা শুন্বে কি ।

আনার সাধের বীণার তার ছিঁড়ে—তান থামিয়েছি ।

এই গাল-ভরা প্রাণ—প্রাণের দায়ে—হারিয়েছি ।

আমার মনের মানুষ ভেসে যায় ;

ধরি ধরি পাই না ধরা—ওরে—ধারে দেখে কে আমার ॥

হেথা যে যায় সে আসে ফিরে—ফিরে আসে যায় ;

যায় যায় তার আর ফেরে না—তাইতে কান্না পায় ॥ ১৬৭ ॥

চিতাগৌরী—আড়াঠেকা ।

হেরিয়ে দিবা অবসান । শাখী পরে পাণীকুল করিতেছে গান ।

প্রক্লিষ্ট কুমুদিনী, বিধাদিত নলিনী, জমরের বাবুল পরাণ

ভাবী বিচ্ছেদের তরে, দারুণ দুখ ভরে,

চক্রবাক বিরস বয়ান ॥ ৩৩৩ ॥

যাক্ প্রাণ, প্রাণনাথ যেন স্থখে রয় ।

কি দেশান্তর, দহে নিরন্তর, তারে নিন্দে করি পাছে পতি নিন্দে হয় ।

আমি নরি সহচরি তাহে করি নে সে ভয় ।

দেখ আমি মোলে কত শত মিলবে তার,

নখি সে বিনে, কে, আছে গো আমার ।

আমার তাজিলে তাজিতে পারে, কে ছবিবে তারে নই,

আনার পূজা ধন বই তো তাজা ধন নয় ॥ ৩৩৪ ॥

কমলার গীত ।

আমার হৃৎপথের হাসি দেখবি যদি আর ।
 হাসি পাঞ্জর ভাঙ্গা বুকের মাঝে লুকিয়ে রাখা বিষম দায় ।
 হাসি চোখের জলে মৈলে ফেলে — উথলে ওঠে ঠোটের গায় ।
 ও বোন্ অফুরন্ত কান্না আমার নয় না ।
 ও বোন্ ছুঁড়াবনা ভাবলে ভাবা হয়না !
 হোয়ে আশায় নিরাশ আশায় নিরাশ—আশাও শেষে রয় না ।
 হেথা কেউ কাদতে পাবে না ।
 হাসো এস—বাসবো ভাল—কাদবে পীরিত থাকবে না ॥৩৭॥

ঝিঝিট—কাওয়ালী

যাবে কি পারিবে যেতে—তাজি চির বাসস্থান ?
 তোমার সাধের কুঞ্জ—চিরপ্রিয় লীলোদ্যান :
 চিরকাল উষাপিয়ে, এবে যাবে তেয়াগিয়া,
 কাদিবে না হৃদয় কি বাধিত হবেনা প্রাণ ॥
 আজি হতে ঘর দ্বার, হল আহা অককার,
 গৃহের উজ্জল আলো হলো আজি নিরবার :
 তোমার এ গৃহে আর, ফিরিবে কি পুনর্বার,
 আবার আসিবে গৃহে তন হবে অবসান ॥৩৮॥

সুরট মোল্লার—অড়া ।

বিজ্ঞান বিমানে বসি করে বিপিন বাসিনী-
 এনব যৌবনে বল কি হৃৎথে হলে বোহাগিনী
 তাজি লো " সমাগমে, কেন এলে বনাশ্রমে ।
 কনক তাজিয়ে হলে কনকুলে সোহাগিনী ।
 মনের মানুষ কিরে, মিলেনা লোকমাঝারে ।
 বনদেবতার কাছে হয়েছ তাই ভিখারিনি ॥ ৩৩৩ ॥

লুম ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা ।

বল, সই, কি কারণ দিবস যামিনী,
বিরলে নয়ন জল ফেল, স্মৃতিবিধি ?
সোণার কমল সম, মু তব অনুপম,
কি লাগি মলিন হেরি, কেন বিষাদিনী ? ৩৩৪ ॥

বিভাস আড়াঠেকা ।

পতি বিনে অবলার ভুবনে ॥ আর ?
ল'য়োনা সেধনে হরি করি দেব অবিচার !
প্রাণনাথে দাও ফিরে, বরঞ্চ এ অভাগারে,
তবালয়ে ল'য়ে চল—ঐক্লম জলধি-পার ॥ ৩৩৫ ॥

সিদ্ধু—আড়াঠেকা ।

সে কি নিবিবার আগুন ।
নিবাইতে গেলে পার বাড়ি যে দ্বিগুণ ॥
নির্দাণ হইবে তবে, এ হৃদি পিঞ্জর যবে,
শবল চিতা—অনলে, পুড়ে হবে চূর্ণ ॥ ৩৩৬ ॥

দে করেছে যাহার সহ পীরিতি বাভার,
সেই সে বুঝেছে সখি নরন তাহার ।
পরেতে পরের মন, কে পেয়েছে কার ?
প্রণয় কারণে, উভয়ের দোষ গুণ না করে বিচার ॥ ৩৩৭ ॥

সিদ্ধু ভৈরবী—মটামান !

মনের হেদনা কত মদে মনে নিভাইব ।
কে আমার দুখেয় দুখী মন দুখে করে বধ ।
যার স্থখে সুখীমন, সে হইল অন্ধগন,
না হেরে সে চলান, কিসে প্রাণ জুড়াইব ॥ ৩৩৮ ॥

সিকু—আড়াঠেকা ।

জীবন না যায় রে ! যায় দিন যায়, দিনমণি যায়, নিবিয়া রে !
 সাগর নীলিমে, বাড়ব অনল, মিশিয়া মিশায় রে ।
 যায় দিন যায়, দেখিতে দেখিতে ছায়াতে মিশায় রে ।
 সকলি ত যায়, কেবল হৃথের জীবন না যায় রে ! ৩৩১ ।

ললিত—কাওয়ালী :

কি দোষে তাজিলে প্রিয়ে, এ অধীন জনে ?
 প্রেমে বাঁধা আয়ে মন তোমারই মনে ।
 কি দেখিলে মম দোষ, ~~কি~~ কেন বুঝা য়োহ,
 কণমাত্র অপরাধ পড়েনা ত মনে ॥ ৩৪০ ॥

আলোয়া—জলদ তেতালী

প্রেম বিচ্ছেদে কি যায়,
 বিরহ না হলে, প্রেমে নাই সুখোদয় ।
 মিলনে থাকিলে পরে, ভাবে নাকো কেহ ক্লারে,
 গড়িলে বিচ্ছেদ নীরে, অকুর বাড়ায় ॥ ৩৪১ ॥

পাহাড়ী—আড়া ।

মনে কি পড়েনা প্রিয়ে সেই দিন সেই স্থান,
 যে দিন তোমার হাতে দিয়েছিলাম মন প্রাণ ।
 দিবা অবসান হলে, সেই সে কদম্ব তলে,
 প্রেমের পুতলী তুলে হৃদয়ে দিলাম স্থান ।
 সে রস নিরপি পাখী, শাখার উপরে থাকি,
 আনন্দে অধীর হয়ে গেয়েছিল প্রেম গান ।
 প্রেমামৃত রস নিয়ে, ছিলাম বিভোর হয়ে,
 আনন্দ করিনি বলে করেছিলে অভিমান ॥ ৩৪২ ॥

গিলু—ঠুংরি ।

সাধে কি কাদে আমার প্রাণ,
হৃদে হানিবে বিচ্ছেদ বাণ ।
তাহারি কারণে জীবন ধারণ,
তাহার অদর্শন মরণ সমান ॥ ৬৪০ ॥

যোগিয়া ।

সেই ত কাদিতে হল হায় ! সেই ত কুসুম কলি ফুটিয়া ঝড়িয়া বায় ;
সেই সুখ হর্ষ আশা, সে মধুর ভালবাসা,
কিছুই ত রহিল না সকলি ফুরাল হায় ॥ ৬৪১ ॥

সিক্কু ।

কলি হ'ল না ত সব কথা খুলে, অন্ধেক শুনিয়া সে যে গেছে চলে ;
সকলি বলিলে তারে, হয় ত করুণা ক'রে,
চাহিত মুখের পানে, ছুটি আঁখি তুলে,
পাষণে হৃদয় বেঁধে, রয়েছে সে ভুলে ॥ ৬৪২ ॥

কিঁকিট—একতাল ।

এত আশা ভালবাসা ভুলিলে কেমনে ।
এই কালিন্দীর তীরে, এই কালিন্দীর নীরে,
এই তরুতলে এই নিবিড় কাননে ।
বসি এই শিলা তলে, এই নিষ্করিণী কূলে,
বলে দিলে কত কথা ভুলিলে কেমনে ॥ ৬৪৩ ॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা ।

কি হল কি হল আজ অভাগিনী কপালে,
ওরে পোড়া বিধি কেন এত বাদ সাধিলে ।
অনেক যতন বিধি, দিয়ে হরে নিলি বিধি,
এই কি তোমার বিধি কালিন্দী করিলে ॥ ৬৪৪ ॥

পূরবী—আড়াঠেকা ।

বসন্তের কাল গেছে, কেন ফুল ফুটিবে অকর ।
 তানু গেছে অশ্রুচলে হবে নাকি অন্ধকার ?
 ছিল প্রাণ সে দিয়াছে, দেহ কি আর দেহ আছে,
 কাহারে কেনন আছে শুধাইছ বার বার ॥ ৬৪০ ॥

ধামাজ—মধ্যমান ।

বিধি দিলে যদি বিবহ যাতনা,
 প্রেম গেল, কেন প্রাণ গেল না ?
 হইয়া বহিয়া গেছে প্রেম ফুরায়েছে,
 রহিল কেবল প্রেমের নিশানা ॥ ৬৪১ ॥

ভৈরবী কাঞ্চরী—ধেমটা ।

মই বুঝি পরাণ যায় লো ।
 এতকাল সংগোপনে, বরহে জ্বলিছে প্রাণে,
 আর মোরে বাসেনা ভাল, শুনে বুঝি প্রাণ বাঁচেনা ।
 মরমে মরিয়া ছনু, তবু আশা ধরছি তু,
 কি আশা চাহিছে আর, রাখি প্রাণ তাই বলনা ॥ ৬৪২ ॥

পাহাড়ী—কাওয়ালী ।

হৃদয় বন্ধু বিহনে সকল আশার রে,
 লোকারণা মাগে এক প্রাণ কেদে উঠে রে ।
 আশায় কটুস্থগন, চাহিলে আর চাহিলে,
 কপট প্রণয়ে মন তৃপ্ত ক' আর হয় রে ।
 বার্থের সম্বন্ধ বড, তাই বন্ধু দাও মুক্ত, কও নয় আপনায়,
 সব দায়ার বিকার রে ।
 মনের মানুষ গেলে, রাখি হারে হৃদকমলে,
 উভয়ে প্রেম ভগলে এক হয়ে যাই রে ।
 সঙ্গস্থ সণিয়ে তারে, ভালবাসি প্রাণভরে,
 ইহ পরলোকে তার সঙ্গে বাস করি লো ॥ ৬৪৩ ॥

সিকু ঝি ঝিট—কাওয়ালী ।

হাসি কেন নাই ও নয়নে !

ভগিতেছ মলিন আননে ।

দেখ সখি আঁখি তুলি ।

ফুল তুলি ফুটেছে কাননে ।

তোমাতে মলিন দেখি ফুলেরা কাঁদছে সখি,

সুখাণ্ডে, বনলতা কতকথা আকুল বচনে ।

এস সখি এস হেথা, একটা কহ গো কথা,

বল সখি কার নাগি পাইয়াছ মনো বাথা,

বল সখি মন তোর আছে ভোর কাহার স্বপনে ? ৬২২ ।

বসন্ত বাহির—কতলা ।

প্রিয়ে কমলিনী ! মনমোহিনী বাঁচি বল কিসে ?

মরি বিরহ-বিষে ।

দেখা দেও প্রাণেশ্বর, সদা কেনে আকুল ছকুল ভাসে ।

দেখিতে শরীর অগ্নি, শরীরের প্রাণ তুমি, জ্ঞান তা বিনোদিনী ;

হয়ে সেই প্রাণহারী, ছুঁতে নীরে এ শব দেহ ভাসে ।

তুমি বাঙ্কাকল্পতরু, প্রেমময়ী প্রেমভরু,

তোমা বিনে নহি কারু, ধরেছি চরণ দুটি,—

আবার মান সেধেছি যোগীর বেশে ॥ ৬২৩ ॥

কাফি মিশ্র—দাদরা ।

পরিষ্কৃত করে আমার মন ধরা, তাইতে নাম নিয়েছি মন ধরা ।

মন কি আমার মাধে ধরেছে, অনেক আলায় অলেছে,

পরে তারে আপন করেছে,

কমলাবনে বিষ ছাতে মাধ করে কি চাই

কই গো তারে পাই, দিবানিশি তাই আশ্রণ জ্বলাই,

যখন তাদের পীরিত মনে পড়ে সব দি বিবে ভরা ॥ ৬২৪ ॥

কালান্ধা—৪৭ ।

হারিয়েছি হারিয়েছিরে, সাধের স্বপনের ললনা !

মানস-মরালী আমার কোথা গেল বলনা !

কমল কাননে বালা, করে কত ফুল খেলা,

আহা, তার মালা পাঁখা হ'ল না !

প্রিয় ফুল তরুণ, সুধাকর সমীরণ,

বল বল ফিরে কি আর পাবনা ! কেন এস চেতনা ! ৬১৫ ।

মাঝ ঝিঁঝিট—মধ্যমান ।

মন যারে চায় সে কি চায় ।

না দেখে বাঁচিলে প্রাণে দেখিলে দ্বিগুণ দায় ।

অদতনে যে যন্ত্রণা, সে যন্ত্রণা সে জানে না,

জেনে কি সে দিত বৈরাগী,

গল্পনা জেনে কি দিত, ব্যথিত হোত ব্যথায় ॥ ৬১৬ ।

ঝিঁঝিট খান্ধাজ—একতারা ।

সকলি ফুরাল স্বপন প্রায় !

কোথা সে লুকানো, কোথা সে হায় !

কুসুম কানন হয়েছে মান, পাখীরা কেনরে গাইনা গান,

(ও) সব হেরি শূন্যময় কোথা সে হায় ।

কাহার তরে আর ফুটেবে ফুল, মাধবী মালতী কেঁয়দ আকুল !

সেই যে আসিত তুলিতে জল, সেই যে আসিত পাড়িতে ফল

(ও) সে আর আসিবে না কোথা সে হায় ! ৬১৭ ।

ধুনা সিদ্ধ—দাদরা ।

পোড়া প্রেম করে এত জ্বালা কে জানে,

জ্বালায় জ্বলে মরি জ্বালা মইতে নারি,

জ্বালা হুদে ধরি যতনে, পুড়ি প্রাণে,

নয়ন মজায়, ঠেকেছি দায়, নইলে শরে নল পড়ে কে চায়,

মন বিলায় পড়েছি তুষ্টি আর কেমনে, মানে মানে ॥ ৬১৮ ।

শ্যামা-সঙ্গীত ।

—◆—
অসাদী—একতাল।

মন তোমার এই ভ্রম গেল না,

কালী কেমন তাই চেয়ে দেখলে না ।

ওরে) ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্তি জেনেও কি ভা জান না ?

জগৎকে মাজাচ্ছেন যে মা, দিয়ে কত রত্ন সোনা,

ওরে, কোন্ লাঞ্জে মাজাতে চাস্ তায়,

দিয়ে ছার ডাকের পহনা ।

জগৎকে ষাওয়াচ্ছেন যে না, সুমধুর খাত্ত নানা,

ওরে কোন্ লাঞ্জে ষাওয়াতে চাস্ তায়,

আলো চান আর বুট ভিজানা ।

জগৎকে পালছেন যে মা ভাও কি জানিস না,

ওরে, কেমনে দিতে চাস্ বলি,

মেঘ, সহিব, আর ছাণলছানা ? ৬৫৯ ॥

—◆—
সিন্ধু—চিমে তেতাল।

মন ভেবেছ, কপট ভক্তি করে শ্যামা মাকে পাবে,

হেলের হাতের মোরা নয় যে ভোগা দিয়ে কেড়ে থাকে ।

মাত পেয়ে আর মাম্বদো বাজী, কেবা কারে ফাঁকি দেবে,

নে কড়ার কড়া তম্বা কড়া, আপন গণ্ডা বুঝে নেবে ।

আইন সুরত গঙ্গাজলি করেছ, নাবধান হবে,

তুনি মটে মটে মুখ মুছে ষাও, এ কথা কি জানুতে হবে ।

কমলাকান্তের মন এখন কি উপায় করিবে,

কালী নাম লও, সহর হও নামের গুণে ভরে যাবে । ৬৬০ ॥

প্রসাদী—একতারা ।

ডুব হে মন কালী বলে,

রুদি রত্নাকরের অগাধ জলে ।

রত্নাকর নয় শূন্য কখন, হু চার ডুবে ধন না পেলে,
তুমি দম-সামর্থ্যে এক ডুবে যাও, কুলকুণ্ডলিনীর কূলে ।

জ্ঞান-সমুদ্রের মাঝে রে মন শক্তিরূপা মুক্তা ফলে,
তুমি ভক্তি করে কুড়িয়ে পাবে, শিব-যুক্তি মতন চাহিলে ।
কামাদি ছয় কুস্তীর আছে, তারা আহার লোভে সদাই চলে
তুমি বিবেক-হলদি গায়ে সেখে যাও, ছোবেনা তার গন্ধ পেলে
রতন মাণিক্য কত, পড়ে আছে সেই জলে,
রাম প্রসাদ বলে ঋষি বলে, মিলে বরতন ফলে ফলে ॥ ৬১৭ ॥

বেহাগ - কাণ্ডয়ালী ।

কিবা অপকূপ সরি হায় হায়,

কিবা রক্তোৎপল আভা, অতি মনোলোভা,

ঘন নুপুর শোভা পায় পায় ।

নীলান্বরী কভু দিগম্বরী, হলে মহেশ্বরী, শ্রীব্রজেশ্বরী,

বন নুপুর শোভা পায় পায় ॥ ৬৬২ ॥

ধামাজ - একতারা ।

এই কেবা তারিণী, তার ভবরানী,

এ ভব বদণা আর না আছে ।

নিশাস পবন, বাঁচেছে সঘন,

কি জানি কখন, রাহে না আছে ।

জলবিম্ব যেমন জল মধ্যে ভাসে,

তৃণাশ্রে তুমার গো-গৃঙ্গে সন্নিবে,

(ওষা) তেনতি জীবন রসিকের দেখে ॥ ৬৬৩ ॥

প্রসাদী—একতালা ।

মা আমার ঘুরাবি কত ।

কলুর চোক ঢাকা বলদের মত

ভবের গাছে জুড়ে দিয়ে মা, পাক দিতেছ অবিরত,

তুমি কি দোষে করিলে আমার, ছটা কলুর অনুমত ।

“মা” শব্দ মমতামুত, কান্দনে কোলে করে স্নত,

দেখি ব্রহ্মাণ্ডেরই এই রীতি মা, আমি কি ছাড়া জগৎ ।

ছুর্গা ছুর্গা ছুর্গা বলে, ভরে গেল পাণী কত,

একবার খুলে দে মা চোখের ঠুলি, হেরি মা তোর অন্তর গদ ।

কুপুত্র অনেক হয় মা, কুমাতা নয় কখন তো,

রামপ্রসাদের এই আশা মা, অন্তে থাকি গদানত ॥ ৬৬৪ ॥

রামপ্রসাদী একতালা ।

বল মা আমি দাঁড়াই কোথা,

আমার কেহ নাই শঙ্করী হেতা ।

মার সোহাগে বাপের আদর, এ দৃষ্টান্ত যথা তথা,

যে বাপ বিমাতাকে গিরে ধরে, এমন বাপের ভরসা বুধা ।

ভুমি না করিলে কুপা, যাব কি বিমাতা যথা ।

যদি বিমাতা আমায় করেন কোলে,

দেখা নাই আর হেথা সেথা ।

প্রসাদ বলে এই কথা, বেলাগমে আছে গাঁথা

(ওমা) যেজন তোমার নাম করে,

তার হাতু মালা আর কুলি কাণা ॥ ৬৬৫ ॥

সিন্ধু—টিমে তেতালা ।

শুন গো মা, দেখ মা, আজি বিপদে,

যেন হরি হারা হইনে তারা, এই মিনতি ও পরে ।

মা তুমি কৈলাসে কালী, কৃষ্ণকালী ব্রজেতে ;

শ্রীশানকালী, ভদ্রকালী, রক্ষাকালী জগতে ।

ব্রজের কালাকালী তুমি, কালী ভব কৃপাতে,

যদি দুচোখ কালী যেনে কালী, কালী বলবে জগতে ॥ ৬৬৬ ॥

স্বরট বাঁধাজ—একতালা ।

মন কালী কালী বল,
পত ইল কাল, জীবে কত কাল,
কাল পেয়ে কাল নিকটে এল ।
কাল ভয়ে কালী হলো এ অঙ্গ,
কবে দংশিবে রে সে কাল ভুজঙ্গ,
কর সাধু-সঙ্গ, কালী নাম শ্রমঙ্গ,
কালে ইহকাল সাঙ্গ হলো ।
কালদণ্ড লয়ে কাল আসিবে,
কালের ভয় তখন কেবা নাশিবে ;
কলুঘনাশিনী সেই সবে শিবে,
কানিদাসে দিবেন চরণ-কমল । ৬৬৭ ॥

ঝি ঝিট—ধেমটা ।

যশোদা নাচাতো তোরে বলে নীলমণি,
সে বেশ লুকালি কোথা করালবদনী শ্যামা ।
শ্রীদামাদি সঙ্গে, নাচতে নামা রঙ্গে,
ভেমতি ভেমতি তেমতি করে নাচ্ দেখি মা ।
(হাসি বাঁশি মিলাইয়ে নাচ্ দেখি মা)
গগনে বেলা বাড়িত, রাণী কেঁদে ব্যাকুল হত,
তা দেখে আসিত যত ব্রজের কামিনী শ্যামা ! ৬৬৮ ॥

প্রসাদী সুর—একতালা ।

কে জানে মা মহিমা তোমার ।
কিঞ্চিৎ জানিয়ে শিব ঐ পথ করেছেন মার ।
অন্ধে দৃষ্টি দিতে পার, পঙ্গুকে সচল কর,
অবতন ঘণ্টাতে পার, এমন করন তোমার ॥
রাজাপদ পারে দাও, কার বা কাড়িয়া লও,
কারে বা ভিক্ষা করোও, তব মহিমা অগার ।
এই জন্মে বাই হুজ, পরকাল খোয়া পেল,
যম দার নিকট হল, এই বেলা নবীবে তার ॥ ৬৬৯ ॥

প্রসাদী হর—একতালা ।

মন ভুলনা কথার ছলে,

লোকে বলুক মাতাল বলে ।

সুধাশান করিলে রে আমি, সুখা বাই যে কুতূহলে ।

আমার মন মাতালে মেতেছে আজ,

মদো মাতালে মাতাল বলে ।

অহনিশি থাকিব বসি, হরমহিমীর চরণ জলে ।

মৈত্রে ধরবে নেশা, ঘুচবে দিশা, বিষম বিষয় মদ খাইলে ।

যন্ত্রভরা মন্ত্র যোড়া, অণু ভাসে সেই মনে,

সে যে অকুলতারণ, কুলের কারণ, কুল ছেড় না পরের বোলে ।

ত্রিগুণে তিনের জন্ম, বাদক বলে মোহের ফলে,

মদ্রে ধর্ম, তমে মর্গ, কল্প হর মন রজ মিশালে ।

মাতাল হলে বোতল পাবে, বৈতালী করিবে কোলে,

রামপ্রসাদ বলে, নিদান কালে,

পতিত হবে কুল ছাড়িলে ॥ ৬৭০ ॥

প্রসাদী—একতালা ।

মরুলের ভূতের ব্যাগার খেটে,

আমার কিছু সম্বল নাইকো খেটে ।

নিচ্ছে হই সরকারী মুটে, মিছে মরি বেগার খেটে,

আমি দিন মজুরী নিত্য করি, পঞ্চভূতে খায় গো খেটে ।

পঞ্চভূত ছয়টা ঋণ, দশেন্দ্রিয় মহা লেটে,

ভারা কারও, কথা কেউ শুনে না,

দিন তো আমার গেল খেটে ।

যেমন অন্ধজনে হায়া দণ্ড, পুনঃ পেলো ধরে এঁটে,

আমি ছেমি মত ধর্তে চাই না, কর্তব্যদোষে বার গো ছুটে ।

প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ী, কর্তব্যদুরি দেমা কেটে,

প্রাণ যাবার বেলা এই করো মা

বেন ব্রহ্মরত্ন বায় হোঁ ফেটে ॥ ৬৭১ ॥

জ লা—একতালা ।

আর কাজ কি আমার কাশী,
 মায়ে পদতলে পড়ে আছে গয়া গঙ্গা বায়াণসী ।
 হৃদকমলে ধ্যান কালে, আনন্দ সাগরে ভাসি,
 (ওরে) কালীর পদ কোকনদ, তীর্থ রাশি রাশি ।
 কালী নামে পাপ কোথা, মাথা নাই তার মাথাব্যথা,
 (ওরে) অনলে দাহন যথা, হর রে তুলারশি ।
 গয়ায় করে পিণ্ডদান, বলে পিতৃঋণে পাবে ত্রাণ,
 (ওরে) যে করে কালীর ধ্যান, তার গয়া শুনি হাসি ।
 কাশীতে মোলে ত মুক্তি ; এ বটে শিবের উক্তি,
 (ওরে) সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি হয় মন তার দাসী ।
 নির্ঝাণে কি আছে ফণ, জলেতে মিশায় জল,
 (ওরে) চিনি হওয়া ভাল নয় মন ; চিনি খেতে ভালবাসি ।
 কৌতুকে প্রসাদ বলে, করুণা নিধির বলে,
 (ওরে) চতুর্ভুজ করতলে, ভাবিলে রে এলোকেশী ॥৬৭২॥

প্রসাদী—একতালা ।

মন কেন মায়ে চরণ ছাড়া,
 (ও মন) ভাব শক্তি, পাবে মুক্তি বাঁধা দিয়া ভক্তি-দড়া ।
 তনয়া থাকতে না দেখলে মর্নি, কেমন তোমার কপাল পোড়া ।
 মা শুভে ছলিতে, তনয়া কপেতে, বাধেন আসি ঘরের বেড়া ।
 মায়ে যত ভালবাসে, বুঝা যাবে মৃত্যুশেষে,
 মোলে দত্ত-দুঃখার কান্নাকাটি, শেষে দিবে গোবর ছড়া ।
 ভাই বন্ধু-দারা সূত, কেবলমাত্র মায়ার গোড়া ।
 মোলে সঙ্গে দিবে মেটে কলসী কড়ী দিবে অষ্ট কড়া ।
 অঙ্গেতে যত আভরণ, সকলই করিবে হরণ,
 দোসর বড় গায় দিবে, চারকোনা, মাঝখানে ফাড়া ।
 যেই ধ্যান একমনে, সেই পাবে কালিকা-তারা,
 কেয় হয়ে দেখ কন্যারূপে, রামপ্রসাদের বাঁধ ছে বেড়া ॥৬৭৩॥

সিদ্ধু তৈরবী—টিমে তেতাল।

এবার জানবো তারা, কেমন তুমি পতিত পাবনো,
জটিলে পুত পেয়েছ বুঝি, তাই বিভীষিকাতে পালাব আমি।
ধরবো জটে, আনবো তটে, পালাতে পার্কো না ছুটে,
ভক্তি-ডোরে বেঁধে এটে শিরে লব পা ছুথানি।
বাক্য ব্যয়ে কি প্রয়োজন, ভক্তি সংগ্রামে কর্কো রণ,
ঘোষণা-ছাড়বো বাণ আকর্ষণে আসবো জননী।
তব পণোধরের পয়, পান করে হই দিগ্বিজয়,
ঐ জ্বরে সর্বত্র অভয় অভয় পদ মাগি আমি।
বাপের স্মৃ-কল্পা হয়ে, বিজ নবীনে চরণ দিয়ে,
এসো বসো বন হৃদয়ে, হেরবো চরণ ছুথানি ॥ ৬৭৩ ॥

তৈরবী—আড়াঠেকা ।

আমার হৃদকমলে এস গো মা ভব দারা,
এলোকেশী ঘোরবেশী মহানিশা ভরসুরা।
ছয় জন শত্রু মিলে, কুপণেতে দেয় ঠেলে,
শ্রীকি কোথা তারা বলে, কেঁদে কেঁদে হই সারা।
পড়েছি ঘোর বিপদে, রাধ মা অভয় পদে,
সংসারী যে মহামদে, উন্নত হইয়ে তারা।
শমন নিকট আসি, ভয়ে কাঁপি দিবানিশি,
হের গো মা মূলকেশী, রবিসুত ভয়-হারা ॥ ৬৭৪ ॥

সিদ্ধু—পোস্তা ।

অনন্দার দ্বারে আজি পাতকী পেতেছি পাত।
পলাইতে পারিবে না, পরশিতে হবে ভাত।
চাই আমি সেই রাম প্রসাদ যাবে বাতে জন্মের সাধ,
যে প্রসাদ পেয়ে শিব নাচে, হয়ে উর্দ্ধহাত ॥ ৬৭৫ ॥

হুট বজার—আড়াঠেকা।

বনেরি বাসনা শ্যামা, শবামনা, শৌর মা বলি,
অন্তিম কালে অিহা বেন বলতে পার মা কালী কালী।
হৃদয় মাঝে উদয় হরো মা, বধন করবে অন্তর্জালি।
তখন আমি বনে মনে, তুলব জবা বনে বনে,
মিশায়ে তক্তি-চন্দনে, পড়ে দিব পুষ্পাঞ্জলি।
অর্ধ অঙ্গ পঙ্গাজলে, অর্ধ অঙ্গ থাকবে স্থলে,
কেহ বা লিখিবে ভালে, কালী নামাবলী।
কেহ বা কর্ণকুহরে, বলবে কথা উঠেঃশ্বরে,
কেহ বলবে হরে হরে, করে করে দিবে তামি ॥ ৬৭৭ ॥

মূলতাম—ধিয়রা।

কত মায়া মহামায়া কে জানে তোমার,
কখন মানবীরূপ, কখন গাভী আকার।
কখন শৃগালরূপা, লোককে দেখাও বিভীষিকা,
ভয়ে হর অনানিকা, নাহি পারাপার।
তোমার যতেক মায়া, কে জানে গো মহামায়া,
কলিতে মনমা দেবি ভবে কর পরে ॥ ৬৭৮ ॥

খিঁখিট ধায়াজ—আড়াঠেকা।

জেনেছি জেনেছি তার, তুমি জ'ন ভোজের বাজী।
যে তোমায় যে ভাবে ডাকে তাতে তুমি হও মা রাজী।
মপে বলে ফরাতারা, গড়্ বলে ফিরিঙ্গী যারা মা,
খোদা বলে ডাকে তোমায়, মোগল পঠান সৈয়দ কাজী।
শাক্তে বলে তুমি শক্তি, শিব তুমি শৈবের উক্তি মা,
সৌরী বলে সূর্য্য তুমি বৈরাগী কর রাধিকাশী।
গাণপতা বলে গণেশ, বক্ষ বলে তুমি ধনেশ মা,
শিল্পী বলে বিশ্বকর্মা, বদর বলে নায়ের মাঝী।
ঈরামহলা বলে, বাজীনয় এ জেনো ফলে,
এক ব্রহ্মা বিধা ভেবে মন আমার হয়েছে পাজি ॥ ৬৭৯ ॥

প্রসাদি সুর—একতালা ।

ছুটো ছুঃধের কথা কই, (শ্যামা)

কে বলো মা তোরে দীনদরাময়ী ।

বারে দিলে চিনি মোঙা ম, ধেতে ধামা দই,

আমি অন্ন বিনে উপবাসী দিমেক ছুঁনি রই

কারে দিলে হাতি ঘোরা মা শালকী বাধা ছই:

(ওমা) ভায় কি তোর বাপের ঠাকুর আমি কি কেউ নই ?

প্রসাদ বলে সময় বুঝে মা সকল ছুঃধ সই ;

(ওমা) আমি কি দিচ্ছি তোর পাকা ধানে মই ॥ ৬৮০ ॥

কালান্ধা—তেতালা ।

শঙ্করি করুণা কর, কিকরে কেন বঞ্চনা,

কামনা পূরাতে কালী, কল্পলতিকা কল্পনা ।

অতি অসাধ্য সাধন, বিনাশিতে দশানন,

পূজি জানকী-জীবনে, পূরিল মন বাসনা ।

গোকুলে গৌশিনী বত, করে কাত্যায়নী ব্রত

নিয়ে মারায়ণ ধন, ঘুচালে ব্রজ-ভাবনা ।

শুভ্র নিশুভ্রের রণে, রণশায়ী দৈত্যগণে,

শিবের শিষ্য দিলে, নাশিতে যম-যন্ত্রণা ॥ ৬৮১ ॥

বান্ধাজ—আড়াঠেকা ।

কি হবে কি হবে ভবরাণী তবে,

আনিবে ভবে, ভাবালি আমায় !

না জানি ভজন, না জানি পূজন,

বিষয়-বিশ্ব-ভোজন করে প্রাণ যায় ।

কাতরেতে তোমায় ডাকি ভব-দারা,

কখন আছি কখন যেতে হয় না তারা,

এ দেহ সন্দেহ, তরায় দেখা দেহ,

রসিকের এই দেহ জলবিষ প্রায় ॥ ৬৮২ ॥

জংলা—একতাল।

মা বহি কেশে ধরে তৌলে,

(তবে বাঁচি এ সঙ্কটে) ;

আমার একুল ওকুল দুকুল গেল,

পাথার মধ্যে সাঁতার হল ।

সঙ্গী গুল হয় চাই, তাদের সঙ্গে যাই,

ধরতে গেলে আমার ধরে ডুবে ডুবে প্রাণটা গেল ।

করেছিলাম যে ভরসা, না পুরিল সে সব আশা,

ভুলালে তখন ডুবি যে এখন,

আর কখন কি করবে বল ।

কবলাকান্তের ভার, মা বিনে কে লবে আর,

ও মা চরণ শরণ দিয়ে সঙ্গে হয়ে দেশে চল ॥ ৬৮৩ ॥

প্রসাদী সুর—একতাল।

সদানন্দময়ী কালী, মহাকালের মনোমোহিনী (গো মা)
তুমি আপন সুখে আপনি নাচ, আপনি দাও না করতালি ।

আদিভূতা সনাতনী, শূররূপা শশীভালী,

ব্রহ্মাণ্ড ছিল না যখন বৃণমালা কোথায় পেলি ?

সবে মাত্র তুমি মন্ত্রী, যবে আমরা তন্ত্রে চলি,

যেমন রাগ তেমনি থাকি, যেমন বলাও তেমনি বলি ।

অশান্ত কমলাকান্ত, দিয়ে বলে গালাগালি,

এবার সর্পনাশি, ধরে অসি, ধর্মাধর্ম ছুট থেলি ॥ ৬৮৪ ॥

৷ট ভৈরবী—পোস্তা ।

জানি গো জানি গো তারা তোমার যেমন করুণা,

কেহ দিনান্তরে পায় না খেতে,

কার পেটে ভাত, গের্টে সোনা ।

কেহ যায় মা পালকী চড়ে, কেহ তারে কাঁদে করে,

কেহ শালের দেয় ছশালা, কেহ পায় না ছেঁড়া টেনা ॥ ৬৮৫ ॥

ভৈরবী—৪৭ ।

আমি এবার মলে শক্র হব, তোমার পুত্র হব না,
“মা” “মা” বলে ডাকলে পরে, তারা কুপা কর না ।

যেমন শক্রভাবে বুদ্ধ করে,

চরণ দিলি মহিষাসুরে ;

এমনি ভাবনা না ভাবলে পরে,

তোমার চরণ পাওয়া যাবে না ।

মা যে ধরে তোমার ঢাল খাঁড়া,

তারে সদয় হও মা তারী ;

আমার কেমন কপাল পোড়া,

আমি পূজে চরণ পেলেম না

বিশ্বনাথ এই বলে,

উচিত কথা কৈতে গেলে,

দেখ যেন ওগো শিবে, ক্রোধ করো না ।

গণেশ তোমার কোলের ছেলে,

গজের মুণ্ড তারে দিলে ;

এ হুংখ যায় না মলে,

বিবাহ মা তাও দিলি না ।

মা তোমার চরণ কমল,

লঙ্কেশ্বর পূজেছিল ;

তার সোনার লঙ্কা দহে পেল,

সর্বনাশী দেখলি না ॥ ৬৮৬ ॥

কালান্ধা—একতারা ।

শ্রীমা ধন কি সবাই পায়,

অবোধ মন, বোঝ না একি দায় !

শিবের অসাধা সাধন মন, মজ না রাঙ্গা পায়

ইন্দ্রাদি সম্পদ সুখ তুচ্ছ হয় যে ভাবে মায়,

সদানন্দ সুখে ভাসে শ্রীমা যদি ফিরে চায়

যোগীন্দ্র, মুনীন্দ্র, ইন্দ্র, যে পদ না ধ্যানে পায়,

নিষ্ঠা কমলাকান্ত তবু সে চরণ ॥ ৬৮৭ ॥

প্রসাদী—একজানা ।

আমায় দেও না তবিলদারী,

আমি নিমকহারাম নই শকরী ।

পদ-রত্ন-ভাণ্ডায় সবাই লুটে, ইহা আমি মইভে নারি ।

ভাঁড়ার জিমা যায় কাছে না, সে যে ভোলা ত্রিপুরারি,

শিব আশুতোষ স্বভাবদাতা, তবু জিমা রাখ তাঁরি ॥

অন্ধ অঙ্গ জায়গির, তবু শিবের মাইনে ভারি,

আমি বিনা মাইনার চাকর, কেবল চরণ ধুলার অধিকারী ।

যদি তোমার বাপের ধার ধর, তবে বটে আমি হারি,

যদি আমার বাপের ধার ধর তবে তো না পেতে পারি ।

প্রসাদ বলে এখন পদের বালাই লয়ে আমি মরি,

ও পদের মত পাইতো, সে পদ লয়ে বিপদ সারি ॥ ৬৮৮ ॥

সিন্ধু—পৌস্তা ।

মজ্জলো আমার মন-ভ্রমরা শ্যামা-পদ-নীল-কমলে,

যত বিষয়-মধু তুচ্ছ হলো; কামাদি কুশ্রম সকলো ।

চরম কালো, ভ্রমর কালো, কালোয় কালোয় মিশে গেল,

দেখ পক তবু প্রধান মত, রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিলে ।

কমনাকান্তের মনে, আশা পূর্ণ এত দিনে,

দেখ হুং হুং সনান হলো, আনন্দ সাগর উবলে ॥ ৬৮৯ ॥

গৌরী—কাওয়ালী ।

পতিতপাবনী তারা কেবল তোমার সাম সারা,

তবামে আকাশে বাস, বুঝেছি না কাছের ধারা ।

বশিষ্ঠ চিনিয়াছিল, হাড় ভেঙ্গে শাপ দিল,

ভদ্রবর্ধি হয়ে আছ কণী যেন মণিহারী ।

ঠেকেছিলে মুনির ঠাই কার্য্য কারণ তোমার নাই,

ওয়াহ, ময় তর, রয় সেইরূপ বর্ণ পারা ॥ ৬৯০ ॥

রামপ্রসাদী—একতালী ।

কেন মিছে “মা” “মা” কর, মায়ের দেখা পাবে নাই,
 থাকলে আসি দিতো দেখা সর্বনাশী বেঁচে নাই ।
 শ্রমশানে মশানে কত, পীঠস্থান ছিল যত,
 যুগে হলাম ওষ্ঠাগত, কেন আর যন্ত্রণা পাই !
 বিমাতার তীরে গিয়ে, কুশপুতুল দাহ করে,
 অশোচান্তে পিও দিয়ে, কালশোচে কাশী বাই ॥ ৬১১ ॥

আলিয়া—একতালী ।

শ্রামা কি তোর সকলি জান্ত,
 পদতলে পড়ে আছেন ত্রীকান্ত ।
 নিজপতি নেলি; পতিহস্তা হালি,
 পশুপতির বুঝি হলো প্রাণান্ত ।
 ভিক্ষা করি মাগো জুড়ি ছুটা কর,
 নৃত্য করোনা শিবের উপর,
 মলো মলো রাজা ত্রিপুর-দৈতর !
 ক্ষেমকরি ! রণে হও মা ক্ষান্ত ॥ ৬১২ ॥

রামকেনি—আড়াঠেকা ।

চুলিয়ে কে আসে,
 গলিত চিকুর আসবু-আবেশে ।
 বামা রণে দ্রুত চলে দলে দাবানলে,
 বরি করতলে গজ গরাসে ;
 নীলকান্ত মণি নিতান্ত, নবর-নিকর তিমির নাশে,
 বামার কি রূপছটা রে কি রূপঘটা রে,
 ঘন ঘন ঘন উঠে আকাশে ;
 কালিরা শরীরে, শোভিছে কধিরে,
 ধমুনা কিংক ভাসে মলিলেতে ।
 কর রণশ্রম দূর, চল নিজ পুর,
 নিবেদিছে রামপ্রসাদ দাসে ॥ ৬১৩ ॥

শাস্ত্রাজ্ঞ—একতালা ।

দেখলি আমার কত বাজি, আর কি বাজির বাকি আছে,
আশীলক্ষ সং সেজেছি ব্রহ্মময়ী তোমার কাছে ।
বড় লোকে বাজি করে, বাজিকরে বাজি করে,
কিঞ্চিৎ অর্থ দেয় মা তারে, লোকে নিশা করে পাচে ।
কালচাঁদের বাজি করা, এতে যদি পড়ি ধরা,
ছুর করে দে ভবদারা, বাজি করা যাক্ মা ঘুচে । ৬১৪ ॥

প্রসাদী—একতালা

মন হারিলি কাজের গোড়া,
তুমি দিবানিশি ভাব বসি, কোথায় পাবে টাকার তোড়া ।
চাকি কেবল ফাঁকি মাত্র গীনা মা মোর হেমের ঘড়া ।
তুই কাচ মূলো কাকন বিকালি,
ছি ছি মন তোব কপাল পোড়া ।
কর্মসূত্রে যা আছে মন, কেনা পাবে তার বাড়া !
যিছে এ দেশ সে দেশ ক'রে ভাই, বিধির লিপি কপাল ছোড়া ।
কাল করচে হৃদয়ে বাস, বারছে বেন শালের কোরা ।
ওরে সেই কালের কর বিনাশ, নান ধর রে মন্ত্র সৌরা
প্রসাদ বলে ভাবছ কি মন, তুমি পাঁচ শোয়ারের তুর্কি ঘোরা
সেই পাঁচের আছে পাঁচ পাঁচি,
তোমার করবে তোলাপারা ॥ ৬১৫ ॥

প্রসাদী—একতালা ।

অন্তর পদ সব লুটালে, কিছু রাখ্লে না মা তনর বলে,
দাতার কন্যা দাতা ছিলে মা শিবে ছিলে মায়ের স্থলে ।
তোমার পিতা মাতা যেমনি দাতা, তেমনি দাতা আনায় হলে ।
ভাঁড়ার জিন্দা বার কাছে মা, সে জন তোমার পদতলে,
ঐ যে ভাত ধৈয়ে শিব সদাই মন্ত, কেবল তুষ্ট বিশ্বদলে ।
জন্ম জন্মান্তরেতে মা, কত দুঃখ আনায় দিলে,
রামপ্রসাদ বলে এবার মোলে, ডাক্বে সর্বনাশী বলে ॥ ৬১৬ ॥

মু তান—একতারা ।

আর মা সাধন সমরে,
 দেখি না হারে কি পুণ্ড হারে ।
 আরোহণ করি পুণ্য-মনোরমে,
 ভজন-পূজন হুণ্ড অথ যুরি তাতে,
 দিয়ে জ্ঞান-ধনুকে টান, ভক্তি ব্রহ্মবাণ,
 বসে আছি ধয়ে ।
 দেখবো আজি রণে, শঙ্কা কি মরণে,
 ডঙ্কা মেরে লব মুক্তিধন ;—
 বারে বারে রণে তু ম দৈত্যঙ্গয়ী,
 এবার আমার রণে এসো ব্রহ্মময়ী,
 তন্তু বসিকচন্দ্র বলে, মী তোমারই বলে,
 জিনিব তোমায় সমরে ॥ ৬৯৮ ॥

প্রসাদী—একতারা ।

মা গো তারা ও শঙ্করী,
 কোন্ অবিচারে আনার পরে, করলে হুঃের ডিক্রীজারি ?
 এক আনামী ছয়টা পিয়াদা, বল মা কিসে সামাল করি,
 আনার ইচ্ছা করে ঐ ছটারে বিষ খাওয়ায়ে প্রাণে মারি ।
 পিয়াদার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, তার নানেতে নিলাম জারি,
 ঐ যে পান বেচে খায় কৃষ্ণ-পাস্তি তারে দিলে জমিদারী ।
 হজুরের দরখাস্ত দিতে, কোথা পাব টাকা কড়ি,
 আনার কিকিরে ককির বানায়ে, বসে আছি রাজকুমারী ।
 হজুরে উকীল যে জনা, দিস্‌মিনে তার আশর ভারি,
 করে আসল সন্ধি সওয়াল বন্দি, ঘেরুশে মা আমি হারি ।
 পলাইতে স্থান নাই, মা, বল কিবা উপায় করি,
 ছিল স্থানের মধ্যে অভাব টান, তাও নিয়াছেন ত্রিপুরারি ॥ ৬৯৯ ॥

জালা—একতাল।

তাই কালোরূপ ভালবাসি,
কালী অগমনোমোহিনী এলোকেশী !
মাকে সবাই বলে কালো কালো,
আমি দেখি অকলঙ্ক শশী ।
বিষম বিষয়ানলে, দহে তনু নিবানিশি,
যখন শ্যামারূপ অন্তরে দেখি, আনন্দসাগরে ভাসি !
মনের তিমির খণ্ড খণ্ড করে মায়ের করের অঁসি ;
মায়ের বদন-শশী মধুর হাসি
সুখা করে রাশি রাশি ।
কমল বলে কাশী যেতে, কতু নাহি ভালবাসি,
শ্যামা মায়ের যুগলপদে ~~প্রসাদ~~ বারানদী ॥৭০০॥

প্রসাদী—একতাল।

জয় কালী জয় কালী বল, লোকে বলবে পাগল হলো,
লোকে মন্দ বলে বলবে তায় কিরে তোর বয়ে গেল ।
আছে ভাল মন্দ দুটো কথা, যা ভাল তাই করা ভাল ॥৭০১॥

প্রসাদী—একতাল।

আমি কি আটাশে ছেলে,
ভয়ে ভুলবো নাকো চোক রাজ্যালে ।
সম্পদ আমার ও রাজ্যপদ, শিব ধরে যা জগৎমলে ।
(ও মা) আমার বিষয় চাইতে গেলে, বিভ্রমনা কতই ছলে :
শিবের দলিল সৈ মোহরে, রেখেছি হৃদয়ে তুলে,
এবার কর্ব নাশিশ নাথের আপে, ডিক্রী লব এক সওয়ালে ।
জানাইব কেমন ছেলে, মোকদ্দমায় দাঁড়াইলে,
যখন গুরুহন্ত দস্তাবিজ, ওজরাইব মিছিলকালে ।
মায়ে পোষে খোকদ্দমা, ধূম হবে রামপ্রসাদ বলে,
আমি ক্ষান্ত হব, যখন আমার, শান্ত করে লবে কোলে ॥৭০২॥

আলাইয়া—একতালা ।

মা সে দিন প্রভাত কবে হবে,
করাল-বদনা লোল-রমনা,
পদতলে মৌরে স্থান দিবে ।
চরমকাল যখন হইবে আগত,
বন্ধু বান্ধবগণে আসিয়া তাবত,
গঙ্গাতীরে নোরে লইয়ে ত্বরিতে,
কর্ণে মম হরিনাম শুনাইবে ।
মহেশচন্দ্র দাসের এই বাসনা,
পূর্ণ কর মম মনের বাসনা,
ওগো শবাসনা, করাল-বদনা,
প্রবঞ্চনা আর মোহন না করিবে ॥ ৭০৩ ॥

ভৈরবী—একতালা ।

আর কিছু নাই শ্রীমা না তোর কেবল ছুটি চরণ রাঙ্গা,
ওনি হাও নিয়েছে ত্রিপুরারী, দেখে হলেন সাহস-ভাঙ্গা ।
জ্ঞাতি বন্ধু সূত দারা, সূখের সময় সবাই তাক্সা,
বিপদকালে কেউ কোথায় নাই,
ঘর বাড়ী গুর গাঁয়ের ভাঙ্গা ।
নিজ গুণে যদি রাখ, করুণ-নয়নে দেখ,
নইলে জপ করে যে তোমায় পাওয়া,
সে সব কথা ভূতের মঙ্গা ।
কমলকান্তের কথা, মাকে বলি অনেক বাথা,
মোর জপের মালা ঝুলি কাঁথা, জপের ঘরে বৈন টাঙ্গা ॥ ৭০৪ ॥

বাগেশী—আড়াঠেকা ।

কে জানে তোমায় তারা, তুমি মাকার কি নিরাকার ।
ঝকোতে কহিতে নারি, বর্ণিতে বর্ণিতে হারি,
ন বণ্ড ন পূমন্ নারী, বোম অদি ধরা ।
হিতার্থে উপাধি দিয়ে, কোন মত নাম লয়ে,
হই যেন সারা ॥ ৭০৫ ॥

পিলু— আড়াঠেকা ।

কেবা জান্তে পারে ঙ্গ তুমি ত্রিঙ্গধারিণী,
 আধিনে হও অশ্বিকে, কান্তিকিতে কান্তিকে,
 অগহায়নেতে তুমি র্গণেশ-জননী ।
 পৌষে লগ্নী বরদা, মাঘে বাগ্‌বানী সারদা,
 ফাল্গুনেতে হও মা তুমি রাধা বিনোদিনী ।
 চৈত্রে হও বাসন্তী, বৈশাখে প্রথর চত্ৰী,
 জ্যৈষ্ঠেতে মঙ্গলচত্ৰী, আষাঢ়ে বুদ্ধবাহিনী ।
 আবণে ঝুলনে ফোল, ভাদ্রমাসে জন্ম হলো,
 তাই তোমার বলে মাগো বশোদা-নন্দিনী ॥ ৭০৬ ॥

সৌহিনী—একতারা ।

আর দেখি মন চুরি করি, তোমার আশায় একতরে,
 শিবের সর্পদ্বন্দ্ব মন নাগের চরণ, যদি আনতে পারি হতে
 জাগা ঘরে চুরি করা, ইথে যদি পড়ি ধরা,
 তবে মানব দেহের দফা দারা, বেধে নিবে কৈলাসপুরে
 শুক্লবাকা দৃঢ় করে, যদি বাহিতে পারি ঘরে,
 ভক্তিবাদ হরকে মেরে, শিবহৃদয় লন কেড়ে ॥ ৭০৭ ॥

পিলু বাহার—৪৮ ।

তুই যারে কি করিবি শমন, শ্যামা মাকে কয়েদ করেছি
 মনবেড়ী তার পায়ে দেয়ে, জন্ম-গারদে বসায়োছি ।
 হৃদিগদ্য প্রকাশিয়ে, সহস্রারে মন রেখেছি,
 কুলকুণ্ডলিনী শক্তির পদে আমি আমার প্রাণ সঁপেছি ।
 এমনি করেছি কায়দা, পলাইলে নাইকো কায়দা,
 হানেশ রজু ভক্তি পেয়াদা, ছুনয়ন দ্বারবান দিয়েছি ।
 মহাশ্বর হবে জেনে, আগে আমি ঠিক করেছি ।
 তাই সর্প-দ্বন্দ্ব হর-লৌহ, গুরুতর পাশ করেছি ।
 শ্রীরামপ্রসাদ বলে, যাত্রা করে বসে আছি ॥ ৭০৮ ॥

বেহাগ—আড়ধেম্টা ।

আমার কপাল গো তারা,
ভাল নয় মা, ভাল নয় মা, ভাল নয় মা কোন কালে ।
শিশুকালে পিতা মলো, মাগো রাজ্য নিল পরে,
আমি অতি অল্পমতি, ভাসালে সাগরের জলে ।
প্রোভের শেহনারি মত, মাগো ফিরিতেছি ভেসে,
দধে বলে ধর ধর, কেউ নাহে না অগাধ জলে ।
কর পুঙ্খ-কেউ-না-মারি, মাগো আর বিব আমার মাপা,
রক্তচন্দন রক্তজবা, দিব নায়ের চরণতলে ।
শ্রীরামপ্রসাদের বাণী, শোন গো না নারায়ণী,
হু হু কালে আমার, টেনে ফেলো পদাজলে ৪৭০৯৭

এমাদী—একতালী ।

বড়াই কর কিমে গো না,
জানি তোমার আদি মূল, বড়াই কর কিমে ?
আপ্নি ফেপা পতি ফেপা ফেপা সহস্রমে,
তোমার আদি অস্ত সকলই জানি, বাতা কোন পুত্রে ?
মাগী মিন্‌মে ঝপ্‌ড়া করে, বইতে নার বাসে,
মাগো তোমার মিন্‌মে ভিক্ষা করে, ফিরে বেশে বেশে ।
প্রসাদ বলে মন্দ বলি, তোমার বাপের দোষে,
মাগো আমার বাপের নাম এহিলে, বিরাজে কৈলাসে ৪৭১০৭

জগজা—একতালী ।

একবার ডাক্তরে কালীতারা বলে, জোর করে রমনে,
ও তোর ভর কিরে শমনে ।
জান কি তীর্থ গঙ্গা কাশী, যার সন্দেশে জাগে এলোকেশী,
তার কাজ কি ধর্ম কল্প ও তাঁর মন্ত্র কেবা জানে ?
ভজনের ছিল আশা, হৃদয় মোক্ষ পূর্ণ আশা,
রামপ্রসাদের এই দশা, দ্বিভাব ভেবে মনে ৪৭১১৭

প্রসাদী—একতালা ।

মা হওয়া কি মুখের কথা,
 (কেবল প্রসব করে হয় না মাতা),
 যদি না বুঝে সন্তানের বাথা ।
 দশ মাস দশ দিন, বাড়না পেয়েছেন মাতা,
 এখন ক্ষুধার বেলা সূধালে না এলো পুত্র গেল কোথায়
 সন্তানে কুর্কর্ম করে, বলে সারে পিতা মাতা,
 দেখ কাল প্রচণ্ড করে দণ্ড, তাতে কেউরূপ হয় না বাথা
 দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, এ চরিত্র শিশু লে কোথা,
 যদি ধর আপন পিতৃধারা, নাম ধরো না জগন্মাতা ।

প্রসাদী—একতালা

আমি এত দোষী কিসে,
 ওই যে প্রতিদিন তর দিন বাওয়া ভর সারাদিন না বাড়াই
 মনে করি গৃহ ছাড়ি, থাকব না আর এমন দেশে,
 তাতে কুলালচক্র ভ্রমাইল, চিত্তারাম চাপরাসী এসে
 মনে করি গৃহ ছাড়ি, নাম সাধনা করি বসে,
 কিন্তু এমন কল করেছে কালী, বেঁধে রাখে নুয়াপাশে
 কাশীর পদে মনের খেদে, দীন রামপ্রসাদ ভাসে
 আমার সেই যে কালী, মনের কলৌ হলেন কালী তারায়ণে ।

প্রসাদী—একতালা ।

তারা-তরী লেগেছে ঘাটে, যদি পারে বাবি মন আর এটি
 তারা নামে পাল খাটয়ে, তরায় তরী চলায়ে,
 যদি পারে বাবি, দুখ মিটাবি, মনের গিরে দে রে কেটে
 বাজারে বাজার কর মন, মিছে কেন বেড়াও ছুটে
 ভবের বেলা গেল, সন্ধ্যা হল, কি করবে আর ভবের হাটে
 শ্রীরামপ্রসাদ বলে, বাধ রে বুক এঁটে সোঁটে,
 (ওরে) এবার আমি ছুটিয়াছি, ভবের মায়াবেড়ী কেটে ।

জংলা—একতালা ।

মন কেন রে পেয়েছ এত ভয়,
ও তুমি কেন রে পেয়েছ এত ভয় ?
তুকান দেখে ডঙ্কো না রে, ও তুকান নম,
ভূর্গা নাম তরণী করে, বেয়ে গেলে হয় ।
পথে যদি চোকাঁদারে, তোরে কিছু কর,
তখন ডেকে বোলো, আমি শানা মায়েরি তনয় ।
প্রসাদ বলে ফেপা মন, তুই করে করিস্ ভয়,
আনার এ তু দক্ষিণার পদে করেছি বিজয় ॥৭১৫॥

বসন্ত বাহার—একতালা ।

কালী কালী বনরসনা,

কর পদযান, নামামৃত পান, যদি হতে থাকে বাসনা ।
তাই বন্ধু হ'ত দারা পরিজন, সঙ্গের দোসর নহে কোন জন,
ভূর্গা নাম ছুঁধে বল একবার, সঙ্গের সম্বল ভূর্গা নাম আনার,
কিন্তা ম সার নাহি পারাবার, সকলি অসার, ভেবে দেখ না ।
গেল গেল কাল বিকলে গেল, দেখনা কালান্ত নিকটে এল,
খা বলে ভাল, কালী কালী বল, দূর হবে কাল সমযাপণা ॥৭১৬॥

প্রমাদী—একতালা ।

না গো আমার কপাল দৃষী, দৃষী বশে গো আনন্দময়ি ।
আমি ঐহিক স্তূথে মত্ত হয়ে, যেবে নারিলাম বারাগসী,
নৈলে অল্পপূর্ণা মা থাকিতে, মোর ভাগ্যোতে একাদশী ।
অনা ত্রাসে প্রাণে মরি, নানাবিধ কৃষি করি,
আনার কৃষি সকল নিল জলে, কেবলমাত্র লাঙ্গল চবি ।
না করিলাম ধর্ম কর্ম, পার্শ্ব করেছি রাশি রাশি,
আনি যাবার পথে কাঁটা দিয়ে পথ ভুলে রয়েছি বসি ।
জনমি ভারতভূমে না কি কর্ম করিলাম আমি,
আমার এ কুল ও কুল ছকুল গেল, অকুল পাথারে ভাসি ॥৭১৭॥

প্রসাদী—একতারা ।

আমি কি এমনি রব (মা তারা), আমার কি হবে গো শীনদয়ানি,
আমি দ্রিয়া-হীন, ভজন-বিহীন দীন হীন অসম্ভব,
আমার অসম্ভব আশা পূরাবে কি তুমি আমি কি
ও পদ পাব, (মা তারা) ?

সুপুত্র কুপুত্র যে হই সে-হই, চরণে বিদিত দব,
কুপুত্র হইলে, জননী কি কৈলে, এ কথা কাহারে কব, (মা তারা)
প্রসাদ কহিছে তারা ছাড়া নাম কি আছে যে আর তা দব,
তুমি ভরাইতে পার, তেঁই নে তৌয়িনী,
নামটা রেখেছেন ভব (মা তারা) ॥৭১৮॥

টুরি জায়েকুপারী—একতারা ।

আমায় ছুঁ যোনা রে শমন আমার জাত গিয়াছে,
যে দিন কৃপাময়ী আমায় করেছে ।
শোন রে শমন বল, আমার জাত কিসে গিয়াছে,
(ওরে শমন রে) আমি ছিলেম গৃহবাসী দেখে সন্তানশী,
আমায় সন্ন্যাসী করেছে ।
মন রমনা এই দুজনা কালীর নামে দল বেঁধেছে,
(ওরে শমন রে)
হঁহা করে শবণ, ঋণু ছয়জন, ডিবা ছেড়েছে ॥৭১৯॥

প্রসাদী—একতারা ।

(মা তোদের) ক্ষেপার হাট বাজার, গুণের কথা কব কার,
তোরা ছুহ সতীনে, কেউ বুকে কেউ মাঝায় চড় তাঁর
কতী যিনি ক্ষেপা তিনি, ক্ষেপার মূল্যধার, (মা তারা)
চাকলা ছাড়া চেলো দুটো সঙ্গে অনিবার ।
গজ বিনে গো আরোহণে ফিরিস কদাচার, (মা তারা)
সণি মুক্কা ছেড়ে পরিস্ গলে, নর-শিরহর ।
শ্রশানে মশানে ফিরিস্, কার বা ধরিস্ ধার, (মা তারা)
রামপ্রসাদকে ভবঘোরে কর্তে হবে পার ॥ ৭২০ ॥

লগ্নি—আড়াঠেকা !

মা বসন পর,

বসন পর, বসন পর, নাগো বসন পর তুমি,

চন্দন চর্চিত জবা, পদে দিব আগি গো ।

কালীঘাটে কালী তুমি, নাগো কৈলাসে ভবানী,

মুন্দাবনে রাধা পারী, গোকুলে গোপিনী গো ।

পাতালেতে ছিলে নাগো হয়ে ভদ্রকালী,

কত দেবতা করেছে পূজা, নিয়ে নরবলি গো ।

তার বাড়ী গিয়াছিলে মা গো, কে করেছে সেবা,

শিরে দেখি রক্ত-চন্দন, পদে রক্ত জমা গো ।

দানি হস্তে বরাভঙ্গ নাগো, বাম হস্তে অসি,

কাটিয়া অহুরেব মুণ্ড করেছে রাপি রাশি গো ।

অনিতে রুপিরথারা না গৌ, গলে মুণ্ডমালা,

হেঁটু মুখে চেয়ে দেখ, পদতলে ভোলা গো ।

নাথায় নোণার মটুক মা গো, ঠেকেছে পায়নে,

মা হয়ে বালকের পাশে, উলঙ্গ কেননে গো ।

আপনি পাগল, পতি পাগল, নাগো আরও পাগল আঁচ,

দেহ রান প্রসাদ হয়েছে পাগল, চরণ পাবার আশে গো ॥৭২॥

প্রসাদী—একতাল ।

হাসি তাই অভিনয় করি, আশায় করেছে গো সঙ্গারী ।

অর্থ বিনা ব্যর্থ যে এই, সংসার সবারি,

ওহা তুমিও কোন্দল করেছে, বলিয়ে শিব ভিখারী ।

জ্ঞান-মর্গ শ্রেষ্ঠ বটে, দানধন্যোপরি,

ওনা বিনা দানে মথুরা-শারে যান্নি সেই ব্রহ্মপরী ।

নাভোরানী কাচ কাচো না, অঙ্গে ভস্ম ভূষণ পরি,

(ও না) কোথায় লুকাব বল, তোমার কুণ্ডের ভাগারী ।

প্রসাদে প্রসাদ দিতে মা এত কেন হবে ভারি,

যদি রাখ পদে, থেকে পদ, পদে পদে বিপদ সারি ॥৭২২॥

সোহিনী বাহার—আড়খেমটা ।

(ও মা) হর গো তারা মনের দুঃখ,
আর তো দুঃখ সহে না ।

বে দুঃখ গর্ভযাতনে, মাগো জন্মিলে থাকে তা মনে,
মায়া-মোহে পড়ে ভগে, জন্ম বলে ওনা ওনা ।
জন্ম মৃত্যু যে যজ্ঞা, মা গো যে জন্মে নাই সে জন্মে না,
তুই কি জানিবি সে যজ্ঞা, জন্মিলে না মরিলে না ।
রামপ্রসাদে এই ভণে, দ্বন্দ্ব হবে নায়ের মনে,
তবু রব মার চরণে, আর এ ভবে জন্মিব না ॥১২৩॥

গৌরী গান্ধার—একতারা ।

মা মা বলে আর ডাকিব ~~মা~~, ও মা দিয়েছ দিতেছ কতই যজ্ঞা ।
তিলেম গৃহবাসী, করিলে মরণাসী,
আর কি ক্ষমতা রাখ এলোকেশী ;
ঘরে ঘরে যাব, ভিক্ষা মেগে খাব,
মা বলে আর কোলে যাব না ।
ডাকি বারে বারে মা মা বলিয়ে, মা কি রয়েছে চক্ষু কর্ণ খেয়ে,
মা বিদ্যমানে এ দুঃখ সম্বাহনে,
মা মলে কি আর ছেলে বাচি না ।
ভণে রামপ্রসাদ নায়ের একি সূত্র,
মা হয়ে হলি মা সম্বাহনের শত্রু ;
দিবা নিশি ভাবি, আর কি করিবি,
দিবি দিবি পুন জঠরযজ্ঞা ॥১২৪॥

প্রসাদী—একতারা ।

কালি গো কেন নে টা ফেরে, ছিছি কিছু লজ্জা নাই তোমার ।
বসন ভূষণ নাই তোমার মা, রাজার মেয়ে গৌরব কব,
মা গো এই কি তোমার কুলের ধর্ম পতির উপর চরণ ধর ।
আপনি নেংটা পতি নে টা শ্মশানে মশানে চর ।
আনরা হবে মরি লাজে, এবার মেয়ে বসন পর ॥ ১২৫ ॥

প্রসাদী—একতারা ।

সে কি শুধু শিবর সতী, যারে কালের কাল করে প্রণতি,
 ঘটচক্রে চক্র করি, কমলে করে বসতি ।
 সে যে সর্বদলের স্বলপতি, সহস্রদলে করে স্থিতি ।
 নে টা বেশে শত্রু নাশে, মহান্-হৃদয়ে স্থিতি,
 প্রেয়সী বল দেখি মন সে কি কেমন, নাথের বুকে মারে নাশি ।
 প্রসাদ বলে মায়ের হালা, সকলি জানি ডাকাতি,
 প্রেয়সী নাশধানে মন কর যত্ন, হবে তোমার শুদ্ধমতি ॥ ৭২৬ ॥

প্রসাদী—একতারা ।

এই বেগ সব নাগীর বেলা, নাগীর আপ্ত ভাবে গুপ্ত লীলা ।
 মত্তনে নিগুণে বাবিরে বিবাদ, উল্লা যিয়ে ভাঙ্কোডেলা,
 নাগী যকল বিহয়ে সমান বাজী,
 মন্ত্রাস হয় সে কাজের বেলা ।
 প্রসাদ বলে থাক বসে, ভবান্নবে ভাসাইয়ে তেলা,
 মগন জোরার আসবে উজিয়ে যাবে,
 ভাটিয়ে যাবে ভাটার বেলা ॥ ৭২৭ ॥

প্রসাদী—একতারা ।

এবার কালী কলাইব, কালি কোসে কালি বুঝে লব ।
 সে নৃত্য কালী কি অস্থিরা, কেমন করে তার রাপিব,
 আমার মনোষ স্ন বাজ করে, হৃদি পঙ্কে ন চাইব ।
 কালী পদর পদ্ধতি যা, মন তোরে তা জানাইব ।
 আছে আর যে চুটা বড় ঠাটা সে কণাকে কেটে দিব ।
 কালী তেবে কালী হয়ে, কালী বলে কাল কাটাব,
 আমি কালাকালে কালের মুখে, কালী দিয়ে চলে যাব ।
 প্রসাদ বলে আর কেন না, আর কত গো প্রকাশিব,
 আবার কিল খেয়ে কিল চুরি তবু,
 কাশী কালী না ছাড়িব ॥ ৭২৮ ॥

সৌহিনী বাহার—একতারা ।

তুমি এ ভাল করেছ সা, আনায়ে বিষয় দিলে না,
 এমন ঐহিক সম্পদ কিছু আমায়ে দিলে না ।
 কিছু দিলে না পেলে না, দিবে না পাবে না,
 তায় বা ক্ষতি কি আর ;
 হোক দিলে দিলে বাজী, ত্যজেও আছি রাজি,
 এবার এ বাজী ঘোর গো,
 ও মা দিতিন নিতাম, নিতাম খেজম, মজুরী করিয়ে তোম,
 এবার মজুরী হলো না, মজুরী চাই কি,
 কি জোরে করিব জোর গো ।
 আছ তুমি কোথা, আমি কোথা, মিছামিছি করি শোর,
 শুধু শোর করা মরো, তোম যে কুধারা,
 মোর বে দিনে ঘোর গো ।
 ও মা ঘোর মহা নিশি, মন যোগে জাগে, কি কাজ তোম করে
 আমার এ কুল ও কুল ছুকুল গেল, হুগা না গেমে চকের পে,
 ও মা, আমি টানি কুলে মন প্রতিকূলে, দাক্ষন করন জোর,
 রামপ্রসাদ বলে, পক্ষ ছুটানায়,
 মরে মন তুঁড়া চোর গো ॥ ৭২১ ॥

প্রমাদী—একতারা ।

তারা আর কি ক্ষতি হবে, হুদে গো জননী শিবে ।
 তুমি তবে লবে বড়ই লবে প্রাণকে আনার লবে,
 থাকে থাক্ যায় থাক্ এ প্রাণ যায় যাবে ।
 যদি অভয়পদে মন থাকে তো কাজ কি আমার ভবে,
 বাড়িয়ে তরঙ্গ রঙ্গ আর কি দেও শিবে ।
 একি পেয়েছ আনাহী দাঁড়ী তুফানে ডরাবে,
 আপনি যদি আপন তরী ডুবাই ভর্যাব্দে ।
 আমি ডুব দিয়ে জল খাব তবু অভয়পদে ডুবে,
 গিয়েছি না যেতে আছি আর কি পাবে ভবে ।
 আছি কাঠের মুরদ খাড়া মাত্র গণনাতে নবে ॥ ৭২০ ॥

প্রসাদী—একতারা ।

আমি অই খেদে খেদ করি,

ঐ যে তুমি না থাকিতে আমার, জাগা ঘরে হয় চুরি ।

মনে করি তোমার নতুন করি, আবার সময়ে পাশরি !

আমি বুঝেছি পেয়েছি আশায়, জেনেছি তোমার চাতুরি ।

কিছু দিলে না, পেয়ে না, নিলে না, খেলে না,

সে দোষ কি আমারি ।

দিদিতে, পেতে নিতে খেতে, দিভান পাওয়াইতাম তোনারি ।

যশস্বতীশ্বরী হরিশ্বরী, সকলি রস তোনারি,

(ওঠনা) রসে থেকে রসভঙ্গ, কেনকর রসেশ্বরী ।

প্রসাদ বলে মন দিয়াছ মনেরি আ কঠারি,

(আ) তোনার হৃষ্টবৃষ্টি-পোড়া, মিষ্ট বলে ঘুরে মরি ॥ ৭৩ ॥

প্রসাদী—একতারা ।

হৃদয় কথা শুনি না তারা, আমার ঘর ভাগ নয় পরাংপর ।

দায়ের নিয়ে ঘর করি না, তাদের এমনি কাজের ধারা,

(আ) পাঁচের আছে পাঁচ বাসনা, সুপের ভাগী কেবল তাঁরা

অস্বাস্থ্যকর ঘরে বাস করিয়ে, মানব ঘরে ফেরা ঘোরা,

এই যজ্ঞক্ষেত্রে সান্নিধ্যেরে, সার হলো গো হৃৎপের ভরা ।

রাগপ্রসাদের কথা লও না, এ ঘরে বসতি করা,

রক্ত কটা বেজন, হির বহে মন, ছাছনে ত কলে দারা ॥ ৭৩২ ॥

প্রসাদী—একতারা ।

মন ভুই কান্দালী কিসে ও ভুই জ্বালিন নায়ে সর্ব্বনেশে ।

অনিভা ধনের আশে, অনিতেছে দেশে দেশে,

ও তোর ঘরে চিত্তামণি নিধি দেগিস না রে বসে বসে ।

মনের মত মন যদি হও, রাখরে যোগেতে মিশে,

যখন অঙ্গপা পূর্ণিত হবে ধরবে না আর কালবিষে ।

ওরুদত্ত রত্ন তোড়া, বাঁধরে যতনে কসে,

দীন রামপ্রসাদের এই মিনতি, অভয়চরণ পাবার আশে ॥ ৩৩ ॥

প্রসাদী সুর—একতালা ।

মন গরিবের কি দোষ আছে,

তুমি বাজীকরের মেয়ে শ্যামা, যেমনি নাচাও তেমনি নাচে ;

তুমি কর্ম, ধর্ম্মাধর্ম্ম মর্ম্মকর্ম্ম বুঝা গেছে,

(ওনা) তুমি ক্ষিতি, তুমি জল, কল কলাচ্ছ কলা পাছে ।

তুমি শক্তি, তুমি ভক্তি, তুমিই মুক্তি শিব বলেছে,

(ওনা) তুমি দুঃখ, তুমিই সুখ চণ্ডীতে তা লেখা আছে ।

প্রসাদ বলে কর্ম্মসূত্র, সে সূত্রের কাটনা কেটেছে,

(ওনা) মায়া-সূত্রে বেঁধে জীব, কেঁপা কেঁপা খেল খেলছে ॥ ৭০৪ ॥

প্রসাদী—একতালা ।

দেখি না কেমন করে আমারে ছাড়ায়ে যাবা,

ছেলের হাতের কলা নয় না, কাঁকী দিয়ে কেড়ে থাবা ।

এমন ছাপান ছাপাইব, মাগো খুঁজে খুঁজে নাহি পাক,

বৎস পাচ্ছ গাভী যেমন, তেমনি পাছে পাছে ধাক্ক ।

প্রসাদ বলে কাঁকী জুকি, দিতে পার পেল হাবা,

আমার যদি না তরাও না, শিব হবে তোমার বাবা ॥ ৭০৫ ॥

প্রসাদী—ধররা ।

দুখ দিতে আর কম দিলি না, গেল দুখে দুখে জনম গো না,

দুখের বোঝা বয়ে মরি, দেখেও তাই দেখিস না না ।

যেমন তোর নামেতে শমন পলায়, আমার নামে তেমন ভুই দা

অন্তে দুখ করে সুখ পায়, আমি পেলেম দুখে দুখ না

আমার পায়ের কাদা নাথায় উঠে, মাথার ঘামে পা ভিজ়ে না ।

তুচ্ছ ধনের কাঙ্গাল হয়ে, দেশ বিদেশে ঘুরে মলাম,

ধুলার শব্দায় মশাতে খায়, হাত পা নাড়ি ঘুম আসে না ।

তখন দুখের কথা মনে উঠে, চক্ষের জলে বুক ভাসে না ।

আমার ভাত হয়তো, বাঞ্জন হয়না, বাঞ্জন নিলে ভাত ঘটে না,

রাজমোহন কয় কেবল আমি নই,

কারেও সর্ব্বপুর দেখলেম না ॥ ৭০৬ ॥

শ্রীমাজ—রূপক ।

মা, কত নাচ গো রণে,
 নিরুপমা বেশ বিগলিত কেশ,
 বিবসনা হর হৃদে কত নাচ গো রণে ।
 মগ্ন-হত দিতি-তনী-মস্তক-হার-লম্বিত স্তম্ভবনে,
 কত রাজিত কটকটে, নয়-কর-নিকর কুণক-শিশু শ্রবণে ।
 অধরসুললিত, বিশ্ববিন্দিত, কন্দ বিকসিত সুদশনে,
 শ্রীমা মণ্ডল কর্ণ নিরমল, মাট্‌হাস মধনে ।
 সরল জলধর, কাণ্ডি সুদর, কবির কিবা শোভা ও বরণে,
 প্রবাহ প্রবর্তি, গম মানন নৃত্যতি, রূপ কি ধরে নয়নে ॥ ৭৩৭ ॥

কালী মুক্ত কর মা আনারে, ময়না ক্রেশ আর শরীরে,
 বহুকাল বন্দী আছি সংসার-কারাগারে ।
 মায়া মোহ এমনি বেড়ী, সাধ্য কি যে এক পা নড়ি,
 হাতে গলে দড়া দড়ী দারা সূত পরিবারে ।
 সামারিক কাজ পাটুনি, কারাগারে টানাটানি,
 কামাই নাই দিবা রজনী অদৃষ্ট অনুসারে ।
 বন্ধন মোচনের উপায়, কেবল আছে ঐ রাজা পায়,
 যে ধরে সে অনাগ্রাসে পায়, শিব কন তরঙ্গারে ॥ ৭৩৮ ॥

প্রমাদী—একতালা ।

(ওম্) তোম মায়া কে বুঝতে পারে,
 তুমি জেপা মেয়ে, মায়া দিয়ে রেখেছ সব পাগল করে ।
 মায়াভরে এ স মারে, কেহ কারে চিন্তে নারে,
 ঐ যে এমনি কালীর কাপ আছে যে,
 যেমনি দেখে তেমনি করে ।
 পাগল মেয়ের কি বরণা, কে তার ঠিক ঠিকানা করে,
 রামপ্রসাদ বলে, যায় গো জালা, যদি অনুগ্রহ করে ॥ ৭৩৯ ॥

টুরিজায়েনপুণী—একতালা ।

সময় তো থাকবে না গো মা, কেবল কথা রবে,
কথা রবে, কথা রবে, জগতে কলঙ্ক রবে ;
ভাল কিবা মন্দ কালী, অবশ্য এক দাঁড়া হবে,
সাগরে বার বিছানা মা, শিগিরে তার কি করিবে ।
ছুঃখে ছুঃখে জরজর, আর কত মা ছুঃখ দিবে,
কেবল ঐ দুর্গা নামে, শ্রামা নামে কলঙ্ক রাটবে ॥ ৭৪০ ॥

প্রসাদী—একতালা ।

সামান্য ভবে ডুবে তরী, তরী ডুবে যায় জনমের মত
জীৱ তরী তুফান ভারী, বহিতে নারি ভয়ে মরি,
ঐ যে দেহের মধ্যে ছয়টা রিপু,
এবার তারাই কচ্ছে দাগাদারী ।
এনেছিলে, বসে থেয়ে মন, মহাজনের মূল খোয়ালি,
যখন হিসাব করে দিতে হবে মন, তখন তহবিল হবে হারি ।
দীন রামপ্রসাদ বলে মন, নীরে বুদ্ধি ডুবায় তরী,
তুনি পরের ঘরের হিসাব কর, আপন ঘরে যায় বে চুরি ॥ ৭৪১ ॥

ইমন কল্যাণ—আড়াঠেকা ।

এ নব বরসে, এলোকেশে এল কে সে,
চতুর্হস্তা ভয়ঙ্করা ঘোরা ভীষণবেশে ।
শ্রামাস্ত্রে রুধিরাবৃত, নব ঘনতে তাড়িত,
বজ্রসম হু হু করিত, আসবপান আবেশে ।
সমরে মহা অধীরা, ছিন্নমুণ্ড-অসিধরা,
রক্তে ধরা ভয়ঙ্করা মা ভৈঃ মা ভৈঃ সদা ভায়ে ।
ব্রহ্মাণ্ড করিতে নাশ, হলো কি মা তব আশ,
অভিলাষ হয় ধুঞ্জটী পতিত প্রাসে ॥ ৭৪২ ॥

জ লা—থররা ।

কালী হলি না রাসবিহারী, নটবরবেশে বৃন্দাবনে ।

পৃথক প্রণব, নানা লীলা তব, কে বুঝে এ কথা বিবস ভারী,
নিজ তনু আধা গুণবতী, রাধা, আপনি পুরুষ আপনি নারী ।
লো বিবসন কটি, এবে গীতধর, এলো চুলে চুড়া বংশীধারী,
আগেতে কুটিল নয়ন অগাঙ্গে, মোহিত করেছ ত্রিপুরারি ।

ছিল দন ধরি হাস, ত্রিভুবন ভাস,

এবে মৃদু হাসি ভুলে ব্রজকুমারী ।

পূর্বের শোণিতমাগরে, নেচেছিলে শ্রীমা,

এবে প্রিয় তব যমুনা-বারি ।

প্রসাদ হাসিছে, সরসে ভাসিছে, বুঝেছি জননী মনে বিচারি,
মহাকাল কান্ত, শ্রীমা শ্রীমা তনু, একুই বুঝিতে নারি ॥ ৭৪৩ ॥

প্রসাদী—একতারা ।

যাক একখান ভাঙ্গা ঘরে, তাই ভয় পেয়ে না ডাকি তোরে ।

সিলোলেতে হেলে পড়ে, আছে কালীর নামের জোরে,

ঐ যে রাত্রে এসে ছয়টা চোরে,

মেটে দেওয়াল ডিকিয়ে পড়ে ॥ ৭৪৪ ॥

প্রসাদী সুর—একতারা ।

মন করোনা দেবদেবী, যদি হবি রে বৈকুণ্ঠবাসী ।

আমি বেদাগম পুরাণে, করিলাম কত খোঁজ তালশী,

ঐ যে কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম, সকল আনার এলোকেশী ।

শিবরূপে ধর শিখা, কৃষ্ণরূপে বাজাও বাঁশী,

ওমা, রামরূপে ধর ধনু, কালীরূপে করে অসি ।

দিগম্বরী দিগম্বর, পত্নীর চরণবিলাসী,

শ্রীশানবাসিনী বাসী, অযোধ্যাগোকুলনিবাসী ।

ভৈরবী ভৈরব সঙ্গে শিশু সঙ্গে একবয়সী,

প্রসাদ বলে ব্রহ্ম নিরূপণের কথা দৈতোর হাসি,

আমার ব্রহ্মনয়ী সর্ব ঘটে, পদে গঙ্গা গয়া কাশী ॥ ৭৪৫ ॥

টোরা—কাওয়ালী ।

ভাব নব জলধর-বরণী রে
 তবনীরে যদি ত'রবে সমরে, ছুখ-নাশিনী ঈশানী ।
 হৃদয় বাসিনী-পদ ভাবিলে জীবনা যাবে দূরে,
 ঈশ দল্লভাস্তকারিনী অন্তর-বাসিনী
 কৃতান্ত-বারিনী শ্যামা মারে ।
 সে যে বাসনা-ফল-দায়িনী বাসনা পুরায় জননী,
 বাস করে পতিবক্ষোপরে, সে যে সন্তবরুণী অমি ধরে,
 নরক-বারিনী নর-শিরে ।
 শিবে সঙ্কট-হরা নাম শত্রুর দারা নাম,
 রসে বশ কর রসমারে, গত দিব জতমতি
 গতির নাহি সম্ভ্রতি দাশরথী কেন চিন্তে নারে
 শ্যামা জনম-নরণ হারিনীরে ॥ ৭৪৬ ॥

প্রসাদী—একতালী ।

নরি গো এই মনোভঞ্জে, (ওমা) না বিনে ছুখ বলব কাহে
 এ কি অসম্ভব কথা শুনে বা কি বলবে লোকে,
 ঐ যে যার না জগদীশ্বরী, তার ছেলে মরে পে টর ভুকে ।
 সে কি তোমার সাধের ছেলে না, রাখলে যারে পরম সুখে,
 (ওমা) আমি কত অপরাধী, লুণ মেলেনা আমার শাকে
 ডেকে ডেকে কোলে লয়ে, আজড় মারিলে আমার বুকে
 (ওমা) মাগের মত কাজ করেছ, ঘোষিবে ভগতের লোকে ॥ ৭৪৭ ॥

প্রসাদী—একতালী ।

আর তোরে ডাকবনা কালী,
 তুই মেয়ে হয়ে অসিধরে, নে টা হয়ে রণ করিলি ।
 দিয়াছিলি একটা বৃত্তি, তাও তো দিয়ে হয়ে নিলি,
 ঐ যে ছিল একটা অবোধ ছেলে, না হয়ে তার মাথা খেলি ।
 দীন প্রসাদ বলে মা, এবার কালী কি করিলি,
 ঐ যে ভান্সা নায়ে দিয়ে ভরা, লাভে মূলে সব ডুবালি ॥ ৭৪৮ ॥

মূলতান—একতাল।

তারা, তোমার আর কি মনে আছে,

(সুমা) এখন যেমন রাখলে সুখে, তেমনি সুখ কি পাছে ।

শিব যদি হয় সত্যবাদী, তবে কি তোমায় সাধি,

তোমা, ওমা, ফাঁকির উপরে ফাঁকি, ডান চক্ষু নাচে ॥ ৭৪৯ ॥

প্রসাদী—একতাল।

বন দেখি ভাই কি হয় মনে, এই বাদানুবাদ করে সকলে ।

কেহ বলে ভূত প্রেত হবি, কেহ বলে তুই স্বর্গে যাবি :

কেহ বলে সালোক্য পাবি, কেহ বলে সামুজ্য মোশে ।

বেদের আভাষ তুই ঘটাকাশ, ঘটের নাশকে মরণ বলে,

(ওরে) শূন্যেতে পাপ পুণ্য গণ্য মান্ত করে সব খোয়ালে !

এক ঘরেতে বাস করিছে, পঞ্চজনে মিলে জ্বলে,

সবে সময় হইলে আপনা আপনি, বে যার স্থানে যাবে চলে ।

প্রসাদ বলে যা ছিলে ভাই, তাই হবি রে নিদান কালে,

মন মনের বিশ্ব জলে উদয়, জল হয়ে সে গিশায় জলে ॥ ৭৫০ ॥

প্রসাদী—একতাল।

মন রে কৃষি কাজ, জান না,

এমন মানব জমি রইলো পতিত,

আবাদ কল্লৈ ফল্ তো সোনা ।

কালী নামে দাওরে বেড়া, ফসলে তছরূপ হবে না,

যে যে মুক্তকণ্ঠে শব্দ বেড়া, তার কাছেতে যম যোঁসেনা ।

অন্ত অন্ধ শতকে বা, বাজাপ্ত হবে তা জান না,

এখন আপন ভেবে যতন করে, চুটিয়ে ফসল কেটে নেনা ।

এক রোপণ করেছেন বীজ, ভাজি বারি তার সোঁচ না

(ওরে) একা যদি না পারিস মন,

রামপ্রসাদকে ডেকে দেনা ॥ ৭৫১ ॥

প্রসাদী—একতলা ।

মায়ের চরণতলে স্থান লব, আমি অসময়ে কোথা যাব ?
 যবে জায়গা না হয় যদি, বাহিরে রব ক্ষতি কি গো,
 মায়ের নাম ভরসা করে উপবাসী হয়ে পড়ে রব ।
 প্রসাদ বলে উমা আমার, বিদায় দিলেও নাইকো যাব ?
 আমার দুই বাহু পসারিয়ে চরণতলে পড়ে প্রাণ তাজিব । ৭৫২ ।

আলিয়া—ঠুংরি ।

শ্রামাধন সাধন কর, সামান্য ধনে কি হবে,
 নিলে খুলে নিধন যে ধন, সে ধনে মন কাজ কি হবে ।
 অমর অসাধ্য ধন, বিরিকি বাঞ্ছিত ধন,
 শঙ্করের সঞ্চিত যে ধন, সংক্ৰেতে সঞ্চিত রবে ।
 ধনেশ্বর বল্বে ধনী, মহেন্দ্র মানিবে মানী,
 সুরপুরে জয়ধ্বনি, সুরধুনী কোলে লবে ।
 ধান্য ধন ধরো ধন, হয় হস্তী গোধন পোষণ,
 জ্ঞান-তুলেতে কর ওজন, এ সব ধনে পামাণ হবে ।
 রূপা সোণা মণি নানিক, উপাসনা করে বণিক,
 এ সব সম্পদ নগ্নিক, ভাগীদারে ভাগ বসাবে ।
 ঢেকে রাখতে চাইনে সিদ্ধুক চৌকী দিতে চাইনে বন্ধুক,
 তাঁর নামটা ভীমা ভয়ঙ্করী, ভয় করে ধীরে ভৈরবে । ৭৫৩ ।

প্রসাদী—একতলা ।

মন রে তোর চরণ পরি ।

কালী বলে ডাকরে, ওরে মন, তিনি ভবপারের তরী ।
 কালী নামটা বড় মিষ্টা, বলয়ে দিবা শঙ্করী,
 (ওরে) যদি কালী কবেন তুপা, তবে কি শমনে ভরি ।
 ছজ্ঞ রানপ্রসাদ বলে, কালী বলে যাব ভরি,
 তিনি বলা বলে বলা কালী, তিনি এ ভববারি । ৭৫৪ ।

প্রসাদী—একতালা ।

আমার তনের ছঃখ রইলো মনে, পুরলো নাকো মনের আশা ।
 ছঃখে ছঃখে কাল কাটালেম, সুখের আর কিবে ভরসা,
 আমি বলব কি করুণাময়ী, সঙ্গে ছয়টা করুণাশা ।
 শ্রীরাগপ্রসাদ বলে মা, ভেবে ভেবে পাইনে দিশা,
 যি অভয়পদে শরণ নিয়ে, ঘটলো আমার উলটা দশা ॥ ৭৫৫ ॥

ধান্বজ—চিমেতেতালা ।

বাসা ও কে এলোকেশে, সঙ্গিনী রঙ্গিনী,
 ভৈরবী যোগিনী, রণে প্রবেশে অতি দ্বেষে ।
 কি সুখে হাসিছে, লাজ নাহি বাসিছে নাচিছে মহেশ-উরসে ।
 যোয় রণে মগনা হয়েছে নগনা পিবন্তি সুধা কি আবেশে ।
 চলিয়া চলিয়া, যাইছে চলিয়া, ধরবে বলিয়া, ঘন হাসে,
 মগননারীরে, চিনিতে নারি রে, মোহিত করেছে চিত্তবেশে ।
 কারে আর ভজরে ও পদে মজ রে,
 রূপে আলে করিছে দিক দশে
 কি করি রণেরে, হয়েছে মনেরে,
 প্রসাদ ভণেরে, চল কৈলাসে ॥ ৭৫৬ ॥

মূল গানী ধানেশী—একতালা ।

করুণাময়ী কে বলে তোরে দয়াময়ী,
 কারো দুঃক্ষেতে বাতাসা, (গো তারা)
 আমার এমনি দশা, শাকে অন্ন মেলে কৈ
 কারে দিলে ধন জন মা, হস্তী অথ রথচর,
 (ওগো) তারা কি তোর বাপের ঠাকুর
 আমি কি তোর কেহ নই ?

কেহ থাকে অটালিকায়, মনে করি তেমনি হই,
 নাগো আমি কি তোর পাকা খেতে দিয়াছিলাম নই ?
 বিহ্ব রামপ্রসাদে বলে, আমার কপাল বুঝি অমনি ওই,
 (ওমা) আমার দশা দেখে বুঝি, শ্রীমা হলে পাষণ্ডময়ী ॥ ৭৫৭ ॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।

আমি আছি গো তারিণী ঋণী তব পায় মা আমার অল্পপায়,
 ভজন পূজন বিসর্জন দিয়ে জননী গো,
 বিষয়-বিষ ভোজনে প্রাণ যায়।
 জুঠরে ষাতনা পেয়ে বল্লেন,
 এবার ভজিতে তোমায় আমি ভবে চল্লেন,
 হুপুল হব রব অপদে, ত্রিখত্র দিব তব শ্রীপদে,
 ওহে ধরায় পতিত হয়ে, রয়েছি পতিত হয়ে,
 পতিতপাবনী ভুলে না তোমায়।
 হল না সাধন, আর নয় না,
 হে দুর্গে, মা আমার দুখ ত আর নয় না।
 অপার দাশরথী শঙ্করী, হয় না নানস বশ কি করি,
 না যদি মোরে মনে করি, স্বপুণে বন্ধন কার,
 মুক্তকেশী মুক্ত কর, এ ভববন্ধন দায় ॥ ৭৫৮ ॥

পরজ—রাগপাতাল ॥

দে গো মা না আমায় চরণতরী, ৭
 অকূল ভব-সাগরে কি রাপেতে তারি ?
 তুমি তরাও তবে তারি, নইলে কি তারিতে পারি ?
 দে ঐ বিচিত্র তরী, অটরে কামনা করি।
 বিপদেতে ডাকি আমি, দুর্গে দুর্গতিনাশিনী,
 স্বপুণে তারিবে তুমি, এই ভিক্ষা করি ॥ ৭৫৯ ॥

ইমন পুরবী—আড়াঠেকা।

মা আমায় দিলে দুখ এত,
 জগৎজননী তুমি মা আমি কি ছাড়া জগৎ ?
 কিবা জলে, কিণ স্থলে, যে জন দুর্গা দুর্গা বলে,
 শমন পালায় ভয়ে, হয়ে অতি কম্পিত।
 তুমি গো জগৎেশ্বরী, কটাক্ষে ছেরিলে তারি,
 না হয়ে সন্তানে দুঃখ দেওয়া এতো অনুচিত ॥ ৭৬০ ॥

ললিত—তেওট ।

কুলবালা উলঙ্গ, ত্রিতঙ্গ কি রঙ্গ, তরুণ বয়েস,
মল্লুজদলনা, ললনা সমরে শবে, বিগলিত কেশ ।

হল বোর নিনাদিনী, সমরে বিষাদিনী, মদনোন্মাদিনী বেশ ।

ভূত শিশাচ প্রথম সঙ্গ, ভৈরবগণ নাচত রঙ্গ,
সঙ্গিনী বড় রঙ্গিনী, নগ্না সমান বেশ ।

গজ রথ রথী করত আসে, সুরাসুর নর-হৃদয় ত্রাস,
ভূত চলত চলত রসে গর গর, মরকর কটদেশ ।

কহিছে এসাদ, ভুবনপালিকে, করুণা করু জননী কালিকে,
তব-পারাপার তরাবার ভার হরবধু হর ক্রেশ ॥ ৭৬১ ॥

সিকু ভৈরবী—তেওট ।

দধনয়ী গঙ্গ, প্রবল তরঙ্গ, অপাঙ্গ কর গো মা করুণা ।

আগমে নিগমে, বা তোমার মহিমে, অধীনে কি করিব বর্ণনা ।

তব নিকটে থাকি, তব মৃত্তিকা মাখি,
তব নাম ডাকে যেন রসনা ।

তোমা হীন দেশে গিয়ে, রাজ্যেশ্বর রাজা হয়ে,
থাকিতে না হয় মনে বাসনা ।

তুমি না সত্য তুমি না মর্কটীর্থ, কৃতার্থনয়ী তা কেউ জানে না ।

অধম কালিদাস বলৈ, না আমার অন্তিম কালে,
পাপাত্মা বলে পদে ঠেল না ॥ ৭৬২ ॥

ভৈরবী—মধ্যমান ।

কে শু বিহরে হর-হৃদিপরে, হর-মনোমোহিনী,
চরমে অরুণ রবিশশী যেন নখরে প্রথরে আপনি,

শোভিত প্রপদ, দেয় মোক্ষপদ, আপদে সম্পদদায়িনী
চরণে নূপুর আলো করে পুর, মণিময় পুরবাসিনী,

রক্ত শিখরে, করে অসি করে, শিশির-শিখর-নন্দিনী,
হল চরম সময়, মরমেতে হয়, কালী কালভয়বারিণী ॥ ৭৬৩ ॥

জয়জয়ন্তী—একতাল ।

মা তোরে আর ডাকবো কত আগার কষ্টে প্রাণ হল ওষ্ঠাধর !
 কাণের মাথা ধেয়ে শুনিস না মা তা কি
 পাষণ-নন্দিনী, ভুলি মমতা কি,
 পাশরি সম্মানে পাষণের মত ?
 যে তোর শঙ্করি হয় আশার দাস,
 সর্বনাশী তার কর সর্বনাশ,
 হরিশ দীন হীন, পরাস তার কপীন,
 এইতো মা তোর করুণা, যত যাবে দিন ।
 দিন রবে না তারা, জানা গেল কেবল তারা নামের ধার,
 দুর্গা নামে মুক্তি এই শিব উক্তি,
 হরিশের ভাগ্যে হল তা হত । ৭৬৪ ।

মুলতান—রাগ পতাল ।

আমাপদ আকাশেতে মন ঘুড়িখানি উড়তেছিল,
 কুলুমের কুবাতিস পেয়ে গোপ্তা-মেয়ে পড়ে গেল ।
 মায়া কান্নি হল ভারী, আর আমি উঠাতে নারি,
 দারাসুত কলের দড়ী, ফাঁস লেগে সে কেঁসে গেল ।
 আনমুণ্ড গেছে ছিঁড়ে, উঠিয়ে দিলে অগ্নি পড়ে,
 বাধা নেই সে আর কি উড়ে, সঙ্গেই ছজন জয়ী হল ।
 ভক্তি ডোরে ছিল বাধা, খেলতে এসে লাগলো বাধা,
 কবচভের হাসা কান্দা,—না আশা এ ছিল ভাল । ৭৬৫ ।

“ওরে তিনুরে—স্বর”

যা অনায়াসে হয় তাই কর রে,
 কাজ কি আমার কোশা কুশি, আয় মন বিরলে বসি,
 ভাব শ্রামা এলোকেশী, বারাগমী পাবি রে ।
 তস্মাথা ত্রিলোচন, শিবের কোন্ পুরুষে ছিল ধন,
 শ্রামা নিবনের ধন, তাই মঙ্গল জপরে ॥ ৭৬৬ ॥

সিদ্ধু খায়াজ—একতারা ।

জানি মা তোর জেতের ধারা,

কেন সোজা কথা শুন্বি তারা ?

বাপ পাষণ মা পাষণী, তুই হয়েছিস তার বাড়া.

অঙ্কলক্ষ্মী বার হয়েছিস, করেছিস্ তায় লক্ষ্মীছাড়া ।

যে শ্মশানে শ্মশানে ফিরে, ভিক্ষে করে পাড়া পাড়া,

তোর দয়া কি চাব মাগো করুণা তোর সৃষ্টিছাড়া ।

ও তুই পেণের ছালায় আপনি খাস মা,

আপন মুণ্ডের কুধিরধার ।

হরিশ বলে ভাব ভেবে তোর, স্থির হয় ছোটো আঁখিতারা ।

আনি বুঝতে নারি, ও শঙ্করী,

কে তোর নাম রেখেছে তারা ॥ ৭৬৭ ॥

প্রসাদী—একতারা ।

শ্যামা মা কি কল করেছে, কালী মা কি কল করেছে,

চৌদ্দপুখা কলের ভিতর, কত রঙ্গ দে তেছে ।

যে কলে চিনেছে তারে, কল হতে হবে না তারে,

কোন কলের ভক্তিদোরে আপনি শ্যামা বাঁধা আছে ।

যতক্ষণ কালী কলে রয়, কুলের কল স্ববশে রয়,

কখন বলে কালী গেলে, কেউ না যায় সে কলের কাছে ॥ ৭৬৮ ॥

বনমু বাহার—আড়াঠেকা ।

তারা তুমি কত রূপ জান ধরিতে,

জননি গো জালামুখী গিরি-ছহিতে ।

লোমকূপে ধরা ধর ব্রহ্মমূরী পরাংপর,

অম্বর বনাশ কর মা আঁখির নিমেষে,

তুহি রাধা, তুমি কৃষ্ণ, মহামায়া মহাবিক্ৰ,

তুমি গো মা রামরূপিনি, তুমি অসিতে ॥ ৭৬৯ ॥

সোহিনী—আড়াঠেকা ।

আর কত যন্ত্রণা শ্রামা দিবি গো আগারে,
সহে না জঠরব্যাধি জননী গো বারে বারে ।
নিজ দোষেতে দূষিত হয়ে আছি জ্ঞানহত,
কৃতান্ত-ভয়জনিত, এ দুস্তারে কে নিস্তারে ।
তবাজ্জ্ব-কমলে, নাহি মর্ত গো বিমলে,
তাহি অকিঞ্চনে ডাকে মা ভববন্ধনকুপেতে পড়ে ॥ ৭৭০ ॥

গারাভৈরবী—ধরয়া ।

চল যাই কাজ নাই তারার তালুকে রে,
কখন আছি কখন নাই, এ তালুকের মুখে চাই ।
পঞ্চজনার জানীনি দিয়ে, এসেছ বয়নামা লয়ে,
ভুলিলে বিষয় পেয়ে, শেষেতে পাবি সাজাই ।
ষড় রিপু জ্যোষ্ঠ যে, কামুনগুই হয়েছে সে,
হস্ত বুদে জব্দ করে ফিরিয়াছে সদাই ।
ক্রোধ হল পট্টয়ারী, লোভ মোহ মোহকারী,
খাজাগ্রী হয়েছে মদ মাংসযা : ই দুটী ভাই ।
যখন তোমার তশীল হবে, সঙ্গী হবে পলাইবে,
তখন কার দোহাই দিবে, আমার মা বিনে গতি নাই ॥ ৭৭১ ॥

মুগতান—একতারা ।

মা আমার অন্তরেতে জাগো, জাগো গো মা কুলকুণ্ডিনী ।
তোমায় অন্তরেতে রাখি নিয়ত নিরখি,
অন্তর না করি দিবা রজনী ।
ভক্তি-পুষ্প দিয়ে শ্রদ্ধা-চন্দন, তদঞ্জলি করি চরণে অর্পণ ।
নেত্র মুদে, মনসাধে, করি কালীকূপ দরশন ।
কামাদি ছয় বলি, দিব গো করালি,
বিবেক অসি করে ধারণ করি ।
তাহে জানাগ্নি জ্বালিব, হি সাহসি দিব,
তবে ঘটে প্রবেশিবে শিবানী ॥ ৭৭২ ॥

ভৈরবী—আড়থম্‌টা ।

ওগো ত্রিনয়না মা তোমার কেমন মহিমা,

আমা হতে জানা যাবে গো এবার !

আত্মপুণ্যে নর হয় যদি উদ্ধার,

মাহাত্ম্য কি তোমার তাতে বল না ?

আমি হীন-ভক্তি আনার দিতে মুক্তি,

আদ্যাশক্তি শক্তি হল না তোমার !

(মা গো) তুমি ধর্ম্মার্জিত ধর্ম্ম সংঘটন,

তোমাতে উৎপত্তি স সার পালন,

কুমতি স্মৃতি তুমি সবার গতি,

যার প্রতি হয় যেমন দয়া :

নায়া-চক্রে আগায় ফেলি,

যেমন চালাও তেমনি চলি, যেমন বলাও তেমনি বলি

হুগী বলতে মুখেদাও না অবসর ।

গভবাসী যখন মানস বৈরাগ্য,

ভবধানে এসে হলান উপসর্গ,

এব মায়া পায় দিতে পাত্ত অর্থা, বাসনা ছিল না মনে ।

(মা গো) ইহকাল গেল অসুখে,

বঞ্চিত হলেন পরলোকে,

কবলের কর্ণবিপাকে, কলুর পাতকী হন না উদ্ধার ॥ ৭৭৩ ॥

ভৈরবী—মধ্যমান ।

যদি ভবনদী পার হতে থাকে বাসনা,

দক্ষিণা কালীকে কৃষ্ণে ভেদ করো না !

অসিধারী বংশীধারী পীতাম্বর দিগাম্বরী,

দ্বভুজ মুরলীধারী, লোলয়সনা,

বনমালী মুণ্ডমালী, শিখিপুচ্ছ শিখিভালী,

মকরাবৃন্তি কুণ্ডল, কভু শবশিশু বলি,

দেখ ঐ কৃষ্ণকালী করি মনন ॥ ৭৭৪ ॥

সুৰট মল্লার—আড়াঠেকা ।

কে রণ-রঙ্গিণী, যোগিণী, সঙ্গিণী হয়ে উলাসিণী, মাচিছে সম
পদতুল নব প্রভাকরকর দশ সুধাকর, শোভিছে নথরে ।
কিবা জীমূতাসী জ্যোতি তম-হর, চরণে পতিত শবকপে হর,
জ্বা বিষদল কিবা মনোহর, শোভিছে ও পদে, সঁপিছে অম
কুন্তলজাল জিনি কাদম্বিনী, আরলু নলিনী দল ত্রিনয়নী,
লোল-রসনা করাল বদনী, শোণিতের ধারা বহে বিষাধরে ।
দক্ষে কম্পে ধরণী সঘনে, করে হৃৎকার-পাবক নিঃশ্বনে ।
কবে ইরশ্বদ নরনেরি কোণে, ক্ষণপ্রভা খেলে দশন উপরে ।
ভয়ঙ্করা মূর্তি দেখে লাগে ভয় কিন্তু ভঙ্কে বিতরিছে বরাতয়,
অকিঞ্চনে কর সামান্য তো নয়,
ব্রহ্মময়ী উদয় হয়েছেন সাকারে ॥ ৭৭৫ ॥

৭৭৬ — জলদ তেতালী ।

মন মানসে জপ ন , কামারি-অঙ্গনা,
জপরে একান্তে, দিনান্তে নিশান্তে, প্রাণান্তে কুতান্তে ছোঁবে না
সে পদ রাতুল, হয় শূল মূল,
জ্বাতে না হেরি তার সমতুল, তারে কভু ভুলে থেকো না ।
কালীপদ লাগিয়ে হলে চিত্তাকুল,
কালী সে কিঙ্করে হন অনুকুল,
অনায়াসে তারে কালী কুলীনকুল,
কভু প্রতিকুল থাকে না ॥ ৭৭৬ ॥

মুলতান—রাঁপতাল ।

কখন কি রঙ্গ থাক মা, শ্যামা সুধাতরঙ্গিণী,
লক্ষে ঝম্পে, অপাঙ্গে অনঙ্গে ভঙ্গ দেও জননী ।
লক্ষে ঝম্পে কম্পে ধরা, অঁসধরা, করালিনী,
ভুমি ত্রিগুণধরা, পরাংপরা ভয়ঙ্করা কাস-কামিনী,
সাধকেরই বাঞ্ছা পূর্ণ কর, নানা-রূপ ধারিণী
কভু কমলের কমলে নাচ মা, পূর্ণব্রহ্ম সনাতনী ॥ ৭৭৭ ॥

বাগজী—আড়াঠেকা ।

শিব সঙ্গে সদা সঙ্গে আনন্দে ম'না,
সুখ পানে চল চল, কিন্তু চলে পড়ে না ।
বিপরীতরতাতুরা, পদভরে কাঁপে ধরা,
উভয়ে পাগলপারা, লজ্জা ভয় তো মানে না ॥ ৭৭৮ ॥

সিকু—আড়াঠেকা ।

কালি এই করো কাল এলে,
কাল বিরবে যখন, দেখা দিও হৃদকমলে ।
কুরুদণ্ড ঘন ঘন আমার মন, শমন দেগে না যায় ভূমে ॥
তারাদাসে বলে, অস্তে ঐঙ্গাজলে,
জিহ্বায় কালী কালী বলে ॥ ৭৭৯ ॥

বায়োয়া—যৎ ।

হুথের বাণী আছে কি;
বাণী টেনে উঠল দিয়ে দেব না না কতো বাকি ।
অন্ন বস্ত্র হলেম ছাড়া নিরানন্দ ধরায় সারা,
চাইলি না মা ও গো তারা, কষ্ট দেওয়া উচিত কি ?
অন্ন চিন্তা সন্দা করি, চিন্তা জ্বরে জ্বলে মরি,
ইচ্ছা হয় না তোর মুখ হেরি, ফালগাতী তাই ডাকি ।
কপালের লিখন যাহা, শমন না যায় তাহা,
অনুযোগে করা বৃথা নবীন পদাকাজ্ঞী ॥ ৭৮০ ॥

সিকু—কাণ্ডযালী ।

দুর্গা দুর্গা বলে না যদি মরি,
আমার এ দীনে, না তার কেননে, জানা যাবে শঙ্করী ।
আমি নাশি গো ত্রক্ষণ হত্যাকারী জ্ঞান,
সুখপান আদি বিবাশি নারী,
এ সব পাতক, ন ভাবি ত্রিনেত্র, ত্রক্ষপদ ভুজ্জ করি ॥ ৭৮১ ॥

মূলতান—একতালা ।

দোষ কারু নয় গো মা, স্বখাত-মলিলে ডুবে মরি মা ।
 ষড়রিপু হল কোদণ্ডস্বরূপ, পুণাক্ষেত্রমাঝে কাটলাম কূপ,
 যে কূপ ব্যাপিল কালরূপ জল, কাল মনোরমা ।
 আমার কি হবে তারিণী ত্রিগুণধারিণী
 বিগুণ করেছি স্বগুণে, কিসে এ বারি নিবারি,
 ভেবে দাশরথীর অনিবার বারি নয়নে ।
 ঝাষি ছিল কক্ষে, ক্রমে এল বক্ষে জীবনে জীবন নাঙ্কি হয় রদে,
 তবে তরি, চরণ-তরী দিবে ক্ষেমক্ষরী করি ক্ষমা ॥ ৭৮২ ॥

ইমন-কুলাণ—আড়াঠেকা ।

রাখ মা মায়ের ধর্ম জন্মশোধ মেখা দিয়ে,
 রয়েছে কুতান্তদূত শত পুরেতে ঘিরিয়ে ।
 মায়ের উচিত হয়, সন্তানে পাইলে ভয়,
 না ভৈঃ মা ভৈঃ মা ভৈঃ রবে ভয় নিবারে আসিয়ে ।
 সন্তানেরও এই রীতি, ক্ষুদা নিদ্রা তথা পাতি,
 নময়ে মা বলে ডাকে, তা কি জান না জানিয়ে ।
 অলিলে ক্ষুধাগ্নি কাল, মহানিদ্রা গত কাল,
 করাল কিঙ্কর ঝাল উগ্রবেশে দাঁড়াইয়ে ॥ ৭৮৩ ॥

কর্ণাটি ঝিঁঝিট—কাওয়ালী ।

বড় আশা করে এসেছি গো,
 ডেকে লও ফিরায়ে না জননী,
 দীনহীনে কেহ চাহে না, তুমি তারে রাখিবে জানি গো ।
 আর আমি যে কিছু চাহিনে চরণতলে বসে থাকিব ;
 আর আমি যে কিছু চাহিনে, জননী বলে শুধু ডাকিব ।
 তুমি না রাখিলে, গৃহে আর পাইব কোথায়,
 কেঁদে কেঁদে কোথা বেড়াব ।
 এই যে হেঁষি, তনসা-ঘন ঘোরা রজনী ॥ ৭৮৪ ॥

সুরট মল্লার—মধ্যমান ।

। তারা আপন জোরে লব শ্রীচরণ,
মাতৃধনে অধিকার, কভু না হয় পিতার,
পুত্রে প্রাপ্ত সুবিচার, দায়ভাগে এ লিখন ।
পিতা দত্তা ধনহারী, উভয় পিতা মাতারি,
অন্তর্ধ্যানে শ্রদ্ধাকারী, বিশেষ ভাস্তি কারণ ।
ভাঙ্গড় সে ত্রিপুরারি, আজন্মকাল ভিখারী,
কিছু অংশ দেয় না তারি, বক্ষে মেখেছে কৃপণ ।
পিতার লাগে পুত্রের শাপ, বুকে থেলে কাল সাপ :
দ্বিরাত্রিতে গেল পাপ, পিও দাপ্ত শ্রীমাচরণ ॥ ৭৮৫ ॥

থাহাজ—একতালী ।

নামেরই ভাবনা কেবল কালী গো তোমার,
কত কি তোমার কোশাকুশী, দে'তোর হানি লোকাচার,
নামেতে কালখাশ কাটে, জোটে তা দিয়েছে রটে,
আমি তো সেই জটের মুটে, হয়েছি আর হব কাঃ ।
নামেতে যা হবার হবে, মিছে কেন মরি ভেবে,
মিতাপ্ত করেছি শিবে, শিবের বচন সার ॥ ৭৮৬ ॥

প্রসাদী—একতালী ।

নিরন্তর যাবে দিন এ দিন যাবে, কেবল ঘোষণা রবে গো,
তারা নামে অসংখ্য কলঙ্ক হবে গো,
এসেছিলাম ভবেরহাটে, হাট করে বসেছি ঘাটে,
(ওমা) শ্রীশূর্য্য বসিল পাটে, নায়ে লবে গো ।
দশের ভরে নায়, দুঃখী জনে ফেলে যায়,
(ওমা) তার ঠাই যে কড়ি চায়, সে কোথা পাবে গো ।
প্রসাদ বলে পাষণ মেয়ে, আসন দে মা ফিরে চেয়ে,
আমি ভাসান দিলাম গুণ গেয়ে, ভবান্নবে গো ॥ ৭৮৭ ॥

কানেড়া মিশ্র—একতারা ।

সাধে কিগো শ্মশানবাসিনী,
পাগল করেছে পাগল, ভাইত ঘরে থাকিনি ।
সে কোথা একলা বসে, নয়নজলে ষরান ভাসে,
আমা হারা নিশে হারা ডাকছে কত না জানি ।
এই যেন সে সে পাগল আমার, দেখছি যেন মুখখানি তার,
যোর যামিনী একলা আছে, প্রাণের চিন্তামণি ॥ ৭৮৮ ॥

সিন্ধু ভৈরবী—টিমেতেতারা ।

পড়িয়ে ভবসাগরে ডুবে না তনুর তরী,
মোহ-ঝড়ে মায়-ভুফান, ক্রমে বাড়ে গো শঙ্করি ।
একে মন মাকী আনাড়ী, তাহে ছজন গৌয়ার দাঁড়ী,
কুবাতিসে দিয়ে পাড়ী, হাবু ডুবু পেয়ে মরি ।
ভেসে গেল ভক্তির হাল, ছিঁড়ে পড়লো শ্রদ্ধার পাল
নৌকা হল বান্চাল, বল কি করি :—
উপায় না দেখি আর, অকিঞ্চন ভেবে সার,
ভবক্ষেতে দিয়ে সাঁতার, দুর্গা নামের ভেলা ধরি ॥ ৭৮৯ ॥

ললিত সিন্ধু—যং ।

আর কি তারা ভয় বিপদে ?
আমি নাম নিয়ে তোরা
ঋণ দিয়েছি হৃদয়ের হৃদে ।
নামেতে হৃদয় মণ্ড, দেহ পদে সমর্পিত,
হৃৎ তোর ভাঙানে কত, দেখো মা মনেরই সাধে ।
কালী নান করি, সার ভাসাইলেম,
যা করাও মা তাই করি, হৃৎ এই বিষয় সম্পদে ;
বিষয়হীন সব তাগ হয়েছে, কাঁপিয়ে লেগেছে হৃদে ॥ ৭৯০ ॥

গৌরী—একতালা ।

কালী যে কেমন ধন কে জানে,
 কি জানে, বাক্য মনের অগোচর, আগমে যার বাধানে ।
 চিন্ময়ী চিৎস্বরূপা, চিতক্ষেত্র-চারিণী,
 ব্রহ্মমায়া বরপ্রদা ব্রহ্মরক্ষ, বাসিনী,
 সহস্রদলেতে সদা থাকেন ঈশান মনে ।
 প্রকৃতিপুরুষরূপে লীলায় করেন নৃত্য,
 সুখ দুঃখ পাপ পুণ্য কিছুতে নন লিপ্ত,
 কর্মফলে ভূমণ্ডলে ভোগে মাত্র ভূতগণে
 ঘটে, পটে, মঠে, কাটে, যে ভাবে যে করুনায়,
 কর্মফলে কালে আসি কালী দেখা দেন তার,
 পুরাতন সাধকের সাধ সাকারা হন যুগ্মে ।
 আশুতোষ অজ, ইন্দ্র, যাদবেন্দ্র যে মায়ায়,
 মুনালের তন্তুমধ্যে পলকেতে আসে যায়,
 পাদপু প্যারী তবে সে কালী পাবে কেমনে ? ৭১১ ।

কাকি মিশ্র—একতানা ।

ওমা কেমন মা কে জানে,
 মা বলে মা ডাকছি কত, বাজে না মা তোর প্রাণে ।
 মা বলেতো ডাকব না আর, লাগে কি না দেখবো তোমার,
 বাবা বলে ডাকব এবার, প্রাণ যদি না মানে ।
 পাবাণী পাষাণের মেয়ে, দেখ নাক এবার চেয়ে,
 পেছী নিয়ে ধেয়ে ধেয়ে বেড়াও ওগো গুণানে । ৭১২ ।

ভৈরবী—ঠেকা ।

এই বলি চরণে তোবার, জঠর বধণা আর দিবে কতবার ।
 মনের মতে হয় মত্ত, অপরাধ করিয়াছি কত,
 নিকটে শমনাগত, ভরসা তোমার । ৭১৩ ।

সিন্ধু—খয়রা ।।

আমার রসমার বাসনা আছে, ডাকি মা তোরে গো,
আমার মন রাজী, হয় না রাজী, বাদী দেখ মোরে গো ।
দেহের মধ্যে রাজা মন, গম্ভী আছে ছয় জন,
প্রজা সব ইন্দ্রিয়গণ সদা ভয় করে গো ॥ ৭৯৪ ॥

ঝিঁঝিট—আড়া ।

হে ভগবতি সতি, প্রজাপতি-দুহিতে ।
কোট উড়ুপতি জিনি, শ্রীমুখের জ্যোতি,
গুণাতীত গুণবতী প্রধান শক্তি ।
ওমা আমি জড়মতি, কিবা জামি স্তুতি,
গতি হীন অকিঞ্চনে তুমি মাত্র গতি ॥ ৭৯৫ ॥

ভৈরবী—তিয়ট ।

শুন হরদারা, কুপা কর ছরা,
পাপী তাপীকে পশুপালিকে গো ।
নাহি পূণাবল, কি হইয়ে বল, হইরে বিকল, ভাবি কালিকে
কাসাদি খট্, তারা অতি শঠ, ঘটায় রিপুনাশিকে ।
করুণাময়ি ক্রোধ, দেহি পদে স্থান,
তোম এ সম্ভান, জগদম্বিকে ॥ ৭৯৬ ॥

টোরী—তেওরা ।

রণে মত্তা দিগাম্বরী, নাচিছে শবোপরি ;
হী হী অটহাসে আ মরি মরি ।
এলোকেশী ভালে শশী, অসিধারিণী, রণমাঝে কে নাচিছে,
তাধিক তাধিক ধিক ধিক ধিক বাজিছে ভেরী ॥ ৭৯৭ ॥

ভৈরবী—আড়া ।

কুলী নাম অগ্নি লাগিল মম পাপ-কাননে ।

প্রবল হতেছে অতি রসনা পবনে ॥

কামাদি তরুণ, দক্ষ হলো পরস্পর,

কুমতি কুরঙ্গী তারা বাঁচিবে কেমনে ।

অবশিষ্ট মায়া মত, হইয়া বিহঙ্গ মত,

পলাইতে শূন্যপথে আছে আরাধনে,

কালী নাম লইলে মুখে, উঠে যে শিখে,

অমনি হইবে ভস্ম মহিমা গুণে ॥ ৭৯৮ ॥

ভৈরবী—চিতেভেলা ।

কি হবে উপায় বল না ঠারা ।

ভবভঙ্গ, কাতর অতিশয়, বিষম বিষয় ফাঁদে,

নৈন রইল বন্ধ, কি অন্ধ তত্পথ হারা ।

জন্ম অবধি করিয়ে, তব পদ না আরাধিয়ে,

দিনগত কল্বেবর, পাপে হইল ভরা,

ভরসা কেবল ভবদারা ॥ ৭৯৯ ॥

সোহিনী - কাণ্ডযালী ।

কিবা নাচিছে, সিংহাস্নয়ে রাণী ।

লক্ষ্মীগজানন গুহ, সুচারু চাককেশী,

ভালেতে ভাপু শশী শোভিছে রণে নাচিছে ।

কোট যোগিনী লয়ে, জিতা বনবেশী হয়ে,

হাসিতে বজ্রী ধেনুছে ।

কত শতাব্দেতে জিহ্মায়ে,

গাইছে বাজারীকণ্ঠেতে গগন পুলকিত ।

বিধাতা ধবধে ভাস, দু নু কয়লি কাল,

বহু বহু বহু গাঁও জায়ে ।

ভাব কি ভীতিতে, সঁখয়ে দবা করে বিচার, এই বলিছে ॥ ৮০০ ॥

ভৈরবী—ঠুংরী ।

ভয় কি রে ভাস্ত মন দুর্গা দুর্গা বল ।
 অমরে অভয়দাত্রী মণী দৈত্যবল ।
 শমনেরি বলহরা দুর্কলেরি বল,
 শুনেছি ছল্লভ নামে চতুর্ভুজ ফল ।
 প্রাণভরা নাম করে মরণ মঙ্গল ;
 প্রসাদ বিবাদ রে মন সতত চঞ্চল ।
 স্থির নহে দাবানল কর হে ॥ ৮০১ ॥

হামির—একতালা ।

মা যোগমায়া, যোগেশ জারা, যোগযুক্ত বিনে,
 কে হয় যোগ্য বল, দুর্গে ত্রিতন্ত্র সাধনে ॥
 আমি দীন মুঢ় হয়ে মত্ত কুসঙ্গে করি মা ভ্রমণ,
 তব তত্ত্ব প্রতি হারিয়ে, অজ্ঞানান্ত্র কূপেতে মগন ।
 যদি স্বীয় গুণে অকৃতি দুর্জনে, প্রসন্ন হও মা কৃপাবলোকে
 তবে অকিঞ্চন, পায় পরিত্রাণ, নিজ দুষ্কৃতি বন্ধনে ॥ ৮০২ ॥

পরজ জলদ—তেতালা ।

কেহে বামা হর-হৃদি-পরে মগনা,
 নাচিছে আনন্দভরে বাজিছে বাজনা ।
 ভুবন আলো নীলটাদে মুক্তকেশ নাহি বাধে,
 আপনার রঙ্গরসে আপনি মগনা ।
 কে কোথা দেখেছ ভাই, নবরস এক ঠাঁই,
 চঞ্চলা কি ধীরা কিছু বুঝা গেল না,
 কাল কি নির্ঝল তনু, শশী কি উজ্জ্বল ভানু,
 ও রূপ হেরিয়া দিব কিরূপে তুলনা,
 বিধুমুখে মুহূহাসে, সদা অধানন্দে ভাসে,
 হেরিলে না রহে নম তনু যাতনা ।
 ও রূপ নয়নে রাখি, হৃদয় মাঝারে দেখি,
 কমলাকান্তের এই মনে কাসনা ॥ ৮০৩ ॥

সিন্ধু - আড়াঠেকা ।

কামাপণে রাখ রে মন, অনায়াসে বাবে তুমি কৈলাস ভুবন ।
অনিভা সংসারে আসি গৃহকর্ণে দিবানিশি,
বিনয়-মদে মত্ত হয়ে, না ভা বলাস ও চরণ,
দ্বিজ নবীনচন্দ্র ভণে, বাসনা এই মনে মনে,
অন্তিমকালেতে যেন, দেখি গো রাজা চরণ ॥ ৮০৪ ॥

পরজ—জলদ তেতাল ।

বামা বয়সে নবীন, না জানি এমন মেয়ে সমরে প্রবীণ ।
সুচারু অঙ্গের শোভা কট্টিতট ক্ষীণ,
সুরাসুরগণ মাঝে বসন-বিহীন ।
বুঝি এলো দয়াময়ী হইয়া কঠিন,
চরণে তাজিব তমু আজি শুভদিন ।
তনু দিয়ে তরে কত শত ক্রিয়াহীন,
কমলাকান্তের হবে মনে নলিন ॥ ৮০৫ ॥

প'স্বাজ - আড়াঠেকা ।

ভোমার অনন্ত মায়া কে জানে,
অনন্ত বাহারি অন্ত না পায় ধানে ।
না, কি তব বিচিত্র মায়া, যার বশে মহামায়া,
পদ্মাদি কীট পতঙ্গ মা ভ্রমে অচেতনে ।
সুরাসুর কিম্বর, গন্ধর্ব্ব অপসর নর,
মায়ায় মুগ্ধ চরাচর, কেবা সচেতনে ।
আগম স্মৃতি বেদান্ত সে মগ্ন জানিকে ভ্রান্ত,
অচিন্তা পরম তত্ত্ব, মা অব্যক্ত ভুবনে ::
চিন্ময়ী ইয়ে প্রসন্ন, শ্রীশে দেও শ্রীচৈতনা,
যেন মন-মগন সদা থাকে শ্রীচরণে ॥ ৮০৬ ॥

ধাম্বাজ—একতাল ।

তার কি শমনে ভয় মা যার শ্রামা ।
 শ্রীহরেন্দ্র ভূপে কর, তবে কি আর আছে ভয়,
 আন্তে যাব তাঁর ধামে বাজাইয়ে দামা ॥ ৮০৭ ॥

মালকোষ—কাওয়ালী ।

ভয় কি শমন তোরে,
 এলোকেশী শ্রশানবাসী যার হৃদয়ে বিরাজ করে ।
 কাশী নামে মেরে ডফা, যমের শঙ্কা রাখব দূরে ।
 যমেন্দ্র তলব আগবে রাখন, কালীমই চিঠি দেখাব তখন
 চিঠির মগ্ন পেল পেরে আন্তে আন্তে যাবে ফিরে ।
 দ্বিজ নবীন কালীর পুত্র, মা হয়ে মা হয় না শত্রু,
 নায়ের কোলে থাকিব বসে লয়ে যেতে কে পারে ॥ ৮০৮ ॥

পরজ—আড়াঠেকা ।

তাই তারা জোনায় ডাকি ।
 পাছে শিববাক্য মিথ্যা হয়, শেষে দাও মা ফাকি ।
 তরুণে শিবের উক্তি, তারা নাম নিলে মুক্তি,
 তারিণী ব্রহ্মাণী বাণী, গুন ওগো ও ভবানী,
 অল্পকালে ও রাজা চরণ-যেন দোখ ॥ ৮০৯ ॥

মূলতান—একতাল ।

কালী বল মন আগার,
 ভয়ানক ভবনদী নির্ভয়ে যদি হবে পার ।
 সামান্য সরিতে নরে, ন চেপে তরণী পরে,
 গার না হইতে পারে, দেখ প্রমাণ তার ॥ ৮১০ ॥

গুঞ্জরি—তেওতা ।

কালভয়কারিনী, কপালিনী কালরূপিনী, কালকানিনী ।
 সঙ্কটামিনী শুভঘাতিনী সমরবাসিনী সুরবন্দিনী ।
 স্মর-হর-মন-মোহকারিনী সত্যবাদিনী এ ॥
 তত্ত্বদায়িনী ত্রাসনাশিনী ত্রাণকারিনী তিমিরবরণী,
 ত্রিগুণধারিনী ত্রিদিবজননী, এলোকেশী তেজোরূপিনী ।
 অন্নদায়িনী অমরপালনী, অশ্বরদলনী আদিকারিনী,
 আশুতোষ রুদ্রবিলাসিনী, আশ্বরূপিনী এ ॥ ৮১১ ॥

ইমন—আড়া ।

কেমনে হব পার গো, এ ভবজগন্নিধি,
 তোমার করুণা বিনে তারিণী এবার ।
 বিবিধ পাপে অতি ভার মম কলেবর,
 নিমগ্ন হয়েছি ছুর্গে কর গো উদ্ধার ।
 অষ্টাঙ্গ-যোগে সাধিয়ে, বিবেক নির্মল হিয়ে,
 হয় বার, সে কি আর তোমায় দিবে তার ।
 অকৃতি নিষ্ঠুর দীন, ক্রিয়াহীন কিস্কর,
 "তাব তারে তবে জানি মহিমা তোমার ॥ ৮১২ ॥

জংলা—একতারা ।

মম ভ্রমে ভুলেছ কেনে ।
 তুমি নানা শাস্ত্র আলাপনে,
 শ্রীনাথদত্ত প্রধান তত্ত্ব, দাড়া কর সেই চরণে ।
 যখন ব্যারে ব্রহ্ম বল, সেই ব্রহ্ম সেই পুরাণে,
 তোমার দৈত্য ভাবে দিবস গেল, চিদানন্দ রয় কেনে ॥
 তন্ন তন্ন করি মনে, কি পেলে ছয় দরশনে,
 তুমি বিজ্ঞা অবিজ্ঞারে জ্ঞান মহাবিজ্ঞার আরাধনে ।
 কমলাকান্ত কালীর তত্ত্ব অনুগানে কিবা জানে,
 আর আদি অন্ত মধ্য নাই নানা মর্ত্তি নানা স্থানে ॥ ৮১৩ ॥

মল্লার—একতারা ।

সব আগো করে কার কামিনী ।

সজল জলদ জিনিয়া কায়, দশনে প্রকাশে দামিনী ।

এলায়ে চাঁচর চিকুর পাশ, সুরাসুর মাঝে না করে ত্রাস,

অটুহাসে, দানব নাশে, রণ প্রকাশে রঙ্গিনী ।

কিবা শোভা করে শ্রমজবিন্দু, ঘনতনু ঘোরে কমুদবন্ধু,

অগিয়া সিন্ধু, হেরিয়া ইন্দু, মলিন এ কোন মোহিনী ।

একি অসম্ভব ভব পরাভব, পদতলে শব সদৃশ নীরব,

কমলাকান্ত করে অনুভব, কে বটে গো গজগামিনী ॥ ৮১৪ ॥

ললিত—একতারা ।

কেন রে আমার শ্যামা মাকে বল কালো ।

যদি কাল বটে তবে কেন ভবন করে আলো ॥

মা মোর কখন স্নেহ, কখন পীত কখন নীল, লোহিত রে,

আমি বর্ণিতে না পারি জননী কেমন, ভাবিতে জনম গেল ।

মা মোর কখন প্রকৃতি, কখন পুরুষ, কখন শূচ, মহাকাশ রে,

ওরে কমলাকান্ত ও ভাব ভাবিয়া, মহেশ পাগল হলো ॥ ৮১৫ ॥

সিন্ধু - ঝুংরি ।

এমন দিন কি হবে তারা,

যবে তারা তারা তারা বলে, তারা বেয়ে পড়বে ধারা ৫

হৃদি পদ্ম উঠবে ফুটে, মনের আঁধার যাবে ছুটে,

যখন ধরাতলে পড়বো লুটে, তারা বলে হব সারা ।

তাজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাব মনের খেদ,

(ওরে) শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকার ।

শ্রীরামপসাদে রটে, মা বিরাজে সর্ব্ব ঘটে,

(ওরে) আঁধি অন্ধ মেঘ মাকে তিমিরে তিমির-হরা । — ৮১৬ ॥

মূলতান—একতালী ।

মায়ের নাম লইতে অলস হইও না,

রসনা যা হবার তাই হবে ।

দুঃখ পেয়েছে (আমার মন রে) না আরো পাবে ।

ঐহিকের সুখ হলো না বলে কি, চেউ দেখে নাও ডুবাবে ।

রেখো রেখো সে নাম সদা সযতনে,

নিওরে নিওরে নাম শয়নে স্বপনে ।

সচেতনে থেক (মন রে আমার)

কালী বলে ডেক, এ দেহ তাজ্জিবে যবে ॥ ৮১৭ ॥

প্রিনাদী—একতালী ।

যারে শমন যারে ফিরি, ও তোর যমের বাপের কি ধার ধারি,

পাপ পুণ্যের বিচারকারী, তোর যম হয় কালেক্টরি,

আমার পুণ্যের দফা সর্ব্বশূন্য, পাপ নিয়ে যা নিলাম করি ;

আমার কিনের শঙ্কা, মেরে ঢুকা, চলে যাব কৈলাসপুরী ।

রানপ্রসাদের মা শঙ্করী, দেখ না চেয়ে ভয়ঙ্করী,

আমার পিতা বটেন শূলপাণি, ত্রুকা বিহু দ্বারের দ্বারী ॥ ৮১৮ ॥

বিভাস—স্বাপতাল ।

তাই বলি মন জেগে থাক, আছে আছে যে কাল চোর,

কালীর নামের অনি ধর, তারা নামের ঢাল,

(ওরে) সাধা কি শমনে তোরে করতে পারে জোর ।

কালী নামে নহবৎ বাজে করি মহা নোষ,

(ওরে) শ্রীচূর্ণী বলিলা মন রজনী কর ভোর ।

কালী যদি না তরাবে কলি মহাঘোর,

কত মহাপাপী তরে গেল, রানপ্রসাদ কি জোর ॥ ৮১৯ ॥

প্রবাদী—একতারা ।

আমার সনদ দেখে যারে,
আমি কালীর সূত, যমের দূত, বলগে যাঁ তোর যম রাজ্যে,
সনদ দিলেন গণপতি, পার্শ্বাতীর অনুমতি,
আমার হাজির জামিন ষড়ানন, নাক্ষী আছে নন্দীবরে ।
সনদ আমার উরস পাটে, যেমি সনদ তেমি টাটে,
তাতে স্ব অক্ষরে দস্তখত, করেছেন দিগম্বরে ॥ ৮২০ ॥

মূলতান—একতারা ।

কাল মেঘ উদয় হলো অন্তর অন্ধরে,
নৃত্যতি মানন শিখি কৌতুকে বিহরে ।
গা শব্দে ঘন ঘন গজ্জৈ ধরাধরে,
তাঁহে প্রেমানন্দ মন্দ হাসি, তড়িৎ শোভা করে ।
নিরবধি অবিশ্রান্ত নেত্র বায়ি ঝরে,
তাঁহে প্রাণ-চাতকের তৃপ্তা-ভয় ঘুচিল সমরে ।
ইহ জন্ম, পর জন্ম, বহু জন্ম পরে,
রানপ্রসাদ বলে আর জন্ম, হবে না জঠরে ॥ ৮২১ ॥

প্রবাদী—একতারা ।

আমি কি দুখেই বঁচাই,
ভবে দেও দুখ না আর কত তাই ।
আগে পাছে দুখ চলে না যদি কোন থানেতে যাই,
তখন দুখের বোঝা মাপায় নিয়ে দুখ দিয়ে মা বাজরা মিলি ।
বিষের কুমি বিধে থাকি না, বিধ খেয়ে প্রাণ রাখি সদাই,
আমি এখন বিষের কুমি না গো, বিষের বোঝা নিয়ে বেড়াই
প্রসাদ বলে ব্রহ্মবর, বোঝা নাবাও ক্ষণেক জিরাই,
দেহ-মুখ পেয়ে লোক গর্ব করে, আমি করি দুখের বড়াই ॥ ৮২

মলিত—একতালা ।

আনন্দময়ী হয়ে গো আমায় নিরানন্দ করো না ।
ভবানী ভাবিয়ে, ভবে যাব চ'ল, এই ছিল মনে বাসনা,
ভবের ম ঝারে দু'বাঁলি আমারে স্বপনেও ইহা জানি না ।
অগ্নি অহনি'শি, দুর্গানামে ভাসি, তবু দু'খেরাশি গেল না ।
অগ্নি যদি মরি ও হরসুন্দরি, দুর্গানাম কেহ লবে না ॥ ৮২০ ॥

প্রসাদী সুর—একতালা ।

মন তোর এত ভাবনা কেনে ।
একবার কালী বলে বস রে ধ্যানে ॥
জ্বাক্ষনকে করুলে পূজা, অহঙ্কার হয় মনে মনে ;
তুমি বুকিয়ে তাঁরে করবে পূজা, জানবে না রে জাজ্ঞনে ।
• ধাতু পামণ মাটির মূর্তি, কাজ কিরে তোর সে গঠনে ;
তুমি মনোময় প্রতিম করি, বসিও হৃদি-পদ্মাসনে ।
আনোচল আর পাকা কনা কাজ কিরে তোর আয়োজনে ।
তুমি ভক্তি-মুখা থাইয়ে তাঁরে, তৃপ্তি কর আপন মনে ।
আড় লগ্নন বাতীর আলো, কাজ কিরে তোর সে রোবনাইরে,
তুমি মনোময় মাণিকা জেলে, দাও না জলুক নিশি দিনে ।
মেষ ছাগল মহিমা দি কাজ কিরে তোর বলিদানে ;
তুমি জয় কালী জয় কালী বলে, বলি দেও শড়-রিপুগণে,
প্রদাদ বলে ঢাক ঢোল, কাজ কি তোর সে বাজনে ;
তুমি জয় কালী বলি দাও করতালি,
মন রাখ সেই শ্রীচরণে ॥ ৮২৪ ॥

গৌরী—একতালা ।

আমার পাগল বাবা, পাগলী আমার না,
আনি তাদের পাগল মেয়ে, আমার নায়ের নান শ্রীমা !
বাবা বো-বো-বোম বলে, মদ খেয়ে মা পায়ে পড়ে চোলে,
শ্রীমার এলোকেশ দোলে ;
রাঙ্গা পায়ে ভ্রমর বাজে, ঐ নূপুর বাজে শোন না ॥ ৮২৫ ॥

সিন্ধু—তিওট ।

কি শোভা মহিমমর্দিনী ।

হেরি ত্রিভুবনজন, আনন্দিত মন, পুলকে করে জয়ধ্বনি ।
 দশভুজে, নানাবিধ আশু সাঙ্গে, কাণ্ডে বাজিছে কিঙ্কণী ।
 পরিধান বিচিত্র বসন, অতি সুশোভন,
 অক্ষয়ে দোলে গজমুখা-শ্রেণী ॥

শিশু শশী ভালে, চাঁচর কুন্তলে, মণিতে প্রথিত সুবর্ণা,
 অরুণোপম, অবিবাদে রজনীকর, চরণগুণ গো এমনী ;
 অকিঞ্চন সন, প্রকাশ কারণ, ভবাক্তি তরণে তরণী ॥ ৮২৬ ॥

মোহিনী কাওয়ালী ।

তার গো তারিণী এ মা আমাকে ।

আমি মূঢ়মতি গতিরহিত,

যদি বিতর করুণা গো এ জনে ।

তবে সে মহিমা জানিবে অগজনে কৃপাবতারিণী,
 গিরিরাশনন্দিনী, দয়ানাগৃহিনী, গণপতিজননী হয়ে ;
 কৃপণতা করিছ কেন, কৃপা বিতরণে অকিঞ্চনে ॥ ৮২৭ ॥

প্রসাদী—একতাল ।

এবার আমি ভাল ভেবেছি ।

এক ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি ॥

যে দেশে রজনী নাই, সেই দেশের এক লোক পেয়েছি ।

আমার কিবা দিবা, কিবা সন্ধ্যা সন্ধ্যাকে বন্ধা করেছি ॥

ঘুম ছুটেছে, আর কি ঘুমাই, যুগে যুগে জেগে আছি ।

এবার যার বসন তাগে দিয়ে ঘুমেঘে ঘুম পাড়ায়েছি ॥

মোহাগা গন্ধক নিশায়ে, সোণাতে রং ধরায়েছি ।

মন্দির নেজে দিব, মনে এই আশা করেছি ॥

প্রসাদ বলে ভক্তি মুক্তি, উভয়কে মাখে ধরেছি ।

এবার আমার নাম ব্রহ্ম জেনে, ধর্ম কর্ম সব ছেড়েছি ॥ ৮২৮ ॥

গয়ঢ়া ভৈরবী—আড়াঠেকা ।

হৃদকমল-মঞ্চে দোলে করালবদনী শ্রীমা,
মন পবনে ছুলাইছে দিবস রজনী ও মা ।
ইড়া পিঙ্গলা ন্যামা, সুধুয়া মনোরমা,
তার মধ্যে পঁাখা শ্রীমা ব্রহ্মসনাতনী ও মা ।
আবির রুধির তায়, কি শোভা হয়েছে গায়,
কাম আদি মোহ যায়, হেরিলে অমনি, ও মা ।
যে দেখেছে মায়ের দোঙ্গ, সে পেয়েছে মায়ের কোল,
রামপ্রসাদের এই বোল, টোল মারা বাণী, ও মা । ৮২৯ ।

প্রসাদী—একতালী ।

আমায় কি ধন দিবি তোর কি ধন আছে ।
তোমার কৃপাদৃষ্টি যাদপন্ন বাঁধা আছে হরের কাছে ॥
ও চরণ উদ্ধারের মা আর কি কোন উপায় আছে ।
যখন প্রাণপণে খালাস কর, টাটে বা ডুবায় পাছে ॥
যদি বল অশ্লা পদ, মূল্য আবার কি তার আছে,
ঐ সে প্রাণ দিয়ে শব হয়ে, শিব বাধা রাখিয়াছে ।
বাপের ধনে বেটার সন্ত কাহার বা কোথা ঘটেছে,
মপ্রসাদ বলে, কুপ্ত্র বলে, আমায় শিবালী করেছে ॥ ৮৩০ ॥

প্রসাদী সুর—একতালী ।

যন্য বল শ্রীমা মার নিকটে, মা মোর অগতির গতি বটে ।
বাব যে বাসনা, মনেরি কামনা সেখানে সকলই ঘটে ।
অন্ন পুণ্য ভরা সাজিয়ে পশার, এনেছ ভবের হাটে,
ক'র উপায়, পঁা চ সে মিলি খায় কলঙ্ক তোমার রাটে ।
কার রাজা লয়ে আনন্দিত হয়ে, রাজহ' কর রে পাটে ।
অতঃ একজনা, লইতে খাজনা, জমী যে বিকাবে লাটে ।
কমলাকান্ত কি ভাবনা ভাব দাঁড়ায়ে নদী তটে,
। সকল পাথার, না জান সাতার, স্রবী নাই যে ঘাটে ॥ ৮৩১ ॥

প্রসাদী—একতালা ।

মনরে তোর বুঝি একি ।

(ও তুই) সাপ ধরা জ্ঞান না শিখিয়ে, তল্লাস করে বেড়াস ফাঁদি
 ব্যাধের ছেলে পক্ষী মারে, জেলের ছেলে মৎস্য ধরে,
 (মনরে) ওঝার ছেলে গরু হইলে, গোসাপে তার কাটে না কি;
 জাতি ধর্ম সর্প খেলা, সেই মন্ত্রে করো না হেলা,
 (মন) বলবে তাত সাপ ধরিতে, তখন হবি অধোমুখী ॥ ৮৩৭ ॥

পিলু বাহার—বৎ ।

ভবে আশা খেল'ব পাশা, বড়ই আশা মনে ছিল,
 মিছে আশা, ভাঙ্গা দশা, প্রথমে পাঁজুরী পলো ।
 পো বার আঠার ষোল, যুগে যুগে এলেম ভাল,
 শেষে কচোবারো পেয়ে মাগো, পাঁজু ছকায় বন্ধ হলো ।
 আমার খেলাতে না হলো বশ, এবার বাজী ভোর হলো ॥ ৮৩৮ ॥

প্রসাদী—একতালা ।

মন কেনরে ভাবিস এত,

যেমন মাতৃহীন বালকের মত ।

ভবে এসে ভাবচো বসে, কালের ভয়ে হয়ে ভীত,
 (ওরে) কালের কাল মহাকাল, সেকাল নায়ের পদানত ।
 ফণী হয়ে ভেকের ভয়, এ যে বড় অদ্ভুত,
 (ওরে) তুই করিস কি কালের ভয়, হয়ে প্রকময়ী স্মৃত ।
 একি ভ্রান্ত নিতান্ত তুই হালিরে পাগলের মত,
 (ও মন) যা আছে'ন যার প্রকময়ী,
 কার ভয়ে সে হয় রে ভীত ।

মিছে কেন ভাব ছুগে ছুগা বন অবিহত,
 যেমন জাগরণে ভয়' নাস্তি, হবে'রে তোর তেঘি মত ।
 বিজ্ঞ রামপ্রসাদে বলে, মন কররে মনের মত,
 (ও মন) ওরদও তত্ত্ব কর, কি করিবে ববিমৃত ॥ ৮৩৯ ॥

প্রসাদী — একতারা ।

মন রে আমার এই মিনতি,
তুমি পড়া পাখী হও করি স্তুতি ।

যা পড়াই তাই পড় মন পড়লে শুনলে ছুধি ভাতি
(ওরে) জান না কি ডাকের কথা, না পড়িলে ঠেকার গুতি ।
কালী কালী কালী পড় মন, কাণী পড়ে রাখ'প্রীতি,
(ওরে) পড় বাবা আশ্বারাম, আশ্বজনের গতি ।
উড়ে উড়ে, বেড়ে, বেড়ে, বেড়িয়ে কেন বেড়াও ক্ষিতি,
(ওরে) গাছের ফলে কদিন চলে, করবে চারফলের স্থিতি,
প্রমাদ বলে ফলা গাছে, ফল পাবি মন, শুন মুকতি,
(ওরে বনে, মূলে কালী বলে গাছ নাড়া দেও নিতি নিতি ॥ ৮৩৫ ॥

ললিতবিভাস — একতারা ।

কেবল আসার আশা, ভবে আসা, আসা মাত্র হলো,
যেমন চিত্রের পেন্সেতে পড়ে, অমর ভুলে রলো ।
মা নিম্ন খাওয়ালে চিনি বলে, কথায়-করে ছলো,
(এম) মিঠার ,লোভে, তিত'মুখে সারা দিনটা গেলো ।
অ থেলাবি বলে, ফাঁকি দিয়ে নাবানি ভুলো,
এবার যে থেলা থেলালে নাগো, আশা না পূরিল ।
রামপ্রসাদ বলে ভবের থেলায়, বা হবার তাই হলো
পন সন্ধ্যা বেলায়, কোলের ছেলে, ঘরে নিয়ে চলো ॥ ৮৩৬ ॥

প্রসাদী — একতারা ।

কাজ কি রে মন যেয়ে কাশী, কালীর চরণে কৈবল্যরাশি ।
সার্কি ত্রিশ কোটি তীর্থ নাগের ও চরণবাসী,
যদি সন্ধ্যা জান, শাপ্ত মান, কাজ কি হরে কাশীবাসী ।
হৃদকমলে ভাব বসে, চতুর্ভুজা মুক্তবাসী,
রামপ্রসাদ এই ঘরে বাস, পায়ে কাশী দিবানিশি ॥ ৮৩৭ ॥

প্রসাদী সুর—একতারা ।

কে জানে গো কালী কেমন, বড়দর্শনে না পায় দরশন ।
 কালী পদ্মবনে হংস সনে, হ' সীরূপে কবে রমণ ।
 তাকে সহস্রারে মূলাধারে, সদা যোগী করে মনন ।
 আশ্বারামের আশ্বাকালী প্রমাণ প্রণবের মতন,
 তিনি পটে ঘটে বিরাজ করেন, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন ।
 মায়ের উদর ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড, প্রকাণ্ড তা জান কেমন ।
 মহাকাল জেনেছেন কালীর মন্ত্র অন্য কেবা জানে তেমন ।
 প্রসাদ ভাবে লোকে হাসে, সমুদ্রণে নিকু গমন । *
 আমার প্রাণ বুঝেছে মন বুঝে না, ধর্মের শশী হয়ে বামন । ৮৩৮

প্রসাদী—একতারা ।

এবার আমি করব কৃষি, ওগো, এ ভবসংসারে আমি ;
 তুমি কৃপাবিন্দু পাত করিবে, বসে দেখ রাজমহিষী !
 দেহ জমীন জঙ্গল বেশী, সাধা কি তা সকল চাষি,
 হৃদয় মধ্যেতে আছে, পাশরূপী তৃণরাশি;
 তুমি তীক্ষ্ণ কাটারীতে মুক্ত কর গো মুক্তকেশী ।
 কাম আদি ছয়টা বলদ বহিতে পারে অহর্নিশি,
 আমি গুরুদত্ত বীজ বুনিয়ে, শস্য পাব রাশি রাশি ।
 প্রসাদ বলে চাষে বাসে, মিছে মন অভিলাষী, *
 আমার মনের বাসনা তোমার ও রাজ্য চরণে মিশি । ৮৩৯

প্রসাদী—একতারা ।

ভাল নাই মোর কোন কালে,
 ভালই যদি থাকবে, আমার মন কেন কুপথে জলে ।
 হের গো মা দশভুজা আমার ভবে তনু হইল বোকা,
 আমি না করিলাম তোমার পূজা, জবা বিল গঙ্গাজলে ।
 এ ভব সংসারে আসি, না করিলাম গয়া কাশী,
 যখন শমনে ধরিবে আসি, ডাকবে কালী কালী ঘলে ।
 হিজরত প্রসাদ বলে, তৃণ হয়ে ভাসি জলে,
 আমি ডাকি ধর ধর বলে, কে ধরে তুলিবে কুলে ? ৮৪০

প্রসাদী—একতালা ।

গেল দিন মিছে রঙ্গ রসে,

অ মি কাজ হারালেম কালের বশে ।

যখন ধন উপার্জন করেছিলাম দেশ বিদেশে,
কখন ভাই বন্ধু দারা, স্নেহ, সবাই ছিল আমার বশে ।

এখন ধন উপার্জন না হইল দশার শেষে,
সেই ভাই, বন্ধু, স্নেহ, নির্জন বলে সবাই রোষে ।

যম আসি শিয়রে বসি, ধরবে যখন অগ্রকেশে,
তখন সাজায়ে মাচা, কলসী কাচা, বিদায় দিব দণ্ডী বেশে ।

হরি হরি বলে শ্রমানে ফেলি যে যার আপন বাসে,
রামপ্রসাদ মলৌ কামা গেল, অন্ন খাবে অনায়াসে ॥৮৪১॥

প্রসাদী সুর—একতালা ।

এবার কালী তোমায় খাব ।

(খাব খাব গো দীন দয়াময়ী),

তারা গণ্ডযোগে জন্ম আমার ।

গণ্ডযোগে জন্মিলে, সে হয় মা-থেকো ছেলে ॥

স্বাধীন তুমি থাক কি আমি খাই মা, ছোটোর এক । করে যাব ॥

ডাকিনী যোগিনী চুটী, তরকারী বানায়ে খাব ।

তোমার দুণ্ডমালা কেড়ে নিয়ে, অন্ধলে সম্বর চড়াব ॥

জন্মে কালী মুখে কালী, সর্পাঙ্গে কালী মাথাব ।

যখন আসবে, শমন বাধবে কাস, সেই কালী তার মুখে দিব ॥

খাব খাব বলি মা গো, উদরস্থ না করিব ।

এই হৃদিপদ্মে বসাইয়ে মনোমামসে পুজিব ॥

যদি বল কালী খেলে, কালের হাতে ঠেকে যাব ।

আমার ভয় কি তাতে কালী বলে, কালেরে কলা দেখাব ॥

কালীর বেটা শ্রীরামপ্রসাদ, ভাল মতে তাই জানাব ।

তাতে মন্দের সাধন শরীর পতন, যা হবার তাই ঘটাব ॥৮৪২॥

বিভাস—আড়াঠেকা ।

করুণা কুরু (ন করুণা,

করুণা দানে করুণা কৃপণতা করো না ।

যাত্রা কল্লেম দুর্গা বলে সু-যাত্রায় কৃষাত্রা ফলে,
তবে তোমায় দুর্গা বলে, কেউ আর তারা ডাকবে না ।

বেদাগমে এই শুনি, দুর্গে দুর্গতি নাপিনী,

ও মা সি হলে সিংহবাহিনী, ঘুচাও দাসের বন্দনা ।

কালীদহে ক'লজলে কমলেশে কামিনী হলে,

নানা রূপ দেখাইলে, করে কত ছলনা ।

দ্বিধ কিশোর তোমার পুত্র, পুত্র বৈ আর নয় মা শত্রু,

ঘুচাও পুত্রের কর্মসূত্র, লোকে যেন হাসে না ॥ ৮৪৩ ॥

গাথাভৈরবী—আড়াঠেকা ।

কেন গো ধরেছ নাম দয়াময়ী তার,

(এ মা দয়াময়ী তায় ।)

আমারে কি দিবে ধন, নিজে তোমার নাই বসন,

বসন থাকিলে কেবা উলঙ্ঘিনী রয় ।

জনম ভিখারি পতি, জনক নিষ্ঠুর অতি,

এ কূলে ও কূলে তোমার দাতা কেহ নব ।

সৈয়দ জাফর তরে, কি ধন রেখেছ ধরে ;

সম্পদ দুখানি পদ হরের হৃদয় ॥ ৮৪৪ ॥

লসাদী—একতালি ।

আর ভুলালে ভুলব না গো ।

দ্রামি অভয়পদ মার করেছি, ভয়ে হেলব ছলব না গো ।

বিষয়ে আশঙ্ক হয়ে, বিষের কূপে উলব না গো,

সুখ দুঃখ ভেবে সমান, মনের আগুণ ছলবো না গো ।

ধন লোভে মত্ত হয়ে, ঘারে ঘারে বলব না গো,

আশা-বাঞ্ছা হয়ে, মনের কথা খুলব না গো ।

মায়া পাশে বদ্ধ হয়ে, প্রেমের পাছে বলব না গো,

রামপ্রসাদ বলে দুঃখ খেয়েছি, ঘোলে মিশে ঘুলব না গো ॥ ৮৪৫ ॥

প্রসাদী—একতাল ।

মা আমার অন্তরে আছ, তোমায় কে বলে অন্তরে শ্রীমা ।
 তুমি পাষণ-মেয়ে বিহম মায়া কত কাচাও মা কাচ,
 উপাসনা ভেবে তুমি, প্রধানমূর্ত্তি ধর পাঁচ ।
 যে জন পাঁচেরে এক কোরে ভাবে, তার হাতে মা কোথা বাঁচ ।
 বুঝে ভার দেয় না যে জন, তার ভার নিতে হাঁচ ।
 যে জন কাঞ্চনের মূল্য জানে, সে কি ভুলে পেয়ে কাচ !
 প্রসাদ বলে আমার হৃদয়, অমল কমল সাঁচ,
 তুমি সেই সাঁচে নির্গীতা হোয়ে, মনোময়ী হয়ে নাঁচ ॥ ৮৪৭ ॥

প্রসাদী - একতাল ।

নীতি তোরে বুঝাবে কেটা ।
 বুঝে বুঝি না রে মনরে ঠেঁটা ॥
 কোথা রবে ঘর বাড়ী, তোর কোথা রবে দালান কোঠা ॥
 যখন আসবে শমন বাঁধবে কসে মন, কোথা রবে খুড়া জেঠা ।
 মরণ সময় দিবে তোমায় ভাঙ্গা কলমি ছেঁটা চেঁটা ।
 (ওরে) সেখানেতে তোর নামেতে, আছেরে যে জাবদা আটা ॥
 যত ধন জন সব অকারণ, সংক্ষেপে না যাবে কেটা,
 রামপ্রসাদ বলে দুর্গা বলে, ছাড়রে স.সা.র লেটা ॥ ৮৪৮ ॥

জংলা—একতাল ।

সে কি এমি মেয়ের মেয়ে ।
 যার নাম জপে মহেশ বাঁচেন, হলাহল ধ্বংসে,
 হৃষ্ট স্থিতি প্রলয় করে, কটাক্ষে হেরিয়ে,
 সে যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রাখে উদরে পুরিয়ে ।
 যে চরণে শরণ লয়ে, দেবতা বাঁচেন দায়ে,
 দেবের দেব মহাদেব, যার চরণে লোটায়ে,
 প্রসাদ বলে রণে ছলে রণময়ী হোয়ে,
 নিগুপ্ত গুপ্তেরে বধে হৃৎকার ছাড়িয়ে ॥ ৮৪৯ ॥

মুলতান—আড়া।

বামা কে রে এলো চিকুরে,
বিহরে আনন্দময়ী শবহুদি পরে।
বসন নাহিক গায়, পদ্মগন্ধে অনি ধায়,
চলে যেতে টলে পড়ে আসবত্তরে
যে ঠেকেছে গায়, ইত দিতিসুতচর,
স্পর্শমাত্র শিব হয় সমরনাথারে ॥
কমলাকান্তের ভাষি, সর্বনাশী ধরে অসি,
করিলি সব কাশীবাসী জনমের তরে ॥ ৮৫ ॥

গাঢ়া ভৈরবী—ঠু রি।

অপার সংসার, নাহি পারাপার,
ভরসা শ্রীপদ, সঙ্গের সম্পদ, বিপদে তারিণী, কর গো নিস্তার
যে দেখি তরঙ্গ অগাধ বারি, ভয়ে কাঁপে অঙ্গ ডুবে বা মরি,
তার কৃপা করি, কিয়র ছোনারি, দিয়ে চবন তরী, রাখ এইবার
বহিছে তুফান, নাহিক বিরাম, ধর ধর অঙ্গ কাঁপে অবিরাম
পুরাও মনস্থান, জপি তারা নাম, তারা তব নাম সংসারের নর-
কাল গেল কালী হল না মাপন প্রবাদ বশে গেল বিফলে জীবন
এ ভব বন্ধন, কর বিশোচন না বিনে তারিণী কারে দিব ভার ॥ ৮৬ ॥

প্রমাদী—একতাল।

এবার শান্তি ভোর হলো,

নন কি পেয়া শ্বেলাবে বল।

শতরক প্রধান পক্ষ পক্ষ আনায় দাগা দিল।

এবার বড়ের ধর করে ভর, মল্লীটী বিপাকে মলো।

ছুটা অঙ্গ ছুটা গজ ঘরে বসে কাল কাটাল,

তার চলেতে পারে সফল করে, তবে কেন অচল হলো।

ভুখান তারি নিমক তারি বাদাম ভুলি না চলিল

(ওরে) এমন সুবাস পেয়ে মাটির তবি ঘাটে রলো।

দ্রিয়মুগ্ধসাদ বলে তার কপালে এই কি ছিঃ :

ওরে অতঃপরে কোণের ঘরে পীনের কিংবদন্তি মাত হইল ॥ ৮৭ ॥

প্রসাদী—একতারা ।

মন করো না সুখের আশা ।

যদি অভয় পদে লবে বাসা ॥

হোয়ে ধর্ম তনয় ত্যজে আশ্রয়, বনে গমন হেরে পাশা ॥

হোয়ে দেবের দেব, সুবেচক, তেঁহিতো শিবের দৈন্য দশা ।

মে যে ছুখীদাসে দয়া বাসে, মম সুখের আশে বড় কদা ॥

হৃদয়ে বিষাদ আছে মন, করো না এ কপায় গোঁসা ।

(ওরে) সুখেই ছুপ হুখেই সুখ, ডাকের কথা আছে ভাষা ॥

মন ভেবেছ কপট ভক্তি করে পুরাইবে আশা ।

লবে কড়ার কড়া তস্কর কড়া এড়াবে না রতি মানা ।

প্রসাদের মন হও যদি মন, কর্ত্তে কেন হওরে চায়া,

(ওরে) মনের মতন, কর যতন, রতন পাণ্ডে অচিৎ পাসা ॥ ৮৫৩ ॥

পরজ—একতারা ।

একা কে কাকের পজরথ আরোহিনী ;

ধূমাবতী ভগবতী ধূমাবরী ।

বিষ খাইতে নাহি কুলায়, বান্দা করে করি কুলায়,

হেলায়ে দক্ষিণ কর, হেলায়ে সুবিস্তার বদনী ।

জীর্ণ শীর্ণ বপুঃ অশ্রব, বৃদ্ধ বিষবা কতই বয়ঃ বা,

পর্বন হিলোঁল স্তনদ্বয় দোলে, অমত জননী ॥

অন্নদায় এ যে দেখি অন্নদায়, মৃত্যুঞ্জয়জামা বৈধবান্দায়,

পাসল হলো শিব (এই) অভিপায়, গৃহিণী পাণ্ডলিনী ॥ ৮৫৪ ॥

বাহার—৩২ ।

ভুবনেশ্বরী মা রূপে নাই সীমা !

রত্নবর্ণী পদ্মাসনা, ত্রিযোচনী সূর্যবর্ণা,

প্রভাকরে উত্তমাস্ত্রে অর্কভাগ চল্লসা ॥

পাশাস্থ শরভায় চারিকরে শোভয়,

মণিময় অলঙ্কার নাহি তার উপমা ।

মহাবিজ্যা আরাধিতে, সদাশিব মনাধিতে,

করতল ইন্দ্রিণি, অগ্নিসিদ্ধি অগ্নিমা ॥ ৮৫৫ ॥

সিদ্ধ—আড়া ।

চিন্ময়ী সনাতনী, নিষ্ঠুৰা চৈতন্যরূপিনী
কে বুঝিতে পারে তত্ত্ব অতি গহনা ॥
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্রগণ, নিরন্তর কর ধ্যান,
না পায় সন্ধান অহমাদি কি গণনা ।
স্বগুণ রূপ সাধন, আগম নিগম প্রমাণ,
হরমনোমোহিনী রূপ মনেতে ভাবনা ॥
সদা করি এই অবলম্বন, লভিবে নিশ্চল জ্ঞান,
হবে প্রাপ্ত অন্তে আকঙ্কন সে কামনা ॥ ৮৫৬ ॥

সিদ্ধ—ঠেকা ।

সে নদী সান্নাথ নয়, নৌকা নাই নিরাশ্রয়,
পাছে বোন বিদ্ব হয়, কর প্রতীকার ॥
কাল-কুমীর আছে কূলে, গেলে জোরে ধরে গেলে,
কার শক্তি কে যাবে জলে, কে হইবে পার ।
দয়াময়ীর দয়া যারে, সেইজন যেতে পারে,
পদতরী দেন তারে, কালী হয়ে কর্ণধার ॥
শয়নে স্বপনে, কালী জাগে যার মনে,
কি চিন্তা মরণে, শিববাক্য সার ।
দ্বিজাধম পার্বী বলে, মা আমার আসন্নকালে,
জিহ্না যেন বিদ্বমূলে কালী বলে অনিবার ॥ ৮৫৭ ॥

প্রসাদী গুর—একতাল ।

ডাল বাপার মন কণ্ঠে এলে, ভাসিয়ে মানব-তরী ক'রণ-জলে
বাণিজ্য করিতে এলে, মন ভব-নদীর জলে,
ওরে কেউ করিল ছনো বাপার, কেহ হারালো যুলে ।
ক্ষিপ্তাপতেজমকুণ্ডলো বোঝাই আছে নায়ের শোলে,
ওরে ছয় দাঁড়ী ছয় দিকে টেনে, গুঁড়ায় পা দে ডুবিয়ে দিলে ।
পাঁচ অনিম নে ব্যবসা করা, পাঁচে ডেকে, পাঁচে মিলে,
বখন পাঁচে পাঁচ মিশায়ে যাবে, কি হবে তাই প্রসাদ বলে ॥ ৮৫৮ ॥

মল্লার—একতারা ।

কে শুঁরমণী নীরদবরণী, স্মরহরহুদে সমরে নাচিছে ।

চরণ তরণ-অরুণ-কিরণ, নধরে নলিনী প্রকাশ হতেছে ।

ঐচরণগুণে, ত্রিতাল ত্রিগুণে, সুধীরে মধুর নূপুর বাজিছে ।

চনিয়োসে ধ্বনি, কনক কিকিণী, ছলে সুরশ্রেণী শরণ লইছে ॥

নাতিসরোবর সলিল আশয়, ত্রিভঙ্গীর ছলে করিকর ধায়,

কুচ কুস্তুর বিখমুলাধার, যার পয়োধর ব্রহ্মাদি যাচে ॥

নরশিবুহার গলে সুশোভন, বরাভয় অসি শ্রীকরে ধারণ,

করাল বদন করি দরশন, দেব হৃষ্টমন, দানব কাঁপিছে ।

হেরি ষামার বাম উরু, জিনি রামরস্ত্রাতক,

কাজে করি লাজে লুকায়েছে ॥

কটকট হেরি, সুচারু কেশরী, চির বাঁচারী বিধি করেছে ।

সুচারু চাঁচর চিকুর কান্তি, চাহিতে চাতক জলদ প্রাপ্তি,

রণ শান্তি, কর না শান্তি, শ্রীশ মানস, আসন আছে ॥ ২৫৯ ॥

পট ভৈরবী—ঘণ্ট ।

এখনো কি ব্রহ্মময়ী হয় নাই না তোঃ মনের মত ।

অকৃতি সম্ভানের প্রতি যরণা আর দিবি কত ।

জ্ঞানরত্ন দিয়েছিলি, মসিল দিয়ে তশীল করিলি,

হিসাব কোরে দেব দেখি মা, আত্রির হুঃখের বাকী কত ।

ভুগাইয়ে ভবে আনিলি, বিবয় বিব পাওয়াইলি,

বিবের আলায় সদা জ্বলি, দুর্গা বলে ডাকব কত ॥ ২৬০ ॥

কালাহাড়া—ঠুরী ।

হের কার রমণী নাচে রে ভয়ঙ্করী-বেশে ।

কে রে নব-নীল-জলধর-কায় হায় হায়,

কে রে হর-হৃদি-পদ্মে দিব্বাসে ॥ ২৬১ ॥

প্রসাদী—একতালা ।

আয় মন বেড়াতে যাবি,
কালী করতল তলে গিয়া, চারি ফল কুড়ায়ে পাবি ।
প্রযুক্তি নিযুক্তি জায়া, তার নিযুক্তিরে সঙ্গে লবি,
(ওরে) বিবেক নামে জ্যেষ্ঠ পুত্র তত্ত্ব কথা তায় শ্রবাবি ।
অশুচি শুচিকে লয়ে, দিবা যার শুয়ে রবি,
বখন ছই সতীনে পিরীত হবে, তখন শ্যামা নাকে পাবি ।
অহঙ্কার অবিজ্ঞা তোর পিতা মাতায় তাড়ায়ে দিবি,
যদি মোহ গর্ভে টেনে লয়, ধৈর্য্য খোঁটা ধরে রবি ।
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজ্ঞা, তুচ্ছ হেড়ে বেঁধে খুবি,
যদি না মানে নিবেশ তারা, তীক্ষ্ণ খড়্গে বলি দিবি ।
প্রথম ভাষ্যার ষাণ্তানেরে দূরে রইতে বুঝাইবি,
যদি না মানে প্রবোধ, জ্ঞান-সিন্ধু মাঝে ডুবাইবি ॥ ৮৩২ ॥

প্রসাদীশ্বর—একতালা ।

মায়ের এমি বিচার বটে ।
যে জন নিবানিষি দুর্গা বলে, তারি কপালে বিশদ বটে ।
হজুরেতে আরজী দিয়ে না, দাঁড়িয়ে আছি করপুটে ।
কবে আদালতে শুনানী হবে না, নিস্তার পাব এ সংসারে ।
সওয়াল জবাব করব কি না, বুঝি নাইকো আমার ঘটে ।
ও না ভরসা কেবল শিব-বাক্য, একা বেদাগমে রটে ॥
প্রসাদ বলে শমন-ভয়ে না, ইচ্ছে হয় যে পালাই ছুটে ।
যেন অন্তিমকালে, দুর্গা বলে, প্রাণ ত জি জাহ্নবীর তটে ॥ ৮৩৩ ॥

প্রসাদীশ্বর—একতালা ।

জীব-মীন রে, জীবন গেল, পেয়ে হয়ে কাল কাল ধীর এল ।
বিষয়-বারি ক্ষেত্রে, টানে রে কর্ম্মহুত্রে, পাতিবে জঞ্জাল-জাল ।
কেন আশ্রয় করি এ সংসার-বারি,
কাল যাতে জাল ফেলতে অধিকারী,
এ পাপবারি পরিহরি কালীর চরণ-গভীর-জলে চল ॥ ৮৩৪ ॥

ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল ।

একবার নাচগো শ্রীমা ।

যশোদা নাচাত গো মা, বলে নীলমণি, (গো মা,)

সে বেশ লুকালে কোথা করালবদনী ।

॥ একবার নাচ গো শ্রীমা—

মি বাঁশী মিশাইয়ে, মুণ্ডমালা ছেড়ে (একবার) বনমালা পরে ।

কসি ছেড়ে বাঁশী লয়ে আড়নয়নে চেয়ে চেয়ে, (একবার) ।

গজমতি নাশায় জুলুক, (একবার) ।

যশোদার সাজান বেশে অলকা আবৃত মুখে, (একবার) ।

অষ্ট নায়িকা, অষ্ট সখী = ক, (একবার) ।

যেমন করে রাসমণ্ডলে নেচেছিলি, (একবার) ।

কুদি-বৃন্দাবন মাঝে ললিত-ক্ৰিষ্টামে,

চরণে চরণ দিয়ে, গোপীর মন ভুলানো যেনে,

একবার নাচ দেখি শ্রীমা ।

ভেমনি ভেমনি ভেমনি করে, একবার নাচ গো, শ্রীমা ।

(দেখে নয়ন মন সকল করি,) বড় সাধ আজ মনে,

কর শিব বলরাম হক, (হেরি নীলগিরি আর রত্নতগিরি) ।

একবার বাজা গো মা,— (সেই মোহন বেণু) ।

যে বেণুরবে বেণু কিরাতিসু, (সেই মোহন বেণু) ।

যে বেণুরবে যোগীর মন ভুলাতিসু,

যে বেণুরবে যমুনার জল সজ্জান ধরিত, (সেই মোহন বেণু) ।

বাজুক তোর বেণু বলায়ের শিঙ্গে, (সেই মোহন বেণু)

ক্ৰীড়ামের নজ্জ নাচিতে ক্ৰিভঞ্জে গো মা, (একবার) ।

তা পেইয়া, তা পেইয়া তা তা,

খেই খেই বাজত নূপুরধনি,

মতে পেয়ে আসতো ধয়ে বজ্রের রমনী, (গো মা,) (একবার)

গগনে বেলা বাড়িত, রাণী কেঁদে ব্যাকুল হত,

বলে ধর ধর, ধর ধর রে গোপাল,

জীর সর ননী : (একবার) ।

এলায়ে চাঁচর কেশ রাণী বেঁধে দিত বেনী

একবার নাচ গো শ্রীমা ॥ ৮৬৫ ॥

পিলু বাহার—ঘণ ।

ওরে সুরাপান করিনে আমি, সুখ খাই জয়কালী জলে ;
মন-মাতালে মাতাল করে, মদ মাতালে মাতাল বলে ;
গুরুদত্ত গুড় লয়ে, প্রবৃত্তি-মসলা দিয়ে মা ;
আমার জ্ঞান-শুঁড়ীতে চুয়ায় ভাঁটী পান করে মোর মন-মাতালে ।
মূলমন্ত্র যন্ত্রভরা, শোধন করি বলে তারা মা ;
ব্রাহ্মপ্রসাদ বলে এমন সুরা খেলে চতুর্ভুজ মেনে ॥ ৮৬৬ ॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান ।

বদনে বল কালী, আজ ম'লে ছ'দিন হবে কালি ।
কালী কালী যদি বলতেম রে সকালে,
'তবে কিরে আনায় ছুঁতে পারে কালে,
আমায় নিয়ে দায় যমদূত কালে, সবনে বদনে বল রে কালী ।
দাশরথীর মনে আছে রে এই কালী,
কালী কালী বলে ঘুচাও মনের কালী,
অঙ্গ লিখ কালী, মুখে বল কালী,
কালের মুখে এখন পড়িবে রে কালী ॥ ৮৬৭ ॥

সিন্ধু—আড়াঠেকা ।

কিঙ্করে কর দয়া দয়াময়ী দাক্ষায়ণী ।
দয়া যদি না করিবে কলঙ্ক হবে জননী ॥
আমি অতি মূঢ়গতি, ভজনবিহীন গতি,
গতি হুঁহি গতি হুঁহি, অগতির গতিদায়িনী ।
ভেবে ভেবে হলেম সারা, অন্তরপদ দে মা তারা ।
সম্বল হইলাম হারা, কিসে তরিব জননী ।
লবনের সময় এমন, ব্রাহ্মগ্রন্থ চল যেমন, পাপগ্রন্থ দেহমলিন ।
(ওগো) মূক্তি পদপ্রদায়িনী ॥ ৮৬৮ ॥

গৌরী—কাণ্ডয়ালী ।

হর দুখ হর-মনোমোহিনী,
কলুষবারিণী, তব সূত রবিসূত ভয়ে ভীত ভবরাণী,
কি হবে উপায় নিরুপায় মা, পদ বিতর কাতর জনে আপনি ।
হলে অবসান দিবা, নয়ন মুদিলে কি বা,
যদিও অভয় দিবে ভবানী ;
ডাকি বারে বার মম প্রতি কেনে প্রতিকূল আর,
হও মূ পাষণসুতা পাষণী, তুমি ঈশানী ঈশ-হৃদয়বাসিনী :
অঙ্গি আশুতোষ আশুতোষ-রমণী ।
কি আছে মা মম বল, আর কারে বলি বল,
কেবল সম্বল তুমি শিবানী ।
যদি তার নিজগুণে, ব্রজদোহন নিগুণ জনে,
দিয়ে ম বাঞ্ছিত পদচুখানি, এ ভরিবারি ভববারিতরণী,
হও বারেক কর্ণধার আপনি ॥ ৮৬৯ ॥

জালা—কাণ্ডয়ালী ।

জ্ঞান যায় রে কখন জ্ঞানি যায় ।
না যায় যে অশ্চর্য্য, নবদ্বার অনিবার্য্য,
হস্ত গেছে দান গ্রহণে, পদ ভেঁচে কুভ্রমণে,
জিহ্বা গেছে মিথ্যা কু-ভজনে ;
নয়ন গেছে কু-দর্শনে, শ্রবণ গেছে কু-শ্রবণে,
মন গেছে কু-ভাব ভাবনায় ॥ ৮৭০ ॥

রামকেলি—আড়া তেতালা ।

তীর্থে কি হইবে ফল ভোলা মন তোর ত্রাস্তি কেনে,
কোটকল্প তীর্থের ফল শ্রামা মায়ের ক্রীচরণে ।
জ্ঞান-গঙ্গাতে কর স্নান, দেহ-কাশী কর ধ্যান,
বিশ্বসংসার-তারিণী আত্মরূপ ভাব মনে ।
মোড়শদল উপরে, বিশ্বেশ্বর বিরাজ করে,
মূলধার হ'তে তারা, হের সহস্রার পানে ॥ ৮৭১ ॥

আড়ানা বাহার—আড়া ।

গিরিশ-পৃথিৱী গৌরী গিরি-নন্দিনী,
গণপতিজননী গীর্ধাপণ-পালিনী ।
বিমলা বর্ণলা উমে, বিশালনয়নী ধূমে,
বিবিশবরণা বিশ্বজন-বন্দিনী ।
সতী প্রজাপতি-কন্যা, সর্দারকৃষ্ণিণী যত্না,
সদাশিবশিবমানা, সুপশামিনী ॥
অপর্ণা অপরাজিতা, অম্বদা অদ্বিতা সত্যতা,
অনাথ অকিঞ্চন শোধায়বারিণী ॥ ৮৭২ ॥

কালী ডা—ঠুংরি ।

জগদম্বার কোটাল, বড় ঘোর নিশায় বেকলো,
জগদম্বার কোটাল ! জয় জয় ডাকে কালী,
ঘন ঘন করতালি, বম্ বম্ বাজাইয়ে গাল ॥
ভয়ে ভয় দেখাবারে, চতুষ্পদ শূন্যশায়ে,
ভ্রমে ভূত ভৈরব বেতাল ।
অদ্বৈত শিরে ধরে, ভীষণ ত্রিশূল করে,
আপাদদায়িত জটাজাল ॥
শমন-মনান দর্প, প্রথমে চলে, দর্প, পরে বাত্র ভল্লুক বিশাল !
ভয় পায় ভূতে মারে, আসনে তিষ্ঠিতে নারে,
সম্মুখে ঘুচায় চক্ষুজাল ॥
যে জন সাধক বটে, তার কি আপদ বটে
তুষ্ট হয়ে বলে ভাল ভাল !
নন্দ সিন্ধু ষাট তোর, করালবদনী হোর, তুই জয়ী ইহ-পরকাল ।
কবি রামপ্রসাদ দাসে, আনন্দ-মাগরে ভাষে,
সাধকের কি আছে জঞ্জাল ।
বিভীতিকা সে কি মানে, বসে পাকে বীরামনে,
কালীচরণ করে ঢাঙ্গ ॥ ৮৭৩ ॥

স্বরটমলার—মধ্যমানের ঠেকা ।

সদা কালী কালী কালী বল মন,

কালী নামে অরণে হয় কালের দমন ।

মাহি চাহে কালাকাল, কি সকাল কি বৈকাল,

কিবা সন্ধ্যা রাত্রিকাল, সর্বকালে সে সাধন ॥

কিবা বাল্য যুবাকাল, কিবা বৃদ্ধ অষ্টকাল,

আজি কালি বলে কাল, করে আত্মকে হরণ ।

বৃথা গেল ইহকাল, না ভাবিছ পরকাল,

বর্তমান কালে ত্রিকাল, দেখ করিয়ে গমন ॥

কালী নামে মহাকাল, স্থিরতা চিরকাল,

কি সকাল কি অকাল, ভাব সে শ্রামাচরণ ॥ ৮৭৪ ॥

মলিত—আড়াঠেকা ।

অস্তি হুয়ারাধা ভার্য্য ত্রিগুণা রজোরূপিনী ।

না সরে নিগ্রাসপাশ বন্ধনে রয়েছে প্রাণী ॥

চমকিত কি কুহক, অজিত এ তিনলোক,

অহংবাদী জ্ঞানী দেখে তমোরজোতে ব্যাপিনী ॥

বৈকুণ্ঠী মাপ্রাতে মোহ, সচৈতন্য মাহে কেহ,

শঙ্কর প্রভৃতি পরমোনি ।

দিয়া সত্য জ্ঞানানুরোধ, কর দুর্গে দুর্গান্ত রোধ,

এবার জননের শোধ মা বলে ডাকি জননী ॥ ৮৭৫ ॥

শ্রীমঙ্গল—চৌতাল ।

এ মা ভবানী ভবপ্রাণী শিবানী, সর্বমঙ্গলা চপলা-বরণী ।

ঈশান-ঈদি-পদে স্থিতি, শ্যামাণ-দুহিতা সতী,

দুঃখি গতি নাই, ভববতী ভবভয়-নিবারিনী ।

শঙ্কর সাবিত্রী অশ্বে, জগদ্ধাতী জগদশ্বে,

দুঃখি ভীমে ধমে ভীমে শঙ্কু-দুহিতা ।

ব্রহ্মা বিষ্ণু আরাধিতে, অজিতে অপরাজিতে,

হরচন্দ্রে অস্তিমেষে, বাঞ্ছিত চরণ-তরণী ॥ ৮

মূলতান—একতাল ।

তারা কোন্ অপরাধে এ দীর্ঘ মেয়াদে,
 সংসারগারদে থাকি বল ।
 গশিল ছয় দূত, তশীল করে কত, দারা হুত পারের শৃঙ্খল ।
 দিয়ে মায়া বেড়ী পদে, ফেলেছ বিপদে,
 সন্দেহে হারালেম মোক্ষকল ।
 এবার হল না সাধনা, ওমা শবাসনা, সংসারবাসনা প্রবল ।
 প্রাতঃকালে উঠি, কতই যে মা ষাটি, ছুটাছুটি করি ভূমণ্ডল
 হয়ে অর্থ-অভিলাষী, আনন্দেতে ভাসি,
 সর্বনাশী জানিস্ কত ছল ।
 আনি ভূমণ্ডলে কতই হুঃখ দিলে, নীলাম্বরের জলে হুঃখানল
 আর বাঁচিতে সাধ নাই, বাসনা সমাই,
 ফণী ধরে থাই হলাহল ॥৮৭৭॥

সিদ্ধ—আড়াঠেকা ।

সজস নয়নে ভাষি চাও মা তারা মুক্তকেশী,
 যুচাতে হবে জননী গলদেশে মায়া-ফাঁসী ।
 কঠিন সঙ্কটে ফেলে, করেছে কলি মায়া-জালে,
 জালমালায় হয়ে বেষ্টিত, কাদে কত দিবা নিশি ।
 ভবে ত্রাসিত জননী, তারা তারা ডাকি আসি,
 পতিতপাবনী নাম, পতিতোদ্ধার কর আসি ।
 কারে হাও ইন্দ্রহ পদ, কারে কর তুচ্ছপদ,
 এমন এক চাকো মেয়ে, শিব লয়ে শ্রাশানবাসী । ।
 সংকর্ণেতে সুখভোগী, পাপকর্ণে চিররোগী,
 ভাগ্য কলতি কাষে, সঙ্গে ফেরে হাস-দাসী ॥
 দ্বিজ নবীন অতি দৈন্ত, কি ভাবনা ভারি জন্ত,
 যদি পাই গো শ্রামাপদ, হই না ধনে অভিলাষী ॥ ৮৭৮ ॥

আলোয়া—আড়াঠেকা ।

ওহে মহারাজ ! আজ কি হেরি নয়নে ।
 মূলকেশী কে ষোড়শী, হৃদয়ে নাচিছে রণে ।
 লোলজিহ্বা শবাসনা, শব কর্ণে সূশোভনা,
 ভালে চন্দ্র ত্রিনয়না মেঘবরণা—
 বামা বাম দিকরে, নৃমুণ্ড কুপাণ ধরে,
 বরাভয় দান করে, দক্ষিণ করে যতনে ।
 চৌবট্টী ষোগিণী সঙ্গে, নাচিছে পরম রঙ্গে,
 ভাসিছে রণ-তরঙ্গে ঘোর-বদনা ।
 সুগুমালা দোলে গলে, দশনে রুধির গলে,
 বনোয়ারী লাল বলে, রাথ দীনে শ্রীচরণে ॥ ৮৭৯ ॥

প্রসাদী—একতাল ।

কেন গঙ্গাবাসী হব, যবে বসে দ্বায়ের নাম গাইব ।
 আপন রাজ্য ছেড়ে কেন, পরের রাজ্যে বাস করিব ।
 কালীশ চরণতলে কত শত গয়া গঙ্গা দেহতে পাব,
 শ্রীরামপ্রসাদ বলে, কালীর পদে শরণ লব ।
 জগি এমন মায়েব ছেলে নই যে, বিমাতাকে মা বলিব ॥ ৮৮০ ॥

ভৈরবী—হরি ।

কেও কামিনী শশানবাসিনী,
 শোভিত অলঙ্কারেণ চরণ দুখানি ।
 দ্বিভুজা নরশির করে, অভয়া সভয়া বরে,
 আশুতোষ-হৃদি-পরে বিহারকারিণী ।
 মা ভৈ মা ভৈ রবে, হৃদয় করে শিবে,
 নাচিছে ভবানী ভবে, শিব-সীমন্তিনী ।
 দ্বিজ কালিদাস কর, মন মা ঐ পায়,
 না রহিবে ভব-ভয়, শিব-বাক্য জানি ॥ ৮৮১ ॥

জয়জয়ন্তী - ঝাঁপতাল ।

শ্রামাঙ্গতঙ্গী, সুরশিমা দরশনে,
 মাতঙ্গী নব-বোড়শী রত্ন-পদ্মাসনে ।
 রক্ত অঘরপরা, গনিত সূচাকু করা,
 পাশ অক্ষুশধরা, চর্য থড়োর সনে ।
 অর্দ্ধশশীভালিনী, শুবিশাল ত্রিলোচনী,
 কালব্যালিনী জিনি বেনী বিশেষণে ;—
 নকলগুণসাধিকে, অমর আরাধিকে,
 ত্রাহি অপরাধিকে, শিবতত্ত্ব উপাসনে ॥ ৮৮২ ॥

রানপ্রসাদী সুর—একতাল ।

আর কত কাল ভুগ্গে কালী, হয়ে আমি কুয়োঁর ঘড়া ।
 এই ভবকূপে কোনরূপে, নিবৃত্তি নাই ওঠা পড়া ॥
 আশীলক্ষ পাটে একে সর্সাজে পড়েছে কড়া ।
 আবার গলায় কণা, শক্ত ফাঁসা মায়ামোহ দড়ী দড়া ।
 বুগে বুগে মলেম ভুগে, কিছুতে না নড়া চড়া ।
 শীতে কাঁপ জলে ভিজি রোদেতে হই বেগুন পোড়া ॥
 রোগে-ছিদতে, কালনিহাতে, তখন থাকি হয়ে পোড়া ।
 জীবাত্মা কাসারী যেটা, অমনি এসে দেয় মা জোড়া ॥
 কি অপরাধ করেছি মা, এত কেন শাস্তি কড়া ।
 কবি কয় তোর পায়ে পড়ি, আর করো না কোঁড়াছে ডা ॥ ৮৮৩ ॥

বিভাস—একতাল ।

পায় কর মা আঁমায় শ্রামা,
 অপারে পড়েছি দুঃখ, চরণ দিয়ে কর ক্ষমা ।
 অশীতিলক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়ে, আবার আনলি মানব দেহ-
 পায়ে দেহ পূর্ণ হম আমার গতি কি হল উমা ।
 বিজ নবীনের নদ, নিছে ভাব অকারণ,
 ঐ পদে হবে নোক্ষপদ, পদাঙ্কতে রাখবে বামা ॥ ৮৮৪ ॥

যোগীরা বেহাগ—মধ্যমান ।

চল ভবের হাটে,

মন করিব বাণিজ্য কায়া শ্রীমা মায়ের নিকটে ।

মন বোকা নাহি যায় ভাবে, লাভ কি লোকমান হবে,

এখন এই সার কর যা থাকে ললাটে ॥

মন হিমাব কিতাব আদি তার, শকনি তারার ভার,

তুমি কি মন বুঝিবে ভাব, সম্ভবনা নাইক ঘটে ।

মন কলিতার্থ যা হবে, তুমি কি তা দেখিতে পাবে,

তবে দেখ ওরে মন তুমি কেবল চিনির মুটে ॥ ৮৮৫ ॥

শাস্ত্রাজ—আড়াঠেকা ।

কবে সে দিন হবে, তারিণী মোরে তারিবে,

অনন্তশরণ জনে চরণে রাখিবে শিবে,

রমনায় বসিবে তারা, নামাক নম্রানন্দরা,

তারি নাম বিনা শ্রবণ আর না শুনিবে ॥ ৮৮৬ ॥

জংলা — একতারা ।

অভয় পদে প্রাণ সাঁপেছি, আমি আর কি যমের ভয় রেখেছি ।

কালী নাম মহামল্ল, আশ্বশির শিখায় বেঁধেছি,

আমি দেহ বেচে ভবের হাটে, হুর্গানাম কিনে এনেছি,

কালী নাম কল্পতরু হৃদয়ে রোপণ করেছি,

এবার শমন এলে হৃদয় বুলে, দেখাব তাই ভেবে আছি,

দেহের মধ্যে ছজন কুজন, তাদের ঘরে দূর করেছি,

রামপ্রসাদ বলে, এবার আমিবাঁত্রী করে বসে আছি ॥ ৮৮৭ ॥

বাউলের সুর—একতারা ।

মাক্ষধন তুই বন্ধ কর মন বাক্সেসেতে,
জগৎ আলো হবে ঘাহাতে ।
অচিরাৎ তুই পাবি ফল রে ইহাতে ।
ভুলালে ভুলবি না, যাতে ভাতে ।
যেমন তাঁতির সূতা, তাঁত কাটিলে তাঁতিতে
গুরু বাক্য ধর, অভিমান ত্যাগ কর,
সতত সঙ্গ কর, পরিণামে তরুণি অবহেলেতে ॥ ৮৮ ॥

বেহাগ—আড়াঠেকা ।

ইচ্ছা আছে না মনে, হুর্গানামে দীক্ষা হয়, যা থাকে সাধনে ।
কালী নামে দিয়ে গণ্ডী, মধো করবো পঞ্চমুণ্ডি,
সোণে এনে উগ্রচণ্ডী ধোব হৃদি পদ্মাসনে ॥
বাম নামা শোষনেতে, উঠিবে আসন শূন্যেতে,
হিরন্মাবে কুন্তকেতে, রেচকে স্বস্থানে ॥
কুণ্ডলিনী সহযোগে জীবাত্মারে লয়ে যোগে,
পরমাত্মায় স্থান গেলে, রাখবে সমাধি করণে ॥
দ্বিজ নবীনচন্দ্রে কর, সেও তো সামান্য নয়,
যদি কালী কুল দেয়, আর যাব না পতনে ॥ ৮৯ ॥

মূলতান—আড়াঠেকা ।

কে রে বাগা নিবিড় নীরদবরনী,
দেবদেবাদি পতি, মানসে পূজিতে নতি,
অপার মহিমা জেনে, পদতলে ত্রিশূলপাণি ।
জগৎ-হুল্লভ তুমি, পুরাণে শুনেছি আমি,
অসার সংসার, সারাৎসার, হয়েছি আপনি ।
দ্বিজ নবীন ভাবে তাই, শ্রীচরণ কবে পাই,
পাইলে জনন সফল, মোক্ষপদ সামান্য গণি ॥ ৯০ ॥

টোরী—আড়া ।

মৃগরাজ্যেপরে কে রে বিহরে,
যামা বিবিধ আয়ুধ ধরে অরি প্রাণ হরে ।
নখীনা হেমবরনী, ত্রিশূণ-ধারিণী ত্রিনয়নী,
কোটি রবি শশী শোভে চরণ-নথরে ॥ ৮১১ ॥

আলিয়া—কাওয়ালী ।

কালী অকুল সাগরে কুল দেখিলে ।
কি হবে কূলীনে, অকুল দেখি রে যদি অকুল হয়ে,
কুলকুণ্ডলিনী কুলা কুলবিশীনে ;
জ্বলি কুলহীন দীন ভ্রান্ত, কুলের পাবকু না হয়েছে একান্ত,
কাল-বেশ করিয়ে কালান্ত, কুলে এলাস হয়ে কুলভ্রান্ত,
হইয়ে ঐতিকূল, দাশরপি প্রতিকূল,
দে না গিরিকুলোদ্ভবা স্বপ্নে ॥ ৮১২ ॥

প্রসাদী—একতাল ।

ওরে মন কি ব্যাপারে এলি ।

ও তুই না চিনিযে কাজের গোড়া, লাভে মূলে হারাইলি ॥
ওকদত্ত রত্ন ভরে, কেন বা পায় না করিলি ।
ও তুই কুনসঙ্গেতে থেকে রত্ন, মধো তরী ডুবাইলি ॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, সে অব কেন না আনিলাম ।
তার ব্যাপারেতে লাভ হবে কি, মহাজনকে মজাইলি ॥ ৮১৩ ॥

বেহাগ—আড়া ।

না হেরষ-জননী হরহৃদি-ননি হৈমবতী হেমবরণী ॥
ইমকর ভালে, হিমগিরিবালে, হর মায়াভালে গো তারিণী ॥
হীরকাদি ননি, হিরণ্যরচিত হিরণী হলাহল ধরা পবিত্রিণী,—
ঐত মদনী, হিতকারিণী, মা হেব অকিকনে দীনজননী ॥ ৮১৪ ॥

বেহাগ—টিমে তেতলা ।

ভুবন ভুলালে রে কার কামিনী ঐ রননী ।
 বামার করে করাল শোভিছে, ভালে করবাল ঘেন দামিনী ।
 সঙ্গল জলদ শোণিত অঞ্জে, নাচে ত্রিভঞ্জে তাল বিভঞ্জে ।
 মায়ের গিরে শিশু-শশী ঘোড়নী রূপসী, শশীমুখী কানীবাসিনী ।
 অ) অ) অ) হাসিছে রে নাশিছে পুত্র মাতৈ ভাসিছে রে,
 শ্রীহরেন্দ্র কহিছে, হৃদি প্রকাশিছে,
 ভব রূপে ভবজননী । ৮৯৫ ॥

প্রবাসী চর—একতাল ।

অন্নপূর্ণার ধন্য কাশী ।
 শিব ধন্য কাশী ধন্য, ধন্য ধন্য গো আনন্দময়ী ।
 ভাগীরথী বিরাজিত হরে অচল কৃতি,
 উত্তরকাহিনী গঙ্গা জল চলেছে দিবানিশ ।
 শিবের ত্রিশূলে কাশা বেউত বক্সা অনি,
 ভগ্নাবা মরিলে জী শিবের শরীরে নিশি ।
 কি মহিমা অতীত, কেউ থাকে না উপবাসী,
 ৬ নারেন্দ্র প্রসাদ অঙ্কিত তোমার চরণপূজার অতিলাসী ॥ ৮৯৬ ॥

বিভাস—একতাল ।

ভাল সুখদায়ক সুনিদ্রার আঁছ মন,
 হলে কোর সৌতক দেহ পতন ।
 স্তোর সুখদায়ক হলে, ভূখণ্ডায় পড়ে রবে,
 শ্রী বীর মন ভূখণ্ডায় আয়োজন ।
 কামদেবে সুখদায়ক হলে পরম ধন, জ্ঞানিস না রে রবিশ্বর
 দত্ত চিত্রে শিব অঙ্কণ,
 এলব রক্তি জ্ঞানিস হলে পরম রতন ।
 যার নাম শুনে মন ত্রিনেত্র রনিপুত্র হর রে দমন ।
 অন্নপূর্ণার ভগ্নাবা কেমন ভবনী প্রসন্ন ॥ ৮৯৭ ॥

সিন্ধু খান্ধাজ—৫৭

এনারীকে নারি চিনিতে কয় কার বনিতে ।

শিরশ্ছেদ স্বয়ং করি, ছিন্নমস্তা ভয়ঙ্করী,

রক্তবর্ণা নগণা, মগনা শোণিতে ।

পদ্মমধ্যে কর্ণিকার, কিবা সাধ্য বর্ণিবার,

তিনওণে শোভিত ত্রিকোণ যোণিতে ।

কণ্ঠোখিত রুধির ত্রিধার,

ভারু একধার ধরে নিজ অধরে, কি নাধুরী জানিতে ।

আরোহণ শবোপর, রুধির পানে তৎপর,

ছুই ধার পিয়ে পাশে দ্বিবোণিনীতে ।

বিপরীত সুরতে সুরত রতিপতি,

তরুপরি মুরতি কৃপাহি পাণিতে ।

ছিন্নমুণ্ড করতলে, অস্ত্রি মুণ্ডমালা গলে,

সুশোভিত যজ্ঞ-উপবীত ফনীতে,

আধকলা চন্দ্রাননে কি শোভিত,

কলানাথ ফলিত ক গালমাঞ্জে দিনমণিতে ।

তব্বে তুমি স্বতঃসিদ্ধি, শিবে দে মা ইষ্টেসিদ্ধি,

অন্তে যেন যায় প্রাণ সুরধুনীতে । ৮৯৭ ।

বেহাগ—আড়াঠেকা ।

যাহি কি করিব আর, ভবভার দিয়েছ গো না হয়েছে অভাব ।

অন্ন বিনে করে ফিরি অৱজ্বালায় জ্বলে নারি,

দিনান্তে হয় না অন্ন, ডাকি মা তোয বারে বার ।

অন্ন বিনে চণ্ডদড়ী, বেড়ই লোকের বাড়ী বাড়ী,

জিজ্ঞাসা করে না কেহ, কি হইল আজ তোমার ।

দ্বিজ নবীনের ভার, যদি তোমার হয়েছে ভার,

তবে প্রণতনে রেখো মাগো, দৃঢ়াও তুমি মনের ভার । ৮৯৮ ।

প্রসাদীশ্বর—একতালা ।

হয়েছে মা জোর করিয়াদী । এবার বুঝি বিচার করুণামা ;
 ঐ যেমন করিছে জমিনদারী নেচে উঠে ছটা বাদী ।
 অবিদ্যা বিমাতার বেটা, তারা কাম আদি ।
 যদি তুমি আমি এক হই ছো, পূর হতে দূর করে দি ।
 বিমাতা মরেন শোকে, ছয়টায় যদি আমল না দি ।
 সূখে নিত্যানন্দ পুরে থাকি, পার হ'য়ে যাই ভব-নদী ॥
 হজুরে তজবিজ্ঞ কর মা, হাজির করিয়াদী বাদী ।
 এই স্যোপাঙ্কিত ভজনের ধন, সাধারণ নয় যে তা দি ॥
 মাতা আদ্যা, মহাবিদ্যা, অদ্বিতীয় ষাপ অনাদি ।
 ও মা, তোমার পুতে, সতীন-সুতে,
 জোর করে কার কাছে কাঁদি ॥
 প্রসাদ ভণে, ভরসা ননে, কাপ তো নহেন মিথ্যাবাদী ।
 ঠেকে বারে বারে খুব চেতেছি,
 আর কি এবার ফাঁদে পা দি । ১০০ ॥

ঝি ঝিট—আড়া ।

সকলের প্রাণ তুমি বেদাগমে শুনি,
 তবে কেন মতভেদ হয় গো জননি ।
 কেহ হয় ধনেতে রত, কেহ নারীর অনুগত,
 কেহ হিংসাপরায়ণ, কেহ তত্ত্বজ্ঞানী ॥
 সর্বস্বরূপিণী তারা, সর্ব সর্বরূচিকরা,
 সর্বভাবে ব্রহ্মসারা, দুলালের বাণী । ১০১ ॥

আসোয়াস্বি—টোড়ী ।

কেয়ে হর-উরসি ।
 প্রাসা মনোরমা গুণধামা, হাসিছে ভাসিছে সুধারাসি ॥
 নব জলধর আভা, মুনি-মনোলোভা ;
 পদযুগে শোভে ভানু শশী ॥ ১০২ ॥

সিদ্ধু চৈতন্য—একতালা ।

যে হয় পাষণ্ডের মেয়ে, তার হৃদে কি দয়া থাকে ।
 দয়াহীন না হলে কি লাগি মারে নাথের বুকে ॥
 ক্রাময়ী নাম জগতে, দয়ার লেশ মা নাই ছোঁমাতে,
 মলে পর মুণ্ডমালা, পরের ছেলের মাথা কেটে ।
 মা মা বলে যত ডাকি, শুনেও ত মা শুন না কি,
 সবাই এমনি লাগি থেকো, তবু ছুঁয়া বলে ডাকে ॥ ৯০৩ ॥

শাহাজ—মধ্যমান ।

ওমা বর্গে বর্গে তব নাম আছে গাঁথা,
 যোগে ভাগে থেকে যদি নাহি কতি কথা ।
 যাও যে তুমি বেটার মাথা, বারে বারে খাওয়া মাতা,
 নাহি তব স্নেহ সমতা ঐ কথা যথা তথা ॥
 ভাষ ওরুর একটা কথা, চাইনে মা তোর ঝুলি কাঁথা,
 থাকে না যেন কপটতা, ভক্তবাক্য নয় অন্তরা ॥ ৯০৪ ॥

অসাদীশুর —একতালা ।

কালী একপে আর গুত হবে কত কাল ।
 কি সকাল কি বিকাল, সে ত নাহি মানে কালাকাল ;
 কালদণ্ড নিয়ে কাল, সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করে চিরকাল ॥
 জননী-অঁঠে ডিলেম যতকাল,
 আশা ছিল ভবে এসে, সাধনে কটাৰ কাল,
 প্রতিবাদী হলো তাহে রিপুকাল,
 অজ্ঞানে বিফলে গেল বালাকাল ।
 খেল যুবাকাল যুবতী সঙ্গে, কাল কাটানেম রস-রঙ্গে,
 জড়াবে পীড়িতে গেল বৃদ্ধকাল ॥ ৯০৫ ॥

সিন্ধু—টিমেতেলালা ।

মন পবনের নৌকা বটে, বেয়ে দে শ্রীদুর্গা ঝোলৈ ।

মহানন্দ যন্ত্র যার, সুবাতাসে বাদান তুলে ।

মহানন্দ কর হাল, কুণ্ডলিনী কর পাল ;

হুজন কুজন আছে যারা তাদের দে রে দাঁড়ে কেলে ।

কমলাকান্তের মেয়ে, নন্দর তোল দুর্গা কবে,

পড়িবি তুফানে যখন, সারি সারি সবাই মিলে । ১০৬ ।

ইমন—একতালা ।

কে রে রণমুখের, এ কার বামা রণ-সাজে ।

আলুজিতকেশী বিবসনা বামা, নরশিরোমালা গলে অনুগমে,

শিব শিব করে নাচে শবোপরে,

শ্রুতিমূলে শবশিত শোভিছে ॥

রক্তজবা জিনি শোণিতাক্ত অঁথি,

সুশাণিত অসি শোণিতে মাখি,

বিছাৎ আকার শোণিতের ধার জনদবরণী সাজে । ১০৭ ।

প্রসাদীসুর—একতালা ।

এই সংসার ধোঁকার টাটি ; ও তাই আনন্দ বাজারে লুট ।

ও রে ক্ষিতি জল বহি বান্ধ, শূন্যে পাঁচে পরিপাটী

প্রথমে প্রকৃতি স্কুলা, অহঙ্কারে লক্ষ কোটি ॥

যেমন সরার জলে সুখা ছায়', অভাবেতে স্বভাব যেটী :

গর্ভে বধন বোগী তখন, ভূমে পাড়ে খেলেন মাটা,

গুরে ধাত্রীতে কেটেছে নাড়ী, মায়ায় বেড়ী কিসে কাটি ?

রমণী-বচনে সুখা, সুরা নয় সে বিষের বাটী,

আগে ইচ্ছা সুখে পান করে, বিষের জ্বালায় ছটকাটি ॥

আনন্দে রামপ্রসাদ বলে, আদি পুরুষের আদি মেয়েটী,

ও মা বা ইচ্ছা তাই কর মা, তুমি মো পাষণ্ডের বেটী । ১০৮ ।

কেদারা—খামাল ।

রতন-গৃহে কে রে রতন-সিংহাপনোপরে,
 ষোড়শী সুরেশী শশানী ।
 পীতাম্বরী পীতবর্ণী, যায় না সে রূপ বর্ণনা,
 স্বর্ণালঙ্কার-ভূষিতা বাল্য চন্দ্রভালিনী ;
 কে রে দলুজ-রসনা ধরি, মুদগরেরে উদ্ধ করি,
 রবিশশী অনল সে ভীত ত্রিনয়নী ।
 ভবার্চনা করে দুঃখ বিমোচন শিবের,
 অশীষ্টসিদ্ধি অচিরে প্রদায়িনী ॥ ১০৯ ॥

প্রসাদী সুর—একতুলা ।

কালী সব ঘটালে লেটা ।

জাগম নিগম শিবের বচন, মান কি না মানবি নেটা ॥
 প্রশান গেলে ভালবাস না ভুচ্ছ কর মনি-গোটা ।
 যারে আপনি যেমন ঠাকুর তেমন, ঘটলো না আর দিকি গোটা ।
 যে জন তোমার ভক্ত হয় মা, ভিন্ন হয় তার রূপের ছাটা,
 তার কটেতে কোপীন মেলে না গায়ে ছ ই আর মাথায় জটা ;
 ভুলে আসিয়ে মা গো করালে আনায় লোহা-পেটা ।
 আমি তবু কালী বলে ডাকি, মায়াস আমার বুকের পাটা ॥
 চাকলা জুড়ে নাম রটেছে, শীর মধুনাশ কালীর বেটা,
 এ যে মাঘ পোয়ে এমন ব্যবহার, ইদার মর্ম্ম বুঝবে কেটা ॥ ১১০ ॥

ভৈরবী—ঠুংরি ।

হৃদি পদ্মাসনে কে রে না ভৈরবী ।

চতুর্ভূজা অক্ষ পুথি মাল্যবর মাঠে রবী ।
 রক্তবর্ণী ত্রিনয়না, দুওনালা সুভূষণা,
 ভালে খণ্ডশশী প্রতি গজ প্রভাকর রবি ।
 মনে মনে মনোযোগ, করি এই মনোযোগ,
 যদি হয় গোরাযোগ শিব হ য়ে পদে রবি ॥ ১১১ ॥

গারা তৈরবী - যৎ ।

তীর্থবাসী হওয়া মিছে, তীর্থবাসী হওয়া মিছে ।
 স্রামাচরণ বিনা রে মন কোন্ তীর্থ কোথায় আছে ?
 শুনেছি রে লোকে বলে, অযোধ্যা নগরে গেলে,
 দেখিলে সে রামলীলে, সকল পাপ যুচে ;
 পুন মুনি লিখেন বেদে, সেই রাম পড়ে বিপদে,
 দিয়ে রক্তজবা কালীপদে, তবে তো রাবণ বধেছে ।
 দারকা মথুরাপুরী, শ্রীবৃন্দাবন আদি করি,
 কৃষ্ণ যথা লীলাকারী, লীলা করেছে ।
 সেই কৃষ্ণের জন্ম যখন, কংস রাজা বধে জীবন,
 যাতারূপা হ'য়ে তখন কৃষ্ণের জীবন বাঁচায়েছে ।
 শিবের কৃত কানীক্ষিত্র, সকল তীর্থের সার তীর্থ,
 যে দেখেছে সেই তীর্থ, মুক্তি পেয়েছে ।
 শম্ভু ভাবে দিবানিশ, যার কৃত সেই কানী,
 আপনি হয়ে শ্রশানবাসী শ্রীচরণ হৃদে ধরেছে ॥ ১:২ ॥

জালা -- কাওয়ালী ।

দিন যায় মন তাই ভাবনা, ভাব কিসে হবে সম্ভাবনা ।
 এক টাকায় লাক টাকা গেলে, তবু আকাঙ্ক্ষার নিরুত্তি হয় না
 হওয়ার মধ্যে হয় না সাধন ভজন বাড়ে কেবল বাব্যুনা ।
 একতালা দালান না হইতে তে-মহলার বিবেচনা ;
 বুঝি সমাগরার রাজা হলে, তবু মনের সাধ মিটে না ॥
 বেদ পড়াই বেদান্ত পড়াই, বাবুতা দেই আপনা বিনা :
 আবার পরকে ঠেকাই ফাঁকী করে,
 আপনে ঠেকার ফাঁদ দেখি না ।
 দানে ধানে ভক্তি জ্ঞানে জেনে শুনে মতি যায় না ।
 হার পরের ক্ষতি পরের নিন্দায়, পরের নারীর কুল রাখে না ॥
 রাজমোহন কর সংসারীতে সত্য কথার লেশ থাকে না :
 দেই পরকে প্রবোধ সাধুর মতন,
 আপনা প্রবোধ ছাই হল না ॥ ১২৩ ॥

থট্ ভৈরবী—যৎ ।

নির্ঝাণ গেরাবু খেলায় গীর্জাণী দেধি সংশয় ।
 শত্রু সঙ্গে বসে আজি হই বুঝি মা পরাজয় ॥
 যুগে যুগে তাস তেসে, খেলতে হয় মা দশা দোষে,
 বদ রত ঘুরে এসে, পাপ-পঙ্কা ছকা হয় ।
 ভক্তি হৃদর হাতে এলে, পাছে বাজী জিতি বলে,
 হাতের পিট দেয় ফেলে, সাধ করে সাত তুরূপ কয় ॥
 দেখালে বিবেক-বিস্তি, বলে কি জন্মেছে ভ্রান্তি,
 খেলাতে না দেখে শান্তি, ভবানী পেয়েছি ভয় ।
 চিত্তশুদ্ধি রঙ্গের ফেরাই, যোগে যোগে যদি ফেরাই,
 বাসনা পঞ্চাশ হৈকে, হাতের পাঁচ কেড়ে লয় ॥
 মন ছিল যে রঙ্গের গোলাম, সে হলো বিপক্ষ গোলাম,
 দেগে শুনে হাবা হলান এ দুখে কি প্রাণে ময় ।
 পারী কয় তোর কৃপাবলে, তৎক্ষণ রত পোলে,
 ডঙ্কা মেরে বাই না চলে, ঝিপুদলে করে জয় ॥ ১১৪ ॥

জংলা—একতাল ।

মন যদি মোর ভুলে,
 তবে বালীর শযায় কালীর নাম দিও কর্ম্মফলে ।
 এ দেহ আপনার নয় রিপু সঙ্গে টলে (চলে,)
 আন রে ভোলা জপের মালা ভাসাই গঙ্গাফলে ॥
 ভয় পেয়ে রানকুড় ভোলা প্রতি বলে ॥
 আমার ইষ্ট প্রতি দৃষ্টি খাট কি আছে কপালে ॥ ১১৫ ॥

মলতাল—আড়া ।

মদন-মথন-মনোহারিণী, আতঙ্গীকুসুমসন-সুস্ববরনী :
 চতুর্দশ চারি খেত, করীকরে বেষ্টিত,
 রতনঘটে অমৃত, অভিষেকে শিবানী :
 শোভে চারি করবরে, পদ্মঘরে অভয় বরে,
 পাদপদ্ম পদ্মোপরে পদ্মসদ্যবিহারিণী ॥ ১১৬ ॥

ইমন— আড়া ।

কে রে নিরুপমা রূপ অরূপস্থামা তমু হেরি হেরি নয়ন জুড়ায় ।

সজ্জল কাদম্বিনী জিনিয়া কুন্তল,

তার মাঝে কামিনী সৌদামিনী থেলায় ॥

অঞ্জন অধর আতসে মুকুতাফল, নীলকমল ভ্রমে অলিকুল ধায়,
ক্ষণে ক্ষণে হাসা, কটাক্ষ করে কামিনী, শিবের মন সহজে ভুলায় ।মৃগাঙ্ক অরুণ চরণ-নগ কিরণ, রক্ত উৎপল ছটী পদতল তায়,
কমলাকান্ত অনন্ত না জানে গুণ, শ্রীচরণ মানবে কি পায় ॥ ১১৭ ॥

কালাংড়া—ঠুংরী ।

আদর করে হৃদে রাখ আকস্মিকী স্থানা মাকে ।

তুমি দেখ আমি দেখি আর যেন কেউ না দেখে ॥

কানাদিরে দিয়ে ফাঁকি, এস তোনার আমার জুড়াই আঁকি,

রমনারে সঙ্গে রাখি সে যেন মা বলে ডাকে ।

অজান কুনসী দেখ, তারে নিকট হতে দিও নাকো,

জ্ঞানের প্রহরী রাখ, সে যেন সাবধানে থাকে ।

কমলাকান্তের মন, ভাই আনার এক নিবেদন,

দরিদ্র পাইলে ধন, নে কি অন্তর স্থানে রাখে ॥ ১১৮ ॥

ভৈরবী—একতাল ।

জানার মন মজিলো ভবমায় কেন ওগো তারা ।

লোভে পাপ পাপে মূঢ়া ঐ প্রতীতি হলেম সারা ॥

সামান্য ধনের জন্য, অনর্থক কেন ভ্রমণ,

হবস্তুদি স্তানাদন ঐ ধনে বাদ হয়ে হারা ।

বিদ্যাহতে মত্ত মন, তত্বপথে হয় না জ্ঞান,

না করিলি কালী অরণ কিনে রক্ষা হয় সুতারা ॥

তুমি গো রজোরূপিনী, সৃষ্টিস্তি তি-লয়কারিনী,

অশেষ পাপবিনাশিনী, উচিৎ নবীনে দয়া করা ॥ ১১৯ ॥

বোলাওল আলাইয়া—হরি ।

ওরে মন নীলবরণ চরণ কেন ভাব না ।
 ক্ষিতি অপ তেজ মরৎ বোমেতে ধারণা,
 মিছা জন্ত দেহ ভেবে দেখ না ॥
 মূলাধারে স্থাধিষ্ঠানে, মণিপুরে সার ধানে,
 অনাহতে বিশুদ্ধে মিলন;
 আজ্ঞাতক করি দেখ না
 কুণ্ডলিনী কালী কালী কালে মিশায় না ॥
 ইড়া সুমুখা পিজলা, যোগপদ করি আলা,
 আছে মন আমারো কেন পাইতেছ আলা ;
 নিম্বধি তাহে কেন লুকাইয় থাক না ।
 ইহা বই আরো নাহি, যোগকপের উপায় এহি,
 ভান পরাংপর সেই কালী ব্রহ্মময়ী :
 থাকিলে প্রকৃতি ভাবে নিবৃত্তি হবে না,
 রামচন্দ্র স্থির হৈলে ফের আশা হবে না । ১২০ ॥

গারা তৈরবী—বং ।

কপালে যা আছে কালি তাই যদি হবে,
 শ্রীচূর্ণা, জয়চূর্ণা বলে, কেন ডাকা তবে ।
 ললাটে লিপেছে বিধি, তাই বলবান্ যদি,
 শিব তবে সত্যবাদী, কেননে সম্ভবে ॥ ১২১ ॥

বাগেশী—আড়া ।

কেহ কি আপনার আছে রে, স্লামাধন সিলারে দেয় আমায়েণ
 তাজিয়ে তনুর আশা প্রাণ দিয়ে তোমিষ তারে ॥
 আমিত ইল্লিয়বশে, ভুলে আছি মায়া পাশে,
 এমন সুহৃদ কেবা মনোহুং কব কারে ।
 মন রে ইল্লিয়রাজ, ঐ নহে অন্তের কাজ,
 কমলাকান্তের তার সাধিতে উচিত তোমারে ॥ ১২২ ॥

চৌরী—আড়া ।

মন নরন অন্তরে সদাই কুলাও গো ;
 ভাবিলে না পাই দেখা এই কি সম্ভবে গো ॥
 দেখিতে যতন করি, তোমার ভুলে অস্ত্রে হেরি,
 থাকিলে অন্তরে স্থাণা কর গো চাতুরী ;
 তুমি তো বিষম মেয়ে কে তোমারে জানে গো ॥
 যে সূর্য্য প্রতিবিন্দু, প্রকাশয়ে যথা অম্বু,
 অগাধা অদৃষ্ট বস্তু দেখা নাহি যায় ;
 রামচন্দ্রে দর্পণেতে দেখাও রাজাপদ গো ॥ ৯২০ ॥

পরভু—কাওয়ালী ।

তার শিবের নয়ন ভুলেছে ।
 নিকূপমারূপ চিকণ কালা হেরিয়ে ॥
 তা নইলে ত্রিলোচন, পরম যতনে কেন, অঁচরণ হৃদে ধরেছে ।
 চাঁদ ভ্রমে চকোরিণী, ঘন ভ্রমে চাতকিনী,
 নলিনী ভ্রমে ভ্রমরিণী এসেছে (গো)
 হারাইয়া নিজমণি, ব্যাকুল হইয়া ফণী, রূপ নিরখিয়া রয়েছে ।
 হোরিয়ে কুসুম ধলু, অভিমানে তাজি তলু,
 বিরহিণী হৃদয়ে শরণ লরেছে ।
 ও রূপ আনন্দ নিধি কমলাকান্তের হৃদি,
 কমল প্রকাশ করেছে ॥ ৯২৪ ॥

সোহিনী বাহার—জলছ তেতাল ।

নিস্তার তারিণী তারা ভবেরি বন্ধন ।
 শ্বেহ-মেঘে অন্ধকার হেরি সর্বক্ষণ ॥
 মায়া-বিন্দু বরিষণে, ওষ্ঠাগত হর প্রাণে,
 কৃতান্তের পরশনে, কুন্তীর যেমন ।
 বিপ্রদাস এই ত্রাসে, পড়েছে চরণ আশে,
 যেন পাই অবশেষে, ও রাজাচরণ ॥ ৯২৫ ॥

দেশমল্লার—অড়ো ।

চরমে পরমপদ পাইবে কি কর আশা ?

তবুজ্ঞান পরিহরি মনমত্তে আছ ঠেসা ।

মায়া মোহ এ সংসার, শ্রীপুত্র পরিবার,

(তবু) শশবাস্ত জন্য তার, হয়ে একি ছদ্মশা ।

মহাকাল মহাখল, ধরে লবে কুস্তল,

তাই বলি ভজ কালী, যেন ভুবন না হয় নিরাশা ॥ ১২৬ ॥

জলা—একতারা ।

নাই মন বিদেশ তোমার, দেখ ত্রিভুবন হর যে শ্রামার ;

জলে স্থলে শূন্য বনে, শ্রামা মী যে তোমার সনে,

ও তুই রাজার মেয়ের ছেলে হয়ে,

কি আর ধারিসু রে ভাবনার ।

যেখানে সেখানে রবি, মায়ের অঞ্চল ধরে চাবি,

ও তুই যা চাবি তাই ধেতে পাবি,

ভাবানী ভাব আপনার ॥ ১২৭ ॥

হাশির—একতারা ।

কালীপদ পঙ্কজে মতি যার, তবুঘোরে সে ঘোরে না আর ।

তার মনের বলা বিনাশেন বিমলা,

অন্তরে থাকে না অজ্ঞান অন্ধকার ।

রণে রাজদ্বারে, গুশানে, মশানে, শূন্যগারে,

গুনামার্গে, হতাশনে, অগ্নাঘাতে, উল্কাপাতে,

বিষপানে, বিষপ্ৰীগমনে, বিঘ্ন নাইকো তার ।

হস্তী-দন্তে, শৃঙ্গীশৃঙ্গে, নখী নখে,

নদী, নদে, হ্রদে, শৈলে, সমুদ্রকে,

রাক্ষসে কি ধগে, পিশাচে পন্নগে

প্যারী কলে সে পার পারাবার ॥ ১২৮ ॥

মধুকানের—সুর ।

এই বেলা মন নে রে ডেকে নীলাজ্বরনী মাকে ।
 নিলাম নিলাম কচ্ছে শমন, কখন নেবে নীলাম ডেকে ।
 কাল নিলে নীলামে ডেকে, কার শক্তি কে রাখবে ডেকে,
 লয়ে যাবে ডাকে ডাকে, তখন আর কি হো ডেকে ।
 জ্ঞাতি বন্ধুগণে ডেকে, কায়াটা কাপড় ঢেকে,
 কানবে সবে ডেকে, সারা কেউ পাবেনা ডেকে ॥
 চুল পেকেছে দাঁত পড়েছে, পরনার মেয়াদ গিয়েছে,
 পরোয়ানা দেখ এনেছে, অতএব বলি তোকে ॥ ৯২২ ॥

বেহাগ—আড়াঠেকা ।

এমন দিন মোর কবে হবে কালী বলে প্রাণ যাবে ।
 বন্ধুগণে আসি মোর করে তারানাম শুনাবে ॥
 অস্ত্রে সজ্জান-গৌরবে, যের যাবে বন্ধু সবে,
 হরি হরি কালী রবে, উচ্চারিবে প্রেমাভাবে ॥
 গিয়ে কাহাবীর দলে, পাপ নাশায়ণ বলে,
 শুনাবে নাম কুতূহলে, স কীৰ্ত্তন গুণ গাবে,—
 মনেতে হয় নিষ্কাম, বলে কালী ব্রহ্মবাম;
 প্রাপ্ত হব মুক্তিধাম, মর হয়ে জ্ঞানার্ণবে ॥
 দেখে কাল পর জব, শ্রীজ্ঞানচরণাশ্রয়,
 দারতরু সুধানর, প্রাপ্ত সুদৃষ্টি-প্রভাবে ॥ ৯২৩ ॥

ভৈরবী—২২ ।

কোথা গৌ দক্ষিণ কালী কামতরু নিধারিণী ।
 বারে বারে এর শক্তি না দয়া বাহি তিলোচনী ॥
 যদি জন্ত জন মুক্ত না করবে নিস্তারিণী ।
 (তবে) জুখিয়া তার নাম, কেউ লবে না তারিণী ॥
 দ্বিধ কেনারের এই কালী, ও গৌ শিব-মমোহিনী,
 বারেক ধর্মিক বার না দেখিও পা কাতারনী ॥ ৯২৪ ॥

মল্লার—কাওরালী ।

করালবদনী, কালী, কপালিনী

কালিকে করুণা করিতে, কেন কুপনতা কর হুতে ॥

চপৎ-জনন, জগদীশ্বরী যা কর, যতেক ছোঁষের জীবন রূপে বিহরে

অখিল ভুবনে যত চরাচর স্রব নর,

কে জানে মহিমা তব, তুমি সব, সব তোমাতে ॥

দক্ষুজদলনী দয়াময়ী নাক্ষত্রগণী,

অশরণ জনের শরণ পরমেধর-মোহিনী, হেম-ভূধর-হুহিতে ।

চতুরানন পঞ্চানন গুণ গায়,

ব্রহ্ম তব মায়ার শচীপতি হয় যার, দশদত্তবদন প্রণত যার পায়,

কি ভয় তোমার বিজ্ঞ রামশঙ্করে হেরিতে ॥ ১৩২ ॥

ভৈরবী—একতালী ।

রিবেশে, কুরসান্তিলাষে গো, মুক্ত হয়েছে মন আমারি-।

হিতাহিত কিঞ্চিৎ না করয়ে বিচার ॥

মত্ত করিবর বেন কুপণে ভ্রময়ে মন,

দিবেক অরুণ বিনে, উপায় নহিহু আর ।

ছয়তি দুর্গতিহরা, তুমি ব্রহ্মময়ী তারা,

তব কৃপা-কটাক্ষ কিরণে, নাশে অজ্ঞান আঁধার ।

কর যদি অকিঞ্চন, করুণা করুণা-গুণে,

যোষে ত্রিভুবনে মা, অদৌর্মমহিনী তোমারি ॥ ১৩৩ ॥

কিষ্কিণী—আড়া ।

অজ্ঞানভাবতে দিন তো গেল নহিয়ে, ম চরমে কি হবে শিবে ।

মানস তামস অহি, কুরসান্তিলাষে কৃতি,

না চিহ্নয়ে জনম মরণ দেখিয়ে,

নিমিত্ত অবস্থা-বশ, পরদিনা পরিহাস,

অকিঞ্চনে এহি দুর্গে জ্ঞানদা হইয়ে ॥ ১৩৪ ॥

বাহার—৪৭ ।

মহারাজ ! কে কালকামিনী সমরে,
 শবোপরে না দেখি এমন কালো, শোণিতাক্ত অঙ্গ কালো,
 যেমন কাদম্বিনী কালো শুড়িত ঘেরে ॥ (মায়ের)
 রক্তাবৃত পদক, রক্তাবৃত কলেবর, রক্তোখিত মুণ্ডমালিকে, মা
 নয়নে আরক্ত শোভা, লোলিত আরক্ত জিহ্বা,
 চন্দনাক্ত রক্তজবা, চরণোপরে । (মায়ের)
 প্রচণ্ড কুপাণ করে, করে মুণ্ড অভয় ধরে,
 করে খণ্ড অস্থর নরে, মা
 গ্রাসে গজ রথীন্দল, গ্রাসে রথী মহাবল,
 গ্রাসে ক্ষিতি রসাতল, চরণভরে ॥ (মায়ের)
 নীলকণ্ঠ পরে ধরা, শিরে সুরধ্বনী ধরা,
 তৎপদ হৃদয়ে ধরা তার, মা ;
 হলধর হেরে অশান্ত, ঘুচাও কালী মনের ভ্রান্ত,
 হয় যেন মা জীবনান্ত, ও পদ হেরে ॥ (মায়ের) ॥ ১৩৫ ॥

গারা ভৈরবী—৪৭ ।

নেটে মায়ের এত আদর, জোটে বেটা তো বাড়ালে ।
 নইলে কেন ডাকিতে হবে, দিবানিশি মা মা বলে ॥
 শ্রীরাম জগতের গুরু, জোটে বেটা তাঁর গুরু,
 আগনি বেটা বুঝলে নাকো, রইল শ্রীমার চরণতলে ॥ ১৩৬ ॥

সিন্ধু—মধ্যমান ।

দুর্গতিনাশিনী দুর্গে করুণা কর মা,
 সহে না সহে না আর সহে না ষাতনা ।
 হুঃখে হুঃখে হলেম সারা, আর কত হুঃখ দিবি তারা,
 কিঞ্চৎ কটাক্ষপাতে, ভুবনে হের না ॥ ১৩৭ ॥

ঝি ঝিট—আড়াঠেকা ।

শুধু গো দক্ষিণে কালী আনার হৃদয়ে বাস,
চন্দ্রদোলে শম্ভু লহ পুরাও মন অভিজ্ঞাষ ॥
তুমি ত মা জগদ্ধাত্রী, জ্ঞান কর জ্ঞানকত্রী,
মুক্তিপদ প্রদায়িনী, যুগান্ত আনার ভবের ত্রাস ।
যোগেন্দ্র ফণেন্দ্র ইন্দ্র, ধ্যানে না পায় পূর্ণচন্দ্র,
তা জানিয়ে পদতলে পড়ে আছেন কৃষ্ণবাস ।
তবজ্ঞান হয় না কেন, কুসঙ্গে নবান্নের মজিল মন,
ভবদারা ওগো তারা, ত্রিচরণে কর দাস ॥ ১৩৮ ॥

বাগেশ্বরী—একতালী ।

এ কি বিচার শঙ্করী কৃপা তরী পেলে ধ্বস্তরী ।
অনিতা গৌরব সদা অঙ্গে দাহ, আমার কি বাটল পাপ মোহ,
ধন-জন-তৃণ না লয় বিবহ কিসে জীবন ধরি ॥
ও না অনিতা আলাপ কি পাপ-প্রলাপ; সদত গৌ মনস্কলে,
মায়াকূপ কাল-নিদ্রা সদা দাশরথীর নরনয়ুগলে,—
হিসাকপ হল সেই উদরে কুনি, মিছে কাজে জনি, সেই হল ভসি
ও রোমে কি বাঁচি তন্নামে অকৃতি, দিবস শঙ্করী ॥ ১৩৯ ॥

ললিত বিভাস—আড়িশেষটী ।

কালীর নানে গণ্ডী দিয়া আছি দাড়াইয়ে
শুন রে শমন তোরে কই, আমি তো আশীষে নই,
তোর কথা কেন রব সয়ে ॥
ছেলের হাতের মোওয়া নয় যে ধাবে হুকো দিয়ে ॥
কটু বলবি সাজাই পাবি, মাকে দিব করে,
মে যে কুতাহুদলনী শ্রীমা, বড় ক্ষেপা নেয়ে ॥
শ্রীরামপ্রসাদে কয়, শ্রীমা মার গুণ গেয়ে,
আমি ফাঁকি দিয়ে চলে যাব চক্ষে বুলা দিয়ে ॥ ১৪০ ॥

বেহাগ—জলদ তেতাল।

ও মা পরমেশ্বরী ! কখন পুরুষ হও মা কখন ষোড়শী নারী ।
 অনাদ্য শক্তিরূপিণী, তজ্জি প্রদায়িনী, তারিণী ।
 কৃতান্ত উপাধি দিয়ে, কোন মতে তারিয়ে,
 নিস্তার ভব-সাগরে, দিয়ে শ্রীচরণ-তরি ॥ ৯৪১ ॥

গড়া ভৈরবী—যৎ ।

ভেবে দেখ মন কেউ কর নয়, মিছে ফের ভ্রমণে ।
 দিন দুই তিনের জন্ত হবে, কর্ত্তা বলে সবাই বলে ।
 আবার সে কর্ত্তারে দিবে ফেলে, কালাকালের কর্ত্তা এলে
 যার জন্ত মর ভেবে, সে কি সঙ্গে যাবে চলে ।
 সেই প্রিয়সী দিবে গোবর-ছড়া অমঙ্গল হবে বলে ॥
 শ্রীরামপ্রসাদ বলে, শমন যখন ধরবে চলে ।
 তখন ডাকবি কালী কালী বলে, কি করিতে পারবে কালে ॥ ৯

ধান্বাজ—এক তাল।

না কি রূপ মাধুরী ।
 হিমগিরি রাজহুতা রাজরাজেশ্বরী ॥
 পদাতি পঞ্চ পঞ্চদেব নঞ্চ
 বঞ্চ ত্রিপুরাসুন্দরী ।
 কত মায়া তাত জ্ঞাত নাহি কালে,
 বিধাতা বিদিত নাহি কোন কালে,
 দক্ষপুত্র কালে মায়ায় মহাকালে,
 ভুলালেন ঐরূপ মরি ।
 ও পদ দীপ্তরপী কেন চিত্ত শুনি,
 যে পদ চিন্তাতে আছেন চিন্তাননি,
 ব্রহ্মা চিন্তামণির চিন্তা নিবারিণী
 জঁ বিশ্বপ্রামেশ্বরী ॥ ৯৪৩ ॥

মূলতান—একতাল ।

কালী গুণ পেয়ে, বগল বাজারে,
এ তনু-তরণী তরা করি চল বেয়ে ।

ভবের ভাবনা কিবা, মনকে কর নেয়ে ॥

ক্ষিপ-বাতাস মূল, পৃষ্ঠদেশে অনুকূল, কালি রবে চেয়ে ।

শিব নহেন মিথ্যাবাদী, আজ্ঞাকারী অনিমাди,

প্রসাদ বলে প্রতিবাদী পলাইবে ধৈর্যে ॥ ১৪৪ ॥

বেহাগ—আড়াঠকা ।

কি কর দরশন । (রাজরাজেশ্বরী)

রক্তবর্ণ ত্রিনয়নী, ভালে শশী সুশোভন ॥

কমলজ কমলাক্ষ, রক্ত ঈশ বিরূপাক্ষ,

পঞ্চপ্রত নিরমিত বসিবার সিংহাসন ॥

শোভাকরে চারিকরে, পাশাফুল ধনুঃশরে

প্রতি অঙ্গে প্রভাকরে বিবিধ ভূষণ,

স্বজন পালন লয়, স্বাজকার্য এই হয়,

প্রজাপতি প্রজা তবু ভিখারী হরের ধন ॥ ১৪৫ ॥

গাংধার—চৌতাল ।

নীলবরণী নবীন রসনী নগিনী জড়িত জটা বিভূষণী ।

নীল নলিনী জিনি ত্রিনয়নী, নিরঞ্জন নিশানাথ নিভাননী ॥

নিরমল নিশাকর রূপালিনী, নিরূপমা ভাজে পঞ্চরেখা শ্রেণী

নিকর চারিকর সুশোভিনী লোলরসনী করালবদনী ॥

নিতম্বে ছলিছে শারদুল ছাল, নীলপদ্য করে করে করবাল,

নৃমুণ্ড ঋপর অপর দুকবে, লম্বোদরী লম্বোদর প্রসবিনী ॥

নিপতিত পতি শবরূপে পায়, নিগম ইহার নিগূঢ় না পায়,

হার পাইতে শিখের উপায়, নিজ সিকা তারা নগেন্দ্রনন্দিনী ॥ ১৪৬ ॥

ভৈরবী—মধ্যমান ।

জনসমাজে ভবে, আমি পার হব না কেনে,
 শুগো তারা ব্রহ্মময়ী হাসালি বুঝ শত্রুগণে ।
 আমার সময় কঠিন, পর উপাসনার অধীন,
 গেল না মা মন্দের মলিন, দিন গত হয় অদিনে ॥
 ছিল আমার অশ্রাশ্রয়, তাও ত করি নিরাশ্রয়,
 দিলি না মা পদাশ্রয়, আশ্রিত পীড়া কি কারণে ॥
 চিত্তার্থবে কেন রবে, ডাক নবীন উচ্চরবে,
 শুনেও যদি না শুনিবে, কি করিবে এ অধনে ॥ ১৬৭ ॥

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান ঠেকা ।

নীলবরণী কে কামিনী, কন্দর্প-দর্পহারিণী
 নবদনে সুশোভিত জিনি কোটা সৌদামিনী ॥
 কি কাজ ঘরে নগরে, ডোব সে রূপ-মাগরে,
 নামস্থধা ধর অধরে, ভাব রে দিবাযামিনী ।
 কিবা ধর্ম কাম অর্থ, মহাদেব যায় উন্নত,
 যোগীর যোগে পরম তত্ত্ব, নিত্য চিন্তেন চিন্তামণি ॥
 অন্তর্বাহ্য শাস্ত্র তর্কে, আধারাদি ঘটকে,
 দেখ চন্দ্রানন অর্কে, সহস্রদন যামিনী ।
 বার মায়ায় মুগ্ধ জীব, বার রূপায় মুগ্ধ শিব,
 যে নামে নাশে অশিব, শ্রোতাচরণে তরণী ॥ ১৬৮ ॥

ললিত থাম্বাজ--একতাল ।

তিলেক দাঁড়াও রে শমন, বনন ভরে নাকে ডাকি রে ।
 আমার বিপদ কালে ব্রহ্মময়ী, এসেন কি না এসেন দেখি রে
 লয়ে যাবি সঙ্গে করে, তার একটা ভাবনা কি রে,
 তবে তারা নামের কবচমালা, বৃথা আমি গলায় রাখি রে
 প্রসাদ বলে মাগের লীলা, অস্ত্রে জানিতে পারে,
 বার জ্বলোচন পেলেন না তত্ত্ব, আমি অন্ত পাব কি রে ॥ ১৬৯ ॥

হাশির—মধ্যমান ঠেকা ।

শক্তিমান মহাময় কর রে আশ্রয়,
শক্তিতে হইলে ভক্তি মুক্তি হইবে নিশ্চয় ।
ব্রহ্মা বিষ্ণু লয়কারী, সকলের সাহারী,
মহাকাল ত্রিপুরারি, অস্ত্রোত্তে শক্তিতে লয় ॥
শক্তি পূজা শক্তি ধান, শক্তি জ্ঞান রে শক্তি অজ্ঞান,
শক্তি ভিন্ন নাহি জ্ঞান, শক্তি যোগে কালে জ্ঞান,
সুচাস্তি কালাকাল, তাজ এই ভ্রমজাল, ॥
উপাসনা সৰ্পকাল, ভাল মন্দ অনিশ্চয় ॥
নাহি তায় নিষেধ-বিধি, অবিধি সেই সুবিধি,
বিধি অপ্রাপ্তে বিধি, শ্রীমাচরণে তে চিত্তয় ॥ ১৫০ ॥

মূলতান—অ'ড়া ।

স্বপ্নাশা জীবন-আশা গেল না সকলই গেল,
কৌমার যৌবন গত জরা আগমন হল ।
ছিল না মা জলপাত্র, করপাত্র ছিল মাত্র,
বাঞ্ছা ছিল জলপাত্র মাত্র হয় সম্পদ,
তা দিলে না দিলে বড়া, বাঞ্ছা তাতে হল বাড়া,
ব্রহ্মাও পাইলে তারী হয় সে ভাল ॥
সমানবরসী বত, প্রায়শঃ হইল হত,
নান জ্যোতি গত কত, কৃত কহিব ;
আপন পঞ্চত্ব হবে, মনে মনে জানি হবে,
তবু চিরজীবী'ভাবে, জাতি রহিল ।
চক্ষের মা গেল জ্যোতি, শ্রবণের গেল শ্রুতি,
মনের গেল মা স্মৃতি চরণের গতি ;
আছে কান্তা অভিলাষ, অদর্শনে আশার আশ ;
দরশনে জরা বলে কি দায় হল ।
তোমার মায়ায় গুণে, পদ্মযোনি পঙ্কাননে,
ক্ষীরোদশায়ীর মনে ভাস্তে ভলিল ;
শ্রীরামচুলাল ভাবে, সুপ্রসন্ন হও দাসে,
বাঞ্ছা পূর্ণ কর এসে সেই যে মঙ্গল ॥ ১৫১ ॥

ভৈরবী—আড়ধেমটা ।

কেন ভাবিলিনে ভাই, শ্যামা মায়ের চরণ ছুটী,
 ভাল বাপার কল্লি এবার, ভবের হাটে উঠি ।
 ভবে জন্ম কাজ কি হতো, জলে জল মিশায়ে যেত
 মনে ভাবিলে তারা জগত, তারা মা দিত তায় ছুটী ।
 মায়ের চরণ ভাবিলে পরে, ঘরের ছেলে বেতিস ঘরে,
 ও তুই ঘর বৃক্ষে না বসিতে পেরে, কাঁচালি পাকা ঘুঁটী ॥ ১৫

বাগেশ্রী—তিওট ।

কাল হারালাম কালের বশে, আমার মন মজিল হীরঙ্গরে
 অন্তিম কাল ইবে যখন, আসিবে তখন বন্ধুজন,
 ছেঁড়া চোটা ধরে মুড়ে, বাঁধবে আমায় আশে পাশে ।
 স্থির কর রে আপন মন, ভাব শমনের শমন,
 কালীনামে ভেলা বাঁধ, নিরুদ্বেগে থাকবে বসে ॥
 দ্বিজ নবীনচন্দ্রে বলে, দেহ মিশাবে ভূতলে,
 মাটির দেহ মাটি হবে, যাবে ছেড়ে অনায়াসে ॥ ১৫৩

ভৈরবী—ঠেকা ।

ভৈরবী ভববন্ধন বিনাশিনী । ভীমা ভগবতী ভবসীমারি
 ভবজায়া ভয়হারী বিশ্বের জননী,
 ক্রভঙ্কে ভয় হর ভয়ঙ্করী ভবানী ॥ ১৫৪ ॥

কালান্ধা—টিমে তেঙালা ।

কেও গজেন্দ্রগামিনী বামা যোগেন্দ্রমোহিনী ।
 মগনা নগনা গপিত কুঞ্চিত কেশ ধাইয়াছে ধরণী ॥
 রবি শশী দহন, জিনিয়ৈ ত্রিনয়ন,
 অটু অটু হাসে যেন ঘনে সৌদামিনী ।
 কিস্কর নখর বালা, অরি ছিন্ন করি বালা,
 কণ্ঠে পরে শিরোমালা, এ কালকামিনী ॥ ১৫৫ ॥

টোরী - আড়া ।

হের মা এ দীনে প্রসন্ন অধীন জনে,
তোমা বিনে, কে আছে তারিণী ত্রিভুবনে ।
হুর্গে দুর্গতিনাশিনী অঙ্গে, জগদানন্দদায়িনী জননী জগদম্বে,
তনয়ে তার কৃপাবলম্বনে ।
উমা ত্রিপুরহরজায়া, সুরেশ্বরী হরপ্রিয়া,
অসীম তব মহিমা কে জানে
অমল কমলে শশধর ভালে, গৌরী গিরীশগৃহিণী গিরিবালে,
ভবভয়ভঞ্জে, ত্রাহি অকিঞ্চনে ॥ ৯৫৬ ॥

আলাইয়া—মধ্যমান ।

ওমা কুপণতা করো না মা এক্ষণে,
গুরুবাক্য শোন শিবরাক্ষা সত্যজ্ঞানে ।
লয়েছি শরণ শ্রীচরণে,
আমি শুনেছি তোর পদ, সে নয় সামান্য পদ,
পায় কত ইন্দ্রপদ, ও পদ ধ্যানে ।
আমার প্রার্থনা যে পদ, সে অতি সামান্য পদ,
নয় গো মা ব্রহ্মপদ, পদ আপদ নাই যে স্থানে ॥
আমি নিরন্তর ডাকি তুমি শোন না কাণে,
আছে শেষ করে শিববাণী, মা নাই মা মনে জানি,
(ওগো জননি) যা থাকে অদৃষ্টে আমার,
করবো যত্নে আত্মশুদ্ধি তিলকাক্ষনে ॥ ৯৫৭ ॥

ললিত বিভাস—একতাল ।

মন তার কি পুণ্য পাপ আছে, ও বে কালীপদে প্রাণ সঁপেছে ।
সন্ধ্যা-পূজা জপ-তপ, সে ত জশাঙ্কলি সব দিয়েছে ॥
হৃদি সরোরুহদলে, কালীরূপ ধ্যান কর্ত্তেছে ।
নিত্র শত্রু শুভাশুভ, ও তার মান অপমান কি আর আছে,
নিদ্রা প্রশংসাতে সমান সুখ দুঃখ সে এক করেছে ॥
অহনিশি জ্ঞানহীন ও সে মৃত্যুকে জয় করিয়াছে ।
কালীনামামৃত-রস সহ্য পান করিতেছে ॥ ৯৫৮ ॥

ভৈরবী—ঠেকা ।

এই সময় তারিণী তোমায় নিবেদন করে রাধি (ঞ্জো) মা
অকৃতি অধম দেখে, অস্ত্রিমে দিও না ফাঁকী ॥
ভাতে না থাকিলে জ্ঞান, পাছে হই মা অপমান
কণ্ঠগত হবে প্রাণ, যখন তখন যেন মা বলে ডাকি ॥ ১৫৯

প্রসাদী সুর—একতাল ।

রমনায় কালী কালী বল, আনি ডঙ্কা মেরে যাব চলে ॥
সুরাপান করি নে রে, সুখ খাইরে কুতূহলে,
আমার মন মাতালে, মেতেছে আজ,
হৃদ মাতালে মাতাল বলে ;
যা আছে কর্ণ, কে জানে মর্গ, জানে কেবল সেই পাগলে
দেখা দে দি সাধয়ে যোগ, নিজে কায়া বাড়য়ে রোগ,
ও রে মিছে মিছি কর্ণভোগ, গুরু বিনে প্রসাদ বলে ॥ ১৬০

প্রসাদী সুর—একতাল ।

দুর্গে দুর্গতিহারিণী । অনুগত প্রণত ভকতহিতকারিণী
চিন্তায় নিঃশ্রান্ত হৃদধারিণী ।
অপার মহিমা, বেদাধমে তব নাহি সীমা,
আমি মূঢ় জ্ঞানহীন, তব্ব কি জানি ;
মা স্বপ্নে করুণা দান হইও গো চরমে,
অকিঞ্চন চিত্তহারিণী ॥ ১৬১ ॥

ভৈরবী—কাওয়ালী ।

যদি বার্জিবি যে মন, সংসার-চিররোগে ॥
সুবিচার মনোবল কররে সেবন ॥
ভ্রম কর অহঙ্কার, চূর্ণ কর মনতার,
মিথ্যে রসেতে সাক্ষীলে ঘরদণ ।
অনুপান গুন নষ্ট, জগতে ভূমি হবে বলী,
ওকনামাবলী আশ কর রে দিখন ॥ ১৬২ ॥

দেবগিরি ঝিঁঝিট—টিমে তেতালা ।

জায় দেখি রে শমন একবার ছুজনে পরাক্ষা করে ।
 শক্তি থাকতে লেগে দেখি বুদ্ধিবলে কেবা বাড়ে ।
 যখন শক্তি হয় গত, তখন এসে হও আগত,
 তাহাতে তোমার প্রতাপ এত, সে প্রভাব আর থাকিবে না রে ।
 অন্মায় করে গেলে পরে, তাবা পদে নালিস করে,
 আয় রে ওয়ারেন্ট ধরে, বেদো রাখব কারাগারে ॥ ৯৬৩ ॥

ভৈরবী—আড়া ।

ভৈরবী ভবভাবিনী ।

ভারতী ভবানী ভবরাণী, ভবসীমন্তিনী, ভবেশী ভীষণরূপিনী ।
 তামসী ভূতাহারিণী, ভবভয়ভঞ্জনী,
 ভবানী ভবরাণী ॥ ৯৬৪ ॥

পাহাড় — একতালা ।

দীনতারিণী ছরিতহারিণী, সত্ত্ব রজঃ তমঃ ত্রিগুণধারিণী,
 সজ্জন-পালন নিধন কারিণী, সত্ত্বা নিষ্ঠুৰা সঙ্গস্বরূপিণী ।
 ১ হি কালী তারা পরমা প্রকৃতি, ২ হি মৌন কুর্গ বরাহ প্রভৃতি,
 ৩ হি জলস্থল অনিল অনল, ৪ হি বোম বোমকেশপ্রসাবিনী ।

সাম্য-পাতঞ্জল-নীমাসক-দ্বায়,
 তন্ন তন্ন জ্ঞানে ধ্যানে সদা ধ্যায়,
 বৈশেষিক প্লেদান্ত, তমে হয়ে ভান্ত,
 তথাপি অদ্যাপি জানিতে পারিনি ।

নিরুপাধি আদি অন্ত রহিত, করিতে সাধক জনে হিত,
 গণেশাদি পঞ্চরূপে কাল গকাল ভয়হরা ত্রিকালবর্তিনী ।
 সাকার সাধকে তুমি সে সাকার, নিরাকার উপাসকে নিরাকার,
 কেহ কেহ কয়, ব্রহ্ম জ্যোতির্গুণ, সেই তুমি নগতনয়া জননি ।
 যে অবধি যার অভিসন্ধি হয়, সে অবধি সে পরমব্রহ্ম কয়,
 তৎপরে তুরীয় অনির্দ্বন্দ্বীয়,
 সকলি মাতা তারা ত্রিলোকব্যাপিনী ॥ ৯৬৫ ॥

ভৈরবী—ঠেকা

কবে সমাধি হবে শ্রামা-চরণে,
 অহং তত্ত্ব দূরে যাবে সংসারবাসনা মনে ।
 উপেক্ষিয়ে মহতত্ত্ব, তাজ্জি চতুর্বিংশ তত্ত্ব,
 সর্বতত্ত্বাতীত তত্ত্ব, দেখি আপনে আপনে ।
 জ্ঞানতত্ত্ব ক্রিয়াতত্ত্বে, পরমাশ্রা, আশ্রিতত্ত্বে,
 তত্ত্ব হবে পরতত্ত্বে, কুণ্ডলিনী জাগরণে ।
 শীতল হইবে শ্রাণ, আপনে পাইব শ্রাণ,
 সমান উদান বাণ, ঐকা হবে সংযমনে ।
 কেবল শ্রপক পক, ভূত পকময় পক,
 পকে পকন্দ্রিয়, পক, বকনা করি কেমনে ।
 করি শিবা শিবযোগ, বিনাশিবে ভবভোগ,
 দূরে যাবে অন্য ক্ষোভ, ক্ষরিত সুধার মনে ।
 মূলধারে বরাননে, বড়দণ লয়ে জীবনে,
 মণিপূরে হুতাশন মিলাইবে সমীরণে ।
 কহে শ্রীনন্দকুমার, ক্ষমা দে হরি নিস্তার,
 পার হবে ব্রহ্মবার, শিবশক্তি আরাধনে ॥ ১৬৬ ॥

সুরট মল্লার—কাওরাল ।

কি জনো ভবরোগে রে ভ্রান্ত মন ।
 তাহে হুটাহার সংসার এগন,
 তারা-নাম মহোষধি কর রে সেবন ।
 কুমতি-চূর্ণ ভক্তি-নধু তার অনুপান ।
 যাবে সব বেদনা মনের মন বেদ,
 তারা-নাম পাবকেতে করবে তনু-স্বেদ,
 নয়ন-রোগনাশক, ধর গুরু চিকিৎসক,
 তারাতে নিশিলে তারা তিনি দিবেন জ্ঞানাজন ।
 নিবৃত্তি-লঙ্ঘনে কর রসের দমন, ভবে হইবে প্রেমসুধার উদ্দীপন,
 যোগসুধা পথ্য করে, হবে বল হলে পরে,
 আরোগ্য-নির্দোষ পুরে দাশরথীর গমন ॥ ১৬৭ ॥

ভৈরবী—কাওয়ালী ।

এ মেয়ে সমরে এলো কে, হবে ত্রিলোকপালিকে ।
মরি কিবা আভা, কোটচন্দ্র প্রভা, মূনির মনোলোভা,
নবীনবালিকে ॥

মরি হায় কি রূপসী বয়সে মোড়শী ;
বিগলিতকেশী, মন্দ মন্দ ভাষি ;
তাহে অটুহাসি, প্রকাশিত শশী, করে ধরে অসি বিনাশিকে ।
নাগের চরণকমলে কত মধুকরে, ওন্ ওন্ স্বরে মধুপান করে ;
বলে রানকুমার দেখ রে শ্রীমারে,
নাচে ভবোপরে তব-আরাধিকে ॥ ১৬৮ ॥

কেদারা—টিমে তেতালী ।

দুর্গে দুর্গতিনাশিনী, দুস্তারে নিস্তা । তারা দলুজদলদলনী ॥
দয়াময়ী দুঃখহরা, দাক্ষিণী ভবধারা,
দুস্তারে নিস্তার তারা, দুকহ দূরকারিণী ।
দুরন্ত কৃতান্ত ভয়ে, দুর্গে গৌ দহিছে হিয়ে,
দয়া কর ভবপ্রিয়ে ধুজুটি-মনোহারিণী ।
দেখিবে ছয় জনে, দাসে ছয় দিকে টানে,
দান্তীয়া গান্তীয়া হীনে, দুর্গে গৌ কম্পিত প্রাণী !
বহে দীন গগগতি, কি হবে দীনের গতি,
দীনতারিণী দেও সমুতি, দরিদ্র দুঃখতারিণী ॥ ১৬৯ ॥

(এ সংসার ধোঁকার টাটীর উত্তর)

প্রসাদীশ্বর—একতালী ।

এ সংসার শৃংখের কুঠি ;
যার যেমন মন ভেঙ্গি ধন, মন কর রে পরিপাটি ।
ওহে মন অল্পজ্ঞান, বুঝ কেবল মোটামুটি ॥
ওরে শিবের ভাবে ভাব না কেন, শাশী মায়ের চরণ ছুটী ।
জনকরাজা ঋষি ছিল, কিছুতে ছিল না কুটি ;
সে যে এদিক ওদিক ছদিক রেখ, খেতে পেতো দুধের বাটি ॥ ১৭০ ॥

সিন্ধু ভৈরবী—একতাল ।

কাশী কল্পতরুন্মলে মন পাখী কর রে বাসা
 ঘুচিবে ভব-পিপাসা, রবে না আর যাওয়া আনা ॥
 ক্ষুদ্র উদরেরি তরে, উড়িতেছ শূন্যভরে,
 আধার আধার করে না পূরে প্রত্যাশা ।
 এখন উপায় কর, কালীপদ সার কর,
 স্মর সেই মুরহর, সকল হইবে আশা ॥১৭১॥

যোগীয়া—একতাল ।

অভয়র অকুণপদ কর মন সার ।
 ভয় অভয় পেয়ে দূরে যাবে রে তোমার ॥
 অকর্ণজনিত ভর, যদি ভোগাধ ন হয়,
 ভয়হারা তার নামে পাইবে নিস্তার ।
 আন্তরিক্ত শ্রুতি কায়, হেলায় হারালে দিন,
 অধুনা বিমিশ্র বচন শুনে রে আনার,
 অচঞ্চল হয়ে চিত্তের শ্রুতি বান কর রে,
 না হইও অকর্ণের কঙ্ক আর ॥১৭২॥

টৌরা—কৃততাল ।

কিবে কগ জগত-কাহিনী ।
 জগদম্বে প্রপন্ন-যমভর-ব রণ-ভাষণ-কারণ হলে মহিমমদিনী ।
 সৌদামিনী জিনি উজ্জলবকনী, বেনে ঝড়কে কত বেসর মণি,
 বিবিধ আশু কর, পদভরে ব্যপিরে বরণী ।
 (এ না) একরূপে কত গুণ প্রকাশ করে তার, মরহশ-মনোহর।
 রিপুগণ ত্রাস করা সুরভভঞ্জনী, মাধবজনমন চন্দ্রাসিনী ।
 অনন্ত মহিমা বোদ শুনি কহে অকিঞ্চন,
 তৃণ মহিষ নাশিতে এত আত্মধর কেন,
 কাশ্মেতে সিংহ লয় হয় গো তারিণী ॥ ১৭৩ ॥

বেহাগ—একত লা ।

কে রে বামা বারিদবরণী, তরণী ভালে ধরেছে তরনী,
কাহারো ঘরণী, আসিরে ধরণী, করিছে দনুজজয় ।

হের হেঁতুপ, কি অপকৃপ নাহি স্বরূপ,
মদন-নিধন-করণ-কারণ চরণ শরণ লয়
বামা হাসিছে ভাসিছে লাজ না বাসিছে,
হৃৎকার রবে বিপক্ষ নাশিছে আসিছে বারণ হয় ।
বামা টলিছে, চলিছে, লাবণ্য গলিছে,
সঘনে বলিছে, গগনে চলিছে,
কোপে জ্বলিছে, দনুজ দলিছে, ছলিছে ভুবনময় ।
করে ললিত রসনা, বিকট-দর্শনা,
করিয়া ঘোষণা প্রকাণ্ডে বাসনা,
হয়ে শবাসনা বামা বিবসনা, আসবে মগনা রয় ॥১৭৩॥

সিন্ধু—আড়াঠেকা ।

কোথার গুরে হ্রাস্ত মন শ্রীমা মাকে ডাক দিকি রে,
যাঁর মনেতে ভোলানাথ, কৈলাসেতে বিরাজ করে ।
যদি দেখা পাই রে মানে, মনের কথা বলি তাঁরে,
নিজঙণে কৃপাময়ী যদি দাসে রক্ষা করে ।
বিজ কেদ র বলে মদ, না নয় সামান্য বন,
ভক্তিভাবে ডাকলে পরে, তাঁর নুনোবাঁধা পূর্ণ করে ॥১৭৪॥

মূলতান—একতাল ।

জীব ন'জ সমরে, রণবেশে কাল প্রবেশে বরে ।
ভক্তিরথে চড়ি করি জ্ঞান ভুগ, বাস ধনুকে বেঁধে প্রেমউণ,
কালীর নাম ত্রকা অস্ত্র তাতে সংযোগ করে ॥
আর এক যুক্তির রণে চাই না রথরথী,
শব শত্রুনাশের হবে সুসজ্জতি,
জীবে রে রণ-ভূমি যদি পায় দাপরথী, ভাগীরথীর তীরে ॥ ১৭৫ ॥

রামপ্রসাদী ছটা ।

চল মন হু দরবারে, যথা কোটনাগি কারো খাটে না রে ।
 দেওয়ান যথা ভ যমাখা, কপট ভক্তি জানে না রে ।
 সেথা লেংটা গেলে আদর আছে, ধন কড়ি তায় লাগে না রে
 ছুলাল বলে কেন ফির, টাকা দিয়ে মিলে না রে,
 তথায় হাজির বাণা জানাইলে দরাময়ী দয়া করে ॥ ৯৭৭ ॥

জ লা—একতাল।

সার করেছি অ মি শ্রামাপদ ।
 শিবের উক্তি, ডাক্লে মুক্তি, চায় যদি পায় দেয় মোক্ষপদ ।
 কালী নাম অমৃত তুলা মন, রসনাতে দিয়ে কর রে পান ;
 অসীম মহিমা নাম ও নামে কি হয় বিপদ ॥
 যে করেছে ক লীর নাম সাধন, সাধক হয়েছে তার জীবন,
 শিব আরাধিত ধন, সে ধনে হবে না বাদ ।
 স্বিজ নবীন দীনহীন জন, দিলে না দিলে না মা দিন,
 দিনের দিন দে মা একদিন, পূবাই আমি মনের সাধ ॥ ৯৭৮ ॥

জ ল,—কাওয়ালী ।

রে জীব অন্তকালের পন্থা কি করিলি ।
 তবে কি ভাব ভাবিয়ে মজে রলি ॥
 যে কালে ধরিবে কালে, কি করিবি সেই কালে,
 এককালে কালের হাতে ঠেকালি ;
 কালের কাল মহাকালী, তুচ্ছ করে না ভজিলি,
 আপনা দোষে আপনা কপাল খালি ॥
 যখন দেহ অবশ হবে, বুকে পিটে থিল দিলে,
 'শব্দ বন্ধ হয়ে চক্ষু ঘুরাবি, হাহাকার কত করবি,
 যম-যাতনায় জ্বলে মরবি, তখন বুঝবি কেমন গৃহস্থালী ।
 বলে রাজমোহন তোর যত ধন প'রবার,
 কেহ নয় কার, নমরের সকলি, না বুঝিলি মাঠায় ভুলি,
 কেন আলি কেন গেলি, না চিনিলি অন্তের বন্ধু কালী ॥ ৯৭৯ ॥

পুরবী—একতাল ।

ভবে সেই সে পরমানন্দ, যে জন পরমানন্দময়ীয়ে জানে ।
 সে যে নী যায় তীর্থ পর্যটনে, কালী কথা বিনা না শুনে কাণে,
 সঙ্গী পূজা কিছু না মানে, যা করে কালী ভাবে সে মনে ॥
 যে জন কালীর চরণ করেছে স্পুল, সহজে হয়েছে বিষম ভুল,
 ভবর্গবে পবে সে কুল, বল সে মূল হারাবে কেমনে ॥
 রামকৃষ্ণ কর তেমনি জানে, লোকের নিন্দা শুনিবে কেনে,
 অঁাণি ঢুলু ঢুলু রজনী দিনে,
 কালীনামামৃত পীষুষ পানে ॥ ১৮০ ॥

প্রসাদী সুর—একতাল ।

মন তুমি খেলাও না পাশা । এয়ি হরাহরি ফেলবি পাশা,
 যেন দ্রুচে যায় মনের আশা ॥
 হুগাঁ নামে বেঁধে পাটি, চারি পাটির ঘরে বসিয়ে ঘুটী,
 সতেরো আঠার দান মেরে ভেঙ্গে দাও যমের বাসা ।
 ছকুড়ি পঞ্চতি ফেরে পরে, বাসি তলাড়ু হয়ে যাবে,
 আছে আমার ঘরে হুঁজন রিপু, করবে তারা হাসি হাসা ।
 অদানেন দিনা নষ্ট, দানেতে দুর্গতি ভ্রষ্ট,
 তাহা দান নেরে নবীন তুলে দেরে ঘরে পাশা ॥ ১৮১ ॥

আগিয়া কাওরাঙ্গী—আড়া ।

শঙ্কর মনোমোহিনী তারা আশকারিণী,
 নিতুধন তুংথ নিবারণী ভব জননী ।
 ভবানী ভয়ঙ্করী ভীমে বানী ভয়হারিণী ॥
 অর্পণা অপরাধিতা, অন্নদা অম্বিকে সীতা,
 অসিতা অভয় বিদ্যানন্দদায়িনী ।
 বৃন্দাবন রস রসক বিনাসিনী ।
 বাস ভাস বল্লভান সঙ্গদাননী,
 কমলাকান্ত হৃদি কমল হৃদয়ির হর বরদায়িণী ॥ ১৮২ ॥

পূরবী—একতালী ।

দিন যায় দীনতায়, ভাবনা মন তায়, কর না তার উপায় ।
 দিনের দিন হয় তনু হীন ক্ষীণ, কবে হবে আর এ দীনের দিন,
 মানে না দিন ক্ষণ শমন প্রবীণ কবে নিয়ে যায় ॥
 পরিবারের প্রতি সদা মানে মন,
 কেশে ধরে আবার টানিছে শমন,
 কোথা যাই বল একা রাজমোহন, কব কায় হয় হয় ॥ ১৮০ ॥

বিভাস—একতালী ।

জাগ জাগ কুলকুণ্ডলিনী ।
 চতুর্দল যুতে, স্বরঙ্গু সহিতে নিদ্রিত রবে কি জননী ।
 পদে পদে পৃথক মূর্তি, মিতামিতে নানা জ্যোতি,
 চাঁও গো ব্রহ্মাওকর্ত্রী, জ্ঞাননেত্রাবলোকনে ।
 এসো গো শিরসি সরজোপার, বিরাজ কর গো শ্রীনাথ উজ্জ্বল,
 ডাক গো আনন্দা আনন্দ ভরে, সবা সিন্ধু রমণায়িনী ॥ ১৮১ ॥

সিন্ধু তৈরবী—যৎ ।

কেরে বান-করে অসিধারা, রুধির পড়িছে ধারা,
 কণ্ঠদেশে শিরধার', মায়ে'র চরণেতে শির ধারা ।
 একি গো তোর ছেরের ধারা, প্রাণ-পাতিরে প্রাণে সারা,
 দেখি যে তোর কেপনয় ধারা, অস্তির বহুতলে ধরা ॥
 কেদারনাথের এই নিবেদন, কেদারনাথক কর না মোচন,
 তুই হ'লি মা'রগে মত্ত, কেদারনাথ' তে গেল মারা ॥ ১৮২ ॥

খট্টভরবী—খেমটা ।

নব ময়ল জলদকায়, কালো হেরিলে অঁাপি জুড়ায় ।
 কপালে মিনুর কটতে সুন্দর রতন নুপুর পায় ॥
 নুহু নুহুহাসি দন্তর নাশিছে রুধির লেপিয়ে মার ।
 চরণ যুগল অতি সুশীতল প্রফুল্ল কনক প্রায় ।
 কনকাকান্তের মন ও চরণে মগ্ন হইতে চার ॥ ১৮৩ ॥

সিন্ধু—ঠেকা ।

হরশাখীমূলে ত্রিপকারে বিহরে কার বামা ।

সহাসাবদনা, স্ফুৰা পানে সদা মগনা,

কালরূপেদিক্ আলো করে শ্রীমা ॥

ইন্দ্রাদি বিবুধগণ, গন্ধৰ্ব্ব সিদ্ধচারণ,

পুটাজলি হয়ে স্তুতি করে অবিরাম ।

চিরদী নিষ্ঠুর সত্ত্ব রূপ দরশনে হয় অকিঞ্চন সিদ্ধকামা ॥ ১৮৭ ॥

বেহাগ—একতালী ।

কিরূপ অনুপম না মহেশ নুনমোহিনী ।

কলঙ্কহিত পরিণত শত বিন্দুনিদিত বদনী ॥

যেক্রপ কিরণে হয় হীরকাদি, রত্ন ভূষণে ভূষণী,

শঙ্কর চরণে বাজে ধুধু মণি মুকুতা গাঁথনী ॥

দশকরা বিবিধাগ্র ধরা, সকলে দলুজ বিনাশ করা,

পদভরে কাঁপে ধরা, দেব দেবী দেয় জয়ধ্বনি ।

আত্মাশক্তি তুমি ভগবতী, কে জানে না তব স্তুতি,

অকৃতি কুমতি অকিঞ্চন প্রতি, প্রসীদ বিশ্বজননী ॥ ১৮৮ ॥

ধাড়া—কাওয়ালী ।

শঙ্করে করে বাস বিবসনা ।

কে লোলরসনা, পুরাও কার বাসনা,

জ্বা দিয়ে পদোপরে কে করে উপাসনা ।

ধনুজ রণে প্রবেশি, নাচে উল্লাসে বেগী, যোগেশ্বরিনি সঘন ঘোষণা, ।

অতি প্রকট ভঙ্গিমা শ্রীমা বিকট দশনা ॥

যদি কোপাবিতা ধনী, কেন সাহাসাবদনী

বরাভয় যোগে সুরে সন্তোষনা ।

শব অঙ্গ সব হলে, দুর্গল স্তুতি মণ্ডলে,

শবদোমে তাহে শবাসনা ।

দাশরথীর ছংগহারা শিবহারা বিভুবণা ॥ ১৮৯ ॥

ধাম্বাজ—রূপক ।

নলিনী নবীনা মনোমোহিনী ।

বিগলিত চিকুর ঘটা, গমনে বরটা, বিবসনা শবাসনা মদালসা ।

ষোড়শী বোড়শকলা, কুশলা সরলা,
ললাটে বালার্ক বিধু, ক্ষতিলে ব্রহ্মাবিধু,
মনুজ্ঞা মধুর নুখী মধুর লালসা ॥

সোমমৌলি প্রিয়া নান, রবিজ মঙ্গল ধাম,

ভজে বৃধ বৃহস্পতি হীন কল্মনাশা ;—

হরিণাক্ষি হারমধ্যা, হরি হর ব্রহ্মারাধা
হরি পরিবার সেই যে ভজে দিধাসা ॥ ৯১০ ॥

ধাম্বাজ—টিমে তেতালা ।

এ শশী কে মসীবর্ণী মূলকেশী ত্রিনয়না ।

ভালে শশী করে অসি, বোড়শী দিক্‌বসনা ॥

বরাভয় মুণ্ডধরা, কধির ধারা অধরা,

পদভরে কাঁপে ধরা ভীমরাবিণী ভীষণা ॥

কটিতে কর কিঞ্চিনী, হর উরে একাকিনী,

মুণ্ডমালা বিভূষণী অর্তি বিস্তার বদনা ॥

হেরিতে সদা ওরূপ, মহিমানাধ লোলূপ,

আহা কিবা অপরূপ কালিকে লোলরসনা ॥ ৯১১ ॥

ধাম্বাজ—কাওয়ালী ।

আমি পতিত পতিতপাবনী ।

‘মম অন্ন অনিষ্ঠা অবগা খুণহীন পাপ নৈপুণ্য না প্রসন্ন,

দিবৈ পদ অর্পণে, যদি সাধ পূঃ কর আপনি ॥

যদি কর এ জুয়াচার, নিষ্ঠুরের গুণ বিচার,

প্রচার তবে না কর গো মা শিবজ্ঞানরী স্তামা ॥

হেতু দাপ্তরখীর ত্রাণ্ জীবনান্ত দিনে খেন,

জীবন অপ্রণ দেন হৃদয় ॥ ৯১২ ॥

খান্সাজ—চিমে তেতাল।

কে ইন্দীবর নিন্দি কান্তি বিগলিত কেশ বসন বিহীনা কেরে সমরে
 মদনমথন উরসী রূপসি, হাসি হাসি বামা বিহরে ॥
 প্রলয়কালীন জলদ গর্জে, তিষ্ঠ তিষ্ঠ সতত তর্জে,
 জন মনোহরা শমন সোদরা গর্ষ থর্ষ করে ॥
 অগ্ন শস্ত্রে প্রথম দীক্ষা, প্রথম বয়সে বিপুল শিক্ষা
 ত্রুণ নয়নে নিরখে যে জনে গমন শমন নগরে,—
 কণয়তি প্রসাদ হে জগদম্বে, সমরে নিপাত রিপু কদম্বে,
 সম্বর বেশ কুরু কৃপালেশ, রক্ষ বিবুধ নিকরে ॥ ১৯৩ ॥

খান্সাজ—তিওট।

চিকণ কালরূপা সুন্দরী, ত্রিপুরারী হৃদে বিহরে।

ধরণ কমলদল, বিমল চরণতল, হিনকর নিকর রাজিত নথরে ॥

বামা অট্ট অট্ট হাসে, তিমির কলাপ নাশে,

ভাসে সুধা অমৃত করে।

ভ্রমি কোকনদদল, মধুকর চঞ্চল,

লঘুগতি পতিত যুবতী অধরে ॥

যজ্ঞে নবীনা ক্ষীণা, মোহিনী বসনহীনা কি কঠিনা দয়া না করে।

চঞ্চলাপাঙ্গ আগহর, বরষিত থরশর কত কত শত শত রে।

কহে রামপ্রদাদ কবি, অসিত মায়ের ছাব,

ভাবিয়া নয়ন বহরে,—

ও পদ পদজ্ঞে বিহরতু মানক, মানস আশ ধরে ॥ ১৯৪ ॥

স্বিঁঝিট খান্সাজ—আড়াঠেকা।

নিবিড় নিতম্বিনী কে রমণী সমরে।

অম্বর করেছে আলো নাচে এলো চিকুরে ॥

বরনে বালা বোড়শী, মুখে মুছ মুছ হাসি

উদয় হয়েছে শশী আসি পদ নথরে ॥

বাম করে অসি ধরি, রণমাঝে দিগম্বরী,

নাচে অম্বর সংহারী মগ্না হরে রুবিরে ॥ ১৯৫ ॥

বারোয়া—ঠুংরী ।

কেন মা তোর পাগলিনীর বেশ ।
 রাজারনন্দিনী হয়ে শ্রুশানে প্রবেশ ॥
 এলখেলো চাঁচর চুল, কে দিয়েছে জবাকুল,
 কাণেতে নাসিকার ছল চরণে মহেশ ॥
 একি দেখি অনন্তর, পদতলে পড়ে ভব,
 মরমুণ্ড করে ধরা লগ্ন কটিদেশ ॥ ৯৯৬ ॥

পরজ—মধ্যমান ।

ঐ ভয়ে মুদিনে মাঁগি ।

নয়ন মুদিলে পাছে তারা হারা হয়ে থাকি ॥
 একদিন ঘুমায়ে ছিলাম, স্বপ্নে তারা হারাইলাম
 সেই অবধি তারা নান বতনে হৃদয়ে রাখি ॥ ৯৯৭ ॥

কিঁকিট—একতারা ।

কে মোহিনী ভালে কালশশী পরন রূপসী ॥
 বিহরে সমরে বাসা গিলিত কেশী ॥
 তনু তনু অনানিশা, দিগম্বরী বালা কুশা,
 সবো বরাতয় বামকরে মুণ্ড অসি ।
 মরি কিবা অপরূপ, নিরথ দত্তজল্প,
 সুরী কি অসুরী কি পরগী কি মানুখী ;—
 জয়ী হবে যার বদে, সেই প্রভু শবছলে
 পদে মগাকাল কালরূপ হেন বাসি ॥
 নানারূপ মায়া ধরে, কটাক্ষে মানস হরে,
 ক্ষণে বপু বিরাট বিকট মুখে হাসি ।
 ক্ষণে ধরাতলে ছুটে, ক্ষণেকে আকাশে উঠে,
 গিলে রথ রথী গজ বাজী রাশি রাশি ॥
 ভণে রামপ্রসাদ মাঝ, না জান মহিমা মার,
 চৈতনারূপিনী নিত্য ব্রহ্ম মহিযী ॥
 বেই শ্যাম সেই শ্যামা অকার আকারে বামা,
 আকার করিয়া লোপ অসি ভাব বাঁশা ॥ ৯৯৮ ॥

সিন্ধু ভৈরবী—আড়াঠেকা ।

যে ভাল করেছ কালী, আর ভালতে কাষ নাই ।
জালয় ভালয় বিদায় দেমা, আলোর আলোর চলে যাই ॥
মা তোমার করুণা যত, বুঝিলাম বিধি মত,
জানিলাম শত শত, কপাল ছাড়া পথ নাই ॥
জঠরে দ্বিগেছ স্থান, কোর না মা অপমান,
কিসে হবে পরিত্রাণ, নরচন্দ্র ভাবে তাই ॥ ১৯৯ ॥

সিন্ধু ভৈরবী—আড়াঠেকা ।

মাধে কি করণানয়ী, করি তব উপাসনা ।
কাল ভয় না থাকিলে কেহ তোমায় সাধিত না ॥
জন গো মা আত্মশক্তি, কল্পিত জীবেদ নুত্তি,
কার হেন আছে শক্তি বিনা তুমি ত্রিনয়না ॥ ১০০০ ॥

খাহাজ জংলা—একতালী ।

সে কি পায় স্থানা সামান্য লোকে ।
প্রেমে মত্ত চিত্ত যে ধন ত্রিলোচন রাখেন বুকে ॥
ওমা কালী কালবাবিনী, কালের শঙ্কা কেনা রাখে,
তোর ধরবে চরণ ক'র এত কোর, হাত দিবে সে কালের বুকে ॥
অভয়া তোর অভয় ভরণ, অধিকারী তার হবে কে ।
তুই দিয়েছিস্ মা শিবকে, তা পছন্দে সনন্দ লিখে ॥ ১০০১ ॥

সিন্ধু ভৈরবী—আড়াঠেকা ।

এত কি করেণি না ভয়, না তব শ্রীপদে ।
কেলে ভবান্ধি অকুণ্ডে বাঁচনা দাও পদে পদে ॥
রচিয়ে ভৌতিক পদ, অহরহ দুঃখ দেহ,
সংসার নায়ায় গেহ পূর্ণ করেছা বপদে ॥
কুলাল চক্রের মত, কতি মোহ চক্রগত,
সুখাইছ অবিরত আর ত না গহে হৃদে ॥
যত না দেহ বাঁচনা, ডাকিতে মা ছাড়িব না,
মহুয় করিলে তাড়না সন্তানে মা বলে কাঁদে ॥ ১০০২ ॥

ভৈরবী—কাওয়ালী ।

তা কি হবে না মার্জনা । (অপরাধ আমার নক)
 কত শত হয় বয়ে যায়, মায়ের কোপ থাকে না ॥
 আমি মা অজ্ঞান শিশু, না দিলি জ্ঞান কলি পশু,
 সেই কি আমার দোষ, সেত তোরি বিড়ম্বনা ॥
 ফেলে নায়াময় হৃদে, কে কোথা সন্তানে বধে,
 কার বা সন্তানের প্রতি হয় অকরণা ।
 শুন গো পাষণের মেয়ে, থেক না পাষণী হয়ে,
 তেকেরে বধিতে ব্রহ্ম-অশ্রু জুড় না ॥ ১০০৩ ॥

বেহাগ—মধ্যমান ।

মন চল ভবের হাটে ।
 করিব বাণিজ্য কার্য্য স্থানা মায়ের নিকটে ॥
 মন বুঝা নাহি যায় ভাবে, লাভ কি লোকমান হবে,
 এখন এই সার কর যা থাকে ললাটে ॥
 মন হিসাব কিতাব, আদি তার, সকলি তারার তার,
 তুমি কি বুঝিবে ভাব,
 সম্ভাবনা নাই বটে, ফলিতার্থ যাহা হবে, তুমি কিতা দেখতে পাবে
 তবে দেখ ওরে মন তুমি কেবল চিনির মুটে ॥ ১০০৪ ॥

বাগেশী—আড়াঠেকা ।

বুঝ না মন বুঝাইলে, পরমার্থ না চিন্তিলে ।
 দিনান্তে মনের আন্তে, কালো বলে না ঢাকিলে ॥
 জঠরস্থ ছিলে যোগী, জন্মমাত্র কর্ত্ত ভোগী,
 শ্রামা নামামৃত ভোগী বিষয় সম্ভোগী হলে ॥
 অকিঞ্চনের সম্মতি, তাজ কামাদি সংহতি,
 ছয় জনার ছয় রীতি, সম্প্রতি তোমার মজালে ।
 ইন্দ্রিয় বশে ইন্দ্রিয়, পেয়ে হয়েছ উন্মত্ত,
 পড়ে রবে ইন্দ্রিয় দশেন্দ্রিয় অবশ হলে ॥ ১০০৫ ॥

বাগেত্রী—আড়া

কেন বাঁধা মায়াপাশে, ও অবোধ মন ।

নেহার নয়ন মিলি, শ্রীমা মায়ের শ্রীচরণ ॥

ই যে হেরিছ ভব, অনিত্য অসার তব, রজ্জুতে সর্পের তব ভ্রম দরশন ॥

বিষয় বিভব বল, সকলি এ হলাহল,

কোথা রবে দেহ বল, মুদিলে এ ছুনয়ন ।

ধর্ম অর্থ মোক্ষ কাম, যদি চাও তবে নান,

অপ আত্মশক্তি বিনি অনাদি কারণ ॥১০০৬॥

সাহ'না—একতালী ।

কালী বলনা দিন রবে না, আমার মন ভাবনা ভয় কি ।

কালী নাম সত্য যে জানে তথা তাঁর বিপত্তি রহ কি ॥

জলধি নস্থনে দেহ পকাননে হলাহল পানে হল কি ।

দেবে কালী বলে ছিল, তাই তার গেল, নতুবা সে শিব বাঁচে কি ॥১০০৭॥

খান্সাজ—তিওট ।

কে হরহুদে বিহরে ।

তনুচির সজল ঘন নিন্দিত চরণে উদিত বিধু নথরে ॥

নীলকমল দল, শ্রীমুখমণ্ডল, শ্রমজল শোভে শরীরে ।

মরকত মুকুরে মঞ্জু মুক্তা ফল, রচিত কিবা শোভা মরি মরি রে ॥

গলিত চিকুর ঘটা নব জলধর ছটা, ঝাঁপল দশদিশি তিমিরে ॥

উরুতর পদভর, কমঠ ভূজগুণ, কাতর মচ্ছিত মহীরে ॥

ধোর বিষয়ে মজি, কালীপদ না ভজি, অশ্রু তাজি বিষপান করি রে ॥

ভণে শ্রীকবিরঞ্জন, দৈব বিড়ম্বন, বিফলে মানব দেহ ধরিষে ॥ ১০০৮ ॥

পরজ—মধ্যমান ।

কি ধন আছে দিবি গো আশায় ।

ভিখারী তোমার পতি অহর নাহিক গায় ॥

নান ধর অনূর্ণ, কি তার রেখেছ চিহ্ন,

তবে কেন গঙ্গাধর ক্ষুধাতে গরল খায় ॥ ১০০৯ ॥

ইমন—আড়াঠেকা ।

শঙ্কর উরে বিহরে রণরঙ্গিনী ।

কেরে নীলকান্তমণি নিতান্ত নিবিড় গুরু নিতম্বিনী ॥

বামা, না বাঁধে চিকুর না পরে বান, ও বিধুবদনে মধুর হাস,

কিবা সৌদামিনী সুধাংশু সহিত মিলিল কাদম্বিনী ॥

চরণ তারণ কারণ ফল, যে জন না জানে সে জন ভ্রান্ত,

নিতান্ত শ্রান্ত করে কুতান্ত কমলাকান্ত বদ্বিনী ॥১০১০॥

ইমন—একতাল ।

কার রমণী নাচে সমরে ।

বিগলিত কেশ, হানিয়ে কে সে বর দেয় অনরে ॥

দলুজ যারে গগনে, রক্তপিয়ে খগগণে,

নাহি হেরি দ্রিভুবনে এ বামার সমরে ॥১০১১॥

ইমন কলাণ—একতাল ।

হর উরোপরে কে বিহরে ললনা, তিগিরবরণা দিগ্‌বদনা ।

করে করবাল, কাল শশী শোভে শিরে,

লোলরসনা অতি বিকৃত বদনা ॥

অসংখ্য দলুজদল সমূলে বিনাশ হল,

শোণিত হিলোলে নহি প্রায় যে মগনা,—

মন হৃদি পদ্মাননে বিশ্রামহ স্তম্ভা,

অকিঞ্চন দীনের এই নিতান্ত বাসনা ॥১০১২॥

কলাণ—একতাল ।

কি হেরিলাম কামিনী ।

নহে মানবিনী জ্ঞান হয় ব্রহ্ম সনাতনী ॥

চরণ কমলে রুধির লেগেছে, কালজলে রঞ্জব ভানিছে,

এমন মেয়ে আর কি আছে, চিনিতে না পারি জগত জননী ॥

শুন হে রাজন করি নিবেদন, সাধ যদি থাকে দ্রাপিতে জীবন-

ধর গিয়ে শিরে বামার চরণ বানা নয় কালভুজঙ্গিনী ॥১০১৩॥

কেদার—আড়াঠেকা ।

কে রণ তরঙ্গে উলঙ্গী ভীমভঙ্গিনী ।
 ক্রঙ্গনয়নী নীরদাসী শবচারিণী ॥
 পদভরে কাঁপে ধরা, করে অসি মুণ্ড ধরা
 প্রত্যঙ্গে রুধির ধারা, নরশির হারিণী ॥
 একা রণ অসহনে, কারছে ক্ষয় রিপুগণে,
 বিকট দশন বদনাভি শিস্তারিণী,—
 রূপ হেরি অকিঞ্চন, চরণে সাঁপেছে মন,
 দীনে বৃদ্ধ কৃপা কালি, কলুষনাশিনী ॥১০১৪॥

সুরট—খাপতাল ।

ভবোপরে জিতঙ্গিনী, ভব শিপদভঙ্গিনী,
 ভঙ্গ মন রঙ্গিনী নাচে দৈত্য রণ জিনি ।
 পদভরে কাঁপে মেদিনী, ঘন ঘন ভীষণ ধ্বনি,
 দেখাইছে দৈত্যদলে ভুবনাককার ধ্বনি ।
 কটিভটে বেষ্টিত কর, করে মুণ্ড শোভাকর,
 কপালে শিশু সূধাকর এলোকেশী উলঙ্গিনী ॥
 অসিতা অসি প্রহরণে, সব প্রায় নাশিল রণে,
 শরণ বিনে ত্রাণ এ রণে, নাই রে দাশরথী বাণী ॥১০১৫॥

মল্লারণে—কাণ্ডালা ।

এলোকেশে কে রণে এলরে বামা ।
 নগর নিকর হিনকরবর রঞ্জিত মন তনু মু । হিমধামা ॥
 নব নব সঙ্গিনী নবরসরঙ্গিনী হাসত ভাসত নাচত বামা
 কুলবালা বাহুবলে, প্রবল দল্লজ দলে, ধাতলে হত রিপু সমা ॥
 ভৈরব ভূত প্রমথগণ ঘন রবে রণজয়ী শ্রীমা
 করে করে ধরে তাল, বব ম বম্ বাজায় গাল,
 ধাঁ ধাঁ ধাঁ গুড়্ গুড়্ বাজিছে দামামা ॥
 ভবভয় ভঙ্গন, হেতু কবিরঞ্জন শ্রুতি করম সুনাম ।
 অবগুণ অবণে সতত মম মনে ঘোর ভবে পুনরপি গননবিরামা ॥১০১৬॥

মল্লার—যৎ ।

মোহিনী আশা বাসা ঘোর তমোনাশা বামা কে ।

ঘোর ঘটা কান্তি ছটা ব্রজকটা ঠেকেছে ॥

রূপসী শিরসী শশী, হরোরসী এলোকেশী,

মুখ ঝালা সুধা ঢালা কুলশালা নাচিছে ॥

দ্রুত চলে আসা টলে, বাহুবলে দৈত্যদলে,

ডাকে শিবা যাব কিবা দিবানিশি করেছে ।

ক্ষীণ দীন ভাগ্যহীন, দুঃখচিত্ত সুকঠিন,

রামপ্রসাদে কালীর পদে কি প্রমাদে ঠেকেছে ॥ ১০১৭ ॥

বসন্ত—একতারা ।

ওরে রসনা রসনা বুঝে কেন কুরসে নজ্জের ভাই ।

ডাক তারা তারা বলে, তারা চিরকালে, আমি যেন তাই পাই ।

তারানাথ বাণী তারা নাম রস, পাইয়ে সুরস সুরেশাদি বশ,

তা ত্যজিয়ে কেন অন্ত রসে রস সে রসে পৌরুষ নাই ॥

রসময় বাঁকা ভাষ যদি তবে,

রসজ্ঞ বলিয়া বশ দিবে সবে,

দল্লি রথীর অন্তে বিরস ঘটাবে তোর নাকি অন্তরে তাই ॥ ১০১৮ ॥

বাগশ্রী—আড়াঠেকা ।

ভাব বসে, মদনাত্তক রমণী মম মানসে ।

নাহি পদাটন শ্রম, প্লেমগুক্ত ভাব কুসুম,

তেজ ধূপ দীপ প্রাণ আছে রে তব পাশে ।

সহস্রারা মূতে পাণ্ড অর্ঘ দেহ মন, ভাবরূপ নৈবেদ্য কররে অর্পণ ।

কাম আদি ছয় জন বলির এই নিরূপণ

জ্ঞান কৃপাণে ছেদন কর অনায়াসে ॥

হোমকৃত্য কর শ্রদ্ধা সমিধ সমাধি

ব্রহ্ম অগ্নি জ্বাল তায় মন এই বিধি,

হোতা হও তাজ কর্ম দার্ঢ্য মূতে রাখি মর্ধ

আহুতি দাও ধর্ম্মাধর্ম্ম মন রে হেসে ॥ ১০১৯ ॥

মল্লার—একতালা ।

সমর আলো করে কার কামিনী ।

নজল জলদ জিনিয়া কয়, দশনে প্রকাশে দামিনী ॥

এলায়ে টাঁচর চিকুর পাশ, সুরাসুর মাঝে না করে ত্রাস,

অট্ট হাসে দানব নাশে রণ প্রকাশে রঙ্গিনী ॥

কিবা শোভা করে শ্রমজ্বিন্দু, ঘন তনু হেরে কুমুদ বন্ধু,

অমিয় সিন্ধু হেরিয়ে ইন্দু মলিন এ কোন মোহিনী ॥

একি অসম্ভব ভব পরাভব, পদতলে শব সদৃশ নীরব,

কমলাকান্ত করে অনুভব, হইবে জগত জননী ॥১০২০॥

সুরট মল্লার—একতালা ।

কার বনিতে ভাসিছে শোণিতে বিকশিত যেন নীল নলিনী ।

চরণেরি তল, নার্ত্তিও মণ্ডল, হেরিয়ে উজ্জ্বল প্রফুল্ল পদ্মিনী ॥

কত শত শশী, নথরেতে বসি,

দিবা বিভাবরী নিভাতে প্রকাশি,

বসি রাশি নাশি, ষোড়শী রূপসী ভূভার হরিতে উদয় মোহিনী ॥১০২১॥

বেহাগ—আড়াঠেকা ।

জননী হইয়ে করে, ধরেছ না আমি ।

বশ তবে কে ভারিবে ও গো মুক্তকেশি ॥

তোনার ঐ রাঙ্গা চরণ, শিবের বাঞ্ছিত ধন,

তাই ভেবে ত্রিলোচন হয়েছে শ্মশানবাসী ॥ ১০২২ ॥

দেশ মল্লার—কাওয়ালী ।

কেরে অঞ্জন গঞ্জন বরণী ।

বামা নিরুপমা মোহিনী ॥

কেরে রবিশশী বিশরণ বিজলী ঐ চরণ,

করি অরি জয় করি কটি সুশোভন ;

মৃগাল নিন্দিত করে, অতুলনা পয়োধরে,

আন্ততোষ হৃদিপরে বিহরে কার কামিনী ॥১০২৩॥

দেশমল্লার—কাওয়ালী ।

রণে বিরাজ করে কামিনী কার ।

এলে সমরে অমরে নাই নিস্তার ॥

চরণ চালনে ধরা অধীরা কম্পিত কায়,

অধরে মধুর হাসি রুধির বহিছে তায়,

অসি করে তাহে করে শশী করে মসীপ্রায়,

অঘোর পড়িয়ে পদে ভাবিছে অপার ॥ ১০২৪ ॥

জয়জয়ন্তী - একতাল ।

লম্বিত মুণ্ডমাল দস্তিত ধনী মুখ করাল ।

স্তম্বিত পদে মহাকাল, কম্পিত ভয়ে মেদিনী ॥

দিগ্ধসনী চল্লেখাল, আঙ্গুয়ে পড়ে কেশজাল,

শোভিত অসি করে কপাল, প্রথরা শিখরনন্দিনী ।

চারিদিকে যত দিকপাল, ভৈরবী শিবা তাল বেতাল,

একি অপরাপ রূপ বিশাল, কালী কলুষখণ্ডিনী ॥ ১০২৫ ॥

দেশ মল্লার—মধ্যমান ।

শবোপরে নাচে শ্রামা মগনা হয়ে ।

লাজেরে দিয়েছে লাজ কেমন মেয়ে ॥

ভয়ঙ্করা অসিধরা, মুক্তকেশা দিগ্ধধরা,

অধরে রুধির ধারা পড়িছে বেয়ে ॥

দম্বুজ নাশে সময়ে, বরাভয় দেয় অমরে,

কাঁপে ধরা পদভরে সদা সুভয়ে ॥ ১০২৬ ॥

গান্ধাজ - জং ।

কে সমরে শবোপরে নবনবরণী ।

রূপ নিরখি নিন্দিত যেন নীলনলিনী ॥

প্রভাত ভানুর আভা, চরণ কিরণ শোভা,

রণশোভা করিছে ঐ রণরঙ্গিনী ।

বিজ দাশরথী কর, সামান্য প্রকৃতি নয়,

করে ধরে নরশির হরণরঙ্গী ॥ ১০২৭ ॥

থাযাজ—একতালা ।

দুশানে কেন না গিরিকুমারী, কেন না তোমার এমন বেশ ।
 সুরঙ্গদিপরে দিয়েছ চরণ, নাহিক তোমার লাজের লেশ ।
 দিয়েছ চরণ হরেরি উপর, উলঙ্গিনী অঙ্গে না পর অঙ্গর,
 নহ মহাজিহ্বা করিছে তোমার, এলায়ে পড়েছে টাঁচর কেশ ।
 ভেরবী ভবানী ভবের কারণ, কয়ে করি নাংস করিছ চৰ্চণ,
 হৃৎপাত করে করিয়া ধারণ, বোগিনী সঙ্গে নাচিছ বেশ ॥ ১০২৮ ॥

পরজ কালাংড়া—আড়াঠেকা ।

পতিতে তারিতে এত কি কাতরা হলে জননি ।
 তবে কেন ধরেন্ন না, নাম তব নিস্তারিণী ॥
 পুণ্য পুঞ্জ করে যারা, নিঃশুণে ভরে তারা,
 নামের মহিমা তারা কোন্ গুণে না বলাও শুনি ॥ ১০২৯ ॥

বেহাগ—আড়াঠেকা ।

বিধি যা লিখে ললাটে তাই যদি হবে শঙ্করী ।
 তবে তোমায় মিছে কেন ডাকি গো না দিগদরী ॥
 যদি হয় নিঃশুতির কাষা, তবে তুমি কিসে পূজা,
 জানি রাবণের সাহায্য বস তারে কোলে করি ॥
 পাল্লো না তারে রাখিতে, রাষ্ট্র আছে এ জগতে,
 রাবণ নলো সবংশেতে তুই গেলে না লড়া ছাড়ি ॥ ১০৩০ ॥

পুরবী—কাওয়ালী ।

ভাব কি, ভাবনা মন ভবানীয়ে ।
 গেল দিন দীনতারিণী পদ, তারিতে তর না মন ভবনীয়ে ॥
 ওরে মন মধুকর, কি কর রে স্বধাকর ;—
 শেখর রমণী নাম সুধা পান কর গান কর
 হৃকর ভাস্কর তনয় ভাবনা যায় দূরে ॥ ১০৩১ ॥

মূলতান—কাওয়ালী ।

আপদের আপদ তারিণী পদ ।

চিন্তা ভ্রান্ত মন, যে জন যতনে ভাবে তারা পদ

তারা হবে তার আপদ ॥

যে পদ বাঞ্ছিত রে যোগীন্দ্র মুণীন্দ্র

ভাবিলে যে পদ ভবমাগর গোম্পদ বোধ

যে পদ সদা শিবের সম্পদ ।

দেবের দেবত যখন হরিল দৈতা, পদ ভেবে পায় অনরে সম্পদ,

যে পদ অরণে পরমার্থ কৃতার্থ যথার্থ দোষ পদে পদে কেনে,

নিরন্তর পদ ধ্যানে দাশরথীর কর মতি নিরাপদ ॥ ১০০২ ॥

টোড়ী—কাওয়ালী ।

মনমথ মখন মোহিনী ।

পরিণত কলানাথ শত নিন্দিত হসিতবদনৌ ॥

শতদল জিনি তব চরণ ছুপানি, সাধকজন মনোরঞ্জনী,

অপার সংসার পারাবার ছুস্তার তারিণী ॥

প্রণতপামিনী প্রপন্ন জনগণ সহায়িনী :

পার্বতী প্রকৃতিপরা পরমানন্দদায়িনী পরম ঈশানী ॥

শ্রান্ত ভ্রান্ত নিতান্ত কুপথ গত,

সদা অকিঞ্চন মন মা হয় যে ভীত,

দুঃস্বপ্নে তোমা বিনে উদ্ধারে কে তারিণী ॥১০০৩॥

টোড়ী—কাওয়ালী ।

কলুষ বিলাশিনী কালী ।

কৃষ্ণরূপে বৃন্দাবনে ব্রজাঙ্গনার মন ভুলালি ॥

কখনো বা করে অসি কখনো মুরলী,

কভু মুণ্ডমালা গলে কভু বনমালা ॥

হইয়ে বামনরূপ ছলে ছিলে বলি,

রাম অবতারে মাগো রাবণ বধিলি ॥

প্রকৃতি পুরুষ তারা হই তোমায় বলি,

স্বজন পালন লয় মা তুমি সকলি ॥১০০৪॥

টোড়ী—কাওয়ালী !

জগদে মাতা জগদম্বে জননী, যোগেশ রমনী জয়া জগদানন্দকারী ।
মাহিনী জগজ্জন প্রসবিনী, মা যমযজ্ঞণা বারিণী, যোগমায়ী জগদীশ্বরী
মা যশোদানন্দিনী বশপ্রদা যোগেন্দ্রাণী,
জীবের জীবাত্মারূপা যজ্ঞেশ্বরী
জগদ্ব্যাপিণী জলদরূপিণী জাহ্নবী,
জীবের জনমবারিণী, জগততারিণী অকু কুমারী ॥১০৩৫॥

মেঘ—কাঁপতাল ।

করালবদনা কালী, কালভয় নিবারিণী ।
চতুর্ভুজে রক্তবীজে বিনাশহ মহেশানি ॥
প্রবল হইল দৈতা, বলে নিল স্বর্গ মর্ত্য,
স্বর্গাস্থর রণে মত্ত নাহি কহে ধরণী ॥
এনা ওণাতীত ওণ তব, ভেবে ভব পরাভব,
অসম্ভব ওণ সব প্রাণেতে শুনি ।
সেবিয়ে ও অভয়পদ, ব্রজা পেলেন ব্রহ্মপদ,
পেয়ে পদ তাছে মদ, শবরূপ শূলপাণি ॥১০৩৬॥

ছায়ানট—তিওট ।

এমা কালিকে কালভয়নাশিনী ।
কালবারিণী মহাকাল মোহিনী ॥
করাল বদনা বিকট দশনা,
লোল রসনা, আর রুধিরে মগনা,
বান শবাসনা তারিণী ত্রিনয়না বিবসনা
যোরবরণা ঘনগভীর নিনাদিনী ॥১০৩৭॥

সাহানা—বং ।

জয় কালী জয় কালী বলে যদি আগার প্রাণ যায় ।
শিবই চাইব প্রাপ্ত কায কি বারানশী তায় ॥
অনন্তরূপিণী কালী, কালীর অস্ত্র কে বা পায় ।
কি কিং সাহাজা ছেনে শিব পড়েছেন রাজ্য পায় ॥১০৩৮॥

খিঁঝিট—পোস্তা ।

মেয়ে হয়ে রণসজ্জা লাজের মাথা ঠেঙেছে কি
 ছি মা, ও মা একি গো না এমন মেয়ে দেখেছ কি ॥
 বাম হাতে অনি ধরা, দত্ত জিহ্বা বাহির করা,
 নর করে কট ঘেরা কপালে উঠেছে আঁখি ॥
 একি অসম্ভবা মেয়ে, পুরুষের বুকে পদ দিয়ে,
 নাচিতেছে থেয়ে থেয়ে আর কি রেখেছ বাকি ॥ ১০৩৯ ॥

খিঁঝিট—আড়াঠেকা ।

হেয় কুপা নয়নে তারা সাধন গীনে ।
 কে লবে দীনের ভার ঈশানী বিনে ॥
 ধাতক দেখিয়া ভারি, ভয় করোনা ভয়ঙ্করী,
 কুপাবিন্দু শুকাবে না কণিকা দানে ॥
 কলুষেতে পূর্ণ আমি, কলুষনাশিনী তুমি,
 তাই মা তারিতে হবে ছুলালে ভণে ॥ ১০৪০ ॥

খায়া হ—একতারা ।

তারা কে পারে ভোমায় চিন্তে ।
 তুমি গো না উমা, ব্রহ্মময়ী শ্রামা কটাক্ষে পার না ত্রৈলোক্য জিনিতে
 আমি দীন চুরাচার কি জানি বলনা,
 তবে এসে সাধন হলনা হলনা; ফোর না হলনা কি দিব তুলনা,
 দলুছ দলনা ভুল না ভুল না বসিদ্ধ অস্তে ॥ ১০৪১ ॥

মূলতান—একতারা ।

কার না চোখরি কর ।
 ওরে তুই বা কে তোর মনিব কেরে হলি কার নফর ॥
 মহছিবা দিতে হবে, নিশাশ তেয়ার কর,
 ও তোর আনদানিতে শূন্য দেখি কজ্জা জমা ধর ॥
 দীন রামপ্রসাদ বলে, তারার নামটি সার
 ওরে মিছে কেন দারা সূতের বেগার খেটে মর ॥ ১০৪২ ॥

কানাড়া—সাপতাল ।

কুণ্ডলনা, নলিনী বদনা, দানবদলনা, বল রে আনায় ।
 রিকি মাধুরী, বেন স্বর্ণগিরি, রবি শশী হাসি, পতিত পায় ।
 গগিত চিকুরে শীতল প্রভা, নীল নব যনে চপলার আভা,
 কমল কমলে, অনিল 'হিলে'লে, অলঙ্কার ছলে, মধুপ ধায় ।
 রাঙ্গা মুগ রাঙ্গে সাজে অপকৃপ, সময় অলঙ্কে সুধায় লোলুপ,
 হার পর নি, কাঁপিছে মেদিনী, চরণে বিপিন স্রবণ লয় ॥ ১০৪৩ ॥

সিকু ভৈরবী—আড়াঠেকা ॥

সকলি তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি,
 তোমার কর্ত্ত্ব তুমি কর না ! লোকে বলে করি আমি ।
 বৃদ্ধ কর করী, পশুকে লজ্জাও গিরি কীরে দাও রাজহ পদ না ।
 কারে কর অপমানী ।

ও বে বোল বলাও তুমি, সেই বেশি যশি আমি,
 তুমি তব তুমি মধু, তবসারে সার তুমি ॥ ১০৪৪ ॥

গারা ভৈরবী—একতাল ।

অগত তোমাতে, তোমারি মায়াতে, মোহিত জগত জন ।
 রবি শশী তারা, আচ্ছাদনী তারা, সময় নিবন করে পালন ।
 মাংসার খেলনা দরিদ্র হৃত লয়,
 হুলায়ে রেখেছ (না) মোহিত করিবে ; তুমি দিতেছ যে খেলা,
 আমি খেদি না তবলু, কুইতে চরি হেলা নৈরাশন ।
 ইচ্ছাময়ী ! তব ইচ্ছার না হয়, কিছুই আমিলা না তব মহিমায় ;
 নৈরিয়া যাও যে পথে, আমি নাই না সে পথে, মোহে এক অনুরূপ ॥

পরজ—একতাল ।

না শিবদেবী ।

শুভকারিনী ত্রিতাপহারিণী নান নিলে ভবসিধু তরি ॥

অনদ্যারাধো প্রধানা শক্তি, তুমি শিব জীবের কে করে স্তুতি,
 যে করে ভক্তি শিবের উক্তি, সেই পায় পদ জগদীশ্বরী ॥ ১০৪৬ ॥

আলাইয়া —একতালী ।

শ্রামা ! শিব মনোমোহিনী ।

তুমি থাক মা অস্তরে, সদানন্দ ভরে, (ওগো !)

সারদে শুভদে জয়দে জননী ।

ওগো কুলকুণ্ডলিনী ! কালদ্রা স্বরূপিনি,

কালভয় ভুজপিনি ! কাণ সঙ্গিনি,—

যদ্বীকৃপা তুমি শরীর যথৈ, সত্ত্ব রজ তম ত্রিগুণ তথৈ,

হের ভ্রাস্ত্রে না পারি চিন্তে, ওগো অচিন্ত্যরূপিনি ? ॥ ১০৪৭ ॥

বেহাগ — কাওয়ালী ।

শঙ্কর, সুরেশী শুভধরী সর্গাণী সর্গেশ্বরী সুরশরণী ।

শিশু শশধর শির সুশোভনী, শরণাগত জনে সকল সম্পদদায়িনী ।

মহাবাহিনী শূল শাস্ত্র ধরিণী, শত সৌদামিনী জিনি সুন্দর, সুন্দরম-

সংরদা সুখদা সদানন্দ স্বরূপিনী,

অকৃত অকিকনে সদয় হও নিজগুণে শিবে শমনদমনকারিণী ॥ ১০৪৮ ॥

সোহিনী — কাওয়ালী ।

শৈলশতে সুরহর দয়িতে মা ।

শিশু শশধর শিরসি শোভিতে, শমন সদন গমন বারণ,

কারণ অরুণ তোমার না ॥

সুরাসুরে শুভাশুভদায়িনী, শিবে সাধক শরণাগত সম্পদবাহিনী,

সর্গেশ্বরী শ্রামা সুন্দরী শঙ্করী অকিকনে, তার না ॥ ১০৪৯ ॥

সোহিনী বাহার — আড়াঠেকা ।

শঙ্করী ভগবতী মা গাতদায়িনী ।

ভব তারা ভবদারা বিশ্বজননী ॥

তাই অনাদ্যে নিত্যনিকে মহাবিদ্যে,

ক পারে তৌবয় অরাধ্যে দুঃসাধ্য সাধিনী ॥ ১০৫০ ॥

পরজ্ঞ মধ্যমান ।

মা তুমি সর্ব্বঘটে ।

বিশ্বরূপে বিরাজিছ তিলক্রান্তি কড়া বটে ॥

যে দিকে যখন যাই, যখন যে দিকে চাই,
তোমারে দেখিতে পাই বিরাজিত বিশ্ব পটে ॥

কিবা জলস্থল, কি অনিল কি অনল,

তোনারি রূপ সকল অখিল সংসার ॥

কি ভূধর জলচর, খেচর কিবা ভূচর,

তুমি সকলে বিচর চরাচর চারু মাঠে ॥ ১০৫১ ॥

— — —

ললিত—লাড়াঠেকা ।

কি কুহক ত'রা ভোমার ত্রিলোকে কেহ না জানে ॥

বলে ক্ষিপ্ত লে'কে তারে যেথাকে ঐ সন্ধানে ॥

দ্বিধা ভাবে এক শক্তি, জননী রমণী উজ্জ্বল,
ঐক্য করে ক্ষেপা ব্যক্তি অনৈক্য হয় ভ্রান্তি জ্ঞানে ॥

দৈববী মায়াতে মোহ, সচৈতন্য নহে কেহ,

শঙ্কর প্রভৃতি পদ্মযোনি,

কুহকে কুহক দিয়ে, মায়ায় মায়া আচ্ছাদিয়ে,

চাই মা সদয় হয়ে আশ্রয়লাল পানে ॥ ১০৫২ ॥

— — —

কি'খিট, ধা'বাজ—মধ্যমান ।

জানি না কি বলে ডাকি তোরে ।

কখন শঙ্কর বামে কভু হর হৃদিপরে ॥

কখন বিশ্বরূপিনী কভু বামা উলঙ্গিনী,

কভু শ্যাম সোহাগিনী, কভু স্বাধার পায়ে ধরে ॥

কখন বিশ্বজননী, পঞ্চভূত নিবাসিনী,

কভু কুল কুণ্ডলিনী, চতুর্দল বিধোপরে ॥

যে যা বলে শুনিব না, মা নামের নাই তুলনা,

ওই ডাকি মা বলে মা মা ঐ অনন্ত চরণ পাবার তরে ॥ ১০৫৩ ॥

আলাইয়া—চিমে তেতালা ।

রণে কে নীলবরণী চেন উহারে ।

কে হরে বিহরে, বুঝি হরের নহি দী

হাসিতে হাসিতে আসি অসিতে নাসিতে অসি প্রহারে ॥

নিতান্ত মরি বুঝি সদলে, কৃতান্তদলনী বুঝি দলুজ দলে,

ত্রিপথ প্রভৃতি শতদলে চরণ পুজিছে অমর দলে ॥

সবে জীবন আপনারি, চিন্তে নারি এবে নারি

জীবনারি জেনেছি বাবহারে ॥ ১০৫৪ ॥

আলাইয়া—একতালা ।

বানারে কেউ পার রে চিন্তে ।

এর সনে রণ মরণ চিন্তে,

মদন নিধনশারী ত্রিপুরারী শরণ লয়েছে চরণোপান্তে ॥

কামার এক অসম্ভব ভাব দেখি, ক্রোধে রক্তজবা প্রভা তিন আঁখি
উষাকালে যেন হাসমুখী চপলা খেলিছে বিকট দন্তে ॥ ১০৫৫ ॥

আলাইয়া—একতালা ।

কে শবোপরে রূপনী বিহরে মুখন্ডলে অগং আলো করে ।

কালী কি কালসী রাধা চন্দ্রাবলী অলুমান নাহি হইল রে ॥

অনন্ত হৃদকে চপলা বলচে, নানা নলকে মরি গো মরি গো ঠমকে

মরাল ধমকে কটি হেরি হরি ভুলিল রে ॥

কুবলয়হুত নিদি নয়ন, গুণিনী-গঞ্জিত যুগল অবণ,

বসন দাড়িম্ব দস্তবদন, হাসি ফলে সুধা ঢালিল রে ॥

অকিঞ্চন ভাবে দিয়ে জলাঞ্জলি, ও চরাধরে দেরে জ্বাঞ্জলি,

শিবুদ পাইবি মন তোরে বলি, ভব ভেবে পাগল রে ॥ ১০৫৬ ॥

টোরা—কাওরাণী ।

রণ তরঙ্গ তরঙ্গী, (১০৫৩)

নাহি লাজ কি সাজ, রমণী হইতে কেন শবাসনা বিবসনী ॥

মায়ের কুধিরাজ নেত্রতার, নীলাঞ্জে কুধির খারা,

পদভরে কাঁপে সদা অধীরা ধবনী ॥ ১০৫৭ ॥

মূলতান—কাওয়ালী ।

কি ধন তোনারে দিতে পারি ।
 নয়ন মুদে দেখলাম ও মা ব্রজাও তোমারি ॥
 কি দিব না রত্নধন, রত্নাকর তব দাস,
 স্বর্ণ কাশীপুরে বাস অন্নপূর্ণেশ্বরী ॥
 কে বলে ভিখারী হরে, কুবের বার ভাগ্যবান ঘরে,
 ব্রজা বিষ্ণু বার দ্বারে চরণ ভিখারী ॥ ১০৫৮ ॥

ভৈরবী—কাওয়ালী ।

এ মেয়ে সময়ে এল কে, হবে ত্রিলোকপালিকে ।
 করি কিবা আভা, কোটিচন্দ্র প্রভা নুনি মনোলোভা নবীন বালিকে ॥
 মরি হায় কি রূপসী, বয়নে যোড়শী,
 বিগলিত কেশী মন্দ মন্দ ভাষী তাহে আট হাসি,
 প্রকাশিত শশী করে ধরে অসি, অঙ্গুর বিন্যাসিকে ॥
 দায়ের চরণকমলে কত মধুকরে, ঐন্ ওষ্মরে মধুপান করে,
 বলে রানকনার দেখরে শ্রীনারে,
 নাচে ভবোপরে ভব আরাধিকে ॥ ১০৫৯ ॥

বিভাব—চিমে তেতাল্লা ।

শ্রীমা বানা কে বিরাজে ভবে ।
 বিপরীত কীড়া ব্রীড় গতা শবে ।
 গদ গদ রসভাবে, বদন চুলায় হাসে,
 অতনু সতনু জনু অহুভবে,
 রবিশূতা মন্দাকিনী, মধো সরযুতী মানি,
 ত্রিবেণী সঙ্গমে মহাপুণা লভে ॥
 অরুণ শশাঙ্ক মিলে, ইন্দীবর চাঁদে গিলে,
 অনলে অনল মিলে অনল নিভে ;
 কলয়তি প্রসাদ কৃষ্ণি, ব্রজ ব্রজময়ী ছবি,
 নিরখিলে পাপ তাপ কোথায় রবে ॥ ১০৬০ ॥

ললিত বিভাস - ঠু রী ।

কালক্ষেপে রণভূমি আলো করেছে ।

সমরে কে কার বালা, নয়ন বিশাল বদন করাল নরশির মালা পরেছে

শিবা সবে ঘোর হবে ঘন নাচিছে,

তার মাঝে মাঝে বানা অটু হাসিছে,

টাঁচর চিকুর জাল এলায়ে দিয়েছে,

কমলাকান্তের মন মগন হয়েছে ॥ ১০৬১ ॥

সাহানা—জং ।

হুখুপাসরা নয়ন তারা, তারা ঘরে এসেছে ।

দেখসিয়ে প্রতিবাসি ! চাঁদের উদয় হয়েছে ।

গগণের যত তারা, চক্রে বেয়ে আছে তারা,

আনার ঘরে দেখে তারা, তারাও মলিন হয়েছে ॥ ১০৬২ ॥

টোরী—কাওয়ালী ।

বিবসনী কার বামা, নব জলধরবরনী শ্রুমা ।

করালবদনী, ভয়ঙ্করনাদিনী, বিশালনয়নী কে ভীমা ॥

আপাদলম্বিত বেণী, সমরে উগ্ৰভবনী

সদাশিব উরনী নৃত্যতি অবিরামা,—

জঙ্গময়ী কালীরূপা, কুরু অকিঞ্চনে কৃপা নিঃস্রাব্য অনন্ত গুণধামা ॥ ১০৬৩ ॥

মোহিণী—আঠাঠকা ।

নবাজ বরণী কার বামিনী, নাচে উলঙ্গিনী ?

বিকট অটু হাস, নাহি লাজ ভয়লেশ,

একি বেণ এলো কেশ, রণ উন্মাদিনী ?

নারীর এমন সাজ, অসম্ভব মহারাজ ! বুকে নাহি কাজ,

ঝুঁকি হবে সকল হারিনী ;—কহে অকিঞ্চনে, কি ভাব রে তৈত্ত্যগণো

যে ভব ভাব মনে, সেই ভবভাবিনী ॥ ১০৬৪ ॥

পরজ—কাওয়ালী ।

কার বামা রণে নাচিছে ॥

সুধাপানে ঢল ঢল ঢলে পড়িছে ।

একে ও নীরদ কার, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গনা তার।

কালিন্দী সনিলে যেন জবা হাসিছে ॥ ১০৬৫ ॥

পরজ—কাওয়ালী ।

কামিনী কামিনী বরণে রণে । (এল কে ?)

এলোকেশী, বাম করে ধরে ঘনি, উল্লাসিতা দানব নিধনে ।

পদভরে বসন্ততী, সন্তীতা কম্পিতা অতি,

তাই দেখে পশুপতি, পতিত চরণে রণে ।

দীন রামপ্রসাদ কর, তবে আর কিরে ভয় ?

অনায়াসে ঘন জয়, জীবনে মরণে রণে ॥ ১০৬৬ ॥

কালিন্দী—কাওয়ালী ।

ভুবন মোহন কামিনী ।

বিহরে অমরে, অদিত বরনা অদিবারিনী ।

অসম্মে অবণ অঙ্গ, শবোপরে করে রঙ্গ,

মুচ্চকেশী দিগন্তরী শঙ্করী রণরঙ্গিনী ।

তার চরণতলে মূঢ়াঙ্গ, বিপরীত তার কাঙ্গ,

দগুন নথরাপাতে বিদরে দমুঙ্গসমাজ :—

তার সঙ্গিনীগণ বোমিনী মেঘে যেন সৌদামিনী,

নাচিছে হাসিছে হাসিছে ভ্রমেও নাহি ল'জ, —

ঘন ঘন ভক্তকারে, গভীর গর্জন করে,

ভুবন কাপে ঘরে থার প্রায় সময় জানি ॥ ১০৬৭ ॥

আড়ানা - টিনা তত্বালা ।

নিন্দি ঘোর ঘন ঘন থট, বরণী ?

উলঙ্গিনী কার কামিনী ?

বান করে অসি ধরে, অ'র বিনাশ করে,

পানেশমণা কে সমরে! হৃৎকার হবে মন কাপাইয়ে ম'দিনী ॥ ১০৬৮ ॥

আলাইয়া—চিনে তেতাল ।

কালী আনারে কি কালের হাতে সঁপিলে ।
 কালে শাপহানিলে এমা, কৃতান্তের নিতান্ত পণ,
 লয়ে করিবে গমন, নাহি মানে নিবারণ বুঝালে ।
 কালভয় কি করি বলনা, এমা কাল গেল কাল এল,
 কালাকাশ সে মানে না,
 কালীর নাম সাধন তখন হবে না, শুনাতে শ্রবণে শুন্তে পাবে :
 যখন অন্তিম সময় হবে, শাশানেতে লয়ে যাবে,
 তখন আমি কারে ডাকব মা বলে ॥ ১০৬৯ ॥

আলাইয়া—একতাল ।

নরি হর হায় রাগী পায় কে দিয়েছে জবা ।
 মেন কনক অচলে অরুণ প্রভা ।
 পুজিল চরণ সেই নিশারদ, তাহারি ক্ষয় হরেরি আশ্রয়,
 এ ভব সাগর বিপদ গোপদ মোক্ষপদ তার দুর্লভ কিবা ॥
 ভাগ্যে থাকে পর পাব দরশন, ভবানীতি বাদী ভুলনায়ে মন
 শ্রামা চরণের স্পৃহা কেমন চকোর চক্রিমা স্থধারি লোভা ॥ ১০৭০ ॥

টৌরী—কাওয়ালী ।

মন সিঁচে সায়ায় ভুলনা ।
 হলনা সাবনা, একি তব বিবেচনা
 পাহিয়ে অনিতা দেহনার ধনে বাসনা ॥
 বালাদি ঘোবন কাল, কুরসাভিলাষে গেল,
 নিকট হইল কাল ভেবে দেখনা,—
 তথাপি চঞ্চল চিত্ত না হল চেতনা ॥
 ভবসিন্ধু তরিবার, উপায় নাহিক আর,
 বিনা শ্রামা নায়ের শ্রীচরণ সাধনা ।
 অতএব অবশ্রাম, মুখে বল কালী নাম,
 যেই শ্রামা সেই শ্রাম দ্বিধা ভেবোনা ।
 অন্তে পাবে মে ক্ষম্য রবে না ভব যন্ত্রণা ॥ ১০৭১ ॥

মূলতান—একতালা ।

মল্ল মজ্জ অভয়া পদে, যদি পার পাবে ঘোর ভয়াপদে ।

শমন দমন ঐ শ্রীচরণ ভাব মন নিরাপদে ॥

যে পদ বিভব, ভাবে ভাবে ভব, ভাবিলে ভাবেতে ভাব অসম্ভব,

অভাবের অভাব সব হয় সুসভ সম্পদ পদে পদে ॥

বল বল করি বলরে রসনা, শ্যামা বিবসনা শিবে শবাসনা,
শবাসনা করি তব উপাসনা, অঘোরে বরদে বর দে ॥ ১০৭২ ॥

কালী ডা—একতালা ।

বিহরে রণ মাঝে । (রণরঙ্গিনী শ্যামা) ।

রতন নুপুর, ঝাঞ্জ সুন্দর, হরহৃদি সরোজে বিরাজে ।

গজ বাজি ধরি, বয়ানেতে পূর, বিরাসে দারুণ সমরে ;

সঙ্গে সহচরী, নাচে দিগম্বরী, রণজগী মাদল বাজে ।

নব জলধর, বরণ সুন্দর, ঘরনী (অঃ) লম্বিত চিবুরে ;

কনলাকান্তের মন মধুকর মগন চরণ সরোজে ॥ ১০৭৩ ॥

ললিত ত্রিঙট ॥

ও কার রমণী সমরে নাচিছে ?

দিগম্বরী দিগে ঘরোপরি শোভিছে ।

তল নব দরাধর, রুধির ধারা নিকর,

কালিন্দীর অঙ্গে কিম্বদন্তি ভাসিছে ।

বদন বিমল শশী, কণ্ঠ সুধা করে হাসি,

কালরূপে তমো রাশি, রাশি নাচিছে,—

কহে কবি রামপ্রসাদে কাটিকা কমলপদে,

মুগ্ধপদ হেতু বোদী হৃদে ভাবিছে ॥ ১০৭৪ ॥

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা ।

তাইতে আমার মন, কালবরণ ভালবাসে ।

ত্রিঙনে তি মরে শ্যামা, তিমির নাশে অনায়াসে ।

নহু রজঃ ভগ্নে, বিহরে যে ত্রিভুবনে,

ব্রহ্মচারী দীপ্তকরী মন ! ছেড়ে দাও আম'র পাশে ॥ ১০৭৫ ॥

বিভাস—আড়াঠেকা ।

আর কত ঘনাবি কুল কুণ্ডলিনী, মূল্যধারে ।
 জাগ মম অন্তরে জাগ, জাগ জাগ সহসা রে ॥
 আমার দিয়ে মারা নিদ্রা, মা তোমার কি কপট নিদ্রা,
 আমার আগত যে মহানিদ্রা অজপা কুরাইবারে ।
 কিবা রাত্রি দিনের বেলা একি ঘুম তোর দিনের বেলা,
 আনি কাল ভয়ে গিরিবালা মা মা বলে ডাকি তোরে ।
 এ মা মাধব অভিলাষী, আশী লক্ষ ভ্রমি আসি,
 আমার মুক্ত কর মা মুক্তকেশী, যেন আর না আসি এসংসারে ॥ ১০

কনিষ্ঠ—তিওট ।

শতের পদ হলে, মননা রিপদলে, বিগলিত কুন্তল জাল ।
 বিমল বিধুবর, শ্রীমুখ হৃদর, তলুকটি বিজিত তরণ তমাণ ।
 যোগিনী সকল ভৈরবী সমরে, করে করে ধরে তাল :
 জুকা মানক উদ্ধ শোণিত, পিষতি নয়ন বিশাল ।
 নিগন সঞ্চল য, গণ গণ গণ, অবয়ব যন্ত্র মণ্ডল ভাল :
 ভাতা গেই গেই ছিমিকি ছিমিকি, ধা ধা ডঙ্ক বাজ রসাল ।
 প্রসাদ কলয়তি, হে জামা শ্রদ্ধরি ! রক্ষ মম পুরকাল :
 দীনহীন প্রতি, কুরু কৃপা লেশ, বরাহ কাল করাল ॥ ১০৭৭ ॥

সিদ্ধু কান্দি—চিন্তা তেতালা ।

আপনারে আপনি দগ দেওনা মন কাজী ঘরে ।
 যা চাবে এইখানে পাবে, সেইজো নিছ অন্তঃপুরে ॥
 পরন ধন পরন মণি দে, অমাপা ধন দিতে পাবে,
 এমন কত মণি পড়ে আছে চিত্তামণির নাচহুয়ারে ॥
 জীব গমন হুগ ভ্রমণ, মন ঘড়া পোহাইও নারে,
 তুমি অনন্দ কিবেদীর হারন শীতলত ওনা মূল্যধারে ॥
 কি দেয় কমলকান্ত, নিচের নারি এস মারে
 গুর বার্জিকরে চিন্তে না ক তোনার ঘটে বিরাজ করে ॥ ১০৭৮ ॥

ভৈরবী—একতাল।

রক্ষাণী বাণী ভবানী সে বাণী বলনা রসনা অনিবার ।
 ভব তরিবার তরণী তারিনী চরণ স্রবণ কর সার ॥
 মন তাঁরা তাঁরা বল, বন পাবে হবে সম্বল পথ চলিবার ॥
 নিত্যাধন তাজি অনিত্য আশ্রয় কেন পাপচয় কররে সক্ষয়,
 দারা স্মৃতচয় পথের পরিচয়, পরিণামে বাদী পরিবার ।
 ভয় নিবারণ অভয় চরণ, চরণ অভয়ার ।
 ন ভয়ে ভীত হইয়ে, অশ্রিত দাশরথী শ্রীচরণে চায় । ১০৭৯ ।

ভৈরবী—মধ্যমান।

ভুবন ভুলাইনি গো ভুবনমোহিনী ।
 মৃগাধারে মহোৎপলে, বীণাবাদা নিমাদিনী ॥
 শরীরে শরীরী বসে, সুধুমাদি এর তলে,
 গুণভেদে মহামতে তিনগ্রাম সঞ্চারিনী ॥
 আধারে ভৈরবাকার, যড়দলে শ্রীরাম আর,
 মণিপুৰেতে মল্লার, বসন্তে হুং প্রকাশিনী ॥
 বিমুক্ত হিম্মোল সুরে, কর্ণটিক আচ্ছাদপরে,
 তাল মান লয় সুরে ব্রিসপ্ত সুরভেদিনী ॥
 মহামায়া মোহপাশে, বদ্ধ কর অনায়াসে
 তবলয়ে ভক্তাকর্ষণে স্থির আছে সৌদামিনী —
 শ্রীমদকুমার রায়, তত্ত্ব না নিশ্চয় হয়,
 তব তত্ত্ব গুণ এর বাসীমুখ আচ্ছাদিনী ॥ ১০৮০ ॥

গৌর সারঙ্গ—তিওট।

শিব শবাসনা ।

লজ্জাকুপা নাহি লজ্জা, মেয়ে হয়ে রণলজ্জা, একি বিবেচনা ॥
 অতয়ে সভয় বলে, সতী নিহ পতি পরে কথিরে মগনা ॥
 কহিছে গোপীমোহনে, ঐক্য পড়ে মনে,
 বামা ত্রিলোচনা ॥ ১০৮১ ॥

ভৈরবী—কাওয়ালী ।

সিংহোপরি বিকশিত পদ্মাসনে, জগদ্ধাত্রী দুর্গা বিহরে ।
 চরণ কমলে প্রতি দলে, শশী নখহলে,
 হেরিয়ে ভুলে মধুপ চকোরে ॥
 পরিণত বিধুশত নিন্দিত বদনী,
 বিচিত্র বসন কিবা উরগ পরিধিনী,
 কুসুমরচিত চকল চিকুর বেণী, দাশনে আরহর মনহরে ॥
 বিবিধ রতনভূষণে চতুর্ভুজ সাজে,
 মৃঙ্গুর নৃপুৰ পদে কি মধুর বাজে,
 প্রমত্ত হইঘে গো গিরিজা এইরূপে,
 কর স্থিতি অকিঞ্চন হৃদয় মাঝারে ॥১০৮২॥

যোগিনী—চিমা তেললা ।

মহিষমর্দিনী রূপে ভুবন করে উজ্জ্বল ।
 অমল কমল দল, নিন্দিত চরণতল,
 শশধর নিকর নখররূপে প্রকাশিল ॥
 রতন নৃপুৰ সাজে কটতটে কিকিনী বাজে,
 বিরাজে যোগিনী নাখে করি কুতূহল,
 সুহৃদান সুধাভাব, হর নর জাম নাশ,
 এই অকিঞ্চন আশ দেহি শ্রীচরণে স্থল ॥১০৮৩॥

ঝিকিট—কাওয়ালী ।

সমর করে ও কে রমণী ।
 কুলবালা ত্রিভুবন মোহিনী ॥
 লম্বাট নগন বৈশ্বানর বাসবিধু বামেতর তরণী,
 নরকত শূকর বিনল মুখনগল নূতন জলধর বরণী ॥
 শবশিব শিরে মন্দাকিনী রাজত, চল চল উজ্জ্বল বরণী,
 ঊরোপরি যুগপদ রাজিত কোকনদ সুচারু নখর নিকর সুধাধানি
 কলয়তি কবিরঞ্জন করুণাময়ী কংণাকুর হরমোহিনী ।
 গিরিবরক গৌ নিবিল শরণো মন জীবন ধন জননী ॥১০৮৪॥

গাংত্রী।

ভাব সেই পরমেশ্বরী।

ভবে ভাস্ত হয়ে ভুলনারে মন ॥

প্রভাতে বালিকাকৃতি, আদিত্য মণ্ডলে স্থিতি,

রক্তবর্ণা পরমা কুশরী,—

মধ্যাহ্নে যুবতী রামা, শ্যামবর্ণা নিকুপমা,

সায়ং বৃদ্ধা নিতাস্রনী নারী ॥

ব্রহ্মরূপা নাভিমূলে, বিষ্ণুরূপা হৃদকমলে,

ললাটে হয় শিব ত্রিশূলধারী ॥

মহত্ব দল কমলে, পরং ব্রহ্মা বেদে বলে,

নিত্য সুখময়ী দিগম্বরী ॥

দ্বিচ্ছ শস্ত্ৰচক্রেণ বানো, নিশুস্ত্র শৃঙ্গনাশিনী,

শস্ত্র মনোহরা শাকম্বরী,—

বাহুতপদ, সুধাপাংক্তি কোকনদ, বিরাজে তায় গঙ্গা গোদাবরী।

লগ্নী ভৈরবী - যঃ।

হারে ! উন্নতা ভিন্নমস্তা এরমণী কার।

লোহিতাঙ্গ নগণা মরণা রক্তে তার ॥

নিজমুণ্ড এক করে, আর কমে অসি ধরে,

অস্তি মুণ্ড নালা পরে, বিবসনা ভীমাকার ॥

কামে রতি কামে দাঁতি, বিপরীত রত্নারতি,

তদুপাধি সে মুরতি বিকৃতি আকার ॥

আর এক চমৎকৃত, কণাতে যজ্ঞোপবীত,

সে তরু হতে সবনে, প্রাণে বেগ ধারণে,

ধাই ছ উর্দ্ধপানে রবির ত্রিধার ॥

একধার নিজে পিয়ে, দ্বিধার যোগিনী পিয়ে,

বৃদ্ধিতে নারি ভাবিয়ে এ কেনন ব্যবহার ॥

যে শক্তি ধরে সে শক্তি, বদ্বিতে কার আছে শক্তি,

নাহি হেরি হেন শক্তি ত্রিভুবনে আর,

ভক্তি মুক্তি গতি নর পায়, জ্ঞানহীনে কিসে তা পায়,

ভব পায় কিসে পায় বিনা কুপায় নিকুপায় ভুবনে পায় ॥১০৮৮॥

গারা ভৈরবী - বৎ ।

মন ! তুমি একাল দেখে, সাধনায় কি পেলে ফল ।
কাল রূপের আভা দেখে, নয়ন মন সব ভুলে গেল ।
ছিল রামা কার ঘরে ? কেমন করে আনলি ওরৈ ?
কাল নয় পূর্ণিমার শশী, হৃদয় মাঝে করে আলো ।
অকণ যেমন প্রভাত কালে, তেমনি মায়ের চরণতলে,
দ্বিজ শঙ্কু চন্দ্র বসে, (ও পদে) জবা দিলে সাজে ভাল ॥১০৮৬॥

আলাইয়া—গেন্‌টা ।

নবীন নীরদ বেশে, সেজেছে কার কামিনী ?
বাম করে অসি ধরে, রণমাঝে উল্লাসিনী ।
নাচিয়া নাচিয়া রণে, ন'শে সদা দৈতাগণে,
সে যে চামুণ্ডা প্রচণ্ডা মূর্তি, সাজে কালরপিনী ।
রূপের নাই অস্ত, দেখে হয় ভ্রান্ত, দেখ অনেক অনন্তরূপ
স্রণে হয় দ্বিধাবসিনী ; চতুর্ভুজা হয় রণে, কৃষ্ণকুমার ভণে,
তাহার ভয়ঙ্কর রূপ নেহারি, কম্পিত হয় মেদিনী ॥১০৮৭॥

পরজ—আড়াঠেকা ।

হের মহারাজ ! নারী দলুজ দলে ।
জ্ঞান হয় রবি শশী, দাঁপিছে পদকমলে ।
এলান ত্রিকুর জাল, গলে শোভে মুণ্ডগাল, শিরে শোভে অস্ত্র ই
করতলে করবাল—নারী কি হবে যক্ষিনী ইন্দ্রানী কিবা বার
মায়াবিনী কুহকিনী, একাকিনী রণস্থলে ॥১০৮৮॥

বেহাগ—আড়াঠেকা ।

নাচে কার রমনী রণে ।
নিবিড় নীরদ রূপ হেরি নয়নে ।
সর্ষঙ্গ শোণিত ধারা, পানোরত পয়োধরা,
লোল জিহ্বা ভয়ঙ্করা, শব বাহনে ।
কোটরাঙ্গি লম্বোদরী, শুষ্ক মাংসা ভয়ঙ্করী, দেখি গে
নারী জ্বাসে মরি-কধির করে বদনে ॥১০৮৯॥

মূলতান—একতাল ।

শবাসনে বিবসনা কে রমনা সমরে ?

যোগিনীগণ বেষ্টিত, মগনান্স রুধিরে ।

নৃগাঙ্গি কঙ্কালে পূরিত থর্পর, বাস করে ধরে সাপটি শঙ্কর,

সুখা বোধে সদা পূরেছে উদরে, লোল রসনা অধরে ।

দেখ রে মেয়ে সামান্যও নয়, ধুমাবতী যেন দূসরিত কাণ,

অনুচরণে প্রসঙ্গা সদা, প্রমথেরে ডাকে আদরে ॥১০৯১॥

গৌরা আড়াঠেকা ।

কে এল বলরে কার কামিনী ?

এলোকেশে কে সে রণরঙ্গিনী ।

রঞ্জিত করে ধরি, থরধার অঁসি ধরি, নৃত্য করে নৃমুণ্ডনালিনী ।

টি বেড়া কোট কর, বরাভয় কর, ভয়ঙ্করী দিগম্বরী দিগম্বর মোহিনী ।

তীক্ষ্ণ অঁসিতে, অঁসুর নাশিতে, এল এলোকেশী অঁসুরনাশিনী ।

সুরাসুর নর করে, সে পদ সাধনা ; ওমা শবাসনা !

উমানাথের বাসনা, সেই শ্রীপদ দুপানি ॥১০৯২॥

কালান্দু—ঠুংরী ।

পারিনা পারিনা চিন্তে অচিন্ত্যরশ্মি, বামা কার ।

নিরখি পদ পলাব হরেমন অন্ধকার ॥

কিবা অতুল বরণ, নিশি তরল অরুণ,

রক্তবস্ত্র পরিধান গুলে গজমতি হর ॥

লগা করি করী অঁরি, আরোহণ করি করী,

ক্রোধ করী ক র কুণ্ড করিছে বিদার,—

তদুপরি সবমিজে, হরিষে বামা বিরাজে,

আহা কি অপূর্ণ মাছে মোহ যায় ত্রিসংসার ।

চতুর্ভুজা স্ননিদ্রাগ, শঙ্খচক্র ধনুর্ধার,

ধারণ করেছে চারি করে তার,—

যদি হবে জগদ্ধাত্রী, জগন্মাত্রা জগৎকর্ত্রী

অব কোন ভুবন প্রতি দিগে এত দুঃখভার ॥১০৯৩॥

কিঁকিট—কাওয়ালী ।

শ্যামা বামা রণে কে ।

তনু দলিতাঙ্গন শরদ সুধাকর মণ্ডল বদনী রে,

কুন্তল বিগলিত, শোণিত শোভিত,

তড়িত অড়িত নববন বলকে ॥

বিপরীত একি কাজ, লাঞ্ছ ছেড়েছে দূরে,

ঐ রথ রথী গজবাজী বয়ানে পূরে,

মগদল প্রবল, সকল হ'ত বল, চঞ্চল বিকল হৃদয় চমকে ।

প্রচণ্ড জ্বালাপ রাশি মৃত্যুরূপিনী, ঐ কাম রিপু পদে এ কেনন কানিনী

লজ্জা গগন, ধরনীধর সাগর, ঐ বুঝী চক্ষিতে নয়নপলকে ॥

ভীমভবার্ণব তারণ হেতু, ঐ যুগল চরণ তব করিয়াছে সেতু,

কলহিতি কবি রামপ্রসাদ কাবিরঞ্জন,

কুরু কৃপাশেষ জননী বালিকে ॥১ ২৪॥

তিলোক কানোদ—একতালী ।

কে রে রমণী ভুবন মোহিনী ?

রূপের বলকে, ত্রিলোকে অলোকে মহাকালী মহাকাল বরণী ।

রক্ত কোকনদ লোহিত লোচনী, এলোকেশী হুগোচরী বিবসনা,

হসিত আনন্দা বিকট দশনা শব্দিত, করা শূণ্যদ্যাবিনী ।

অঙ্গন গগন বরণী অপরা আম মাংসহারী ভীমা ভয়করা,

ললিত শরীর হৃদয়ারী তারা প্রানদা বরদা রবিপ্রসাদিনী ॥ ১০১২ ॥

গাঙ্গার—একতালী ।

ভবমিহু মাঝ কি শোভে তারিণী ।

পদযুগল বিচিত্র তরণী ॥

যদি হবি পার, এ অপার সংসার পারাবার, কর সার চরণ দুখানি
ওরে মুঢ় মন শুন, বলি তোমায় পুনঃ পুনঃ বৃথা কেন ভ্রমিছ অবনী
অকিঞ্চনে বিস্তর বিচার করে, মিতার তারা কর্ণধার স্বরূপিনী ॥ ১০১ ॥

ভৈরবী—একতাল ।

দীক্ষিতারা ভবতারা ভবদারা গুণালাপে দিন হর রে ।
 যার কররে শমন ভবন, গমন বারণ কারিণী তারিণী,
 ত্রিতাপ হারিণী যে তারিণী পদ তরনী বিপদ সাগরে ॥
 আপনি আপন এপণ স্বপন, বুখা আশাপন ছাড়রে,
 সদা ধর ধর গঙ্গাধর প্রিয়ে ধরাধর মেয়ের, গুণ অধরে ॥
 ভাজ মায়ানিদ্রা হয়ে জাগরণ, কররে স্মরণ জননী চরণ,
 জন্মিবে সুখ জনম বারণ, বারম্বার জঠরে ।
 সবন সে যনবরণী সুরেশ শরণীয় গুণস্বর রে ।
 লয় কালে, নাহি লয় কালে, কালিদাস বলে দাশরথীরে ॥ ১০১৭ ॥

গারা—আড়াঠেকা ।

মন কি ভুলে ভুলিয়াছ, ভুলে কি ভুলিতে নাই,
 ভুলে মূল হারিয়ে পাছে, মূলেরি সন্ধান কর ॥
 ভাই বন্ধু দারাসুত, পরিবার আছে বত,
 যাকে অতি ভালবাস সেকপ ভাব নায়ের ।
 মিত্র বস্ত্র পরমাণু, যার চরে হয় তনু,
 সংযোগ হইলে ধ্বংস ভবে দেখ কেবা কার ॥
 শ্রীমাদহুলাল রাটে, সদা কিন্ন নাটে ঘাটে,
 প্রকৃতমী সর্পঘাটে ভাব তুমি সেই দার ॥ ১০১৮ ॥

ইয়নকলানি—একতাল ।

চল চরণ দুখানি, অতি বিচিত্র তরণী, দুস্তর ভাবার্ণবে করিতে
 গৌ পাত । (মা !)
 স্মরণ মনন, তরণী বাসকরণ, শীতল চরণ, কারিণী ।
 একান্তে বেই জন, ইচ্ছাতে করে দূত মন
 অনায়াসে তারিণী সে হইবে উদ্ধার ।
 ভবাক্ষ কুণে মগন, মৃতমতি অকিঞ্চন,
 তব কৃপা বিনে পতি নাহি আর ॥ ১০১৯ ॥

খট—একতালা ।

মম সুখেদয় যে দিনে উদয় হবে গো জননী জানি সুমুদয় ।
 এ ভব সংসার সকলি আসার, হবে নৈরাকার জলে জগময় ॥
 সরস্বতীর হবে বেদে অবিচার, কমলার হবে কুভক্ত্য আহার,
 অনাদি হবে জীবন সংহার পশ্চিমেতে হবে ভানুর উদয় ॥
 পবনের যে দিন গতিরোধ হবে, ভুজঙ্গেতে যে দিন গরুড়ে দংশিবে
 গতঙ্গেতে যে দিন মাতঙ্গে শনিবে, সিংহেরি হবে শৃগালের ভয়
 চন্দ্রের যে দিন হবে অসিত বরণ, ব্রহ্মার যে দিন হবে অনুলে মর
 জীবনেতে যাবে বরুণের জীবন, দয়াময়ীর হবে কঠিন হৃদয় ॥
 দিবাভাগে রাত্রি রাত্রিভাগে দিন, জলাভাবে নষ্ট সমুদ্রের মীন,
 আদ্যাশক্তি যে দিন হবে শক্তিহীন, যুধিষ্ঠিরে হবে পাপের লক্ষয় ॥
 ভূনিকম্প যে দিন হবে কাশীধামে, সাধু কষ্ট হবে রাধাকৃষ্ণ নীর
 যদি রাজা হই হইব সে দিনে, দীনহীম দ্বিজ নরশতল কর ॥ ১১০০

প্রসাদী সুর—একতালা ।

তাই কানরূপ ভাষিবাসি ।

মা জগন্মনমোহিনী এলোকশী ॥

কালোর গুণ ভাল জানে শুক শত্ৰু দেব ঋষি,
 বিনি দেবের দেব মহাদেব কালরূপ তার হৃদয়বাসী ॥
 কালবরণ অছেয় জীবন ব্রজাঙ্গনার মন উদাসী,
 হলেন বনমালী কৃষ্ণকানী বাঁশী ভাজে করে অসি ॥
 যতগুলি সঙ্গী মায়েয় তারা সকল এক বয়সী,
 ঐ যে তার মধ্যে কেলে মা মোর বিরাজে পূর্ণিমার শশী ॥
 প্রসাদ ভনে অভেদ জ্ঞানে কালরূপে মেশানিষি,
 ওরে একে পাঁচ পাঁচই এক মন কোরনা দেখাঘেবী ॥ ১১০১ ॥

মূলতান—আড়াঠকা ।

আমি কত দুঃখ মোরে দিবি মা জননী তারা ।
 ভ্রমিতেছি বিষয়াগণে তত্ত্বজ্ঞান হয়ে হারা ॥
 দুঃখ কি আমারি তরে, সহজি ম গো এ সংসারে,
 তাই ডাকি জননী তোরে ওমা হুর্গে দুঃখ হরা ॥ ১১০২ ॥

বাগেলী—আড়াঠেকা !

ভাবারামে ভবোপরে শোভে ভবভাবিনী ।
 খেত সরোবর মাঝে ঘেন নীল নলিনী ।
 তরুণ অরুণ জিনি, শোভে চরণ দুখানি,
 বা'লন্দু নখর শ্রেণী, বিবসনা উলঙ্গিনী ।
 উরু তরু রম্ভা সম, নাতি সরোবরোপম,
 অসুর নিকর কর কটেতে কিঙ্কিনী ।
 কিবা অমৃত আধার, শোভে পীন পয়োধর,
 পায় প্রীতি সুরনর বাহা পানবারি—
 চারি করে শোভা পায়, অনিমগ্ন বরভয়,
 রিপুভীতি স্থল সদা ভক্তে অভয়দারিনী ।
 করালবদনী বানী, লোহিত লৌলরসনা
 তীর্থ দর্শন দশনা, অট্ট অট্ট হাসিনী,
 রবিশশী বৈশ্বানর, ত্রিনয়ন শোভাকর,
 ভালে সিন্দুর সুন্দর, অঙ্কেন্দুধারিনী ।
 বুগল শ্রবণ মূলে, শবশিশু বুগ দোলে,
 সৌদামিনী সদা খেলে অধর হ'নিতে,—
 বিমুক্ত কুন্তল রাশি, চরণে পড়েছে আসি,
 , ঘেন মণ্ড মণ্ডকর ঘেরিয়াছে পঙ্কজিনী,
 বরণ নবনীরদ, অতুল শোভা অম্পদ,
 সাধকগণ সম্পদ যোগীন্দ্র হৃদয় ধন,—
 কালিকে কালবারিণী, ত্রিতাপ পাপনাশিনী,
 জীবে মোক্ষ প্রদায়িনী, পূর্ণব্রহ্ম স্বরূপিনী ॥ ১১০৩ ॥

বিং বিং : বায়াজ - সমামান ।

জামাই আর নাই না তোর ভিহারী ।
 কাশীতে রাজরাজেশ্বর তোর মেয়ে রাজরাজেশ্বরী ।
 অরশুস্ত শুন্তে সদা, কাশীতে তোর মেয়ে অন্নদা,
 ব্রহ্ম বিষ্ণু ইন্দ্র আদি সকলে তার আশ্রয়কারী ॥ ১১০৪ ॥

মলিত—আড়াঠেকা ।

যনরুচি এলোকেশী, নাচিছে কে রণে ০
 নাচিছে কে রণে বামা নাচিছে কে রণে ॥
 হুঙ্কার ঘোরময়, বিনাশিছে নৈন্যচয়,
 এ বামা সামান্য নয় হয় অনুমাণে,—
 অবাস্তা হইয়ে ব্যস্তা, হইবে সুরহি সস্তা
 এরণে জীবিত তস্তা হবে দৈত্যগণে ॥
 শ্যামাঙ্গের কধির চিহ্ন, প্রত্যঙ্গে শোভিছে ভিন্ন
 যেন জবাদল ছিন্ন যমুনা জীবনে,—
 কিবা হাসির হিলোলে, মেঘকোলে তারা খেলে,
 ও রূপ হৃদিকমলে স্থাপে অকিঞ্চনে ॥ ১১০৫ ॥

প্রমাদী সুর—একতাল ।

তোমার কে না বুঝবে লীলে ।
 তুমি কি নিলে কি ফিরিয়ে দিলে ॥
 তুমি দিচ্ছ দিয়ে নিচ্ছ তুমি, বাছ রাখ না সাজ সকালে,
 তোমার অনীম কাণ্ড অনিবার্য নাপাও ঘেনন যার কপালে ।
 তোমার অভিসন্ধি পদে বন্দি ভোলানাথই যাচ্ছে ভুলে ।
 ক্ষুধি ঘেনন দেখাও তেমন দেখি, জলেই তুমি ভান্নাও শীলে ।
 তোমার জারিহুরী আমার কাছে খাটবে না না কোন কালে ।
 ও সব ইন্দ্রজালে মগ্ন জালে, রামপ্রসাদ যে তোমার ছেলে ॥ ১১০৬ ॥

পিলু বাঁশরি—বৎ ।

জানিলাম বিধম বড় শ্যামা মায়ের দরবার রে ।
 সদা ফুকারে ফরিয়াদী বাদী, না হয় সঙ্কার রে ॥
 আরজবেগী যার শিবে, সে দরবারে ভাগ্য কিবে,
 ও মা দেওয়ান দেওয়ানা নিজে আস্তা কি কথায় রে ।
 লাথ উকীল করেছি খাড়া, সাধা কি না ইহার বাড়া,
 তোমায় তাঁরা ডাকে ডাক আমি কাণ নাই বুঝি মার রে ॥
 গালাগালি দিয়ে বলি, কাণ খেয়ে হয়েছে কালী,
 নপ্রসাদ বলে হাড় কালি করিল আমার রে ॥ ১১০৭ ॥

অষ্টাশ্লোক—১৭শী ।

হেরি কি রূপ চমৎকার ।

সমুৎপন্ন এক শক্তি বীজেতে হুঁকার ॥

জিনি কোকনদ দল, মনোরম পদতল,

হেরিয়ে নথর আলো সুধাকর সুধাকার ॥

অশ্বোদরী তিলোচনা, বাবাম্বর পরিধানা,

মহাঘনবরণা যৌড়নী আকার ॥

একক্ষেত্রে প্রভাকর আর ক্ষেত্রে নিশাকর,

আর নেত্রে বৈদ্যানর কিরণ নকার ॥

শিবরূপী শবাসনা, লোলজিহ্বা বরাননা,

ফণীরূপে অক্ষোভ্য ঋষি শিরে জটাভার ॥

মুদ্রারূপে ভাল নবো, নর অহিংসক রাজে,

ভয় হয় কাণে কাণে বেগে ব্যবহার ॥

খেতপীত নীলরঙ্গে, বিবধর নানা রঙ্গে

বিভূষিত তার অঙ্গে যেন অলঙ্কার ॥

বর্ণিতে মেরুপ নাথ, ত্রিভুবনে নাথ্য কার,

বার লাগি মহামোদী শিব শবাকার ॥

মুণ্ডমালা সুশোভিতা, অরাভয় চতুর্হস্তা,

ধাক্ক করে নীলোৎপল তদধে পর্পর, দক্ষিণ উক্ত কবে, রূপাণ ধারণ করে

তারি অধঃ আর করে কাটরী সুধার ॥

ধানে বৃষি হবে তারা, মহাবিদ্যা সারাসার,

ব্রহ্মময়ী পরাপূর্ণা অমল্য আকার,—

শ্রী গুরুর শীচরণে মিনতি করে ভুবনে,

ছুরারামে তারাবনে বাসিন্দা হবে তার ॥ ১১০৮ ॥

সাহস্রা—১৭ ।

কিঙ্করে ককনাময়ী ধন দিবি তোম কি ধন আছে ।

নবে নাত্র স্বাস্থ্যচরণ তাত বাঁধা শিবের কাছে ॥

যদি পেতাম যোগেযোগে, কিম খেয়ে শিব আছেন জেগে,

নিজা নাই তার ধনের লেগে স্বপ্নের ঘুম পাড়ায়েছে ॥ ১১০৯ ॥

“এবার কালী তোমার খাব” উত্তর ।

প্রসাদী সুর—একতালী ।

সাধা কি তোর কালী খাবি ।

ওরে রক্তবীজের বংশ খেলে, তার মুণ্ডমালা কেড়ে নিবি ॥

সম্রাট নয় উভয় গালে ভূষো কালী মেখে খাবি,

আবার কালেরে দেখাতে কলা, নিজের কলা যে দেখিবি ॥ ১১১১ ॥

“ডুব দে মন কালী বলে” উত্তর ।

প্রসাদী সুর—একতালী ।

ডুবিস্ নে মন ঘড়ি ঘড়ি ।

দম আটক যাবে তাড়াতাড়ি ॥

একে তোমার কফো নাড়ী, ডুব দিও না বাড়াবাড়ি.

তোমার হলে পরে জ্বর জারি যেতে হবে যমের বাড়ী ॥

অতি লোভে তাঁতি নষ্ট মিছে কষ্ট কেন করি,

ও তুই ডুবিস্ নে মন ধরগে ভেঙ্গে শ্যাম কি শ্যামার চরণ তরি ॥ ১১১২ ॥

প্রসাদী সুর—একতালী ।

বাসনাতে দাঁও আঙুল জ্বলে ক্ষার হবে তায় পরিপাণী ।

কর মনকে ধোলাই আপদ বালাই মনের নয়লা ফেল কাটি ॥

কালীদেহের কুলে চল, সে জটিল ধোপ ধরবে ভাল,

পাপ কাণ্ডের আঙুল জ্বলে চাপায়ে চৈতন্য ভাটি ॥ ১১১৩ ॥

প্রসাদী সুর—একতালী ।

মন যদি মোর ওষুধ খাবা ।

আছে ঈশ্বর দত্ত পটল সব মধো মধো ঐটি চাবা ॥

সৌভাগ্য কররে দূর মৃত্যুঞ্জয়ের কর সেবা ।

রাসপ্রসাদ বলে তবেই যে মন ভবরোগে মুক্ত হবা ॥ ১১১৪ ॥

প্রসাদী সুর—একতাল ।

মন তুমি দেখরে ভেবে ।

তুরে আজি অদ শতান্তে বা অবশ্য মরিতে হবে ॥

ভবনরে হয়ে রে মন, ভাবলে না ভবাণী ভবে ।

সদা ভাব সেই ভবাণী পদ যদি ভব পারে যাবে ॥ ১১১৪ ॥

“আয় মন বেড়াতে যাবি” উত্তর

প্রসাদী সুর—একতাল ।

কেন মন বেড়াতে যাবি ।

যো কথায় কোথাও যাস্নে রে তুই, মাঠের মাঝে নারা যাবি ।

প্রযুক্তি নিবৃত্তিরে মন নিজে কভু না চিনিবি,

ও তুই মূদের খোঁকে ডুবতে পারিস্ মাঝ গাঙ্গেতে ভরা ডুবি ।

বাঁশবনে গিয়ে ঢোম কাণা হয় এ তত্ত্ব কবে বুঝিবি ।

যে কল্পতরুর তলায় গিয়ে কি ফল নিতে কি ফল নিবি ॥ ১১১৫ ॥

প্রসাদী সুর—একতাল ।

মন যদি মোর ভেয়ান্ করিস্ ।

ওরে কালীর নাম কাশীর চিনি, বদন খোলাতে চালিস্ ॥

বর্ণমালা উড়কি করে, ক্রমে ক্রমে তাতে রাশিস্ ।

আর আলসা তাল্লিয়ে সদা রসনা তাড়ুতে নারিস্ ॥

ক্রমধা বিন্দল চক্রে চন্দ্রবীজের সূধা রাখিস্ ।

সেই সূধাপানে অমর হয়ে অমর নগরে বসিস্ ॥ ১১১৬ ॥

প্রসাদী সুর—একতাল ।

খোরে সদা আঁখিনীরে কত কাল দেখিনি রে ।

হেরিব কি আর ভবানীরে, যে উদ্ভাসে ভবনীরে ॥

পড়ে মায়ায় বুঁজালে, গেল আশাতরি রমানলে,

বল রাশি আমার জু্বালে, হাল ছাড়িয়ে জলে পরে ॥ ১১১৭ ॥

সঙ্গীত-কোষ ।

আলাইয়া—যৎ ।

এনোকেশে এমন বেণে কোথা যাও মা জননী ।
 শিবকে ছেড়ে যাবে কোথা, শিব মনোমোহিনী ॥
 তুমি না কৈলাসেশ্বরী, তাজিয়া কৈলাসপুত্রী,
 কোথা যাও মা সন্তানী নিগূঢ় কথা না জানি ।
 জানি জানি ওমা তারি, সদাশিবের নয়ন তারা,
 তোমা বনে হয়ে হারা, সারা হবেন নুলপাণি ॥ ১১১৮ ॥

পরজ কালান্ধা—একতালী ।

এমনি মহানারায়ণ নারা, রেখেছে কি কহক করে ।
 ব্রজা বিহীন অচেতন, জীব কি তা জানতে পারে ॥
 ওট পোকায় ওটি করে, কাটলে সে ত কাটতে পারে,
 মহানারায়ণ বদ ওট আপনার নালে আপনি মরে ॥
 বিল করে ঘনি পাতে, নীল প্রবেশ করে তাতে,
 যাওয়া আনার দোয়ার গোলা তবু নীল পলাতে নাহে ॥ ১১১৯ ॥

বিস্মিট থাম্বাজ—সধামান ।

মরণ ভ এড়াবার নয় ।

সামিক মরণ কাণী যদি মরণে মরণ হয় ॥
 জন্মিলে মৃত্যু আছে, চিরকাল নাহি বাঁচে,
 সেই ভয় হয় পাছে ভুলি কাণী এ সময় ॥ ১১২০ ॥

থাম্বাজ—একতালী ।

সার ভাবে যে তাগিপদে ।

বিপদে যে জন পড়ে পদে পদে তারা হরে তারা পদে ॥
 পলকে যেমন নয়ন চাকে, তিলাকে তেমন সে তারা রাখে,
 তারা হারা হয়ে যে জন থাকে, জ্ঞান হারা হয়ে পড়ে বিপদে ॥
 হরি হরে কাল স্মরি এই পদ, শিবের সত্য ও পদ সম্পদ,
 জীবের সত্য হয় আশ্রয়, অপার সাগরে ভাবে গোম্পদে ॥ ১১২১ ॥

জয়জয়ন্তী—বঁপিতাল ।

মন কেন এগুন ছুঃখ পেয়ে বোদন কর বসে ।
জাননা কে অভয়াব অপ্রিয় হায়রু নিজ দোষে ॥
রিপুবশে তারে ধর্য, হত ক'রে সে গত জন্ম,
ভেবে না কারেছ কর্ত্ত করি ভাবিছ এসে ॥
যখন পেনে অন্ম জন্মিতে, ছুঃখ ভ মানব যোনিতে,
কেন ছুঃখিত হারালি দিন দুর্জয় সহবাসে ।
সদা করেছ পশানিষ্ট, পরমেষ্ট পরদেবে ছিলনারে দৃষ্ট,
দাশরথী যে পরে কষ্ট, কল না তা মানসে ॥ ১১২ ॥

মূলতান—কাঞ্চানী ।

শমন নিকটে গো শঙ্করী ।

কি হবে হারামাম পরিণাম তমান না করি ॥
না ভাবি তচরণ, তদ্রাম উচ্চারণ, মূঢ়মতি আশার
তৎসরন বিসরণ, বিবরণ দিবন বিভাবরী ॥ ১১২৩ ॥

বাহার—আড়াঠেকা ।

ত্রিপুরা ত্রিলোক তারো ধরাধরনন্দিনী ।
হাসাযুত পূর্ণান্দুবদনী হামোহিনী ॥
প্রকৃতির পরা বিদ্যমরী অরবিন্দিনী,
ভবজদিচরা বরা ধারাধরবরুণী,
দপকরা নানা অরপরা, রিপু ভরকরা
অঙ্গরা অমরানর বরাভয়দায়িনী ॥ ১১২৪ ॥

দিকু—পোস্ত ।

না কর গো ছুঃখ ! ভব চঃখে ছুঃখহ রা তুমি ।
কস্মিয়ে কুকর্ষ অঙ্গ চেলেছি তরঙ্গে কাসি ।
নিত্য ধন না করি ভয়, নীচ কথায়িত নিত্য, সাধিনাস অ নিত্য অর্থ,
ব্যর্থ এসে কর্মভূমি ॥ ১১২৫ ॥

খান্ধাজ — কাওয়ালী ।

দুর্গে পার কর এ ভবে ।

খেপাপের ভার, ক্ব্যাভার তুমি ভার হলে মা, কে আর ভার সবে ॥

রাজন ভাজন কিংবা অভাজন, কে ভব অপ্রিয় কেবা প্রিয় জন,

কি সৃজন দীনজন কি দুর্জন, সৃজন তোমারি সবে ॥

যা কর সা শমন এল শৌর্যগতি, দেও যদি না

গতি গতিকে দেখে দুর্গতি,

নৈলে দাশরথীর গতি অনঙ্গতি দুর্গতি সদত রবে ॥ ১১২৬ ॥

ঝিঁঝিট খান্ধাজ — বং ।

ছলনা করিতে মাগো হৃদ ছদ্মবেশ ধরা ।

তুমি ছলিতে ছিন্নমস্তা হয়েছ ভীষণাকারা ॥

কে তোনারে প্রণামিবে, সর্পনাশী তুমি শিবে,

খৌর শির কাটে শিবে খৌর করে অসি ধরা ॥

শ্বকধিরে অঙ্গধারা, বহে তারা ভবদারা,

ভব ভয়ে জ্ঞানহারা, হয়ে আরাধিত তারা ॥ ১১২৭ ॥

ঝিঁঝিট খান্ধাজ — সুধানান ।

বুড়ো মেরে কেন খুনের দায় ।

বক্ষে চেপে আছে কত কাল, মহাকাল যায় ॥

কণ্ঠাগত প্রাণ হেরি, নয়ন মুদ্রিত করি,

মৃত্যুঞ্জয়ের একি হেরি, মৃত্যুতে না রক্ষা পায় ॥

মুখে নাহি মরে বাবু, তোলো পদ মরে দেগ,

না হয় আমার বুকে রাখ যাবে যাউক এ প্রাণ যায় ॥

দেখে শিবের হৃদশা, আশু প্রাণের নাই ভরসা,

বে তোমার করে আশা তার কি দশা এই হয় ॥ ১১২৮ ॥

খান্ধাজ—ধেমটা ।

কালী কাণ। বোবা মেয়ে, সৰ্বশক্তিময়ী বলে ।
 না জানি কি ওণে তার, ভোলানাথ থাক ভুলে ॥
 শুনে না দেখে না চেয়ে, কয় না কখা কাল মেয়ে,
 নিছ তনোওণ লয়ে অহঙ্কারে সদা চলে ॥
 চিন্তায় পরা প্রকৃতি, যে জানে তারে দেন গতি,
 কৈবল্য প্রদানে সতী সত্য ব্রহ্মময়ী মূলে ॥
 কেহ কয় অজ্ঞানে উদয়, জ্ঞানে নাশ আপনি পায়,
 কেহ কয় জ্ঞানে উদয় সত্য মিথ্য। উভয় মেলে ॥ ১১২৯ ॥

খান্ধাজ—কাওয়ালী ।

ভারা পতনে পেলে ত ছাড় না ।
 করে পেলে কর তাড়না ।
 হও নিদয় সদয়, কোনো ক'লে নও সদয় পাবাণী নাম গেল না ॥
 হরিকে ভাসালে জলে হরকে শ্মশানে দিলে,
 বিধি, ক্রমগুলু নিলে দণ্ডধারী বদনা ।
 (ওমা) পিগাকে সাজালে অজ্ঞশিরে, করী যথ গণেশেরে,
 স্বদেহ না নর শিরে, কণী ভূবণ হর শিরে,
 রেখে ঘর বনেশেরে হরের ভিক্ষা বোজনা ॥ ১১৩০ ॥

ইমশকল্যাণ—কাওয়ালী ।

জ্ঞান কর তাবা ব্রিনয়নি ! (এ না)
 ভাবনি ভবরাণি, ভবভয় নিবারিণি ! ভয়ঙ্করি ভীমে ভুভারহারিণি,
 ক্ষিভুসন তারিণি জিহ্নবধিণি ! জিহ্নন সৃজনকারিণি !
 সারদে বরদে সদা সুবেন্দ্র পালিকে, গিরীজবালিকে কালিকে !
 শোভেন্দ্র ননোমোহিনী !—এ শিবে সৰ্বশক্তি গিরিজা গীর্ধাণি;
 নিধাণ পদদায়িনি !—ছাড়া ! এ ভব দুস্তার, দাশরথীরে তার,
 ভবাকৈকারিণি ॥ ১১৩১ ॥

রানকেলী—চিমা তেতালা ।

কি হবে গো তারা ! আমার এবার ?
 আমি দীন হীন ক্ষীণ শক্তি ছরাচার ।
 যেস্বায়ত্ব কুপণে প্রমত্ত, নাহি ভাবে পরনার্থতত্ত্ব একবার ;
 অগতির তুমি গতি কি করিব স্তব স্তুতি,
 রবিস্বত্ব দূত ভীতি আশু কর পার ॥ ১১৩২ ॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা ।

তারিতে হবে মা তারা ! হৃৎকি শরণাগত ।
 অনায়াসে তরে গেল, কত পাশী আমার মত ।
 অসংখ্য অপরাধী আমি, অশনশূন্য মিছে আমি,
 মায়াতে মোহিত হয়ে, বৎসাহারা গাভীর মত ॥ ১১৩৩ ॥

সিন্ধু ভৈরবী—আড়াঠেকা ।

হল মা দিবা অবসান ।
 কিঞ্চিৎ বিস্ময় আছে মুদিত নরন ।
 শুন গো মা ভবদারা, অশ্রু হইল সাব, কৃপা করে দে মা তারা,
 এই চরণে স্থান ॥ ১১৩৪ ॥

মুলতান—কাওয়ালী ।

হের মা কান্তরে হরমোহিনি !
 ডাকি সভয়ে রাখ গো মা অনয়ে ! পড়ে বিপদে ডাকি মা
 বিপদভঞ্জিনি !
 আমি অধম পামর জন, ভজন পূজন হীন, হস্তারে নিস্তার নিস্তারিণি
 স্বকণ্ঠে হয়ে পতিত, রয়েছি হয়ে পতিত,
 মনেতে ভরসা পতিত পাবনী ;
 রাখ স্বপ্নে নিঃশ্বাসে ত্রিগুণধারিণী ॥ ১১৩৫ ॥

গারা ভৈরবী—একতাল।

জয় দে গো না কালি ।

শিবে সর্বস্বরূপিনি, আন্তে সনাতনি, অচিন্ত্যশক্ত করালি !
দল বল সব যোগিনী সঙ্গে, নাটেঃ নাটেঃ জকুট ভঙ্গে ।
বারেক করুণা কর অপাঙ্গে, করি কৃতাঞ্জলি ॥ ১১৩৬ ॥

পূর্ববী—কাওয়ালী ।

তব স্মৃতির অবসান হল গো দিবে ।

হে শিবে সঙ্কটনাশিনি ! ও পদ কি এ দীন অধনে দিবে ?

ছুলভ নরোদরে জন্ম লইয়ে ও গো ব্রহ্মরূপিনি !

কিছু ধর্ম হল না রিঃধর্মে অধর্মে ভ্রমণ ভবে ॥

জনমে নান্তি মতি গতিপথে গতি, দাশরথীর গতি না কি হবে ?—

ভক্ত মানস অরুণ পাতকে, ও গো মুক্তিদায়িকে,

নাম উক্তি এ মুখে নাই, মুক্তি কি পাবে পাপমুক্ত জীবে ? ১১৩৭ ॥

ইমন—একতাল ।

কোথার গো না কালি ! সৃচাও মনের কালি ।

অধরে যমণা যে কালি, বলেছিলাম ভজ্ব কালী,

এখন তাতে দিয়ে কালি, বনে আছি মেখে কালি ।

ভাবছি বনে মা ত্রিকালি, হল আমার কি নাকালি ?

যেতে হবে আজ কি কালি, চিরজীবি নহে কেহ চিরকালী ॥ ১১৩৮ ॥

ঝাঁঝিট খান্ধাজ—মধ্যমান ।

সেইত তারা তরাতে হবে ।

তবে কেন বিলম্ব আর করিছ কি মনে ভেবে ॥

ছরিত দানে মহাপুণ্য, আশারে কর না ধন্য,

কে আছ না তোমা ভিন্ন দুখার দুখে কাতর হবে ॥ ১১৩৯ ॥

পান্ডাজ—মধ্যমাম ।

করুণা কর মা গতিবিহীনে ।

তুমি কৃপা না করিলে, কে উদ্ধারে এ দীনে ।

তুমি মা তারিণী জানি, ত্রিতাপনাশিনী তুমি,

কৃপা কর মা কৃপাণি দিয়ে স্থান চরণে ॥

যার আছে পুণ্যফল, তার মুক্তি করতল,

আমি যে বাই রসাতল, পাপের ভার বহন ॥ ১১৩০ ॥

মুরট—আড়াঠেকা ।

তারা কর ভবে পার ।

তোমা বিনে ঘাঘমের নাহিক নিস্তার ॥

পড়িয়ে ভবনাগরে, আছি মা বিপদ ঘোরে,

তোমা বিনে এ সংসারে কে করে উদার ।

নিরাশ্রয়ে এ বলভে, দেহ মা পদ পল্লবে,

বল তারা কেবা লবে, আগার এ ভার ॥ ১১৩১ ॥

ঝিঁঝিট—যৎ ।

আ মরি কি লাজের কথা মিন্সের উপর মাগী ।

ও তার পদতলে পড়ে আছে অদ্ভুত এক গোপী ॥

নয়নে না দেখে চেয়ে, ভব আছেন শব হয়ে,

একি অসম্ভব মেয়ে লজ্জা ভয় ত্যাগী ॥ ১১৩২ ॥

পান্ডাজ—কাওয়ালী ।

কে রমণী মহাকালের ঘরে ।

অসি ও বাম র বাম করে ॥

পরবাসে স্ববাসে কি কানন বাসে,

লাজ নাহি বাসে বানা তেয়াগিয়া বাসে, কুণ্ডিবানের হৃদে বাস করে

শিরে তরঙ্গিণীর কত তরঙ্গ, তাই শিবের রসরঙ্গ,

সপত্নী সহিত দ্বন্দ্ব, নিরখিয়া সদানন্দ তানিছেন সদানন্দ সাগরে ॥ ১১৩৩ ॥

বেহাগ—আড়াঠেকা ।

আজি কেন লোলরসনা, বিবসনা, শবাসনোপরে,
হরহুদে কেন গো জননী ।

নিষিদ্ধ নীরপ কায়, কুধির লেগেছে তায়,
উন্মত্তা যেন পাগলিনী ।

নেচ না জননী আর, ধরাতে না সহে ভার,
অস্থির কম্পিত করি সহ কুর্গ্ন ফণী,—

কমলাকান্তের এই নিবেদন ব্রহ্মরূপী ধীরে ধীরে নাচ গো ত্রিনরনী ॥১১৪৪

বেহাগ—আড়াঠেকা ।

তারা কর গো মা পার ।

মায়াবাদী মধো পড়ে ভাবি অনিবার ॥

মেহের তুকান তায়, বেগে বহে অতিশয়,
ডুবি তাহে নাহি ভয় কলঙ্ক যে মহিমার ।

জলচর পরিজন মনেরে করে দংশন,

বিনা তব শ্রীচরণ নাহি কর্ণধার,—

শিবচন্দ্রের এই আস, নিশ্বাসে নাই বিশ্বাস,

মাইতে কালের পাশ নাহিক নিস্তার ॥১১৪৫॥

সুরট থাম্বাজ—একতালী ।

আগার এমন দিন কি হবে ।

হইয়ে সন্ন্যাসী, হব কাশীর সী বারানসী ধামে জীবন যাবে ॥

যড়রিপু ভয় নাহিক তথায়, হব জয় যথা আ ছন মৃত্যুঞ্জয়,

রবির উদয় যেন তেজোময় পাপভিনির তায় বিন শিবে ॥

ভাজি শ্রুত বাসনা শিব উপাসনা, পুরাণ তথায় মনের বাসনা,

অন্নপূর্ণা মাকে ডাকিবে রসনা বাতনা এষ স্মৃতিবে ।

বসি অগি ঘাটে জাহ্নবী নিকটে, শিব পূজা যেনা করে করপুটে,

কালীদাস কহে কালীধণ্ডে রটে, বিষম সঙ্কটে জ্ঞান পাইবে ॥ ১১ ॥

পরজ—একতালা ।

তারা এই বাসনা করি ।

অন্তিমকালে গঙ্গাজলে জ্ঞানযোগে যেন মরি ॥
 আপনি যাইব চলে, অর্দ্ধ অঙ্গ জলে হলে,
 শ্রীনাথ দাঁড়াবেন কূলে, হেরিব নয়ন ভরি ।
 ভাই বন্ধু হুত দারা, চৌদিকে বেড়িয়ে তারা,
 কানের কাছে শুনাইবে গঙ্গা নারায়ণ হরি ॥১১৪৭॥

পরজ—কাওরালী ।

তারা এবারি আমারে কর পার ।

স্তরঙ্গে পড়েছি শ্রু মা না জানি সাঁতার ॥
 একে দেহ জীর্ণ তরি, তাহে গাপে হইল ভারি,
 কি ধরি কি করি ভব জলধি অপার ॥
 ভেবেছিলান ঘাব কাশী, হয়ে রব কাশীবাসী,
 কাম সিদ্ধুনীরে আসি পশিলাম আবার ॥
 একুল ওকুল হারা আনি, মাঝানাক মাঝা ডুনি
 কালির ভরসা কেবল কাশী কর্ণধার ॥ ১১৪৮॥

সুরট মল্লার—আড়াঠেকা ।

অধমে পদান্তে অস্তে রে । না তারিণী ॥
 কলুষনাশিনী দুর্গে ত্রিতাপহারিণী ॥
 কাপিতেছে এ অন্তর, কালভয়ে নিরন্তর,
 কর মা সে ভয় অন্তর কাল বিমর্দিনী ॥
 হেরিয়ে ভব তরঙ্গে, কাপিতেছে প্রাণ আতঙ্গে,
 পারের সম্বল নাই মা সঙ্গে কি হবে জননী ।
 যেন মা অস্তিন কালে, গোঁসাইদাস ঐ নামের বলে,
 ভব জলধির জলে, পাশ চরণ তরণী ॥১১৪৯॥

ছায়ানট—কাঁওয়ালী ।

হের স্বপ্নননী হের মা দীনে ।

হে দীনতারিণী হুঃখ দিও না আর দীনে ॥

যায় যায় যায় প্রাণ দেহ দহে পাপাশুণে,

ডাকি অনিবার একবার কৃপা নরনে,

কর দৃষ্ট ছরদৃষ্ট হয় তাঁরা ভুভারহারিণী,

তোরে কি ভার দীনের ভারে,

স্বাক্ষরে করে ধরে করুণা হলে বাননে ॥ ১১৫৫ ॥

বাহার—আড়াঠেকা ।

মা মনে যত আশা করি, তবে পূর্ণ হয় ।

বাণী তুল্য পাই বিদ্যা, শিবতুলা হয় সিদ্ধা,

পিতামহ সম আয়ু ধনেশের ধনচয় ॥

মা মনে যত আশা করি, হয় না হয় করি কবী,

কি করি কি করি দয়াময়ী,

শ্রীরামজুলাল কয়, মানবে কি ইচ্ছা হয়,

দেখেন আত্মপরিচয় মন মহাশয় ॥ ১১৫৬ ॥

সুরট থামাজ—একতাল ।

গিরিশরাণি পরমেশানি মা সন্ততি হের ।

দীন দয়ানয়ী হের ময়ি দিনে, দিন গত দিন দেহ মা সুদীনে

দিনমণি সূত এল দিনগুণে নিগুণে নিস্তার ॥

মা তুমি যা কর শিখরতনয়া প্রপন্ন কলুষে দহে মম কায়া,

গুণ হীন দোষ নিজগুণে নিবার ।

অরণ্য মনন সাধন না জানি, দাশরথী অতি ভীত মা ভবানী,

শঙ্কাকারিণী শঙ্কররাণি সফটে উদ্ধার ॥ ১১৫৭ ॥

আলাইয়া—একতারা ।

ওণ শুনে যার মন ভুলিল, না জানি তার রূপ কেমন ।
 হল উচাটন কোথায় গমন, করিলে তার পাব দরশন ॥
 কেহ বলে মেলে গহন বনে গেলে, কেহ বলে মেলে হর হৃদি কুমলে
 সৰ্বভূতেশ্বরী ঘোগীগণে বলে, ভক্তেরি হৃদয়ে থাকে সে গোপন ।
 আলো করা রূপ কাল মনোহরা, কাল নিবারিনী ভালে শশীধরা,
 মায়াতে আবৃত করে নয়ন তারা, হেরিতে না দেয় সে তারা কেমন

স্বরট—সধ্যমান ।

অন্তে যেন ও চরণ পাই । (তারা)
 কৃপণতা কর যদি শিবের দোহাই ॥
 শিব যদি হন সত্ত্ববাদী, তবে কি তোমারে সাধি,
 পদাণনন্দিনী তুমি তাই সে ডরাই ॥ ১১২৪ ॥

বাগেশী কানেটা—আড়া ।

ওগো মুক্তিপ্রদা মুক্তকেশী করালবদনী,
 শবে শিবে হবে ভবে, ভবনিস্তারিনী,
 তারা কে জানে তোমার কর্ম, তুমি তারা তুমি ব্রহ্ম,
 ইচ্ছা হুগে কর কর্ম, ইচ্ছাকৃপিনী ।
 কমলাকান্তের এই, শুন দীন দয়াময়ী,
 চরমকালেতে দিও চরণ দুখানি ॥ ১১৫৫ ॥

বিভাস—সধ্যমান আড়া ।

কোথায় গো না ভবদারা ভার্গবে ডুবে মরি ;
 দয়া করে দেও না তারা তোমার ঐ চরণতরী ॥
 তুমি না ভগবদ্গুণা ভীষকারা ভীমবর্গা,
 ডাকি গো না তুর্গা দুর্গা, দুর্গমে উপায় না হেরি ।
 দয়াময়ী নাম ধর, কটাক্ষে সঙ্কট হর,
 হর গো না দুঃখ হর, ক্ষণাঙনে ক্ষেমক্ষয়ী ॥ ১১৬৬ ॥

ললিত—আড়াঠেকা !

মজিলে মজালে মন নব অনুরাগ ধরি ।
 ছুজনারে সঙ্গে লয়ে, ভমে ভগ রঙ্গ করি ॥
 উপদেশ বিনে সাধক, ভেবেছ হয়েছ ভাবক,
 সেটা মাত্র মেটা সখ্ যথেষ্ট আচারী ।
 মরি কি তোর অপার লীলে, কালী নাম ভূলে না নিলে,
 গিরীশ বলে পরকালে কালি দিলে ভাল করি ॥ ১১৫৭ ॥

জয়জয়ন্তী—যৎ ।

এ সংসারে ডরি কাসে, রাজা যার মা মহেশ্বরী ।
 আনন্দে আনন্দময়ীর খাস তালুকে বসত করি ॥
 নাইক জরিপ জমাবন্দী, তালুক হয় না লাটে বন্দী ।
 আমি ভেবে কিছু পাই না সন্ধি, শিব হয়েছেন কপ্তাচারী ॥
 নাইক কিছু অশ্রু লেঠা, দিতে হয় না মাথট বাটা,
 জয় দুর্গার নামে জমা আঁটা এঁটা করি মাল গুজারি ॥
 বলে দ্বিজ রামপ্রসাদ, আছে এই মনের সাধ,
 আমি তজ্জির ডোরে কিন্তে পারি ব্রহ্মময়ীর জমিদারী ॥ ১১৫৮ ॥

শ্রুট—কাণ্ডালী ।

তারা দীনতারা দীন দুঃখবারিণী ।
 ছুস্তরে তরণী, ভবনীরে মা মোর মানব তরণী ॥
 যে কলুষ ভায়ে, কামাদি রিপু বাভারে তার কে লবে ভব দুস্তারে ।
 ভয়ে ডাকি তোমারে ভবঘোরে ভরসা তোমার গো ভবানি ॥
 স্মরণ মনন ধ্যান জ্ঞান বিহীন,
 ক্রিয়াহীন মা মতি, কিং কারণ ভবে মা মম গতি,
 পাণ্ডবে মন দহতি, দ্বিজ দাশরথী দীন দুঃখ হর হররাণি ॥ ১১৫৯ ॥

আলাইয়া—একতালা ।

ওণ শুনে যার মন ভুলিল, না জানি তার রূপ কেমন ।
 হল উচাটন কোথায় গমন, করিলে তার পাব দরশন ॥
 কেহ বলে মেলে গহন বনে গেলে, কেহ বলে মেলে হর হৃদি কুমলে,
 সৰ্বভূতেশ্বরী ঘোণীগণে বলে, ভক্তেরি হৃদয়ে থাকে সে গোপন ।
 আলো করা রূপ কাল মনোহরা, কাল নিবারিনী ভালে শশীধরা,
 মায়াতে আবৃত করে নয়ন তারা, হেরিতে না দেয় সে তারা কেমন ॥

স্বরূট—মধ্যমান ।

অন্তে যেন ও চরণ পাই । (তারা)
 কৃপণতা কর যদি শিবের দোহাই ।
 শিব যদি হন সত্যবাদী, তবে কি তোমারে সাধি,
 পমাণনন্দিনী তুমি তাই সে ডরাই ॥ ১১২৪ ॥

বাগেশী কানেড়া—আড়া ।

ওগো মুক্তিপ্রদা মুক্তকেশী করালবদনী,
 শবে শিবে হবে ভবে, ভবনিস্তারিনী,
 তারা কে জানে তোমার কর্ম, তুমি তারা তুমি ব্রহ্ম,
 ইচ্ছা সুখে কর কর্ম, ইচ্ছাকপিণী ।
 কমলাকান্তের এই, শুন দীন দয়াময়ী,
 চরমকালেতে দিও, চরণ দুখানি ॥ ১১২৫ ॥

বিভাস—মধ্যমান আড়া ।

কোথায় গো মা ভবদারা ভবান্নবে ডুবে মরি ;
 দয়া করে দেও মা তারা তোমার ঐ চরণতরী ॥
 তুমি মা ভগবদুর্গা ভীমকারা ভীমবর্গী,
 ভাকি গো মা দুর্গা দুর্গা, দুর্গনে উপায় না হেরি ।
 দয়াময়ী নাম ধর, কটাক্ষে সঙ্কট হর,
 হর গো মা দুঃখ হর, ক্ষমাগুণে ক্ষেমঙ্করী ॥ ১১২৬ ॥

ললিত—আড়াঠেকা !

মজিলে মজালে মন নব অনুরাগ ধরি ।
 ছুজনারে সঙ্গে লয়ে, ভ্রমে ভ্রম রঙ্গ করি ॥
 উপদেশ বিনে সাধক, ভেবেছ হয়েছ ভাবক,
 সেটা মাত্র মেটা সখ্ যথেষ্ট আচারী ।
 মরি কি তোমার অপার লীলে, কালী নাম ভুলে না নিলে,
 গিরীশ বলে পরকালে কালি দিলে ভাল করি ॥ ১১৫৭ ॥

জয়জয়ন্তী—যৎ ।

এ সংসারে ডরি কারে, রাজা যার মা মহেশ্বরী ।
 আনন্দে আনন্দময়ীর খাস তালুকে বসত করি ॥
 নাইক জরিপ জমাবন্দী, তালুক হয় না লাটে বন্দী ।
 আমি ভেবে কিছু পাই না সন্ধি, শিব হয়েছেন কণ্ঠচারী ॥
 নাইক কিছু অশ্রু লেঠা, দিতে হয় না মাথট বাটা,
 জয় দুর্গার নামে জমা আঁটা এঁটা করি মাল গুজারি ॥
 বলে বিজ্ঞ রামপ্রসাদ, আছে এই মনের সাধ,
 আমি ভক্তির ডোরে কিন্তে পারি ব্রহ্মময়ীর জমিদারী ॥ ১১৫৮ ॥

মুরট—কাওয়ালী ।

তারা দীনতারা দীন দুঃখবারিণী ।
 ছুস্তরে তরণী, ভবনীরে মা মোর মানব তরনী ॥
 হবে কলুষ ভায়ে, কামাদি রিপু ব্যাভারে ভার কে লবে ভব দুস্তারে ।
 ভয়ে ডাকি তোমারে ভবঘোরে ভরসা জোমার গো ভবানি ॥
 স্মরণ ননন ধ্যান জ্ঞান বিহীন,
 ক্রিয়াহীন না মতি, কিং কারণ তবে মা মম গতি,
 অপাণ্ডে মন দহতি, বিজ্ঞ দাশরথী দীন দুঃখ হর হররাণি ॥ ১১৫৯ ॥

ঝিঁঝিট থান্নাজ—মধ্যমান ।

ভ্রান্তে কালী কর না স্মরণ ।

আজি কালি করে কাল গেল অকারণ ॥

জগরে ত্রিসন্ধা কালি, হয়েছে তোর সন্ধাকালি,

হয়ত তোরে বেঁধে কালই দেখাবে শমন ॥

বলিতে বলিলে ক'লী, মায়াবশে কাটাও কালই,

সাধন কর সকালি কানীর চরণ ॥

কে ঘুচাবে মনের কালী, পাপেতে মন পাকালি,

কালী পদে না তাকালি দুখনিবারণ ॥ ১১৬৭ ॥

৮ট তৈরবী—যং ।

যা হল হল তারা যদি একবার কাছে যেতে পারি ।

পুনরায় পাঠালে আনব চরণ ধূলি শিরে করি ॥

ও পদ সরোজ রজ, আপদুকারের বীজ,

সম্পদে বিপদে কবে, লাগিবে গো শঙ্করি ॥

পদতল সাধ করে, শিব রেখেছে বৃকে ধরে,

কিঞ্চিৎ রজ পেল পেরে স্বকার্য সাধন করি ॥

আমার এ দরিদ্রের প্রাণ, অধিক নাহি প্রয়োজন,

চড়ই পাখীর যেমন নান অন্ন খলে তৃপ্ত করি ॥ ১১৬৮ ॥

জংলা—একতালি ।

গেল না গেল না ছুথের কপাল !

গেল না গেল না, ছাড়িয়ে ছাড়ে না,

ছাড়িয়ে ছাড়ে না মাসী হল কাল ॥

আমি মনে সদা বাঁজা করি সুখ, মাসী এসে তাহে দেয় ন'না হুখ,

মাসীর মায়া জ্বালা, করে নানা খেলা,

দেয় দ্বিগুণ জ্বালা বাড়ায় জ্বালা ॥

দীন রামপ্রসাদের মনে এই ত্রাস, জন্মে মাতৃকূলে না করিলাম বাস,

পেয়ে ছুথের জ্বালা, শরীর হল কাল,

জ্বালা হুখে ছেলে বাঁচে কত কাল ॥ ১১৬৯ ॥

প্রসাদী সুর—একতালি ।

এলোকেশী দিখসনা কালী পুরাও মোর বাসনা ।
 যে বাসনা মনে রাখি, তার লেশ মা নাহি দেখি,
 আমায় হবে কি না হবে দয়া বলে দে মা ঠিক ঠিকানা ।।
 যে বাসনা মনে আছে, বলেছি মা তোমার কাছে,
 এ মা তোমা বিনে ত্রিভুবনে এ বাসনা কেউ জানে না ॥ ১১৭০ ॥

প্রসাদী সুর—একতালি ।

মুখ সুর মা মুক্তকেশী, ভবে বসুন্ধা পাব দিবানিশি ।
 কালের হাতে সংগে দিয়ে মা ভুলেছ কি রাজসহিষী ।
 তারা কত দিনে কাটবে আমার এ দুঃস্বপ্ন কালের ফাঁসি ॥
 প্রসাদ বলে কি ফল হবে হই যদিগে কাশীবাণী ।
 ঐ যে বিমাতাকে মাধায় ধরে পিতা হলেন শশানবাসী ॥ ১১৭১ ॥

ধান্বাজ—আড়খেমটা ।

শ্রীমা মার পদ আমার ভব তরি সার হয়েছে ।
 তরির ভববারি কাণ্ডারি মন তার চড়েছে ।।
 রসনা তার আগের দাঁড়ি, বসে আছে কর ধরে সারি সারি,
 তারা নামের সারি পেয়ে তার চলেছে ॥ ১১৭২ ॥

রামপ্রসাদী সুর—একতালি ।

ভাল ভেবেছি এত দিনে ।
 আমি আপন পথ লব চিনে ।
 তোমারে মা না বলিব, বিমাতার কাছে যাব,
 যার দর্শনে পর্শনে অব, মূর্তিপথ লব কিনে ।
 হয়ে আমি তোমার ছেলে, বিমাতারি শরণ নিলে,
 নে ত, তোমারি অধ্যাত্তি ব'লে, ভেবে তুমি লবে টেনে ॥ ১১৭৩ ॥

সঙ্গীত-কোষ ।

দশ মহাবিদ্যা ।

বাগশ্রী—সধামান ।

বিহরসরসীরূহে দিক্বেশে শিরতাপে ।
 জগদানমোহিনী শ্রীমা সঙ্করণে কঙ্করালে ॥
 শুভ্র নিশুভের রণে, নাশিতে দানবগণে,
 ভুবন মোহিলে যথা দশরূপে গিরিবালে ॥ ১১৭৪ ॥

প্রথমে কালিকাবেশ, ঘনবর্ণা মুক্তকেশ,
 শব রুঢ়া করকাকিত শবশিশু কর্ণপুরা,—
 ভালে অঙ্কচন্দ্রোদয়, খড়া মুগু বরাভয়,
 চতুর্ভুজে শোভে কিবা ত্রিনয়না মুণ্ডমালা ॥ ১১৭৫ ॥

দ্বিতীয়ে তারা ভীষণা, এক জটা বিভূষণা
 লোলজিহবা নীলবর্ণা লম্বোদরী কুত্রিবাশা,—
 চতুর্ভুজ সুশোভন, শিবোপরি আরোহন,
 অক্ষাঙ্গে পঙ্কতঙ্ক ত্রিনয়ন ভাল ভালে ॥ ১১৭৬ ॥

তৃতীয়ে রাজরাজেশ্বরী, রক্তবর্ণা শুভদরী,
 বিদ্যি বিষ্ণু রক্ত দ্বিশ দ্বন্দ্বর এ প্রেতপক্ষে,—
 নিম্নহাসন নিরমিত, চতুর্ভুজে সুশোভিত,
 পাশাঙ্কুশ ধনুঃশর ত্রিনেত্র শশী কপালে ॥ ১১৭৭ ॥

চতুর্থে ভুবনেশ্বরী, আসন অমৃতোপরি,
 রক্তবর্ণা ত্রিনয়না, অর্ধেন্দু ঘটাললাটে,—
 অলঙ্কার মণিময়, ভুবন প্রদীপ্ত হয়,
 পাশাঙ্কুশ বরাভয় চতুষ্কর জিতনালা ॥ ১১৭৮ ॥

পঞ্চমে ভৈরবী নারী, লোহিতবরণ কায়া,
 চতুর্ভুজ মুণ্ডমালা ত্রিনয়না পদ্মাসনা,—
 অক্ষমালাভয় বড়, গ্রন্থমুক্ত চতুষ্কর,
 শিরে শিশু শশধর সুশোভিত কেশজালে ॥ ১১৭৯ ॥

হাথে ছিন্নমস্তা বেশ, উপবীত শোভে শেষ,
নিজ মুণ্ড খড়্গে ছেদি, বাম করতলে ধরি,
রক্ত উঠে তিন ধার, নিজমুখে এক তার,
আর বিধারাপারিণী বিমৰ্ষ মুখাবিশালে ॥ ১১৭০ ॥

দপ্তমেতে দুর্নাবতী, ধনের বরষাবতী,
কাকদ্বাজ রবারত বৃদ্ধানলে দৌলে শুন,
বিধবা সূর্যায় আকুলা, কল্মালা আর কুলা,
দ্বিভুজে শোভিছে কিবা ক্ষালনে কাল জঞ্জাল ॥ ১১৮১ ॥

অষ্টমে বগলানুখী, পীতবা মহাসুখী,
রত্নগেহে রত্নাসনে কুচিতা নানা রতনে,—
সোম সূর্য্যগ্রি নয়ন, চন্দ্রাঙ্ক ভালে শোভন,
দেতা রমনা মূবল দ্বিভুজে সনরকালে ॥ ১১৮২ ॥

নবমে মাতঙ্গী বামা, নানাতাণ্ড গুণধামা,
পদ্ম চত্র পাশাঙ্কুশ চতুভুজে সূতকারি,
রত্ন পদ্মাসনচিহ্না, রক্তবাস বিশেষভিত্তা,
ত্রিনেত্রা অর্ধচন্দ্র ভালে, বরণ জিনি তনালে ॥ ১১৮৩ ॥

মহালক্ষ্য দপ্তমেত শোভিত মেদ ভুজোত্তে,
বরাভয় পদ দ্বয় চারুমতি পদ্মাননী,—
রত্নকুণ্ডে চারি করী, অতিথেকে সৌলীপরি,
সুবর্ণ সুবর্ণ ত্রানি সুবর্ণ বারিণী জালে ॥ ১১৮৪ ॥

স্মিতি - আড়াইকা ।

কামনাবিশীল হয়ে ভেবে তোমায় ব্রহ্মরূপা ।
নিষ্কামে জপি মা তারা, না কর আর কর কৃপা ॥
কামনায় কিছু না মিলে, বা ভাগ্যে থাকে তা ফলে,
খণ্ডিবার নয় কোন কালে, আশায় জীব করে ক্ষেপা ॥ ১১৮৫ ॥

ঝিকিট থান্বাজ—মধ্যমান ।

মুখে বল বালী সদা সুখেতে হবে মরণ ।
 যে নামক নারদ লয় সুখেরি কারণ ॥
 কছু না কহে অসুখ, সুখে মোক্ষধামে সুখ
 এড়াইবে তবশোক কররে স্মরণ ॥ ১৮৬ ॥

ঝিকিট থান্বাজ—মধ্যমান ।

ভ্রমে পড়ে মন ভ্রমর ভ্রম নিরবধি ।
 কালীপাদপদ্ম মধুপানে যাবে ক্ষুধা ব্যাধি ॥
 বিবস বনে ভ্রমসনা, তাহে নাহি পাবে সুখা,
 যাবে না ভবের ক্ষুধা বাড়ে নিরবধি ॥
 শঙ্কর ভ্রমর ছলে, পড়েছে যে পদতলে,
 তুমি সেই পদমূলে থাক সুখসাধি ॥ ১১৮৭ ॥

ঝিকিট—থেম্‌টা ।

কালরূপে এত আলো করে মনোমোহিনী ।
 গৌরাঙ্গিনী হলে আরো কত 'হ'তো না জানি, ॥
 অশনি অনল ছাড়ে, সে তেজ অঁাখি না ধরে,
 এতেজ মা কলেবরে স্থির সৌদামিনী,—
 বরং কালোয় দেখায় ভাল, তাইতে তেজ সম্মিল,
 ভক্তের আশা পূরাহল, 'কামরূপধারিণী' ॥ ১১৮৮ ॥

থান্বাজ—কাওয়ালী ।

কেশরী পৃষ্ঠোপরি, বিহরে রূপমাধুরী ।
 স্বর্ষ চম্পকরূপ স্বরূপ তার নাহি হেরি ॥
 শিশুভানু পদতলে, শশীকর নখে খেলে,
 কটিতে মৃগেন্দ্র ভূলে বাহন হইল তারি ॥
 চতুর্ভুজা কে ললনা, সুশোভনা ত্রিলোচনা,
 জগদ্ধাত্রী পরাসনা জ্ঞানানন্দদাত্রী হেরি ॥ ১১৮৯ ॥

কেদার—কাওয়ালী ।

নাচে শ্রামা রঙ্গে, যোগিনী সঙ্গে ।

প্রমত্ত রঙ্গিনী, মত্ত মাতঙ্গিনী, না হেরে কৃপাপাঙ্গে ॥

কার দুঃখতি নিরখি ললনা, ক্রোধে প্রজ্বলিত হ'ল বিবসনা,
এলোথেলো কেশ, পাগলিনী বেশ, দশনে কাটেছে লোলরসনা ॥

পদভরে দাপে, সর্বসহা কাঁপে, অভাব্যভাবিনী হ'ল শবাসনা ।

একপ কৈলাস, চিহ্নে অনায়াস, তরিবে শমনাতঙ্গে ॥ ১১২০ ॥

টোরী—ঝাপতাল ।

কালিকে কালকা'মনী ।

কালরূপ কাদয়িনী, কালভয় নিবারিণী কলুষ কৃপাকারিণী ।

কর কৃপা কাভায়নী, কালী কৈবল্যদায়িনী,

কাতরে কৃপাকারিণী তুমি কমলেকামিনী ॥

কুলহীনে কুলদায়িনী, কুহকী কুলকামিনী,

কুমারী কুণ্ডলিনী, অকূলে কুলদায়িনী ॥

কল্যাণদায়িনী কালী, কঙ্কানী করালিনী,

ক'ল্যস কুণকারিণী কারাগার বিমোচিনী ॥ ১১২১ ॥

সোহিনী বাহীর—আড়াঠেকা ।

শঙ্কর মনোরমা অপরূপ বেশ ।

চরণে অরুণ শোভা তরুণ বয়েস ॥

ত্রি আখি করি দর্শন, ত্রিকাল কর দর্শন

ভূতগত বর্তমান জান সবিশেষ ॥

পরিপাটি নরকরে, কটকট আছ ঘিরে,

বরাভয় অসি ধরে লুলায়িত কেশ ॥

ত্রিজগত প্রসবিনী, বয়েস অধিক জানি,

ষোড়শীবেশে জননী, রণেতে প্রবেশ ॥ ১১২২ ॥

ধাম্বাজ—কাওয়ালী ।

মহাকাল জায়া, কাল ভয় হরা, ত্ব হি পরাংপর শ্রামা ।
 কেমনে কহি মা, তোমার মহিমা, হিমগিরি সূতা বামা ॥
 তড়িতবরণী, তিসির ঘারিণী, তপনতনয়ে তাপিতে তারিণী,
 তৃষিতজনের তৃপ্তিকারিণী ত্রিলোচন মনোরমা ॥
 হের হের না মা হরমনোরমা পরমা রূপিসী বামা ।
 কালিকে বানিকে শশীকপালিকে, ভুবনমালিকে জীবনপালিকে
 পুলকে পলকে ত্রিলোকনাথিকে, শ্রুগান মশানবাসিনী উমা ॥১১৯

সুরট মল্লার—কাপতাল ।

সাধন হলে সে ধন মিলে, বদন ভরে ডাক তারা ।
 মদন নিধনকারী ত্রিপুরারী মনোহরা ॥
 ওহে ছরিত দমনী যিনি, ছুরাশা দূরকারিণী,
 নয়ানময়ী দিনদারিণী, দীনের দারিহরী ॥
 কালদারা কালাজিণী, কালভয় নিবারিণী,
 কালী কাত্যারনী যিনি কাতরে করুণাকরী ॥
 অকূল কুলদারিণী, ব্যাকুল পরিতোষিনী,
 থাকিতে হেন জননী, কৈল স হয় দুখে সারা ॥১১৯৪ ॥

সাহানা—আড়াঠকা ।

গাওরে মানস বীণে তারে তারে কে তারা ।
 তবে জানি আছে ওণ তুমি সুখের সে তারা ॥
 বেঁধে সহ ওণ তরে, কানীনাম মহামধে,
 শরীর যত্রে কাজ তারা আদরে ;
 অশ্রুগে বাজ তুমি, সে হর না হয়ে হারা ॥
 পঞ্চমে গাওরে বীণে, তারা দুখে হরা
 সাহানা রাগে সুর তারা পীর মন,
 গভীর নাদে বাজ তারাতে এক ওদারা ॥ ১১৯৫ ॥

স্বরট মল্লারী—যং ।

পাতকী চাতকী ওরে মন ।

তুমি সঘনে সে ঘনরূপা, শ্রীমা কর দরশন ॥
তৃষিত হইয়ে কেন, আছরে চাতকী মন,
করে ঘনরূপা ঘন কৃপাবারি বরিষণ,—
কি দৃষ্টে ও চাতক, আপাতক চেয়ে থাক,
তৃষিত জনেরে দেখ, হবে কৃপা বিতরণ ॥১১৯৬॥

“মনরে আমার এই মিনতি” (উত্তর) ।

প্রমাদী সুর—এক তালী !

হৈও না মন পড়া পাখী ।

ওরে বন্দী হলে হয় না সুখী ॥

পাখী হলে তরু তুলে, দিন যাবে পিঞ্জরে থাকি,
তুমি মুখে বলবে পরের বলি পরম তত্ত্বের জানিবে কি ॥
ভক্তি গাছে মুক্তি ফলে কে বলে উড়ে থাকে দেখি ।
খেলে মায়ার ফাঁদে পড়বে না আর শমন ব্যাধে দিবে ফাঁকি ॥১১৯৭॥

প্রমাদী সুর—এক তালী ।

মাগো ঘানার খেলা হ'ল ।

(খেলা হ'ল গো আনন্দময়ী)

ভবে এলাই কত খেলা, কহেন কত ধ্বা খেলা,
এখন কাল পেয়ে পানানের বালা কাল যেনিকটে এল ॥
বাল্যকালে কত খেলা, মিছে খেলায় দিন গোয়াল,
পরে আয়ার সঙ্গে লীলা খেলায় অজপা ফুরায়ে গেল ॥
প্রমাদ বলে বৃদ্ধকালে, অসক্ত কি করি বল,
ও মা শক্তিকৃপা ভক্তি দিয়ে মুক্তি জলে টেনে ফেল ॥ ১১৯৮ ॥

প্রসাদী মুর—একতাল।

রইলি না মন আমার বশে।

তাজি কমলদলের অমল মধু, মত্ত হলি বিষয় রসে ॥
শক্তি কুল কুণ্ডলিনী, তারেও ত মন জাগালিনী,
হেরে গুড়ের কলস হলি অলস, এমন অলস হলি কিসে ॥
এ দেহ পাঁচফুলের সাজি, তুই হলিনে কাষের কাষী
প্রসাদ রলে রহু তাজি ঘুরে মর কর্ণদোষে ॥১১১॥

পিলু বাহান্ন—যৎ ।

তুমি কার কথায় ভুলেছ রে মন, ওরে আমার শুয়া পাখী
আমারি অন্তরে থেকে আমাকে দিতেছ ফাঁকি ॥
কালী নাম জপিবার তরে রেখেছি পিঙ্গরে পুরে,
ও তুই আমাকে বঞ্চনা করে, অসি স্থখে হলি সুখী ॥
শিব দুর্গা কাশী নাম, জপ কর অবিশ্রাম,
তোমার জুড়াবে তাপিত অঙ্গ একবার শ্রামা বন দেখি ॥১১২॥

ইমন কল্যাণ—আড়ঠেকা !

দেখরে নয়ন মন তারা মাখা ত্রিভুবন ।
ভুবন ভবন বন, ছাড়া নাহি কোন স্থান ॥
যুদিয়ে নয়ন তারা, নিরীক্ষণ কর তারা,
যদি নাহি দেখে তারা চক্ষু মাথ জ্ঞানাত্তম ॥
যে রঙ্গের কাচ নয়নে, রাখিবে হে দরশনে,
সেই রূপ ত্রিভুবনে করিবে হে নিরীক্ষণ ॥
তাই বলি নয়ন তারায়, যতনে রাখিবে তারায়,
তবেত দেখিবে তরায় তারা ঘেরা জগজ্জন ॥ ১২০ ॥

কেদারা—আড়াঠেকা ।

ধাকিতে এ দেহে প্রাণ ছেড় না মন কালীপদে ।
 অহর্নিশি জপ বসি, লভিবে সব সম্পদে ।
 মায়া নিদ্রা বশে মন, সতত দেখ স্বপন,
 ধন জন পরিজন ভাবিয়ে থাক আহ্লাদে ।
 কেবলা-দায়িনী কালী, কৈ বল তারে ভজিলি,
 কেবল মম মজিলি বিবিধ সন্তোগে সধে ।
 প্রাণ তোর যবে যাবে, সম্মতি তোর নাহি লবে,
 তাই বা কখন বাবে অস্থির হবে বিপদে ॥ ১২০২ ॥

ইমন কল্যাণ—আড়াঠেকা ।

জলদবরণী হেরে বরিবে কেন নয়ন ।
 তাহে যে তড়িত খেলে আলো করে ত্রিভুবন ॥
 বহিছে মন পবন, আনি দিল নবঘন,
 হৃদয় আকাশে ঘন, কর মন দরশন ॥
 হেরে মেঘ ননোহরে, শশধরে প্রভাকরে,
 অবিরোধে প্রভাকরে কভু না হেরি এমন ॥
 যে পার তার কৃপাবারি, সফল জনম তারি,
 কৈলাস হের এই বারি শ্রীমা মায়ের চরণ ॥ ১২০৩ ॥

অলা—একতাল ।

মা তোমারে বার বারে জানাই আর দুঃখ কত ।
 ভাসিতেছি দুঃখনিরে প্রোতের সেহলার মত ॥
 অমর সেমা মূল বঁধা নাই কোথায় গেতে কোথায় দাঁড়া,
 চর্য দিকেতে ছয় রিপুতে পাই মায়া পড়ে হলেম হত ॥
 বিজ্ঞ রামপ্রসাদ বলে, মা কৃষ্ণ নিদ্রা হলে,
 দাঁড়াও একবার হৃদকমলে দেখে যাই জনমের মত ॥ ১২০৪ ॥

জংলা—একতাল।

মাও গো জননী জানি তোরে ।

তারে দাও দ্বিগুণ সাজা মা যে তোর ষোড়ামুদি করে ॥

মা মা বলে পিছু পিছু যে জন স্তুতি ভক্তি করে,

হুগুথে শোকে দন্ধে তারে দাখিল করিস্ যমের ঘরে ॥

অল্পে কারে প্যায় যায়, ক্ষীণ আলে বারি ধায়,

যে জন হয় মা শত চিরকাল তার ত্রিকাল মুক্ত জোরজ্বরে ॥

চোকে আশ্রুল না দিলে পরে, দেখবি না বিচার করে,

হর আরাধ্যপদ ভয়ে দিলি মহিষাসুরে ॥

যে দুকথা শুনাতে পারে, যে শ্রুনা হেতের ধরে,

তার হয়ে আশ্রিত সদা থাকিস মা পরাণের ডরে ॥

রামপ্রসাদ কৃতার্থ হবে, কৃপা কণার জোরে,

সাধরে শ্রামার পদ এ নব ইন্দির পুরে ॥১২০৫॥

সিন্ধু তৈরবী—যৎ ।

কে জানে তারা তুমি ধর কত বেশ ।

কখনো প্রকৃতি হও মা কখনো পুরুষ ॥

কেহ বলে নিরাকারা, ব্রহ্মময়ী পদ্যপরা;

কেহ বা বলে সাকারা, কত মরতী প্রকাশ ॥

কখনো বা দণ্ডভূজা, কখনো বা অষ্টভূজা,

কালী রূপে চতুর্ভূজা করে অগ্নি এসোকেশ ॥

কখনো বা অগ্নি ধরে, কখনো বা বাশী করে,

কৈলাসের অস্ত্রপুরে কালীরূপে বারেক এস ॥১২০৬॥

আলাইয়া—আড়াঠেকা ।

তারা দর্পণ সম্মুখে মন অর্পণ কর কোতুকে ।

যতেক পদার্থ স্বর্গ মর্ত্য, সব অনিত্য দেখিবে স্থখ ॥

সে মুকুরে নাই পারার বিকার, ভব পারাপার করেছ স্বীকার,

মহান জ্ঞান বাণীত পাবা তার কোটি তথ্য প্রভায় বলসে চোকে

প্রসাদী সুর—একতাল।

মন রে আনার ভোগা নানা ।

ও ভুই জানিস্না রে খরচ জমা ॥

যখন তবে জমা হলি, তখন হতে খরচ গেলি,
ভরে জমা খরচ ঠিক করিয়ে বাদ দিয়ে তিন শূন্স নানা ।

বাদে হলে অঙ্ক বাকি, তবে হবে তহবিল বাকি,
তহবিল বাকি বড় ফাঁকি হবে না তার লেখার সীমা ॥

দীন রামপ্রসাদ বলে, কিসের খরচ কাহার জমা,

ওরে অন্তরেতে ভাব বসি কালী, তারা ও না শ্রীমা ॥ ১২০৮ ॥

প্রসাদী সুর—একতাল।

মা আমার বড় ভায়া হয়েছে ।

সেখা জমা ওয়াশীল দাখিল আছে ॥

রিপুর বশে চলেম আগে, ভাবলেন না কি হবে পাছে,

ঐ যে চিত্রগুপ্ত বড়ই শঙ্ক বা করেছি তাই লিপেছে ।

জন্ম জন্মান্তরের যত বকেয়া বাকি শেষ টেনেছে,

যার খেমন কর তেননি ফল কর ফলে ফল ফলেছে ॥

জমার কনি খরচ বেশী তরব কিসে রাজার কাছে,

যে রামপ্রসাদের মনের মধ্যে কালী নাম ভরসা আছে ॥ ১২০৯ ॥

আলাইদা—আড়ম্বরে

পাখানী, মা, মা, মা

কোমল স্তন্য তব হৃদয় আমার

মায়া রজ্জুতে ভরসা করিলাম কখনো

অথচ স্ত্রীকে আশ্রয় করে মতিমত্ত

বাগ্রিকে সংহার কর, পাখানী তুমি

যারে মারিলে উদ্যম হবে বোঝা

নব তব অনন্ত, পাখানী হলে উদ্যম

কোমল স্তন্য তব হৃদয় আমার ॥ ১২১০ ॥

শিব-মঙ্গীত ।

ভৈরবী—একতাল।

ত্রাণ কর হে শঙ্কর ।

আশুতোষ নাম, গুণে গুণধাম, হর মন ছুঃখ হর হর ॥
বিপদ কাণ্ডারী প্রভু ত্রিপুরারি, বিখ্যাত গুণ ত্রিপুর
পাপে হয়ে ভারি, ভবে ডুবে মরি, ওহে গঙ্গাধর ধর ধর ।
ওহে ত্রিনয়ন ত্রিতাপহারি, ত্রিপুরাত্তক ত্রিশূলধারি :
ত্রিভুগত পাপ তাপ নিবার, কৃপা নয়নে হের,
কি করি শঙ্কর, শমন কিঙ্কর, বান্ধে কর হে কি কর ॥
কর কর শত্রু জয়, ওহে মৃত্যুঞ্জয়,
দাশরথী কাঁপে থর থর ॥ ১২১১ ॥

আলাইয়া—চৌতাল।

শিব শত্রু সদানন্দ, শূলপাণি সর্বেশ্বর ।
ব্যাসকেশ বৈদ্যনাথ, বৃষভবাহন বক্রেশ্বর ॥
বানদেশ বপু বিহীন বসন, বিবেশ্বর ভব ভয় ভঞ্জন,
ভক্ত বৎসল দীবনপি ছুঃখ মোচন, দক্ষ দলন দিগম্বর ॥
পরম যোগী পরমজ্ঞা, পশুপতি পরশুর,
গিরিজাপতি গঙ্গাধর, গিরিশঙ্কর গোপেশ্বর,
আদিনাথ অমৃতাক, আশুতোষ অলকেশ্বর ॥ ১২১২ ॥

ভৈরবী—একতাল।

যোগীশ্বর হলে রাজরাজেশ্বর, আদি কাশীবাসে ।
হয়ে শশানবাসী, স্বর্ণপুরী কাশী, অরপূর্ণ স্থাপন কর বাসে ॥
যত বসতি ভক্ত, নহত অভক্ত, রক্ত বিরক্ত সবে দেখ সমে ।
কীট পতঙ্গ পুত পাঁপাঙ্গ সনভাবে তরে তোমারি নামে ॥ ১২১৩ ॥

বেহাগ—একতাল ।

হর ফিরে নাতিয়া, শঙ্কর ফিরে নাতিয়া ।

শিখা করিছে ভভ ভন্ ভন্, ভেঁ। ভেঁ। ভেঁ। ববন্ ববন্,

বববন্ বববন্ গাল বাজিয়া ।

মগন হইয়ে প্রমথনাথ, ঘটক ডমরু লইয়া হাত,

কোট কোট কোট দানব সাপ, শ্মশানে ফিরিছে গাহিয়া ;—

কটতটে কিবা বাবের ছাল, গলায় ছুলিছে হাড়ের মাল,

নাগ যন্তোপবীত ভাল, গরদ্রে গরব মানিয়া ।

শশধর কলা ভালে শোভে, নয়ন চকোর অমির লোভে,

ধির গতি অতি মনের ক্ষোভে, কেমনে পাইব ভাবিয়া ;—

ঈদ টাদ কিবা করে চিকিনিকি, নয়নে অনল ধিকি ধিকি ধিকি,

প্রজ্বলিত হয় থাকি থাকি থাকি, দেখে রিপু যায় ভাগিয়া ।

বিভূতিভূষণ মোহন বেশ, তরুণ অরুণ অধর দেশ,

শব আভরণ গলায় শেষ, দেবের দেব বোণিয়া ;

বৃষভ চলিছে থিনকি থিনকি, বাজায়ে ডমরু ডিমিকি ডিমিকি,

বরভ ভাল দ্বিনিকি দ্বিনিকি, হরিগানে হর নাচিয়া ।

বদন ইন্দু চল চল চল, শিরে দ্রবময়ী করে টল টল,

লহরী উঠিছে কল কল কল, জটাজুট মাঝে থাকিয়া ;—

প্রসাদ কহিছে এ ভব ঘোর, নিয়রে শমন কহিছে জোর,

কাটতে নারিছ করম ডোর, নিজ ওণে লহ তারিয়া ॥ ১২ ১৩ ॥

ভররোঁ—রাপতাল ।

শশধর তিলক ভাল, গঙ্গা জটা পর,

করে ধরি দ্বিশূল রুদ্রাঙ্গ রাজে ।

ভস্ম অঙ্গ ছায়া, গলে রুণিকি মালা,

ভৈরব ত্রিনয়ন হরযোগী সাজে ॥

বৃষভবাহন আসন বসন মৃগছায়া

কালকূট কণ্ঠে পর তিমির লাজে ।

করত হরিনাম সদা, শ্রবণে অতি কোমল,

ধায়ত তান রাগ নিত্য হৃদয় মাঝে ॥ ১৪ ১৫ ॥

আলাইয়া—একতারা ।

শিখরনাথ হে শিখরনাথ, শঙ্কর অপার পার মহিমে,

আদাবকু হে অনাদা, পাদপদ্ম দেহিমে ।

লট পট জটাজুট, শূল হস্ত ধারিনে :

দেব উক্ত পঙ্ক বক্ত, তক্ত মুক্ত কারিনে ।

ভালে ভাল শোভা সিন্ধু-স্রুত ইন্দু কিরনে :

দেবাদিদেব সর্গ গর্গ থন্দ কারিণে ।

বিশ্বনাথ শ্রীঅক্ষ ভূষণ ভাস্ত্র ভূষিণে ;

সর্পত্রাতা মোক্ষদাতা, করতা ত্রিভুবনে ।

রঞ্জে ভঞ্জে ভূত সাজে যজ্ঞ ভক্ষ মানিনে :

ব্যোমকেশ ভীম ঈশ, পতিত উদ্ধারিনে ।

প্রমীদ প্রমীদ প্রভু, হে পতিত পাবনে !

দুঃখে রক্ষ বিরূপাক্ষ, ত্রৈলোকা পোষিণে ॥ ১২১৩ ॥

সিন্ধু—কাঁপতাল ।

শিব শঙ্কর শর্শধর ধর, হে গঙ্গাধর হর

অশেষ গুণ ধর, শেষ বিবধর ধারি ।

গিরিশ গৌরীশ, অশেষ কলুষ কুশ কর,

ত্রিপুরহর আশুতোষ, এ শিশু দোষ বিনাশ,

করিতে তোষ হে মহেশ, আশু দুঃখহারি ।

কাল ভয়ে শরণাগত, প্রণত কিঙ্কর ভীত,

রক্ষা কুব ওহে কাল কালবারি !—

ও পদে মতিহীন মূঢ়মতি, গতি বিহীন আমি হে অতি-

স্বপ্নে গুণবিহীন, দীন দাশরবীরে,

তুমি জ্ঞান কর যদি ভব ভয় বারি ॥ ১২১৭ ॥

থান্বাজ—কাওয়ালী ।

শঙ্কর শিবে সঙ্কট হারি ।

নিস্তার প্রভো জয় দেব দেব ।

সংসার সিন্ধু সেতু, কে করে পার, তোমাঝিনে আর ।

পূরবী—আড়াঠেকা ।

হে শিব শঙ্কর, হর হর বিশেষ্বর ।

কাশীপতি, আশুতোষ গঙ্গাধর ।

বাজিছে বিবিধ তাল, শুনিতে অতি রম্যল,

বব বম্ বাজে গাল, শুনিতে কি হৃদধর ।

যে রূপে তোমার নান, রাঙ্গা পারে তারুই ধান,

ধর্ম অর্থ মোক্ষ কাম দেহ তাহে নাহেধর ।

তুমি না করিলে দয়া, কে দিবে আর পদছায়া,

তব বশ নোহঁমারী, তুমি প্রভু দারাদার ॥ ১২১১ ॥

ভৈরবী—একতালী ।

শঙ্কর হর ভাং বিভোর, আধমগন অঁথি বিশাল ।

ধৃতরা কর্ণ রত্নতর্জন, কটকটে শোভে বায়্র ছাল ॥

ভাঁও ভাঁও ভাঁও বাজে ভোরঙ্গ, ডমরুতে ধীরে তাল ।

তাহে বববম্ বববম্ বববম্ বলে বাজিছে শাল ॥

কুল কুল জটীতে গঙ্গা, কং ধং ফণীরব ভয়াল ।

যোগ নিরত পরম যোগী স্বলকে বঁহু তিতক ভাল ॥

নন্দী ভৃঙ্গী বিষম বিঙ্গী, সঙ্গে সঙ্গী গুনপতাল ।

জাতাথে তাতাথে তাতাথে নাচে-তাল বেতাল ॥ ১২২০ ॥

পরজ ব্রাহ্মণ—রাঁপতাল ।

দীনে কৃপা কর !

হর গঙ্গাধর দিগম্বর, অশিব নাশিয়ে শিব, দীনে নিস্তার ।

কি কহিবে নরাধন, তুমি হে দেব ভক্তন,

কে আছে তোমারি মন, মনে ন কলেবর ।

মহাযোগী যোগবলে, বোগে মিল ভূমণ্ডলে,

যজ্ঞেশ্বর নাম বলে, দেব সবলে ;—

তাজিয়ে কৈলাস কাশী, হইলে প্রশানবাসী,

অঙ্গে নাথ ভস্মরাশি, সংসার জানি অসার ॥ ১২২১ ॥

সিদ্ধু—আড়ংটা ।

তোমায় বলে কেদার কেদার পঞ্চম্বরে ডাকে লোকে !
 ভেবে তোমায় বধির বিভূ অধীর হয়ে লোকে বকে ॥
 কর্ণাদি ইন্দ্রিয় কর, ইন্দ্রিয়ের বিষয় চয়,
 ভোগ্য ভোক্তা হও উভয়, অহঙ্কারে জীবে বকে ॥
 চেতনরূপে তব স্থিতি, দশ ইন্দ্রিয় চিতে গতি,
 যজ্ঞমান পশুপতি, অষ্টমূর্তি শ্রুতি লেখে ॥
 হৃদে বসে অন্তরামী, কর্ণাদিকে শুনাও তুমি,
 ভ্রান্তি বসে ডেকে আমি ভাবি শুনাই শুনে লোকে ॥১২২২॥

বনস্ত বাহার—আড়ংকা ;

দেহ গতি পশুপতি অগতির গতি ।
 হে হর কলুষ বিনাশ কুশলি ॥
 তুমি দেব মহাদেব, তুলনা কার সহ দেব,
 তোমায় পূজে বাহুদেব হন ত্রিদিবপতি ।
 শঙ্কর পাপ সংহার, হর হর স্মরহর,
 দুর্গতি দুর্গতি হর তার হে তারাপতি ॥১২২৩॥

বনস্ত—কাণ্ডালী ।

কাতরে উদ্ধার হে উমাকান্ত ।

গেল দিন ত নিকট কৃতান্ত ॥

হরপাপ কৈলাসবিহারী পাপহারী, কণীহার হর নৈলে আমি এ জনম হারি
 কে আর লইবে ভার, কে আর করিবে পার,
 অপার সংসার সাগর ঘোর, হর তুমি যদি কর দুখের অন্ত ।
 তৎপদ বিহীন ভক্তি অতি, কাতর অতি দাশরথী দেহ রথ
 আমার অজ্ঞান সারথি ;—মন অশ্র বঁধা তাতে,
 অসার সারথি মতে, না চলে ভক্তিপথে,
 নদ্বালা হুতে করে কুপথ গমনেতে কালান্ত ॥ ১২২৪ ॥

খান্ধাজ—মধ্যমান ।

নও তুমি কেবল কাশীবাসী ।
যেখানে ভ্রমণ করি নেই বারানসী ।
তব রাজ্য সম্পূর্ণ, নানা রত্ন পরিপূর্ণ,
প্রকৃত অন্নপূর্ণ তুমি ব্রহ্মাণ্ডনিবাসী ॥
মান তীর্থ নাহি দেখি, চিত্ত তীর্থ সদাসুখী-
নমান চাহি না হে শান্তি অভিলাষী ॥ ১২২৫ ॥

খান্ধাজ—কাওয়ালী ।

হর অশেষ ক্লেশ মন হর,
হৃদয় রোগ হর, হর শোক হর, বিড়ম্বনা আর করো না বারবার,
রং মেখে সং সেজে কত আসিন শঙ্কর ।
'কৃপা করা কৃত্তিবাস, যচাও দাসের গর্ভদাস,
কর্মফানে কণ্ঠ ছেদ কর ।
ওহে ত্রিনেত্র, দাও দিবা নেত্র,
পায়ের করুণানিধি, করুণাকণা বিতরি ।
বিক্রপাক বাগদেব, কোপ ভঙ্গ্য কামদেব, কামাদিরিগুনংহার ।
মন তমে'ওণ, হর ভগ্নোওণ,
পড়িয়ে যন্ত্রণাডালে জর জর কলেবর ।
জামি অতি হীনমতি, না জানি ভকতি গতি,
তুং গতি পরমেশ্বর ॥ ১২২৬ ॥

ইমন কল্যাণ—একতালি ।

নমো নমো শশাঙ্ক শেখর, নমো বাঘাসুর, নমো বৃষভবাহন ।
নমো গদাধর, নমন্তে শঙ্কর, নমো বিভূতিভূষণ ।
শিব শঙ্কু হর, নমো যোগীশ্বর, নমো বদনশাসন ।
রক্তভূষণ, জগত ঈশ্বর, ফণীভূষা শিবজাসন ।
নমামি ঈশান, বাদন বিধান, নীনকণ্ঠ নমো নমো ;
অতি দীন দাস, পদে তব আগ, দেখো নাহি জন্মে ভ্রম ॥ ১২২৭ ॥

নবেহাগ—ঝাঁপতাল ।

জয় শিব শঙ্কর, হর ত্রিপুরারি ।

পাশী পশুপতি, নিমাকবারি ॥

শিরে জটাশূট, কণ্ঠে কাল কালকূট, শাখকল্পনগণ মানসবিহারী,
ত্রিলোকতারক, ত্রিলোকনাশক, পরাংপর প্রভু মোক্ষ বিধায়ক,
করুণা নরনে হের, ভক্ত ভজনে,
লয়েছি শরণ, পদে ভোনারি ॥ ১২২৮ ॥

ভূপালী—কাণ্ডাখী ।

জয়, শঙ্কর শিব শূলপাণি ।

জন্মেতে হাতের মাল, ববন্ বাজিছে গাল,

শিরেতে শোভিছে কাল ফণী ।

অনাদি অনন্ত মহেশ দিগম্বর, অনন্ত অতক সগন বাদ্যধর,
বম্ বম্ হর হর, ভোলা মহেশ্বর, বামেতে বিরাজে ভবনাগি ॥ ১২২৯ ॥

সুরট—ঝাঁপতাল ।

বর্জিত কোরনা বুর কিবিত করুণা শিব ।

ভব ! ভব করুণা বিনে, ভবে আর কত আশিব !

বিনা করুণা ভুস্তব, কত দিন বসহে ভব,

কুল বিহীন হয়ে ভব-জলধি গলে ভাসিব ॥

ওহে নন্দটবিনাশি, কবে বিনাবে করুণা রাশি,

বাস্য বাদী ভজনে আনি, ছুজনে কবে ন শিব ॥

দাশরথী বাসন যোগী, যবে হর জীবন ভাগী,

হয়ে মোক্ষ ফলভাগী, ভাগীরথীতে ভাসিব ॥ ১২৩০ ॥

বাহার—৪৭ ।

ওহে হর বাদ্যধর কৃপা কর অবলায় ;

আকুলা অকুল মাঝে, রাখ ভোলা রাঙা পায় ।

না জানি এ বিসম্বাদে, ফেলিবে কি পরমাদে প্রাণ কাঁদে,—

শঙ্কর, নন্দটে তার অঙ্গনা আশ্রয় চায় ॥ ১২৩১ ॥

সারঙ্গ—রাঁপতাল ।

হর শঙ্কর, শশিশেখর, পিনাকী ত্রিপুরারে,
বিভূতিভূষণ, দিকবসন জাহ্নবী-জটাভারে ।
অনল ভালে দমন, তরুণ অরুণ কিরণ নয়ন,
নীলকণ্ঠ রক্ত বরণ, মণ্ডিত ফণীহারে ।
উফাফু গরল ভঙ্গা, অক্ষমালা শোভিত বক্ষ,
ভিক্ষালক্ষ্য, পিশাচ পক্ষ, রক্ষক ভবপারে ॥ ১২৩২ ॥

ভৈরবী—ঠুরী ।

মুড় চক্ৰচুড় হর ভোলা,
ভাতনাথ ভব, বোম বব বোম বব, বিনাদ ভৈরব অমু উগলা ।
মক্ষথ-শালন, নয়ন ভ্রামশন, ফণীমালা গলে, দল দল দোলা ।
তমাণ-নিদিত কণ্ঠে ইলাহণ, জলদ-জাল জিনি অটাজুট দল,
কল কল ঢল ঢল গঙ্গা বিলোশা ॥ ১২৩৩ ॥

কামার—ঠুরি ।

শম্ভো শিব শঙ্কর : ত্রিলোকপালক, ত্রিনেত্রধারক, নাশক ভাণক,
নয়নে পাবক, শম্ভো শিব শঙ্কর ।
কল বম ভোলা গলে হাড়মালা, শম্ভো শিব শঙ্কর :—
জয় ত্রিপুরারী, জয় বিখবারী,
প্রশানচারী, জয় ভঙ্গবারী, শোভিত গাজে বিভূত,
মুড়, রক্ত, তনু, ত্রিগুনস থম,
জয় শিব পশুপতি, শিব শঙ্কর, শম্ভো শিব শঙ্কর ॥ ১২৩৪ ॥

কেনারা—আড়াঠেকা ।

হর উম অথরে হের দীপ্ত কালশশী,
আ মরি কহই শোভা শশীর কপালে শশী ।
তারে ঘেরিয়াছে তাশা ঘোণিণীগণ কোড়শী,
তুচ্ছ করি মহা মেঘ কণ্ডল পড়েছে থনি ।
অথগুনগুলাকারে চরাচরে নাশে মসী,
নাশক চকোর সব সুখ পানে অভিলাষী ॥ ১২৩৫ ॥

সঙ্গীত-কোষ ।

পরজ—বাহার কাওয়ালী ।

জয়, বিরূপাক্ষ ত্রিপুরারি ।

কটিতে বাবাঁধর, রক্তভাভ কনৈবর ভস্মমাথা তছপর,
ত্রিশূল ডমরু ধারি ।

চুলু চুলু ছনয়ন সন্দিদা পানে, বৃষোপরি আসন ভ্রমণ আশানে,

বিধি আদি সুর তব মহিমা না জানে,

মুচ নরে কি কহিবে গুহে মদনারি ॥

বববন্ বববন্ বিশাল বাজে, ফণী ধরিয়া ফণা গভীর গরজে,
বহু শশধর ভালে মাজে, শিরে কুলু কুলু করে সুরধুনী বারি ॥ ১২৩৬ ॥

ইমর্ন—কাওয়ালী ।

ককমে করুণা ত্রিলোচন, দিগম্বর জটাধর নীলকণ্ঠ পঞ্চানন ।

বোমনকেশ দশ বিভূতিভূষণ, বাল উপবীত বগুতে শোভন,

বাস্ত্রচক্রাঙ্ঘর পরিধান ॥

গলে অগ্নিমালা করে পিনাক ডমরু,

ভালে শিশু শশধর ত্রিপুরাঙ্গর সৃদন ॥

দক্ষ যজ্ঞান্তক নাধক-তারক কর বিভু কৃপাদান ।

তাজি রোষ আশুতোষ, হয়ে মোরে সন্তোষ, মনোভীষ্ট কর পূরণ ॥

ঝাঁঝিট—একতাল ।

ভাঙ-বিভোলা ভোলানাথ ভোলা ভূতনাথ নাচিছে,

‘ ঢিমিকি ঢিমিকি রাম রবে মধুর ডমরু বাজিছে ।

বন্ বন্ বন্ বাজিছে গাল, তাল দিতেছে তাল বেতাল,

ভূত প্রেত প্রমথ পাল, হি হি হি হি হাসিছে :

অঙ্গে ভস্ম ভূষণ ফণী, ভালে শোভে নিশাননি,

শিরে সুরধুনী কুল কুল ধানি করিছে ।

ধুতুরা পানে অঁাখি চুলু চুলু, কর্ণে শোভে ধুতুরারি কুল,

কটিতটে বাঘছাল ছকুল, ছকুলে ছলে থসে পড়িছে ॥ ১২৩৮ ॥

গঙ্গা-সঙ্গীত ।

খাস্তাজ—মধ্যমান ।

ছরিপদ রজো বিহারিণি । (এ মা সঙ্গে !)

ভবে নাম ভাগীরথী, সুরপুরে সুরধুনী ।

যে জয় তোমার নাম, সে যায় বৈকুণ্ঠধাম, ধর্ম অর্থ মোক্ষ কাম,

চতুর্দর্শ প্রদায়িনী ॥ ১২৩৯ ॥

বাগিনী সিন্ধু—তাল মধ্যমান ।

ভীষ্মজননী ভাগীরথী গঙ্গে ।

তারণ কারণ, ভবভয় বারণ, শ্রাবর জঙ্গম, কাঁট পতঙ্গে ॥

হরিদ্রাবতী, অতি দ্রুতগতি, অক্ষুণ্ণি ধান ভঙ্গে !—

পরে সন্ততি, তাদের গো মা দিতে গতি, মিলিত সাগর সঙ্গে ॥ ১২৪০ ॥

বাহার—মধ্যমান ।

গঙ্গে গতিদায়িনী পতিতপাবনী ।

কাতরে কলুষ হর শিব সিন্ধুতনী ॥

কূষে আমি চিত্তাকরি, তব শুভকরী বাপি,

জলে সেন অস্ত্রে মরি এই করো শিবরাপি ॥

কিনাশবা তরোদক, সৈবে পক্ষ উপাসক,

ও বারি পাপনাশক, পুতকারী হও আপনি ॥ ১২৪১ ॥

ললিত বিভাব—কাঁপতাল ।

অস্তে নদপ্রান্তে মোরে, রেখ গো মা সুরধুনি ।

ভয়ে ডাকি গঙ্গে, ভয়ভঙ্গিণি রঞ্জিনী ॥

জনক জননী দারা, সূত বন্ধু বান্ধবে ;

নয়ন দু'নিলে গঙ্গে, কেহ সঙ্গে নাহি রবে :—

তব সঙ্কটেতে তব ভরসা জননী ॥ ১২৪২ ॥

বিভাস—একতালা ।

তব জীবনে জীবন যেন, যায় গৌ জননি ।

জীবন নিস্তারিণী নাম, তবে না জানি ॥

প্রাণ পরান কালে, অর্ধ অঙ্গ জলে স্থলে, জিহ্বায় গঙ্গা গঙ্গা বঁচে

ডাকি জননী !—এই না ননবাসন', নাহি না অল্প কামনা ;

আমি এহিকের সুখ চাই না ভবে, তাই ডাকি ভবভাবিনি ॥১২৮

সোহিনী বাহার—আড়াঠেকা ।

গঙ্গে হর অঙ্গনা হের আপায়ে ।

তরঙ্গ রঙ্গিণী তারা, নাচিছে রঙ্গে ।

হরিপদ বিধারিণী, হরশির বিলাসিনী,

হর ঐকুণ্ঠবাসিনী ভব আত্মে ।

মানস নাভঙ্গ তারা, কুমঙ্গ কাননে সারা :—

হাসিছে মা' রিখুচে, নাশিছে না ধর্মভরে,

ভাসিছে অঘোর হয়ে, মই তরঙ্গে ॥১২৮৪॥

সুরট—কাওয়ালী ।

শমনদমনি শিবরমণি মা তরঙ্গিণি ।

এ ভব তরঙ্গে তার গঙ্গে গতি প্রদায়িনি ।

বরুদে ব্রজাণী, ব্রজধ্বজ ব্রজাওজননী,

ব্রজ সরপিণী, ব্রজ কমণ্ডলু নিবাসিনী ॥১২৮৫॥

সুরট মল্লার—আড়াঠেকা ।

তরল তরঙ্গে গঙ্গে, পতিতপাবনি,

পতিত পাবনি তারা, অধমতারিণি ॥

শিরে ধরি শঙ্কর, নাম হলো গঙ্গাধর,

তোমার মতিমাপার পরাণে মতি ॥ ১২৮৬ ॥

আলাইয়া—কাওয়ালী ।

তুমি যা কর করণাময়ি গজে ।

ভীতোহং তরঙ্গে ; পায় পথ কুপবগামী, পায় যদি রাখ না তুমি,

পতিতপাবনি ! এ পাপাজে ।

ভরসা করে ভাগীরথীবাসীগণ, প্রবল গাণী দেখে সদলে আসি শমন,
সে আমারে বল করিবে যখন, সে বল দৃঢ়াব আছে বল কি এমন ;—

শিব এসে মোর হবেন সখা, অন্তে যদি দটে দেখা,

অভয়দারিনী নামের সঙ্গে ॥১২৪৭॥

আলাইয়া—কাওয়ালী ।

তুমি কি আর করিবে তপনতনয় ।

যদি হয় অপ্রণয়, এ নয় অধিকার তুমি, শমন রে—

করেছি আমি নিরাশয়ে জননার তীরায়ণ ।

তুমি হুংগ দিতে রে নিতান্ত, হৃদয় কটিন তোর নিদর কৃতাণ্ড,

তোর করে বাকিত একান্ত, না করেছেন স্বত্তেণে দুখান্ত,—

দেখে সন্তানে অকৃতি, তার লয়েছেন ভাগীরথী,

দাশরথীর সঙ্গে দেখা আর কি হয় ॥১২৪৮॥

ললিত—আড়াংকা ।

বিমাতা বে দেয় কুল এমন কত নাহি মিলে ।

সবে মাত্র তুমি গৃহ্য অণ্ডে দোষনে ত্রিকূলে ॥

লয়ে অপবিত্র দেহ, নোক্ষবন তুমি দেহ,

এ ভার না অণ্ডে কেহ স্বীকার করে দেবদলে ॥

বিনিময়ে তাজাপদ, দেহে লয়ে শিশুপদ,

দিয়ে পুরাও মনোসাধ, তব গর্ভে স্থান পেলে ॥

পাবে না গর্ভ যাতনা, তব গর্ভগত জনা,

স্বর্গে বসি তার যোজনা হয় হৃৎ তব কোলে ॥

দূর থেকে শত যোজন, অণ্ডে গঙ্গা বলে যে জন,

সব পুণ্যের হয় ভাজন, তার বোক্ষ করতলে ॥ ১২৪৯ ॥

কিঁকিট থাখাজ—নধ্যমান ।

ভব নিস্তারিনী সুরধুনী ।

জগত রূপকে তোমায় করে নানা স্তুতি শুনি ॥
 শৈলহুতা সপতিনী, সে ভাবেত হও ভবানী,
 পুরাণেতে আরো শুনি শান্তনু সহধর্মিণী ॥
 দেব নদী সুরধুনী, হরের শিরে কর ধানি,
 ক্ষিত এই শব্দর বাণী তুমি জ্ঞান প্রোতস্থিনী,
 এ তব মবে অজ্ঞানী বিনে পাগল চুড়ামণি ॥
 ব্রহ্মা বিশ্ব মহেশ্বরে, জের বস্তু জেনে পরে,
 পরিত্যাগ করেন তোমারে তাতেহিত পান জহু নুণি ॥
 জানেতে অজ্ঞানতা ক্ষয়, শেষে জ্ঞান আপনিই হয় লয়,
 সেইরূপকে তেঁমাকে কয় জাহ্নবী জহু নুন্দিনী ॥
 বিনয় করে বলে পাগল, ঝেড়ে পাগল রূপক সকল,
 ত'ন স্মৃতিতে পারিবে কল, সার তত্ত্ব হয়ে জানী ॥
 চিন্তা তাগের চিন্তা করি, জ্ঞান প্রোতে ভাসাও তরি,
 তবে উদয় হবেন হরি চিন্তাশূন্য চিন্তামণি ॥ ১২৫০ ॥

আলাইয়া—একতালা ।

হের মা অপার ভঞ্জে, সুখ মোক্ষপ্রদা জানদা গঞ্জে ।
 তার তরাসনা ! দিয়ে গদতরণী, তরল ভবতরঞ্জে ।
 যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র সুরেন্দ্র শরণি, শশধর ধর শিরবিহারিনি,
 শমনভবন গমন বারিনি, দমন লবিণি সুর মাতঞ্জে ।
 স্মরণ মনন সাধন ভকতি, নৈর্দ্রিতি হীন দীন দাশরনী,
 আর ওঁরে প্রাণ বিয়োগ সময়ে, স্থান দিও গো মা এ পাপ অঞ্জে ॥ ১২৫১ ॥

মূলতান—ছোট চোতাল ।

জয় গঞ্জে ! জয় জয় গঞ্জে ।

ত্রিভুগত জীবন জীবনভঞ্জে, কলি কলময় হর নিরমল ভঞ্জে ॥
 নির্ভয় ভূমি তব ভানতরঞ্জে, বিধিকর কমলজ কমল করঞ্জে,
 হরি পদচারিণিবিগদ বিভঞ্জে, মদন হৃদয় ভয় পরিভব গঞ্জে ॥ ১২৫২ ॥

বেহাগ—একতালা ।

তার গঙ্গে মা শিব সীমন্তিনী ।

একান্ত বাসনা, কর না করুণা, পতিতোদ্ধারিণী তারিণী ॥

তুমি সুখদা, মোক্ষদা, মন্দাকিনী জ্ঞানদায়িনী অননী :

জবন্যো হ'য়ে শিবের মোলে, কল কল ধ্বনি কুলপ্রদায়িনী,

তগীরপের শ্রুত আরাধিত, তাহে অচ্যুত পদচ্যুত,

ভূতলে আনিয়ে করি কটাক্ষ রক্ষা করিলে যতেক প্রাণী ॥ ১২৫০ ॥

ললিত—আড়াঠেকা ।

ছিলে ব্রহ্মার কনুণ্ডলে, এলে গঙ্গা ভূমণ্ডলে ।

নিজে হয়ে অধোগামী উদ্ধারিত জীব দিলে ॥

পবিত্রদা তব বারি, উদ্ধারিতে ভববারি,

শরণ লব এবারি ভেবে ছি চরমকালে :

বিশুপদে জন্ম নিলে, কত বিষ্ণু জন্ম দিলে,

তোমাতে না সংসেবিলে বিনা পুজায় মোক্ষ মিলে ॥

শুভা শিব সামন্তিনী, শান্তিদা ভ্রাতৃনাশিনী,

জ্ঞানদা মোক্ষদায়িনী শিব শিরে বিহরিলে,

উদ্ধারিতে সাগর কুল, হইয়ে না সানুকুল,

কাঁটি পতঙ্গাদির কুল, মোক্ষপায় স্পর্শ জলে ॥ ১২৫১ ॥

পঞ্চম, বহুর—ধানার ।

হবশির বিহারিণী, সুরধ্বনি, তরল তরঙ্গে গঙ্গে সুরাসুর বন্দিনী ।

অগীমা তব মহিমা, মাতা মন্দাকিনী,

বিশুপদে উদ্ভব তব ও গো ভবভাবিনি ॥

শতেক যোজনে থেকে, যদি গঙ্গা রটে মুখে,

তরে পাপ তাপ শোকে, বসে গিয়ে ব্রহ্মলোকে :—

নগর রাজ্য বংশ, ধ্বংস ব্রহ্মশাপে, অননী !

প্রাণি বা র গেল তরি, কহে দীন ধগমণি ॥ ১২৫২ ॥

কিঁকিট শাস্ত্রাজ্ঞ-কাওয়ালী ।

পতিতপাবনী তার গঞ্জে ।

দেখো দেখো রেখো তারা ছেড় না পাপাঙ্গে ॥

তব সতিনী সাধনা, চাহি যোগ আরাধনা,

দর্শনে তোনারি বারি পূত হয় অঙ্গে ॥

মৃতদেহ হ'লে পড়ে, জননী তখন ছাড়ে,

তুমি রাখ কোলে করে তরল তরঙ্গে ॥ ১২৫৬ ॥

সুরট—কাওয়ালী ।

কিবা লহরী আ মরি ।

ধরিলে সুখদা রূপ পাপ করি বারি ॥

ও বারি সবারি হয় পরশিতে সুখকর,

হরিশে ধরে নীরে শিরে গঙ্গাধর,

তুমি উদ্ধার জনে দরশনে পরশনে মা তব সত্ত্বগুণে দেহ তা'রি ন্তারি ॥

ভীষ্মজননী গো মা বিধ্বজননী হলে,

দুখা অদুখা জনে সকলে কর মা কোলে,

শীহরি পদোদ্ভব, সত্ত্বগুণ সত্ত্বব, বারিতে পূজিতে তব শিবনারি ॥ ১২৫৭ ॥

সরস্বতী-মঞ্জীত ।

পরজ বাহার—রাঁপতাল ।

হে শ্বেত বেশ সারদে, শ্বেত বসনাবৃত্তে শ্বেত কমলাসনে ।
তুংহি জড়কারিণী জড়তা সমূহ নাশিনী,
সপ্তস্বর এ সপ্তবীণে পুস্তক পানে ॥
সরস্বতী সকল সিদ্ধিকারিণী তারিণী, তব মায়া মূঢ়ে কি জানে ।
ব্রহ্মাদি অর্চিত বিশ্বনাথাদি বন্দিত, ভগবতী এ
এমা ভগবতী ভারতী পাতুমই দীনে । ১২৫৯

হাম্বির—একতালা ।

কমলদলবাসিনী ।

নলিনাক্ষি নারায়ণী নলিনাক্ষ বক্ষ বিহারিণী ॥
চোর রত্নাকরে রতন প্রদানে, কবি রত্নাকর কর মা,
দ্বৈপায়ন করি বেদের বিভাগ, তোমারি মহিমা করিল প্রকাশ,
তুমিই রাখিলে নাম বেদব্যান ওমা বিধাতৃ রসনাবাসিনী ।
ভবভূতি আদি কোবিদ মণ্ডলে, বিবেকদায়িনী মা ।
আবার মুরারীর করে সঁপিয়ে মুরলী বলাও স ঋ গ ম প ধ নি ॥
শশাঙ্কে মৃগাক রাখি তুমি কলঙ্কী কর মা,
তুমি ভবভূতি ভালে বিভূতিদায়িনী ওমা শঙ্করাদি চতুষ্প্রসবিনী ।
কিবা বেদ বিবি অস্ত্রে, সর্বৈ মুগ্ধ তব মোহ মন্ত্রে,
প্রমথের এই হৃদয় তরে বঁস ত্রিতন্ত্রীধারিণী ॥ ১২৬০ ॥

ঝিকিট—আড়াঠেকা ।

হে ভগবতি সতি ।—প্রজাপতি হুহিতে ।
কোট উড়ুপতি যিনি, শ্রীমুখের জ্যোতিঃ,
গুণাতীত গুণবতী, প্রধানা শকতি ॥
ও মা আমি জড়মতি, কিবা জানি স্ততি,
গতিহীন অকিঞ্চনে তুমি মাত্র গতি । ১২৬১ ॥

সোহিনী বাহার—একতালা ।

বীণাপাণি বাক্বাদিনি ! ব্রহ্মপাণি ।

ব্রহ্ম সূতা বেদ মাতা ! বেদ বিধি বিধায়িনি ।।

বিমল বদনী বরদে বানী ! কি কব মহিমা কোথা মা বাণী ?

বর্ণনা করিতে বর্ণনা জানি, যা বলাও বলি যা শুনাও শুনি ।

শ্বেত বসনা শ্বেত মুরতি, শেতাজ্জ বসতি সতি সরস্বতী,

কপ গুণ বিছা তিন শ্রে তথ্যতী, তোমাতে মিলিতা যেন ত্রিবেণী :

বরণ জিনিয়া শরদ ইন্দু অধর মধুর শুধার দিকু, সে সুধা বিন্দু

পাইতে ইন্দু, ন ছলে ধরে পদ চুখানি ।

তুমি গিতা তুমি অসিতা, পারতৌ তুমি সে গীতা,

বিতা বুকি মিছি বুকি, গীতবাণুরঙ্গিনী !

আগম নিগম তুমি মা তত্ত্ব, তত্ত্বস র সার তুমি মা মন্ত্ৰ,

জয়ন্তী জীবে অং, জীবন যন্ত্রে যজ্ঞিনী ! ॥ ১২৬২ ॥

শাশ্বজ—একতালা ।

শ্বেত বরণী শ্বেতাজ্জবাসিনী, শ্বেত নিশাকর জিনি শ্বেতাজ্জিনী ।

শ্বেত বসন অঙ্গে পরিধানা, করে বাজে বীণা বীণাবাদিনী ।।

অলঙ্কার কিবা শীপ দ গাঙমা, মুচক মুচঙ্গ ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা

অপরূপ রূপ না হেরি স্বরূপ নিত্যজ্ঞানময়ী জ্ঞান বিধায়িনী ॥ ১২৬৩ ॥

আলাহিঙ্গা—তড়ঠেকা ।

মম মানস করে, কেঁরো কামিনী বিহরে ।

শ্বেত বাসা শ্বেত ভূগা, শ্বেতশুভ্র দলোপরে ।

কিবা শোভা তুল্য পদ, জিনি রক্ত কোকনদ,

মধুলোভে য'পদ, বিহরে আনন্দ ভরে ।

মনো-র বীণা করে বাজ কি ধুর ধরে,

সে খবে জগত মন, সন্তত মোহিত করে ;

কাস বাস্তীকাদি কবি, তব ও রা সব ইহমাছে মহাকবি,

সুবিখ্যাত এ সংসারে ॥ ১২৬০ ॥

ইমন কল্যাণ—চৈতাল ।

সোরণা বরদা আদ্যা, নমস্তে শ্বেত বরগি ।
 শ্বেত সরোজ উপরে, কি শোভে চরণ দুখানি ॥
 তুমি জীবের গতি মুক্তি, বেদমাতা সরস্বতী,
 সৰ্প জীবে অধিষ্ঠাত্রী, বীণাধারিণী ।
 ভজন সাধন হীনে, তার গো মা নিজ গুণে,
 কে তারিবে তোমা বিনে, মোক্ষদায়িনি ॥ ১২৬৫ ॥

ললিত—আড়াঠেকা ।

বীণা করে কে বিহরে শ্বেত সরোজ পরে ।
 বদন শরদ ইন্দু অধরে হাসি না ধরে ॥
 নগর নিকর শোভা, রজত রাজীব প্রভা,
 মধুগ মানস লোভা কর কুবলয়,
 ভালে তরুণ অরুণ, মিন্দুর বিন্দু শোভন,
 আঁখি মঙ্গল গঙ্গন বর্ণ হারে বণিবারে ॥
 বামা অতি কুশোদরী, নিবিড় নিত্য হেরি,
 তরুণ চি চারু মরি ভুবনমোহিনী ;
 ছত্রিশ বাসিনী সঙ্গে, ছর রাগ মিলে রঙ্গে,
 চাহে মা, বলা ক্রভঙ্গে মিতরূপে মনোহরে ॥ ১২৬৬ ॥

বসন্ত বাহার—টিমে স্তৈতাল ।

আ মরি ! সুন্দরী ভুবনমোহিনী ।
 কিবা রূপ অপরূপ, শ্বেত সরোজবাসিনী ; শ্বেতবরণী বীণাপ বি ।
 রূপের তুলনা আর নাই ত্রিসংসারে,
 অতুলা শোভা করে, অমূল্য মণি হারে,
 মূনির মন হরে হরের মনহারিণী ।
 বেদ প্রকাশিনী বাণী বরদে বাগ্‌বাদিনী, জয়দে জননী জগবন্দিনী ;
 তুমি সুখদা মোক্ষদা সংসারের সার,
 কুরু কটাক্ষ নারায়ণি কালভয় নিহারিণি ।
 এ দ্বিজ ব্রজমোহনের রসনা উল্লাসিনি ॥ ১২৬৭ ॥

বাঁহাজ—কাওয়ালী ।

শ্বেত সরোজবাসিনী, শ্বেতবরণী ।

শ্বেতাভরণে চরণে দশ নথরে নলিনী ।

শ্বেত কত শত পঙ্কজ চরণে, শ্বেতাম্বুজকরী সরসিজ বদনে,
পুষ্পের ভাঙ্করে হের দেখ নয়নে, শ্বেত ভালে তিলক তাহে তারিণী
ও মা এরূপ স্বরূপ কি দিব তুলনা, ত্রিভুবনে জানে মা গো,
তোমারই মহিমা, তান লয় সুর করি গো বাসনা,
হের মা নয়নে সুরেশ্বরি বাণী ॥ ১২৬৮ ॥

ইমণ কল্যাণ—আড়াঠেকা ॥

নমোনমঃ, সরোজবাসিনি ।

সুহাসিনি সুভাষিণি ! বাক্যের ঈশানী ! বেদ বিদ্যা বিধারিণি ॥
সুন্দরি সাকারী সতি ! শুভ্রকৃষ্টি সরস্বতি ।
দেহি দীনে হীনে গতি, দুর্গতিনাশিনি ॥
তুমি মা গায়ত্রী গীতা, অর্পণা অপরাজিতা,
দেহি মে অজ্ঞানে জ্ঞান, কৈবলাদায়িনি ।
ত্বংহি তত্ত্ব ত্বংহি মন্ত্র, ত্বংহি বিদ্যা বাদ্যযন্ত্র,
কে জানে মা তব অন্ত, অনন্তরূপিণি ॥ ১২৬৯ ॥

ইমন কল্যাণ—একতাল ।

ককণা অপাঙ্গে দীনে, হের হের বাগ্‌বাদিনি ।
অজ্ঞান তিমির হরা জ্ঞানালোক প্রদায়িনি ॥
মহাবিদ্যা রূপ শক্তি, শ্বেত কলেবর ! বীণাপাণি ত্রিঔণেশি ।
শ্বেতাম্বুজ বিহারিণি ।
রাগ রাগিণী অদি সৰ, সঙ্গের সঙ্গিনী তব,
সুরেশ্বরী নারায়ণি সুরবিলাসিনি ।
আসরে হাসিয়া উর, অধিনের আশা পূর,
ভাবনা কর মা ছর, ভবভয় নিবারিণি ॥ ১২৭০ ॥

বাহার—একতাল ।

না সুরেশানি নারায়ণি বাকবাণি ! জ্ঞানদায়িনি এ সুরবন্দিনি ॥

এ সারদে মা ! সারদে জননি ।

এ কুয়ার হার ! খেতবরণি খেতাজিনি ! ॥ ১২৭১ ॥

সিদ্ধু—আড়াঠেকা ।

খেত শতদলে কে মা ! বিরাজে খেতবরণী ।

বীণা যন্ত্র করে ধরা, শিরে বেণী ত্রিতঙ্গিনী ॥

পদাঙ্কজে ভ্রমে ভৃঙ্গ, জিনিয়া মত্ত মাতঙ্গ, হেরিলে হয় আতঙ্গ ।

শশধরে কুঙ্গিনী ॥ ১২৭২ ॥

কোকত—ঠংরি ।

খেত সরোজে বিরাজে, খেত বরণী ।

নবীনা ললনা কে, বীণাধারিণী ॥

বিধু লজ্জিত হেরিবে, বিধুবদনী ; পদনথরে আসি উদয় অমনি ।

নর কিন্নর সুর অমুর শরণী ; শরণাগতে সকল সম্পদ দায়িনী ।

অজ্ঞান'তিমিরে দীপরূপিণী ; কালিদাস কবিব কণ্ঠবাসিনী ।

এ ভবাণ'বে দেমা হারি ঘরণি ! শুভদাসে তরিতে পদ তরণী ॥ ১২৭৩ ॥

গণেশ সংগীত ।

হাস্মির—চৌতাল ।

হে গণেশ ! বন্দ শ্রীকান্ত নন্দন, বিঘ্ন বিনাশন তাড়ন,

পতিত পাবন ।

(ধামার) জ্যোতির্গয় যোগীন্দ্র ইন্দ্র বিনি গজ্ঞানন,

পাপীয়ে উদ্ধারিতে তারণ কারণ ;—

(চৌতাল) অনাদি অন্তত দেব, মহাদেব সূত দেব,

ইন্দ্র চন্দ্র আদি দেব, পূজে সদা ও চরণ ॥ ১২৭৪ ॥

সিংগিটে—ঠুংরী ।

গজেন্দ্র বদন, এক রদন চতুর্ভুজ স্থূলকার,
সিন্দূর বরণ, ইন্দুরবাহন, দ্বীপী চর্য শোভে গায় ।
কর শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম সুশোভন, যোগীন্দ্র পুরুষ আদি নিরঞ্জন
মদনরি রিপু প্রাণ নন্দন, বিপদে তার আশ্রয় ।
সর্বদেব আগে মাগ্য হয় তব, তব গুণ প্রভু আমি কি বর্ণিব,
সিক্তি ঋক্টি আদি প্রদাত' তুমি সব মুণিগণে গুণ গায় ।
শ্রীপদ সরোজে লইলাম আশ্রয়, অবীনেরে দয়া কর দয়াময়,
আমি মূঢ়মতি ধনকৃষ্ণ কর, রাখ মোরে রাখা পায় ॥ ১২৭৫ ॥

রামকেলী—তিওটে ।

প্রণমামি গণরাজ, গজানন বিঘ্নরাজ,
দৈবকর্ষ অনুষ্ঠানে তুমি প্রভু সর্বাগ্রজ ।
হেরষ সঙ্কটে তোমার বিনায়ক বুদ্ধিনেতা,
সিক্তিদাতা বিঘ্নহাতা তব চরণ পঙ্কজ ॥
অর্ধ স্থূল লম্বোদর, দৈন্যাতুর কৃপা কর,
বিঘ্ন হর 'বঘ্ন হর দেহ দীন পদ রজ ॥ ১২৭৬ ॥

চায়াগী—কাওয়ালী ।

হেরষ গণেশ হের হের গজানন ।
সর্ব দেবাগ্রজ কেহ তবাগ্রজ নন,
যায় যায় যায় প্রাণ বুঝা না ভজি ও চরণ ॥
দেব পুত্রের অরাক্ষসাপ্ররণে,
হুসিক্তি স্বর্গী পায় হে তায় হে, করিবর প্রদান হে,—
করিবর বদন হে তার পাপপ্রিত জনে ঘৃণাও মনোবেদন ॥ ১২৭৭ ॥

জয়জয়ন্তী—রাপতাল ।

আরম্ভ মূঢ় মন নজ হেরষ চরণ রজে ।
কেন উরিয়া যাবে বিঘ্ন সিক্তি হবে সর্ব কাজে ॥
হের তরুণ অরুণ কান্তি, যাবে ভ্রান্তি পাবে শান্তি,
অসিল স্ব অবজহ লম্বোদর পদাঙ্কজে ॥ ১২৭৮ ॥
এ কির মন বড়হনা, ভাল কথা ভাল বাসনা,
বিঘ্ন বিষে বাসনা, পাদপদ্ম সুখা তাজে ॥ ১২৭৯ ॥

রাগ ভৈরব তাল—একতালী ।

গঙ্গাধর অঙ্গজ গঙ্গানন গঙ্গানায়ক ।

গঙ্গাপতি গুণাকর গণেশ, গুণহীনে গতিদায়ক ।

গজেন্দ্রবদন লম্বেদর, যোগেন্দ্রানী নন্দন,

তরুণ ভানু নিদিত তনু, ভানুজ ভয়বধরক ।

বিঘ্নহরণ মুখিকবাহন চতুর্ভুজ এক রদন,

সুন্দর রূপ আনন্দ কূপ, কামদ মদ দমন !—

সিন্ধিদাতা-সঙ্ক্বেদর, ভবার্ণব নাবিক ;

কিঙ্করে কর করুণা প্রভো ! ক্রেশ কলুসনাশক ॥ ১২৭৯ ॥

ইমন—কাওয়ালী ।

প্রগতি মিনতি চরণে গণেশঃ ।

বিঘ্ন বিনাশন ত্বং পরমেশঃ ; পরাংপর পরম পুরুষঃ,

পরমানন্দদায়ক পরম ব্রহ্ম, পরম পাণ বিনাশঃ ।

কিবা নিদিত তরুণ ভানু তনু সুরিষাজিত, লম্বোদর চতুষ্কর

অতি সুশোভিতঃ, করীন্দ্র বদন ধরঃ ;—

যোগীন্দ্র পুষ্টিতঃ সুরেন্দ্র দেবিতঃ, গিরীন্দ্র সূতাসূত

মুনীন্দ্র বশিতঃ, মাত্ৰাতি মাত্ৰাতি দেতি শুভ শিবঃ

কুরু দেব করুণা লেশঃ ॥ ১২৮০ ॥

ইমন—কাওয়ালী ।

মানস ! গণেশ ভাব না ।

ভাবিলে তব রবে না রবিসূত ভাবনা ।

জ্ঞানেন্দ্রে সদা সাধে সুরেন্দ্র যাকে, ভক্ত গিরীন্দ্র-সূতাসূত করীন্দ্র যবে,

যদি করিবে সিদ্ধি কামনা ।

ভাব থর্কদেহ হুংস থর্ককারীয়ে, হবে সর্প সূত তব লভা শরীরে,

ভেবে দিবা জ্ঞান লভ না ;—

মুক্ত করণ গুণবৃত্ত হৃদয়, প্রভু তত্ত্বিকায় অদ্বৈত ভক্ত প্রিয়,

বাক্ত স্পর্শনিধি বস্তু, সদত, লভে মুক্তি সাধে যে জনা ॥ ১২৮১ ॥

উমার বাল্যলীলা ।

কীর্তন ।

গিরিবর আর আমি পারিনে হে
প্রবোধ দিতে উমারে ।
উমা কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তনপান,
নাহি খায় ক্ষীর ননি সরে ॥
অতি অবশেষ নিশি, গগনে উদয় শশী,
বলে উমা ধরে দে উহারে ।
আমি পারিনে হে, প্রবোধ দিতে উমায়ে ॥
কাদিয়ে ফুলালে আঁধি, মলিন ও মুখ দেখি,
মায়ে ইহা সহিতে কি পারে ।
আয় আয় মা মা বলি, ধরিয়ে কর অঙ্গুলি,
যেতে চায় না জানি কোথারে ॥
আমি কহিলাম তায়, চাঁদ কি রে ধরা বায়,
ভ্রূষ ফেলিয়ে মোরে মারে ।
উঠে বসে গিরিবর, করি বহু সমাদর,
গৌরীয়ে লইয়া একালে করে ॥
মানন্দে কহিছে হাসি, ধর মা এই লগু শশী,
মুকুর লইয়া দিল করে ;
মুকুরে হেরিয়া মুখ, উপজিল মহামুখ,
বিনিন্দিত কোটি শশধরে ॥
শ্রীরামপ্রসাদ কর, কত পুণ্যপুঙ্গব,
জগৎ-জননী বার ঘরে ।
কহিতে কহিতে কথা, হুনিদ্রিতা জগন্মাতা,
শোয়হিল পালঙ্ক উপরে ॥ ১২৮২ ॥

প্রভাত সময়ে জার্নি, হিমগিরি রাজরাণী,
 উমার মন্দিরে উপনীত ।
 মঙ্গল আরতি করি, চেতনা জগায় রাণী,
 প্রেমভরে অঙ্গ পুলকিত ॥
 বারে বারে ডাকে রাণী,
 জননী জাগৃহি জাগৃহি জাগৃহি,
 আগত ভানু রজনী চলি যায় ।
 পুলকিত কোকবধু শোক নিভায় ॥
 উঠ ঠেঠ প্রাণদোষী, এই নিকটে দাঁড়ায়ে শিরি,
 উঠগো এবমুচিতসধুনা তব নহি নহি নহি ।
 স্মৃতমাগধবদী, কৃতাজলি কথয়তি,
 নিদা জহিহি জহিহি জহিহি ॥
 গাজ উথানং কুরু করুণাময়ি ।
 সক্রমণদৃষ্টিং ময়ি দেহি দেহি দেহি ॥ ১২৮০ ॥

ভজন ।

চল গো মন্দাকিনী জনে, শিব পূজা বিজয়দলে,
 ম'ই শুন ওলো মাইকি ভাব ।
 তখন গৌরীর কনকমুখে মুহু মুহু হাস ॥
 ম' ঠাকিছে রে ।
 কোকিল কলতরু, শীতল মাকত,
 হতরুচি সম্প্রতি ভাতি শিখী ।
 নারক মলিন, বিলোকনে কুমুদিনী,
 কম্পিত বিগ্রহা মলিন মুখী ॥
 কলয়তি শ্রীকবিরঞ্জন দীন, দীন দয়াময়ি হুর্গে,
 জাহি জাহি জাহি ।
 ভীমভবার্ণাময়ুসু তারয়, কৃপাবলোকনে,
 মাঙ্গা'হি মাঙ্গা'হি মাঙ্গা'হি ॥ ১২৮১ ॥

গাল বাজ যন, সজল লোচন,
 ঐশ্যম যেমন বিধি ।

অক্ষচন্দ্রাকৃতি, অসীদ শঙ্কর, বেদবিদাস্বর,
 কৃপাময় ঔণনিধি ॥

করণাকর দেব দেব শঙ্কর ।

ও প্রভু করণাকটাক্ষ কর, দেব দেব শঙ্কর,
 সেই ব্রহ্মময়ীর এত ক্রেশ ॥

শ্রম বিনা কে করে কটাক্ষলেণ ॥ ১২৮৫ ॥

জয়া বলে আমি সাজাইলাম, বেশ বানাইলাম, জগদম্বা চল পুষ্প কাননে,

চল চল পুষ্পবনে, জয়া দাসী যাবে সনে,

জগদম্বা বিলম্বে ও চলিত চিত্রপদ চলনা ।

লোহিত চরণতলারূপ পরাভব,

নগরুচি হৃদয় সম্পদলনা ॥

লীলাকল নিচোল বিলোল পবন ঘন,

সুমধুর নুপুর কিঙ্কিনী চলনা ।

সকল সম'য় মম হৃদয়সরোরুহ,

বিহরসি শরশিরসি শশী ললনা ॥

কল্পতরুতলে, শ্রীশাক্ষিশোর ভাবে, বাঁধা ফল ফলনা ।

ভাগ্যহীন শ্রীকবিরঞ্জন কান্তর, দীন দয়াময়ী সন্তত ছল ছলনা ॥

ধূয়া ।

তাল ভৈরব বেতালি রে ।

নাচিছে কাল, বাজিছে গাল, বেতাল ধরিছে তাল ।

কেহ নাচিছে গাইছে, তুলিছে হাত,

বসিছে জয় জয় কাশীনাথ ॥

প্রেমসীর প্রেমরনে, গদ গদ তনু বশে,

ধসিছে কটর বাঘাস্বর ।

শিরে সুরতরঙ্গিনী, কল কুল উঠে ধনি,

সঘনে গরজে বিবধরু ॥

ভণে রামপ্রসাদ ভাল, শুধু বসন্তকাল ॥ ১২৮৭ ॥

গোষ্ঠ ।

অগদম্বারে যব পুরে বেণু, যব পুরে বেণু
 ধার বহুস ধেনু, উঠে পদরেণু ।
 রেণু চাকে ভানু, ভাবে ভোর তনু ॥
 গতি মত্ত মাতঙ্গ, দোলায়ত অঙ্গ ।
 কি প্রেম তরঙ্গ, মো মাকি রঙ্গ,
 নেহারি পতঙ্গ ॥
 হত কোকিল মন, সুমধুরী তন,
 যবে হরে জ্ঞান ।
 যোগী তাজে ধ্যান, ঝুরে মন প্রাণ ।
 ক্ষণে মন্দ ভাসে, ক্ষণে মন্দ হাসে,
 চপলা প্রকাশে ।
 রামপ্রসাদ দাসে প্রেমানন্দে ভাসে ॥ ১২৮৮ ॥

আগমনী ।

গিরিরাজের প্রতি মেনকা ।

জংলা ঝাঁঝিট—কাওয়ালী ।

কাল স্বপনে শরীরী মুখ হরি কি আনন্দ আমার
 জিনি অকলঙ্ক বিধুবদন উমার ॥
 বসিয়া আমার কোলে, দশনে চপলা থেলে,
 আধ আধ মা মা বশে বচন সুধাধার,
 জাগিলা না হরি তারে প্রাণ রাখা ভার ॥
 ভিখারী সে শূলপাণি, তারে দিয়ে নন্দিনী,
 আর না কখনো মনে কর একবার,—
 কেমন কঠিন বল হৃদয় তোমার ॥
 কমলাকান্তের বাণী, শুন হে শিখরবাণি ।
 বিলম্বনা কর আর গৌরী আনিবার,
 দূরে থাকে সব দুঃখ মনের অধার ॥ ১২৮৯ ॥

ষিঁ ঝিট—আড়াঠেকা ।

স্বপনে দেখেছি গিরি গৌরী আমার এসে ঘরে ।
 মী বলে চাঁদমুখে কত দুঃখ প্রকাশ করে ॥
 সতিনী জাহ্নবী নীরে, আদরে শিব ধরে শিরে,
 গৌরী ছুখে কালী হেরে, বুড়ো মিস্রে পায়ে ধরে ॥ ১২৯০ ॥

খট—একতারা ।

গিরি গৌরী আমার এসেছিল ।
 স্বপ্নে দেখা দিয়ে চৈতন্য করিয়ে চৈতন্যরূপিনী কোথায় লুকাল ॥
 কহিছে শিখরী কি করি অচল, নাহি চলাচল হলেম হে অচল,
 চকলার মত জীবন চকলু, অঞ্চলের নিধি পাইয়ে হারাল ।
 দেখা দিয়ে কেন এত নায়া তার মায়ে প্রতিনিয়ত নাহি মহামায়ার,
 আবার ভাবি গিরি কি দোষ অভাগার পিতৃদোষে মেয়ে পাবাণী হল ।

তৈরবী—কাওয়ালী ।

কি অপরূপ হেরিলাম গিরিরাজ ।
 গত নিশির স্বপনে, দেখি উমা চন্দ্রাননে,
 আশুতোষ হৃদাসনে বেড়ি যোগিনী সমাজ ॥
 মন মন স্থির নহে সে মুখ দেখিতে চাহে কে বুঝিবে মরম যাতনা,
 শুনহে ভুধর স্বামী, কেমন করিম তুমি,
 তনয়া পারি আছ, তোমার কি এই কাষ ॥ ১২৯২ ॥

প্রসাদী সুর—একতারা ।

আনার উমা সামান্য মেয়ে নয় । গিরি তোমারি কুমারী তানয় তানয় ।
 যথেষ্ট যা দেখিছি গিরি, কহিতে যেনে করি ভয় ।
 ওহে কারো চতুর্মুখ কারো পঞ্চমুখ উমা তাঁদের মস্তকে রয় ॥
 রাজ রাজেশ্বরী হয়ে হাসবেদনে কথা কয় ।
 ওকে গরুড়াহন কালবরণ জোড় হাতেতে করে বিনয় ।
 প্রসাদ ভাবে মুণিগণে যোগধানে যারে না পায়;
 ভূমি গিরি ধন্যা হেন কণা, পেয়েছ কি পুণ্য উদয় ॥ ১২৯৩ ॥

বিস্মিট—একতারা ।

সাধের গৌরীধন করে শিবে সমর্পণ কেন হলে বিশ্বরণ ।
 আমার সর্বস্ব ধন করিলে বঞ্চন, যদি মঙ্গল চাও তো মঙ্গলারে আন ।
 গিরি জানহে অন্তরে, পঞ্চতপা করে,
 কত যোগে যোগমায়ার আগমন ;—
 এমন ছল'ভ রত্ন নিলে, পঞ্চাননে দিলে,
 বঞ্চনা করিলে অঞ্চলের রতন ॥
 বাছা কতই সেথা থাটে, শুনি সিদ্ধি ঘোটে,
 করে সিদ্ধিদাতার পিতার সিদ্ধি আহরণ,
 আমার কর্দম কণো, সবে কহে ধনো,
 দশহাতে করে সংসার রক্ষণ ॥ ১২৯৪ ॥

ভৈরবী কাওয়ালী—আড়াঠেকা ।

ভেবে দেখ গিরি তুমি আগে কি হে বলেছিলে ।
 এখন কাঁদি নিশি দিন তবু এনে নাহি দিলে ॥
 বলেছিলে শরৎকালে, কন্যা আমি দিব কোলে,
 এখন কলে কৌশলে, ভূলাতে আশায় বসিলে ।
 কর ঘরেতে বোধন, শিবকে কর সম্বোধন,
 চণ্ডীরে কর সাধন চণ্ডীর দেখা যদি মেলে ।
 শিবানীর শিব ছেড়ে আশা নে বানীর নাহি ভরসা,
 ভবানীর আসার আশা, নাই ভেবে বুঝ তাজিলে ।
 কিন্তু মোর মনস্তাপে, অনুতাপে তনু কাঁপে,
 পড়েছি মায়া সন্তাপে মহামায়ার ওহিলে ॥ ১২৯৫ ॥

আড়ানাবাহার—তিওট ।

কয় হিম গিরিবর গেহিন্দী ।

হয়ে কাতরা বিনা প্রাণ নন্দিনী, গিরিরাণি বিনোদিনী,
 বলে কোথা গো অভয়ে ব্রহ্ম সনাতনী ॥

হও অচল সচল অবিলম্বে, হরায় আন গৃহে অশ্বে, শুন হে শৈলবর ।
 গেল গৌরী লয়ে গৃহে হর, শুন হে শিখর মম কলেবর অশ্বির,
 হির'নহে বিনা ঈশানী ॥ ১২৯৬ ॥

তৈরবী—আড়াঠিকা ।

আর না রাখিব গিরি প্রাণের গৌরী শিবের ঘরে ।

এবার আনিলে তারে পাশে না পুন ফিরে ॥

নিষ্ঠুর জামতারে হেরে, সমর্পিল গিরিজারে,

সেত পালিতে না পারে, শুনি গৌরী পালে তারে ॥

নাহ শিব পালনকারী, কহে তারে সংহারকারী,

জেনে শুনে সে ভিখারী কেন কন্যা দিলে তারে ।

এ বড় মনের কানী, গৌরী মোর হল কালী,

দুঃখে কাটে চিরকালি সুখ নাহি দিনের তরে ॥ ১২৯৭ ॥

খট্, তৈরবী - একতালা ।

গিরি কি সুধাও হে সমাচার ।

বলতে সে স্বপন না সরে বচন খেদে পুড়ে মন বহে অশ্রবারে ।

নিশিতে যেমন ভেবে উমাধন, অনেক আগ্রাসে মুদ্রিবে নয়ন,

অমনি স্বপনে করি দরশন শিরেরে বসিয়ে সেন মা আমার ।

নাহি সে বরণ নাহি আভরণ, হেমঙ্গ হয়েছে কালীয়বরণ,

হেরে তার আকার চিনে উঠা ভার, সে উমা আমার উমা নাহি হে আর ।

বসিয়ে শিরেরে কহিল কাতরে, কত অর দয়া থাকবে পাথরে,

ভিখারীর করে সমর্পণ করে, কেন লও না ফিরে তব্ব একবারি ॥ ১২৯৮ ॥

আলহিয়া—চিরা ভেতলা ।

গিগি হে গিগি পেরে দ্রুত যাও ।

বড় বাকুল পরানী, উমা পরাণনন্দিনী হর ঘরনী ঘরেতে মিলাও ।

সম্বৎসর কুল গত সময় হ'ল আগত, ওঠাগত প্রাণ বাঁচিলে বাঁচাও ।

শৈল যাও হে শৈল যাও মেঘে এনে অদনে দুঃখনীর দুঃখ ঘচাও ।

বনে জীবন কুমারী ভুবন তিমির হেরি, ভুবনে ভূনেশ্বরী মিলাও,-

করে আরাধন, মহেশ তারাধন, এনে বাসে উভয়ের বাসনা পূরাও ।

গৌরীর বিচ্ছেদাণ, দহিলে মনে বিগুণ,

জানি ওণ যদি সে আশুন মিলাও ॥ ১২৯৯ ॥

শরৎসাহার—একতালা ।

“যাও গিরি আনিতে গৌরী কেমন করে রয়েছে ।
আমি শুনেছি নারদের মুখে আমার স্মা নাকি কত কৈদেছে ॥
ভাঙ্গড়ে পীরিতি বড়, দেশের ভাঙ্গড় করেছে জড়,
আমার উমা মায়ে বসন ভূষণ তাও বেচে ভাং খেয়েছে ।
সোনারি কুমারী কুমারি আমার, ভাঙ্গতে মত্ত জামাতা তোমার,
গাঙ্গের সহিতে ধুতুরা বীজেতে সুখা বলে না কি খেয়েছে ॥ ১৩০০ ॥

আলাইয়া—আড়াঠেকা ।

অচল সচল হও আনিতে দ্রশান জায়া ।
জাননা মেয়ের প্রতি মায়ের কি কত মার্যা ॥
যদি আমি কোন মতে, পারি বক্ষ বিদারিতে,
তবে পারি দেখাইতে সে মায়া কেমন ।
কি ফল বলে তোমায়, তুমিত পাষণ কায়,
মম প্রাণ যায় যায় না হেরে সে মহামায়া ॥ ১৩০১ ॥

৫ট—একতালা ।

গিরি গণেশ আমার শুভকারী ।
নিলে তার নাম, পু মনস্কাম সে আইলে গৃহে আসেন শঙ্করী ॥
বিজয়মূলে কারব বোঝন, গণেশের কলা পে গৌরীর আগমন,
বরে এনে চণ্ডী, শুব আমরা চণ্ডী, অ সব কত দণ্ডী যোগী জটাধারী ॥

সাহানা—৪৭ ।

এবার আমার উমা এলে আর উমায় পাঠাব না ।
বলে লবে লোকে মন্দ, কারো কথা শুন্বো না ॥
যদি আসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কর,
মায়ে ঝিয়ে করু'বা ঝগরা জানাই বলে মান্বো না ।
দ্বিজ রামপ্রসাদ কর, এ দুঃখে ক প্রাণে ময়,
শব শশানে মণানে কিরে ঘরের ভাবনা ভাবে না ॥ ১৩০৩ ॥

টোড়ী—কাণ্ডিয়ালী ।

যাও হে গিরিবর আন বেয়ে নন্দিনী আমার ।
 গৌরী দিয়ে দিগম্বরে, কেননে রয়েছ ঘরে, কি কঠিন হৃদয় তোমার ॥
 জানত জামাতার রীত, সদাই পাগলের মত,
 পরিধান বাঘাম্বর শিরে জটাতার ।
 আপনি শ্মশানে ফিরে, সঙ্গে লয়ে যায় তারে,
 কত ক্ষাচ্ছে কপালে উনার ॥
 শুনেছি নারদের ঠাঁই, গায়ে মাখে চিতা ছাই
 ভুষণ ভীষণ তার গলে ফণিহার ।
 এ কথা কহিব কায়, তাজি সুখা বিব খায়,
 কহ দেখি এ কোন্ বিচার ॥
 কমলাকান্তেরী বাণী, শুন শৈলেশ-রমণী,
 শিবের গেনন রীত ন্যায়তে অপার ।
 বচনে তুষিলা হর, যদি আনিবারে পার,
 এলে উমা না পাঠাবে আর ॥ ১৩০৪ ॥

আলাইয়া—আড়াঠেক ।

ধরাধরবর কর হর পুরেতে গমন ।
 প্রাণের উনায় আন হে হরায় প্রবোধ কথায় নাহি বুঝে মন ।
 সেই সূক্ষ্মারী কুমারী অ নার, সংসারে সার সকল হুসার,
 প্রাণের আধার সে বিনে আঁধার না বলিতে মোরে নাহি অন্য জন ।
 হয়ে যার আসার আশায় অধীন, করি বধগত হয়ে হর্ষহীন,
 দিন দিন বসে গণি নিশিদিন তিন দিনে মাত্র হেরি সে রতন ॥ ১৩০৫ ॥

খট—একতালী ।

গিরি গৌরী ধনে আন গিয়ে ।

হেরেছি স্বপনে, ভবনে ভবন মা আমার বেড়ান ভিক্ষা করিয়ে ।
 ধরিয়ে স্বপনে সূতায় এমন, ধৈর্য কি ধরে জননীরমন,
 তাহাতে শঙ্কর সদা দিগম্বর, ভাঙ্গে মণ্ড সদা ঢুলেন বসিয়ে ।
 যখন কৈলাসী ঘান কৈলাসেতে, বলিয়াছিলেন ধরিয়া তাতেতে,
 রাখিস গো অন্তরে ভুলিসনে মা মোরে দরিদ্র পতিরে দিয়াহিস বিয়ে

বেহাগ—একতাল।

কব কি গিরিবর ।

প্রাণের নন্দিনী, জনমছুথিনী,

বারেক তাহারে মনে নাহি কর ।

কি জানি কি ভাব, মনেতে ভাবিলে,

সোণার প্রতিমা পাগলেলে দিলে,

ছুহিতা বলিয়ে মুখ না চাহিলে পাশাণে বাঁধি অন্তরে ॥

নিশি শেষে যখন ঘুমে অচেতন দেখিলাম ওহে বড় কুস্বপন,

সেই অবধি মম স্থির নহে মন চঞ্চল নিরন্তর,

নলীন বয়ানে মলিন অতি, চলিবার মার নাহিক শক্তি,

দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করেন ভগবতী পথের অমেতে কাতর ॥

অর্দ্ধ অঙ্গ ঢাকা জরাজীর্ণ বাসে, অবশেষে উমা আসে মম পাশে

থেতে কিছু দেমা বলে উমা ভাষে, ধরিয়ে মম কর ।

স্কীর, ছানা, ননী সমতনে লয়ে, উমারে দিতেছি পুলকি হয়ে,

নিদ্রাভঙ্গ হল এমন সময়ে চেয়ে দেখি সব অন্ধকার ॥ ১৩১০ ॥

আলাইয়া—আড়াঠেকা ।

উঠ ওহে গিরি কতই যুমাও,

কুস্বপন দেখেছি ভয়ে কহিতে না পারি ।

ঘোর অন্ধকার নিশি, বিবসনা মুক্তকেশী ।

উমা শশাননিবাসী সহ ত্রিপুরারী ॥

শিবা সব রব করে, রিপুমুণ্ড অসি করে, শবের উপরে,

ডাকিনী যোগিনী ঘেরি, দেয় সুখা কর পুরি,

লাজ ভয় পরিহরি আমার শঙ্করী ॥

ভরা যাও হে হরপুরে, আনিবারে মঙ্গলারে,

মনে বৈষ্য নাহি ধরে বিনে সে কুমারী,—

নতুবা করিহু পণ, জীবনে ত্যজিব জীবন,

আনি দেহ উমাধন মিনতি করি ॥ ১৩১১ ॥

বেহাগ—ত্রিওট ।

আমি কি হেরিলাম নিশি স্বপনে ।

অচেতন কত না সুমাও হে, এই এখনি শিয়রে ছিল,
গৌরি নামার কোথায় গেল হে আধ আধ মা বলিয়ে বিধুবদনে ॥

মনের তিমির নাশি, উদয় হইল আসি,

বিতরে অমৃতরাশি স্তূললিত বচনে ॥

অচেতনে পেয়ে নিধি, চেতনে হারালেম গিরি হে,

ধৈরজ ধরে না জীবনে ॥

আর শুন অসম্ভব, চারি দিকে শিবারব,

তার মাঝে আমার উমা একাকিনী শ্মশানে ॥

বল কি করিব আর, কে আনিবে সমাচার,

না জানি মোর গৌরি আছে কেমনে ॥

কমলাকান্তের বাণী, পুণ্যবতী গিরিরাজী,

যে রূপ হেরিলে তুমি অনায়াসে স্বপনে ॥

ও পদ পঙ্কজ লাগি, শঙ্কর হয়েছে ঘোণী,

হৃদয় মাঝারে রাধি অতি যতনে ॥ ১৩১২ ॥

বিভাব—আড়াঠেকা ।

আন তারা ওরা গিরি নয়নে লুকায়ে রাখি,

তারা হারা হয়ে আমি সব শূন্যময় দেখি ।

গগনে হেরিয়ে তারা, মনে হয় যে প্রাণের তারা,

শুনছি তারারে না কি পাঠাবে না তা'রা ॥

নায়ের আমার নাম তারা, জিনয়নে তিন ধারা,

পাছে হারায় হৃদে তারা, রাখে শিব না মুদে অঁপি ॥

মা আমার দুধের ছেলে, কাঁদে কত মা মা বলে, ও পাশে গিরি :-

শিবের নাইক পিতা মাতা, কে করে স্নেহ মমতা,

কারে হবে মনের নাথা স্বর্গলতা বিধুমুখী ॥ ১৩১৩ ॥

আলাইয়া—একতালা ।

উঠ ধরাধর ধর ধর ধর শুকাল অধর না সরে কৃণী ।
 সভয়ে হৃদয় কাঁপে থর থর স্রব স্রব স্রব ভবানী ।
 মা বলিতে কেবল উমা এক মেয়ে,
 শিবা আছেন শিব সোহাগিনী হয়ে,
 কে বুঝি আইন, কিরূপ হইয়ে দেখি রূপ চমৎকার,
 শিব আছেন যেন পদতলে তার,
 ভাবেতে মোহিত হয়ে শবাকর,
 কি জানি কি দোষে কি হল উমার কে বুঝি হইল নুতন সতিনী ॥ ১১ ॥

আলাইয়া—একতালা ।

আর কত দিন গিরি হে ভুলিয়ে রবে ।
 ভাবনা অন্তরে তুমি গৌরীকে আনিতে হবে ॥
 শীত গ্রীষ্ম বর্ষা ফেল, শরত উদয় হল,
 শরদা নাথিক এল এ দুঃখ না প্রাণে সবে ॥
 ক্ষণতঃ গৌরী বন, ভিখারী ক'রে দান,
 বৃক্ষেতে বেঁধে পাখান কত শেল আর সবে ॥
 মনেতে রহিল কালী গৌরী নাকি হল কানী,
 আর গিরি কত কালি শিবের ভরসায় রবে ॥ ১২ ॥

ললিত—আড়াঠেকা ।

কবে উমারে লইয়ে আসিবে হে গিরি ।
 বলনা আনারে তরা তার বিনে প্রাণে মরি ॥
 সবে মাত্র একই কথা, মা বলিতে নাহি অগ্নি,
 আগার কপাল জ্বলি জ্বলি ভিখারী ॥
 শশানে মশানে থাকে, চিত্তা ভগ্ন গারে মাগে,
 হৃত সঞ্জে রঞ্জে সদা থাকে সেই ত্রিপুরারী ॥ ১৩ ॥

আলহিয়া—আড়াঠেকা ।

কেমনে না জানি গিরি তব মন প্রাণ ।
 তনয়ার প্রতি কিহে কিছু নহে টান ॥
 মতবার বলেহি যেতে, কৈলাসে গৌরী আনিতে,
 ততবারই মন চিতে প্রবোধ করহে দান ॥
 কি কব হে জেতে নারী, নিজে আশ্রিতে যেতে নারি,
 সহজে লাজেতে মরি ভাবি কুল মান ॥
 কিস্ত তুমি কি করিবে, অচল ধর্ম নাম রাখিলে,
 নামেতে পাবাণ বলে হৃদয়ও কিহে পাবাণ ॥ ১৩১৭ ॥

ভৈরবী আপা—ফেলেনী ।

কবে যাবে গিরিরাজ গৌরীয়ে আনিতে ।
 বাকুল হতেছে প্রাণ উমারে দেগিতে ॥
 গৌরী দিগে-দিগন্তরে আনন্দে রয়েছ ঘরে,
 কি আছে তব অন্তরে না পারি সন্নিহিত,
 কানিনী করিম বিধি, তেঁই হে তোমায়ে মাধি,
 নারীর অনুম কেবল মাথা সহিতে ॥
 সূতিনী সরলা নহে, স্বামী সে স্থানে রহে,
 তুমি হে পাবাণ তাহে না কর মনেতে,
 কমলাকান্তের বশী, শুন ওহে শিখরমণি,
 কেমনে সহিবে এত মাগের প্রাণেতে ॥ ১৩১৮ ॥

মেনকার প্রতি গিরিবাজ ।

কালান্ধা—একতালা ।

কুমারী উমার তরে কেন এত ভয় লো ।
 তনয়ার প্রতি নাহা পহার কি নয় লো ॥
 ভাজিয়ে রোদন ধরনি, কর স্তম্ভল ধরনি,
 সর্বমঙ্গলা আপনি আশিবেন আলয় লো ॥ ১৩১৯ ॥

বেহাগ—আড়াঠেকা ।

বৃথা রাণী বল যেতে কৈলাস ভবনে ।
সামান্য দিলে কিহে পায় সে অমূল্য ধনে ।
কি ধন অভাব তার, কুবের ভাণ্ডারী যার,
অচলা কমলা আর নিরন্তর যার সনে ।
মহানোহ মহামায়ার, ভুবন যে জন ভুলায়,
ভুলাতে বল সে ভোলায়, ভুল লো স্থলোচনে ।
তবে যদি তেমন পারি, লয়ে বিদ্বদল বারি,
ভুলাব সে ত্রিপুরারী উমারি কারণে ॥ ১৩২০ ॥

খট — একতারা ।

রাণি আনি গিয়ে গৌরীধনে ।
হয়েছে স্বপন কর নিবারণ, সত্য কে কখন ভেবনাক মনে ।
ত্রিলোকের নাথ শিব সারাংশার, রাজরাজেশ্বরী তনয়া তোমার,
বিধি চক্রধারী, আদি বজ্রধারী, অবনত রন তাঁহার চরণ ।
তনয়া তোমার দেখ কাশীধামে, অন্ন দেন জীবে অন্নপূর্ণা নামে,
সকল মঙ্গল শিব মহাবল, কেন বল হুঃখ ভাবিতেছ মনে ॥ ১৩২১ ॥

পরজ কালাহুতা — মধ্যমান ।

এই নাও তোমার উমারে ।

কত না মিনতি করি, তুমিয়া ত্রিশূলধারী, প্রাণ উমা আনিলাম নিজপুরে
দেখো মনে রেখো ভয়, সামান্যো তনয়া নয়, মারে সেবে বিষ্ণু হরে ।
ও রাজা চরণ দুটি, হৃদে রাখেন ধ্বজটী, তিলান্ন বিচ্ছেদ-না করে ।
তোমার উমার মায়া, নিগুণে সঙ্গ কায়া ছায়ামাত্র জীব নাম ধরে ।
ব্রহ্মাও ভাণ্ডারী, কালী তারা নাম ধরি, কৃপা করি পতিতে উদ্ধারে
অসংখ্য তপের ফলে, কপটতা মায়া ছলে, ব্রহ্মময়ী মা বলে তোমারে
কমলাকান্তের বাণী, ধনা ধনা গিরিবাণী, তব পুণ্য কোঁকহিতে পা:

কাঞ্চি সিন্ধু—৫৭ ।

দেখ রাগি নয়ন ভরে উমা আমার ঘরে এল ।
মঙ্গলারি আগমনে অমঙ্গল সব দূরে গেল ॥
সুমঙ্গল গান কর, উমাধনে কোলে কর,
এত দিনের পরে তোমার দুখ নিশি পোহাইল ॥ ১৩২৩ ॥

প্রতিবাসিগণের উক্তি ।

আলিয়া—আড়াঠেকা ।

কেমনে নিশ্চিন্ত মনে আছ গো শিখরি ।
কালান্তে কালান্তে দিয়ে কোলের কুমারী ।
সুধা ইন্দুমুখী উমা, সৌন্দর্য সাগর সীমা,
বিরূপাক্ষে সাজে কি মা, ভুবন সুন্দরী ।
ভুজঙ্গ বাসঙ্গ করে, চিতাভস্ম অঙ্গে ধরে,
সর্বদা শ্মশানে কিরে ত্রিশূলধারী,—
মোড়শী পদ্মিনী বালা, পদ্মকান্ত মণিমালা,
শশিতালার ভাগ্যে ভোলা ভর্তা ভিখারী ॥ ১৩২৪ ॥

পরজ কালাড়া—কাওয়ালী ।

এখন আসিবে গো গিরিরাজ আনন্দে অভয়া লয়ে ।
অজি জুড়াইব অশ্রুি চল সখি দেখি গিয়ে ॥
যেনকা রাণীর দাসী, প্রতি ঘরে ঘরে আসি,
মনের তিমির নাশি, মঙ্গল গিয়েছে করে ।
তোমরা যতেক এয়ো, রাজার ভবনে যেও,
বরণ করিয়ে রাণী লয়ে গো আপনার মেয়ে ।
হেনকালে শৈলসাগর, এস যেন পাগলিনী,
মুখে নাহি সরে বাণী, রইল ও চাঁদ মুখ চেয়ে ।
কমলাকান্তের ভাষা, পুরিল মনের আশা,
বিরিকি বাঞ্ছিত নিধি বিধি দিল মিলাইয়ে ॥ ১৩২৫ ॥

জানি না—একতান্না ।

ওগো তোর মন ভাঙে জনক জননী উষার ।

পাঠাইয়ে দিবে তবু নানি নাহি আনিবার ॥

উমা দিলে দিগন্তের সীমা জানেনে কি র যেন কর্ণহার ।

আপনি রক্তের স্রোতের রেপেছে তেমন,

নাহি পরিবেশে তবু বিকৃতি অনবার ॥ ১৩২৬ ॥

ললিতা—একতান্না ।

ঐ মা এল তোমার নিকিরা বশানী, চল পানানী ।

ধর ধেনা ধর, কেঁদনা পাঁচ পাঁচ, কঁদে কঁদে দিয়ে ত্রিলোকবিনিনী ।

ঝুগল বালক ঝুগল কান্দে, ঝুগল ঝুগল জ্বিনিয়ে বাকো,

মা কে বলে জীবন চক্ষে,—

হরকানিনী, গজগামিনী, অভিম নিনী, অতি উগ্ধিনী ॥

আর নাই মা রূপ প্রাপ্তি বিধ, মনের অন্ধকার হইল দৃশ্যে,

রূপ লাভণো, জ্বিনিয়ে অশ্রু, মা তোম কহে ভুবন ধনো,

নহে সমান্ত্রে ত্রিলোক মন্ত্রে পাণহারিনী, ভাপবারিনী দীন জননী ॥

অজস্র কবিতা — একতান্না ।

গা তোল, গা তোল বাঁধ না কুন্তল, ঐ এল পানানী তোর ঈশানী ।

লয়ে ঝুগল শিশু কোলে, মা কৈ মা কৈ বলে,

ডাকছে মা তোর ঐ শিশুরবদনী ॥

খলি যে রক্ত উদরে, তোর মত সংসার, রক্তগর্ভা এমন মাই বমণী,—

মা কত পূণাকলে, এমন কন্যা পেলে, জীবে চতুর্দর্প ফলদাহিনী ॥

ত্রিভূীন ধন্তে, ত্রিভুবন অশ্রু, তোর মেয়ের তুলনা নাই গো রাণী,

আমরা জান্তাম ভবের প্রিয়ে, আজ শুনি তোর মেয়ে,

ঐ নাচি ভবের ভয়হারিনী ॥

তোম'র ঐ তারা, চন্দ্রচূড়াকী, চন্দ্রদর্পহরী চন্দ্রাননী ।

এমন রূপ দেখিলে কার, মনের অন্ধকার,

হরে মা তোর হরমনোমোহিনী ॥ ১৩২৮ ॥

বরাণি অমরিকা ॥

বারে বারে কহ বাণী পৌরী আনিবারে ।
জান ত জানতার বীত অশেষ প্রকারে ॥
এরক ভাষিয়া মধ, হী করে কণী,
হস্তাধিক গুণগানি হারি টমা মারে ।
পিতালক না তেরিলে দার, মদ, রাগে জদিপরে,
সে কে। পানিরে মদ মাসে অমরে ॥
বাণি অশেষের স্বর, মারের গয়ল পান,
দারিণ বিজয় পান, না হই পাণীরে ।
উমার শরীরে মদ মাসে মদর কাণী,
সে অমনি পিণ্ড মদ মাসে না করে ॥
অবনী অমনি মদ মাসে মদর গতি,
যত কিটু না মদ মাসে মদর মতি ॥
কনলাকাতে মদ মাসে মদর মদে দেহ,
না বটে জানারে বাণী মদ মাসে পারে ॥ ১৩২১ ॥

আগমনী সঙ্গীত ।

এই এখন মদ মাসে মদর মদর নাম ।
চেড়েছেন ফি না চেড়ে মদ মাসে মদর নাম ॥
গিরিরাজ কৈনানমদ, চেড়ে মদ মাসে আনিবারে,
মদকা দাড়ায়ে দারে কা দর মদ অবিশ্রাম ॥ ১৩৩০ ॥

কিরি মদ মাসে ॥

মেয়ের ত তুমি মদ মাসে মদর মদর নাম ।
কেন মা তোমার মদ মাসে মদর মদর নাম ॥
শুন গো মা মদ মাসে মদর মদর নাম, ভবে দারা,
তোমার মেয়ের নাম মদ মাসে মদর মদর নাম ॥
কেহ মদ মাসে মদর মদর মদর নাম, কেহ মদ মাসে মদর মদর নাম, কেহ বলে মদ মাসে মদর মদর নাম ॥ ১৩৩১ ॥

মেনকা ও জয়া পরস্পরে উক্তি ।

মালতী—কাওরালী ।

ওগো রাণি নগরে কেলাহল উঠ চল চল নন্দিনী নিকটে
চল বরণ করিয়া, গৃহে আনি গিয়া, এস না সমস্ত অ
জয়া কি কথা कहিলি, আমারে কিনিলি কি দিলে
তোমায় অদেয় কি আছে, এস দেখি কা
প্রাণ দিয়ে শুধি ধ'র গো ।

রাণী ভাসে প্রেমজলে দ্রুতগতি চলে, থমিল ব
নিকটে দেখে যারে, সুখইছে তারে, গৌরী কত
যেতে যেতে পথ, উপনীত রথ, নিরখি বদ
বলে মা এলে, মা এলে, মা কি মায় ভূ
মা একি কথা মা'র গো ।

রথ হতে নামিয়া শঙ্করী, মাঘেরে প্রণাম
সান্বনা করে করে বার বার,—
দাস কবিরঞ্জে সৰ্ব্বণে ভণে, এমন শুভ দিন ব

আলাইয়া—আড়াঠেকা

ঐ গো দেখ রাণী আইল তব ন
আহা মরি কিবা রূপ যেন পুর
পুনে রাণী দ্রুতগতি, অঞ্চল ভ
বলে উমা আয় আয় প্রা

শ্রেহভরে কোলে লসে, বদনে
বলে মা কেমনে ছিলে ভুলে ছা
আজি সুপ্রভাত কিবা, দেখসি
ধনা হিমালয় আজি হেসন্ত
মঙ্গল আচার কর, বরণ ডালা

মেনকা ও জয়া পরস্পরে উক্তি ।

মালতী—কাওয়ালী ।

ওগো রাগি নগরে কেলাহল উঠ চল চল নন্দিনী নিকটে তোম
চল বরণ করিয়া, গৃহে আনি গিয়া, এস না সঙ্গ আমার গে
জয়া কি কথা কহিলি. আঘারে কিনিলি কি দিলে শুভ সমা
তোমায় আদেয় কি আছে, এস দেখি কাছে,

প্রাণ দিয়ে শুধি ধ'র গো ।

রাগী ভাসে প্রেমজলে দ্রুতগতি চলে, থমিল কুন্তলভার,
নিকটে দেখে যারে, সুধাইছে তারে, গৌরী কতদূরে আরে
যেতে যেতে পথ, উপনীত রথ, নিরখি বদন উমার,
বলে মা এলে, মা এলে, মা কি মায় ভুলেছিলে
মা একি কথা মা'র গো ।

রথ হতে নামিয়া শঙ্করী, মায়েরে প্রণাম করি,

সাস্বনা করে করে বার বার,—

দাস কবিরঞ্জে নকরণে ভণে, এমন শুভ দিন কার গো ॥ ১৩ ॥

আলাইয়া—আড়াঠেকা ।

ঐ গো দেখ রাগী আইল তব নন্দিনী'
আহা মরি কিবা রূপ ঘেঁ গির সৌদামিনী ॥
শুনে রাগী দ্রুতগতি, অঞ্চল ভূমে লুটায়,
বলে উমা আয় আয় প্রাণনন্দিন
স্নেহভরে কোলে লয়ে, বদনে বদন দিয়ে.
বলে মা কেমনে ছিলে ভুলে ছাখিনী জননী ॥
আজি সুপ্রভাত কিবা, দেখসিয়ে ভাগ্য কিবা,
ধনা হিমালয় আজি হেসন্তবরণী,—
মঙ্গল আচার কর, বরণ ডালা ধর ধর,
শুভক্ষণে গৃহে আজি শিবসীমাস্তিনী ॥ ১৩৩ ॥

